

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখ্যপত্র

উপস্থাপনা, ১৯৮০

॥ ५ ॥

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দুধপত্র

সম্পাদক : প্রবীণ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অচিন্তা মল্লিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১

বৈশাখ, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

১. এবারের সম্মেলন ।

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের বিভাগসর হলে ১৪-১৬ এপ্রিল '৭৮ অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ দুটি নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে এক উৎসাহ ও উদ্বীর্ণনা লক্ষ্য করা যায়নি। এবারের সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব পেলে এই কারণে যে, সুকীর্ষ আলোকালনের পরিপ্রেক্ষিতে এগাজো এবার গ্রন্থাগার আইন হতে চলেছে। তাই সম্মেলনের অন্ততম আলোচ্য বিষয় 'গ্রন্থাগার আইনের প্রস্তাবিত কাঠামো' বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আলোকালন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সুকীর্ষ আলোকালনের কলে এগাজো গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনতা পূরণের জন্য অনেক ব্যাচ পেয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আলোকালন সম্পর্কে যথেষ্ট সহায়কুতিশীল। ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে (উদ্যোগ : সম্পাদকীয়, চৈত্র '৮৪ সংখ্যা) সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাই আমরা আশা রাখি, এবছরে গ্রন্থাগার আইন চালু হবে। আইন চালু হলে, গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক গুণি পাবে—একথা বলাই বাহুল্য। তাই আমাদের আগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে—কেবলমাত্র সংসদে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বন্ধা করাই নয়, প্রতিটি জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সুখী করে তোলার জন্য যে নিষ্ঠা এবং প্রবোধ প্রয়োজন, তা অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

২. জাতীয় গ্রন্থাগার : প্রতিষ্ঠান অস্বস্তি উৎসব ।

বিগত ২২-২৪ এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্বীর্ণনার মধ্যে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠান অস্বস্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। অচ্যুতের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র সেন। সভাপতি ছিলেন কমিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং প্রধান অতিথি আসন অলংকৃত করেন পশ্চিম-

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। তিন দিনের এই অচ্যুতের বিভিন্ন আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জাতীয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন প্রধানগণিক শ্রী বি. এম. কেমবন। এছাড়া, এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বাবুদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগ শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রী অদীতকুমার বসু।

দ্বিতীয় দিনে কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী গ্রন্থাগার বিভাগী নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন : ১) Dennis Gunton—British Library ২) A. G. Boulytchev—Lenin State Library ৩) Mary Frances Cowan—Library of Congress, এবং ৪) H. Fujita—National Diet Library.

শেষ দিনে বাংলা সরকারের হুঁশত বড় উপলক্ষ্যে নাথানিয়েল ড্রাইস হালহেড-কেও স্বরণ করা হয়। হালহেড সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিলিগুমার দাস। এছাড়া জালালা পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি এবং সাম্প্রতিক সংগৃহীত পুস্তকের, - টি আলোচনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া, অচ্যুতের অন্ততম আকর্ষণ ছিল পুস্তক নাট ও নাটক ইত্যাদি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ বিগত কমিটিভীর সহযোগিতায় অচ্যুতের সুখী পরিচয় তাৎসঙ্গিক করেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছুই নেই। তবে ৭৪ বছর উপলক্ষে যেমন আনন্দ উৎসব প্রয়োজন, তেমনি গঠনমূলক আশ্রয় সমালোচনার প্রয়োজন আছে, যাতে আগামী দিনে জাতীয় সেবার জাতীয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল—জাতীয় গ্রন্থাগারের বিগত কর্মসূচির পর্যালোচনা করা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সমীক্ষা তুলে ধরা, এবং আগামী দিনে জাতীয় স্বার্থে কিতাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে একটি আলোকপাত করা। এ সম্পর্কে আমরা চতুশ চেষ্টা!

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুদ্রণ

গ্রন্থাগার কর্তৃক গ্রন্থ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ক্রটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো? নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহবোধিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখায় সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখায় English Abstract আমরা প্রকাশ কবে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেকর্ডের বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য ছ'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. ষ্ট্রীট ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৩৩)

৩৪তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কয়েক দিক

অধ্যাপক বিভ্রামাখ মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার বিভাগ শিক্ষণ বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

এক সময় ছিল যখন আইন আর শৃঙ্খলা একা করতে পারলেই সরকারের দায়িত্ব মিটে যেত। আজ কিন্তু সে দিন নেই। আজ সব দেশেই জন-কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠিত। আইন-শৃঙ্খলা একা সরকারের দায়িত্ব নিষ্করই, 'কিন্তু ঐটুকুতেই তার দায়িত্ব শেষ হ'য়ে যায় না। দেশের মঙ্গলের খাজ, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈতন্য সব বিষয়েই তাকে মাথা ঘামাতে হয়। তাই বাৎসরিক 'আমদানি'র হিসাবে শুধুমাত্র পুঁজি, নিচের আর বেশকিছু খাতে ব্যয় করা হয় না—ব্যয় করা হয় মান্য উন্নতিমূলক, নানা গঠনমূলক কাজের জন্যও।

কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ বাটবের থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রত্যেকের ধান ধারণা অগ্রযাত্রী কল্যাণ প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় অর্জন করতে হয়। সরকার বা সামাজিক ব্যবস্থা সহায়তা করতে পারে মাত্র। তুণ ও দুখ খাটবের যখন স্বাস্থ্য গড়ে তোলা যায় না, তখনই সরকারী সাহায্যের বাগাই বেশ গড়ে তোলা যায় না। সরকারী পরিকল্পনা অগ্রযাত্রী বেশ গড়াই কাজ ক'রতে গেলে কাজের পরিমাপ করতে হয় উন্নতি দিয়ে নয়, খরচের অঙ্ক দিয়ে। তার কলে খরচ হয় টিকিট কিন্ত উন্নতি কতটা হয় বলা কঠিন।

আসল কথা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন কল্যাণমূলক কাজ সফল হ'তে পারে না। বিকাশের মূল কথা হ'চ্ছে জ্ঞানোন্নতি। একটা পরিকল্পনা সফল হ'লেই তার থেকে নতুনতর কল্যাণের সম্ভাবনা আপনা আপনি এসে যায়—মূল থেকে কলের মত বা কল থেকে নতুন সম্ভাবনার

বীজের মত। মাত্র এবং সমাজ জীবন প্রধান এবং জীবনের ধর্মই আপনাকে বিকাশিত করা। জড় পদার্থের পরিবর্তন করলে তার আবার নতুন পরিবর্তন না হ'তেও পারে। কিন্তু জীবকে কোন প্রত্যাবর্তন মধ্যে আনতে পারলে তার পরিবর্তন স্বাধীন হ'য়ে থাকে না—নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়।

তাঁই কল্যাণ বাটবের মাথক জ্ঞানার্জন করতে হ'লে যে মাত্রকে নিয়ে বাট তাকে সঙ্গে নিতে হয়। তার মধ্যে কল্যাণের টঙ্কা ও চেষ্টা জাগ্রত ক'রে তুলতে হয়—তার সহযোগিতা পেতে হয়। সোনার কাঠির চোয়াল ঘুমিয়ে-পড়া মাত্রকে জাগিয়ে তোলা গল্পেই সম্ভব—বাস্তবে নতুন চেতনার সঞ্চার না করা পর্যন্ত ঘুমিয়ে-পাকা মাত্রের ঘুম ভাঙে না।

আজ মাত্রের জীবন এত জটিল হ'য়ে প'ড়েছে আর বিকাশের পদ্ধতিও এত নানারকম কাজের সময়ের উপর নির্ভর করছে যে বিভিন্ন মাত্রের ব্যক্তিগত চেষ্টায় আজ বেশী কিছু ক'রে তোলা সচল নয়। প্রত্যেক কাজেই আজ এত অল্প প্রত্যাক হ'য়েছে এবং তার প্রত্যেকটার মধ্যে এত সূক্ষ্মতা এসে গেছে যে একটা কাজ ক'রতে চলে অনেককে মিলে মিলে কাজটা ক'রতে হয়। একথা তুণ উৎসাহের কেন্দ্রে নয়, একথা সমাজ-জীবনের 'তলা' ব্যক্তি জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। সুতরাং দেশের বিকাশের জন্য তুণ মাত্রের সহযোগিতাটি বণেই নয়, মাত্রকে সংগঠিত করার ব্যবস্থা।

মাত্রকে সংগঠন করার প্রথম পর্যবেক্ষণ হ'চ্ছে তাঁদের একত্রিত করা। শৌভাগ্যক্রমে মাত্রের মধ্যে একত্র হবার সহজ প্রবণতা আছে। অধিকাংশ মাত্রের জীবনে প্রয়োজন

গ্রাম একরকম। অধিকাংশ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা একরকম। অধিকাংশ মানুষের আনন্দের পুথ এক। তাই এই সাধারণ চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনার ভিত্তি অবলম্বন ক'রে মানুষকে মেলানো যায় এবং সংগঠিতও করা যায়।

আমাদেরই এই দেশে আগে যাত্রা-গানের আলস ছিল, মোড়লের বাড়ী ছিল, চরিসভা ছিল, চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। এই সব জায়গায় এক খেরোলের মানুষেরা একত্র হত। তাদের হুখ-ছুখের, সমসার আলোচনা করত। তখন তাদের কল্যাণের কথা ভাববার দায় তারা ছাড়া আর কা'র ছিল না। তাই এই মিলনের শেষফল মনের হুখ বা কখনও মনের আনন্দ প্রকাশের বেশী হ'তে পারে নি। আজ রাষ্ট্র যখন এদের জীবনে কল্যাণ করার ত্রুত গ্রহণ করেছে তখন আগের চেয়ে অবস্থার অঙ্কুশ পরিবর্তন নিশ্চই হওয়া উচিত।

কিন্তু এর মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। সহরে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে গেছে—তার প্রভাব আমাদের পাড়ারীয়েও পৌঁছে গেছে। মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ এত বেড়ে গেছে যে আগেকার সমাজ-ব্যবস্থা কেউ আর মানতে চায় না। অবশ্য আমাদের সামাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এত গলদও ঢুকে গেল যে এই সমাজ-ব্যবস্থা আগের মত তাতে থাকতে বাধ্যনীয় ছিল না।

যাই হোক পুরানো গেছে, কিন্তু নতুন এখনও গ'ড়ে ওঠে নি; আজ জমিদার-বাড়ী চণ্ডী-মণ্ডপের জায়গা নেবার ক্ষমতা—সাধারণের পরাম্পরের ভাব আদান প্রদানের ক্ষমতা একটা মিলন ক্ষেত্র চাই। মানুষকে সংগঠিত ক'রে তোলার আগে তাদের একত্রিত ক'রতে হবে। সেই একত্রিত করার জায়গা প্রথম আমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনা হুকু হবার গোড়ার গোড়ার গ্রামাচারগুলোকে 'কমুনিটি সেন্টার' ক'রে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বই-সবই গ্রামাচার কি 'কমুনিটি সেন্টার' হ'তে পারে? দেশ গড়বার প্রথম পদক্ষেপ-মানুষকে একত্রিত করার প্রতিষ্ঠান তাই এখনও গড়ে ওঠেনি। গ্রামাচার কি এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না?

কিন্তু যাদের অবসর আছে তারা হস্তমস্ত কাটাবার ক্ষমতা এই রকম প্রতিষ্ঠানে জুটতে পারে (জীবন সংগ্রামে যাকে দিন-রাত ব্যস্ত থাকতে হয়, সংসারের জোয়ার যায় কাঁধ থেকে মুহূর্তের ক্ষমতা নামে না সে এ সব জায়গায় মিলতে যাবে কোন্ দ্বাৰে, কোন্ আকর্ষণে?)

এই সমস্যাও গ্রামাচারকে বুঝতে হবে। তাই মিলন কেন্দ্র গড়ে তোলার সময় গ্রামাচারকে সচেতনভাবে এই মিলনকে কল্যাণ করে তুলতে হবে। মানুষের যা' যা' দরকার তা' পেতে গ্রামাচারে আশা যাতে সহায়ক হয় সেদিকে নজর রাখতেই হবে। গ্রামের মানুষের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোর উত্তর সব মানুষের কাছে তাদের বোধগম্যভাবে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্যের শিক্ষার, জ্ঞান-অজ্ঞানে, ধর্মীয় পিপাসার যাতে প্রয়োজন মেটে গ্রামাচারে সে ব্যবস্থা রাখতেই হবে। আনন্দের আকর্ষণ এর সঙ্গে জুড়ে যদি দেওয়া যায় তা' হ'লে গ্রামাচারে এলে আহার ওমুখ দুটাই হবে। গ্রামাচার তখন মিলন কেন্দ্র হবে। সংবাদ ও শিক্ষা পাওয়ার জায়গাও হবে।

আজকে সরকার নানা বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করতে চান। নিরক্ষর দেশে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক'জনকে সংবাদ জানানো যায়। বোঁড়ও, টোল-তিলন আজও গ্রামের অধিকাংশ লোকের সহজলভ্য ও নতুন সহচর নয়। তাই আমাদের দেশে গ্রামাচারগুলোকে সংবাদ সরবরাহের স'ঙ্গে মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন অপ'রিণীম। সরকারী পরিকল্পনার স্বার্থেই প্রত্যেক গ্রামাচারেই সরকারের সমস্ত আদেশ ও উপদেশ পৌঁছানো আবশ্যক।

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনে কখনো কখনো লোকেরা সত্যর মাঝে মাঝে বলে থাকেন। কিন্তু আসল কথা গ্রামের নিরক্ষর মানুষের অক্ষর জ্ঞান না থাকায় তাদের অসহায়তা কী তা বোঝে না। অক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন লোকের আবারও দেশে এখনও উচ্চ-লোকের

অধিবাসী। খেটে-খেলে অক্ষর জ্ঞান থাকা অপ্রয়োজনীয়। আর অক্ষর-জ্ঞান থাকলে খেটে খাওয়া অসম্ভব—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা এটা প্রায় এমন এক সত্য হ'য়ে উঠেছে—যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করতে গেলে আজকে পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নতুন আলোকে দেখাতে হবে। মাতৃশিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেহেতু কোন মনোবী যেন বলেছিলেন মাতৃশিক্ষা কথা-বলা প্রাণী। কথা-বলার মধ্য দিয়ে মাতৃশিক্ষা নিজেকে মধ্য ভাবে আদান প্রদান করতে পেরেছে বলেই আজ সত্যতার এত অগ্রগতি হ'য়েছে—মাতৃশিক্ষার জীবন এত সচল হ'য়েছে। তির ভাবাত্মিক দেশে গেলেই কথা বলার গুরুত্ব আমরা মনে প্রাণে বুঝতে পারি। যাই হোক কথা বলা বোধ হয় মাতৃশিক্ষারই একচেটিয়া অধিকার নয়। চতুর্থ প্রাণীরও ভাবের আদান প্রদানের ভাষা আছে, পদ্ধতি আছে। জানিনা জীবনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবের শব্দের বা ভোক্তকের সম্প্রসারণ হ'চ্ছে কি না।

অক্ষর জ্ঞান মাতৃশিক্ষার তার প্রকাশ ও তার সংগ্রহের ক্ষমতাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখের কথা দেশ কালের গভীরে বীধা। কিন্তু যে সব কথা চিরকাল সত্য এবং চিরকাল সত্য বলে যা' নতুন ক'রে বলার গুরুত্ব কেউই বোঝে না—সে সব কথা ত' আমরা অনেক সময়ই পাট না। তার উপর মুখের কথার যখন জ্ঞান অচরণ করতে হয় তখন আমাদের সময় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। শিক্ষকের সুবিধামত সময় করতে পারি ভাল-না হলে সে বিষয়ে জানার আশার জলজলি দিতে হয়।

মাতৃশিক্ষা পূর্ণ হয় অনির্ভর হ'লে। বোবা-কলা দেশে যেমন জনতে পারেনা বলেতে পারেনা বলে তার জীবনের

অনেক ভাগই খালি থাকে, তেমনি যে প'ড়তে পারেনা-লিখতে পারেনা সেও ত' মাতৃশিক্ষার সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সমাজ-জীবনে সার্থক ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে অপরকে কথা বুঝতে হবে-নিজের কথা অপরকে বোঝাতে হবে। কিন্তু এই এত বড় দায়িত্ব কখনো আমরা কি আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের বোঝাতে পেরেছি? আমার ধারণা প্রচলিত শিক্ষার কালে আমাদের দেশে যে কাজিকর জাতিভেদ প্রচার হ'য়েছে সেটা প্রাণধান করে যতদিন আমরা সমস্ত শিক্ষাকে ভেলে সাজাতে না পারব ততদিন শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়, আমাদের দেশের উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ সব কিছুই ব্যাহত হবে।

গ্রন্থাগার অবজাই জনসাধারণকে পবন সববরাহ ক'রবে কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতি মুহুর্তে চোখে আবুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে অক্ষর জ্ঞান না থাকলে সারা জীবনে সব বিষয়ে কত পন-নির্ভর হ'য়ে থাকতে হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের আরও একটা গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব আছে—সভ-সাক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান বজায় রাখার বন্দোবস্ত করা। কে না জানে আলোচনা না থাকলে শেখা জিনিষ ভুলে যেতে হয়। তারপরে বেশী বয়সে শেখা জিনিষ মনে গভীরে দাগ কাটে না। তাকে বোঝ রোজ ঘবে মেতে জল্জলে রাখতে হয়।

মোটের উপর পাড়ারীয়ে গ্রন্থাগারগুলোকে আজ দেশ গড়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে—এবং তা' নিতে চ'লে এক গভীরগতিক গ্রন্থ-প্রদান প্রতিষ্ঠান হ'য়ে থাকলে চ'লেবে না। একে নতুন ভাবে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে গড়ে উঠতে হবে।

৩৪ তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রামোন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা

অজয়কুমার সায়

সেন্টাল গ্রাম এণ্ড সেবাসিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

• ভূমিকা

০১ স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে ভারতে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা

ঐশ্যাতীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য প্রধানত গ্রামভিত্তিক। আজো ভারতের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ নাগরিকের ভাষা পল্লী অঞ্চলের গ্রাম হুংথের সাথে জড়িত। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভারতের সাবিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি আর গ্রামীণ উন্নতি, এ দুটিকে যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথকভাবে পথাপোচনা করা যায় না। প্রাক-স্বাধীনতায়ুগে সবারই আশা ছিল যে স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে দেশ ও জাতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের তাত থেকে মুক্তি পাবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে যোগ, দারিদ্র, অশিক্ষা ও ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তির সমার্থক। স্বাধীনতার পর দেশীয় সরকার তাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতার একটি

“সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় প্রসাধন প্রকল্প”কে কার্যত রূপদান করলেন। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল একটি সাবিক, বহুস্তর, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পারিবারিক কল্যাণ পরিকল্পনা, যাতে নিরোক্ত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।

(ক) বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিক উৎপাদন

(খ) কুটির ও কুশল শিল্পের ব্যাপক প্রসাধ

(গ) চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের সুই ব্যবস্থা

(ঘ) প্রাথমিক, বহুস্তর ও সমাজ শিক্ষা

(ঙ) বাসস্থান, যোগাযোগ ও পরিবহন

(চ) সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠী-বিনোদনের সুযোগ সুবিধা

(ছ) যুব সমাজ ও নারী সমাজের উন্নতিমূলক কর্মস্বারা

গ্রামাঞ্চলের প্রসাধনিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলায় জেলায় ‘পল্লী উন্নয়ন ব্লক’ সংগঠিত হয়। এই ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো ও কর্মস্বারা নিরোক্ত ছক থেকে সমাজ উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পঞ্চ টিকৎসক — ব্লক উন্নয়ন-আধিকারিক য প্রসাধন-আধিকারিক

| শিল্প প্রসাধন আধিকারিক | প্রসাধন-আধিকারিক, সমাজিক | সমবায় পরিদর্শক | প্রসাধন আধিকারিক পকারেত | অবর-সহকারী প্রযুক্তিবির (কৃষি) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| সংস চাষ প্রসাধন- আধিকারিক | | জ্ঞান-পরিদর্শক | | ন্যূনতম বেতন পরিদর্শক |

এই উন্নয়নমূল্যী প্রসাধনিক কাঠামো প্রবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাস্বারা গ্রামোন্নয়নের নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার পরিপূর্ণ সাফল্য লব্ধে পরবর্তীকালে নানা লক্ষ্যের অবকাশ দেখা দিয়েছে।

০২ বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি এবং পল্লী অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা।

এটা সুস্পষ্ট সত্য যে জুথের বিষয় যে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীগণ-লোকবলের দিক থেকে আজ ভারত সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে থাকলেও, এই দেশেই সর্বাধিক সংখ্যক লোক কর্মহীন এবং মাথা নিচু উৎপাদন নিরুৎসাহিত। আবার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিচারে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারত যে আশাতীত সাক্ষ্য অর্জন করেছে তার প্রত্যেক প্রমাণ পরমাণু গবেষণা ও মহাকাশ বিজ্ঞান অগ্রগতি, প্রাথমিক উৎপাদন সরঞ্জাম, টম্পাত ও ভারী শিল্প ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নির্মাণ, টেক্সটাইল অর্থনীতির কৃতিত্ব প্রদর্শন। কিন্তু প্রগতিশীল নীতি অনুসরণের মতোই আজো ভারতের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে কার্যকর জীবনযাপন করছে। এটা খুবই জুথের বিষয় যে পাঁচটি পঞ্চশতাব্দিক পরিকল্পনাকালের পরেও আজ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা খরা, প্রাচীন, যোগ, শিক্ষা, কর্মহীনতা ও সর্বোপরি ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পায় নি। এক কথায় বলা চলে—ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান অগ্রগতি ও ফল শুধু মহাকাশেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, গ্রামাঞ্চলের সীমাবদ্ধতা তখনও তা প্রকৃষ্টভাবে দেশের সর্বত্র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি।

০৩ বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী যোজনা ও প্রয়োজনীয়

স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও গ্রামাঞ্চলের শোচনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি প্রয়োজনীয় প্রতি সমীক্ষা ও প্রচেষ্টা করেছেন। ইহা নিয়ে প্রকাশিত বর্তমান যোজনার বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্য, আকার ও কর্মসূচী থেকেই এটা সত্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের কর্মসূচী ক্যাম্পেইন মূল দায়িত্ব রাজ্যসরকার ওলির। যোজনাব্যবস্থা আদারী বছরের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১১,৬৪৯ কোটি

টাকা। তারমধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে বেওয়া হয়েছে ৫,২৮৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রের মধ্যে রাখা হয়েছে ৫,৩৬৪ কোটি টাকা। যোজনা ব্যবস্থা রাজ্যগুলির বরাদ্দ কেন্দ্রের তুলনায় এই সর্বপ্রথম বাড়িয়ে দিয়ে সম্ভবত এটাই প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে যে বর্তমান যোজনার প্রাথমিক অর্থনীতির পুনর্বিভাগের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যোজনার মোট ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা, যার ৪০ ১১ শতক ব্যয় করা হবে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন খাতে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে গোটা পরিকল্পনার ষোলোটাট গ্রামকেন্দ্রিক।

সামাজিক উন্নয়নের পারিপার্শ্বিকতায় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শিল্পোন্নয়নেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তাই, কৃষি ছাড়াও, কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ে মিলে সরকারী শিল্প সংখ্যা ৬২,৩৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যে রাখা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় শিল্পক্ষেত্রে ধরে আগামী পাঁচ বছরে ভারতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

খসড়া বর্তমান পরিকল্পনার আর একটি আনুষঙ্গিক দিক হলো এই পরিকল্পনাকালে প্রায় ৮৫ কোটি একক লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন ধারণের মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে 'প্রম-নিবিড়' কৃষির ও ক্ষম শিল্পের প্রসার ঘটবে, দেশের সামাজিক কল্যাণে লাগিয়ে বিশেষত পল্লীবাসীদের জন্য সামাজিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

০৪ ভারতে প্রাথমিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক

ভারতের প্রাথমিক অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কৃষি নির্ভর। যদিও অধিকাংশ গ্রামবাসী হয় নিজস্ব চাষাবাস, নয় অন্যের জমিতে কৃষি-প্রাথমিক হিসেবে নিজেদের কাজে ব্যাপ্ত রাখেন, তাহলেও বছরের বেশ কিছু সময় ভারতের কৃষিভিত্তিক কোনো কাজ থাকে না। সে সময় তারা নানা ধরনের স্বজনশীল কারিগরী, কাকশিল্প ও অন্যান্য কাজে

নিজস্বের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প একতাব্যবহার একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মধু-সংগ্রহ ও বৌমাছি পালন, বনৌষধি সংগ্রহ, জালানী সংগ্রহ, গৃহ-নির্মাণ ও ছোটখাটো ব্যবসায়িক দ্বারা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের অংশিকভাবে নিয়োজিত করেন। আবার ভূমিহীন, নিঃস্ব, দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটা অংশ শহরাকলে জীবিকার সন্ধানে সপরিবারে এসে ক্রমাগত ভীড় করে গ্রামীণ অর্থনীতির নিদাক্ষণ দৈন্ত প্রকাশ করেন।

০৫ সার্বিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ঘরাবিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করেছেন, যাতে নতুন নতুন কর্মধারা ছাড়াও, পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালে গৃহীত ও আংশিকভাবে রূপায়িত কর্মধারাগুলিকেও উল্লেখিত করার সপক্ষে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশের অল্পমাত্র এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সেখানে কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসাধন ব্যাপক কর্মসূচী ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

০৫.১ অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দেশের অল্পমাত্র এলাকার শিল্পোন্নয়নের উন্নতিকল্পে আঞ্চলিক পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮ খৃঃ শেখের দিকে 'পাণ্ডে কমিটি' ও 'ওয়ার্ডে কমিটি' গঠন করে অল্পমাত্র এলাকার শিল্পোন্নয়নের প্রসাধন তাদের সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছিল। এই সুপারিশ অনুযায়ী, ১৯৭০-৭১ খৃঃ 'অল্পমাত্র এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। সারা ভারতে ২৪৬টি জেলাকে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বলে চিহ্নিত করা হয়, যাতে এই চিহ্নিত জেলাগুলিতে অর্থপূর্ণ সম্পত্তি ও অস্বাভাবিক বিষয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান করা যেতে পারে। এই ২৪৭টি অল্পমাত্র জেলার মধ্যে আবার ১০১টি জেলাকে 'বিশেষভাবে অল্পমাত্র' বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই অঞ্চলগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে হারীদারী ওপর ১৫% আর্থিক অহুদান দেওয়ার ও ব্যবস্থা করা হয়। এই অহুদান ব্যবস্থা ১৯৭০-৭১ সালেই মোট ১১১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৯৭০ খৃঃ ক্ষুদ্রশিল্প পর্ষদ (Small Scale Industries Board) 'সার্বিক কমিটি' গঠন করেন, যাতে বিশেষভাবে অল্পমাত্র জেলাগুলিতে আর্থিক অহুদান ও অস্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা দেবার লক্ষ্যে আর্থিক শিল্পিত করার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা যায়। এই সুপারিশ পাবার পর, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ও বিভিন্ন পদস্থ অধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চ কমিটি সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয় ও এ লক্ষ্যে নিয়োক্ত নীতি নির্ধারণ করা হয়।

(ক) সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প এমন ভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন শিল্পকারদের (artisans) জন্ম লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

(খ) এটি কর্মসংস্থানের প্রকল্পগুলি, দেশীয় গবেষণাগারে প্রযুক্তিবিভাগের জ্ঞান ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রয়োগে, এমন ভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে বিবিধ স্থানীয় সম্পদ, যথা—লোকবল, ভূমি, জল, উদ্ভিদ প্রাণী, খনিজ ইত্যাদির যথাযথ ও সুস্থ ব্যবহার সম্ভব হয়।

(গ) এই প্রকল্পগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে এগুলি গ্রামীণ পরিবেশে পরিচালনা, অর্থপূর্ণ ইত্যাদি দিক থেকে সহজ, সম্ভাব্য ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

০৬ গ্রামোন্নয়নে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগের অবদান

ভারতের মতো উন্নয়নশীল সকল দেশেরই সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগের গবেষণা একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ইতিপূর্বে ০২ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিভাগের বৃহত্তর পরিধিতে ভারত যতখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, গ্রামীণ উন্নতির ক্ষেত্রে তার সাফল্য ততখানি আশাব্যক্তক নয়। তাই সম্প্রতি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগ (Department of Science and Technology-DST) এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) তাদের যৌক্তিক বোঝানার (১৯৭০-৮০

কৃ) খসড়া পরিকল্পনার গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান বাড়ে আরো গভীরভাবে কার্যকরী হতে পারে, এবং দেশের জনগণের সুস্থতার অংশ এর যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে পারেন—সেখিকে লক্ষ্য দৃষ্টি দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আঞ্চলিক পরিকল্পনার আওতার বিশেষভাবে অগ্রগত জেলাগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' অধুনা ভবিষ্যতে এক নতুন দিগন্তের লক্ষ্যন পেতে পারে। যা পবের্তী কালে ভারতের মতো অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নশীল দেশেও প্রযুক্তি-বিত্তা—সম্প্রদায় (technology transfer) অগ্রগত হলেবে লাকলোর সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। Committee on Science and Technology in Developing Countries (COSTED) এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল।

•৬১ জাতীয় গবেষণাগারগুলির অবদান

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR), বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (CSIR), ভাষা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র (BARC), ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ (ICMR); চতুর্থাদির বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগারে এয়াবৎ যন্ত্রপাতি উৎপাদন-প্রক্রিয়া (process development) উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রামীণ উন্নয়নে প্রয়োগের পক্ষে সামর্থ্যপূর্ণ। যন্ত্র পরিসরে বলা যেতে পারে যে—কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য সংরক্ষণ, কৃষিজাত-আবর্তনায় শিল্পে বিকল্প ব্যবহার, চর্মশিল্প, বস্ত্রব্যয়ে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, 'নির্জল-আবর্জনা'র (industrial waste) সম্ভাব্যতা, গ্রামীণ বৃক্ষশিল্পের ক্ষয় বস্ত্রব্যয়ে উৎপাদন-প্রণালী, গ্রামের স্থল, হাসপাতাল ও বাসগৃহে বিদ্যুৎ পানীর জলের ক্ষয় বস্ত্রব্যয়ে "সেরামিক ফিটার" ইত্যাদির ব্যবহারে আশঙ্করূপ কণ পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এই লাকলোর সুযোগ সারা-দেশে এখনো ছড়িয়ে পড়েনি, এবং বর্তমান প্রকাশ্য-ব্যবস্থা ও তথ্য-বিস্তার (information dissemination) ধরন সেইভাবে অগ্রগত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। 'জাতীয়

বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্য পরিকল্পনা' (National Information system for Science and Technology—NISSAT) তার বহু-স্তর (multi-tier) কাঠামো নিয়ে এবিধে ভবিষ্যতে অগ্রণী কৃষিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

•৬২ প্রায়োগিক গবেষণা-লক্ষ্য জ্ঞানের প্রয়োগ : 'কর্মসম্পন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা' - একটি পর্যালোচনা

১৯৭২ খৃঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (CSIR) ভারতে অগ্রগত অঞ্চল উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান লক্ষ্য ব্যবহারের পরীক্ষা নিরীক্ষার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অগ্রগতদেশে ২১টি জেলার মধ্যে ১০টিই অগ্রগত। কর্মসম্পন্ন সেট অগ্রগত জেলাগুলির মধ্যে একটি। জেলাটি ১১৮০০ বর্গ কিঃ বিস্তৃত ও প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসী অধুষিত যাদের ২০% গ্রামবাসী ও ৬৮% চাষবাসে নিয়োজিত। শিক্ষিতের চার ১৪.৩৪%। 'পরিষ্ক' ও অগ্রগতদেশ সরকার একটি যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে কর্মসম্পন্ন জেলাকে সার্বিক উন্নয়নে সমৃদ্ধ করার বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে এই সর্বপ্রথম প্রায়োগিক সমতার একেবারে মূল থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছিল।

প্রথমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যিত খসড়া গঠনের পর ধাপে ধাপে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

(ক) কর্মসম্পন্ন জেলার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য

- (১) ভূতাত্ত্বিক লক্ষ্য
- (২) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ও মাটির উর্বরতা
- (৩) সম্পদ—বন্য, লোকসম (চাষী, কৃষিকর্মী, বন্য শিল্পকার), জলাশয়, জল, বনজ, বনজ ইত্যাদি
- (৪) কৃষি ও কৃষ্টি শিল্প—অর্থনৈতিক অবস্থা ও লক্ষ্যব্যতা

এই সমীক্ষার কবিরনগর জেলার বহুদূরী উন্নয়নের সম্ভাব্যতার বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র তুলে ধরা সহজ হয়ে ওঠে।

(খ) ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্প

প্রাথমিক শিল্প বিভাগ, ক্ষুদ্র শিল্প সেরা প্রতিষ্ঠান (হারদারাবাদ), বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ ও অজান্ত মহারাজ প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় এই জেলার ক্ষুদ্র, কৃষ্টির শিল্প ও কৃষি-ভিত্তিক অজান্ত শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল এবং এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে।

(গ) জনসাধারণের সুখসুবিধার ব্যবস্থা

এই পর্ষদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, পানীয়জল, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির বহু পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়েছিল।

(ঘ) কৃষি

কৃষির উন্নতিতে বিভিন্ন ভালুক কৃষ্টিপাতের পরিমাণ জমির উচ্চতা ও অজান্ত নির্মূল প্রাণালীসম্বন্ধ স্থান বিবরণ (topography) সমীক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল। জেলার পশ্চিমাঞ্চল যেখানে প্রায় ১৩০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, সেখানে পূর্বাঞ্চলের উচ্চতা মাত্র ৫০০ ফুট। জেলার সেচ ব্যবস্থা, মাটির উর্বরতা, শস্য-আবর্তন (crop rotation) ইত্যাদির বিবরণ সামনে রেখেই নীতিগত কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ও রূপায়ণ করা হয়েছিল।

(ঙ) পুষ্টি

জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (National Institute of Nutrition, Hyderabad) এই জেলাতে জনপুষ্টি সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছিলেন। এই প্রকল্পে জনসাধারণকে পুষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা নির্দেশ গ্রহণ করার প্রবণতা বা বিকশিত ও মনোভিত্তিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক অধ্যয়নের ওপর ধোর দেওয়া হয়েছিল।

পরিশেষে এটা বলা যেতে পারে যে ‘কবিরনগর উন্নয়ন পরিকল্পনা’ দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান প্রমাণে একটি বলিষ্ঠ, পরীক্ষামূলক, সক্রিয় পদক্ষেপ—যার সাফল্যের দিকে আজ সার্বভারত তাকিয়ে আছে, যাতে সমাজের দুর্বলতম, দরিদ্র অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য দেশের দিকে দিকে আরো অনেক “কবিরনগর” গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

১ গ্রামোন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের তাৎপর্য

ইতিপূর্বে ০৪ পরিচ্ছেদে একথা আলোচিত হয়েছিল যে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও গ্রামীণ সমাজের একটা বড় অংশ ভূমিহীন, কর্মহীন ও দরিদ্র। সমাজের এই দুর্বলতম শ্রেণীর জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচীতেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে গ্রামীণ কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্প। এই শিল্পকে বয়সসময়ে ও সীমিত আর্থিক সাহায্য নিয়ে, সম্প্রসারিত করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করে রূপদান করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আশার কথা, বর্তমান যোজনার খসড়াতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

১১ গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পের বিভিন্ন দিক

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষ্টির ও ক্ষুদ্র শিল্প সাধারণত নিম্নোক্ত বিভাগগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ক) খাদ্য ও হস্তচালিত তাঁতজাত বস্ত্রশিল্প।

খ) কাচ ও মৃৎশিল্প।

গ) দোহ ও দোহবজিত—খাতু শিল্প।

ঘ) হাকশিল্প ও বাণজাত শিল্প।

ঙ) চাককলা ও কাকশিল্প।

চ) চর্মশিল্প।

ছ) কৃষিজাত ক্রমের সংরক্ষণজনিত শিল্প।

জ) শুক শিল্প।

ঝ) জোঁয়াছি পালক ও মৃৎকলত্র।

- ক) বেশম শিল্প।
- চ) লাক্ষা শিল্প।
- ঠ) তৈরী শোষক শিল্প।
- ড) বিভিন্ন কারিগরী শিল্পজাত তথ্যাদি।
- ঢ) অভ্যন্তর বিভাগ।

১২ গ্রামীণ শিল্পের সমস্যাবলী

নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে গ্রামীণ শিল্প আজ বিবিধ সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়েছে। বঙ্গদেশের এই সমস্যাবলীর তথ্য নিয়ে উল্লেখ করা হলো।

- ক) শিল্পের আবাসিক কাঁচামাল, জ্বালানী ইত্যাদির চাপ্পাপাতা ও ক্রয়বর্জমান মূল্য।
- খ) বঙ্গ হতে, দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ঋণ পাবার অসুবিধা।
- গ) গ্রামীণ শিল্পকারখানের অপ্রচলিত ও সেকেলে কারিগরীশক্তি।
- ঘ) আধুনিক কারিগরী শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রাম্যকলে সীমিত প্রসার।
- ঙ) চূর্বল সরবরাহ ব্যবস্থা ও রাজস্বাধারের বীন অবস্থা।
- চ) বিপণন ব্যবস্থার ক্রটি ও এ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর অপর্গাভাব।
- ছ) সমবায়-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ও বিপণনের সীমিত প্রসার, এবং সর্বোপরি।
- জ) গ্রামীণ শিল্পকারখানের অপরিণীত দাবিত্র, অনিকা, কৃসংস্কার ইত্যাদি অনিত হস্তের সামাজিক বাধা।

১৩ গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা

গ্রামীণ অর্থনীতিকে আবার সজীব করে তুলতে বর্ধিত বোজনার লক্ষ্যে, জাতীয় গবেষণাগারগুলির কর্মসূচির অধীনে নতুন করে গুরুত্ব আয়োজন, ইত্যাদি ছাড়াও কয়েকটি সরকারী ও স্বায়-শাসিত প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ শিল্পকে উন্নীত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ‘বাঘি ও গ্রামীণ শিল্প করিশন’ (KVIC)

এদের মধ্যে অন্যতম। এই করিশন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায়

অধিকাংশ বিভাগেই উন্নতি ও প্রসারে তাদের সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই করিশনের কর্মসূচির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি অন্যতম।

ক) বাতাসিক মূল্য কাঁচামাল ও জ্বালানী সরবরাহে সহায়তা।

খ) আর্থিক অনুদান ও ঋণদানের ক্ষেত্রে সহায়তা।

গ) কারিগরী জ্ঞান-সঞ্চারণ ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।

ঘ) উৎপাদকে নানাবিধ বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত ও মান উন্নয়নে সহায়তা।

ঙ) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উন্নতিসাধন।

চ) গ্রামীণ শিল্পকারখানের কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠানগত রূপ দেওয়া ও সেগুলিকে বিনির্ভর হতে সহায়তা।

ছ) উপরোক্ত কর্মসূচির গ্রাম্যকলে পঞ্চাঙ্গ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এই করিশন ছাড়া আরো অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও প্রসার সহায়তা করে চলেছেন, যেমন—

ক) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন পন্থা (Small Industries Development Corporation—SIDO)

খ) ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Service Institute—SISI)

গ) ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Extension and Training Institute—SIET)

ঘ) জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প পন্থা (National Small Industries Corporation—NSIC)

ঙ) রাজ্য গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা পরিষদ

(State Research Development and Design Committee—SRDDC)

৫) রাজ্য ক্ষুদ্রশিল্প ও রপ্তানী পর্ষদ (State Small Industries and Export Corporation—SSIEC)

৬) ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প মহাসঙ্ঘ (Federation of Associations of Small Industries of India—FASSI)

৭) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাংক (Nationalised & other Commercial & Co-operative Banks)

৮) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

১৪ গ্রামোন্নয়নে কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতি

সারা দেশের সামগ্রিক ও স্থানীয় উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমাদের দেশের দেশের অপরিসীম লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সামাজিক জায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের সীমিত আর্থিক সক্তি ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পেই বৈশিষ্ট্য করে লগ্নী করতে হবে যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিশেষের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে জাপান, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের প্রসাধের সঙ্গে যুগ্ম সক্তি রেখে ক্ষুদ্রশিল্প ও তার আপন দাবীতে প্রসাধলাভ করেছে। বস্তুত, এটি ছুই লাখের মতো কোন আপাতবিবোধ নেই। বরং একে অজ্ঞের পরিপূরক। তাছাড়া কৃষিক উৎপাদন উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথেও ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পের প্রসাধের কোন বিবোধ নেই। কারণ অনেক কৃষিক উৎপাদনই ক্ষুদ্র শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—পাট, তৈলবীজ, ধান, বনজ ওষধ ইত্যাদি। তেমনি কৃষিক উন্নতিতেও চাই যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, সাব, কীটনাশক, পচনশীল কৃষিক উৎপাদনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে যে কৃষি ও শিল্প, এ দুটিও পরস্পরের পরিপূরক।

ভারতে কৃষ্টির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলো বিবেচনা করতে পারি।

| ছক নং - | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ক্রমিক সংখ্যা | বিবরণ | পরিসংখ্যান |
| ১ | রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা (১৯৭৬ গু: পর্ষদ) | ৫২৭ লক্ষ |
| ২ | ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের ব্রহ্মাদি | ২,৪০০টি |
| ৩ | মোট শিল্পজাত উৎপন্নসহযোগ ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ | ৪০% ভাগ |
| ৪ | শিল্পে স্থায়ী আমানতে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ | ১০% ভাগ |
| ৫ | শিল্পে কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ | ৩৮% ভাগ |
| ৬ | শিল্পে মোট উৎপাদনে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ | ২৬% ভাগ |
| ৭ | সংগঠিত শিল্পের কর্মসংস্থান কর্মতার সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মসংস্থান কর্মতার অনুপাত | ৫:৩৭ |
| | (প্রতি এক লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে) | |
| ৮ | সারাদেশের রপ্তানীতে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ (১৯৭৫-৭৬ গু:) | ১০.২% ভাগ |
| ৯ | ক্ষুদ্রশিল্প দ্বারা রপ্তানীকৃত ব্রহ্মাদি মূল্য (১৯৭৫-৭৬ গু:) | ৬৩৭.৪৫ কোটি টাকা |

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে উপরোক্ত ছকে আমরা ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্পের অগ্রগতির যে চিত্র দেখতে পাই, তা মোটামুটি আশাব্যাক্ত হলেও আমাদের দেশের আর্থিক ও লোকসংখ্যার ভুলনার দৃষ্টান্ত নয়। আশা করা যায় বর্তমানাব্দিকী পরিকল্পনার শেষে এ চিত্র আরো উজ্জ্বল হবে ও গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

২ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রযোজ্য ব্যবস্থা

একথা আশ্চর্যজনক বিষয় যে বুদ্ধিগতি-সম্পন্ন সকল ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে আশ্চর্যের পূর্বসূরীদের অস্মিত জ্ঞান। এই পূর্ব-অভিজ্ঞতা লভ জ্ঞানের বহু প্রয়োগেই নবনব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশ লাভ ঘটে। উন্নত উন্নতিকামী সকল দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়ই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিহার্যতা সর্বাঙ্গীনীকৃত। যে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে তথ্য সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তি বিতরণ। আবার উন্নয়ন পরিচালনা প্রণয়ন ও তার রূপায়ণে যে বিশাল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ, পরিচালক, পরিদর্শক, প্রশাসন আধিকারিক, অসংখ্য কর্মীকুল নানা জাতি, নানা জাতিতে নিয়োজিত হয়েছেন—তাদের সকলেই জ্ঞানভাণ্ডারের বাসিন্দার অপরিহার্য। এটিকে গ্রাম্যিকলে চাবী, ভ্রমিক, শিল্পকার, পকারেত প্রধান ও আবেগ অনেকের রয়েছে সম্পূর্ণ তিন ধরনের তথ্যের চাহিদা, যা প্রযুক্তিগত নগর হতে পারে। এই বহুমুখী ও জটিল পুস্তক, পত্র পত্রিকা, নথিপত্র, ও তথ্যের চাহিদা শুধু তাই যেহেতুতে গেলে দেশবাসী একটি বহু-স্তরের গ্রাম্যগার ব্যবস্থার রূপায়ণ আশু প্রয়োজন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

২.১ গ্রামীণ উন্নতিতে তথ্যের প্রয়োজন

পূর্ববর্তী ১৯৬৪ পরিচ্ছেদগুলিতে গ্রামীণ উন্নতির বিভিন্ন দিক ও প্রায়োগিক শিল্পোদ্ভোগের ভূমিকা ও তাৎপর্য বিবৃত-তববে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে গ্রামীণ উন্নতির নানাবিধ সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সকল কর্মকাণ্ডের জট কত তথ্যের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তরূপে আমরা ১৯৬২ পরিচ্ছেদে 'করিসনগর উন্নয়ন পরিকল্পনা'র আলোচনার কীরে যেতে পারি। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে একটা অল্পবয়স্ক জেলাকে উন্নত করার প্রক্রিয়ায় কত পরীক্ষা, কত বিবরণ, কত তথ্যের সমাবেশ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভূতাত্ত্বিক, জল, মাটি, ফসল, বনজ, বনসম্পদ লোকবল, সমাজ ও কৃষি—সব ধরনের তথ্যেরই হাবিস প্রয়োজন হয়ে

পড়েছিল একটি জেলায় উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে। বেশ দুইশতের জন্তে প্রযোজ্য ও তথ্য ব্যবহার এর চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কোথায় হতে পারে!

২.২ গ্রামীণ প্রযোজ্য ব্যবস্থা

আমরা জানি যে ভারতে এ বাহ্যিক রাজ্য চারটি রাজ্যে প্রযোজ্য আইনের মাধ্যমে রাজ্যবাসী জনগণ প্রযোজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যাও তিস্তমূল হচ্ছে গ্রামীণ প্রযোজ্য ব্যবস্থা। হুংখের বিবরণ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগের এই চারটি রাজ্য ছাড়া আর কোথাও এখনো পর্যন্ত প্রযোজ্য আইনের সুযোগ গ্রহণ করা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে যে আগ্রহাবৃত, সেটা খুবই আশা করা যায়। তবে বর্তমানে গ্রাম্যিকলে রক পদার্থে যে গ্রামীণ-প্রযোজ্য ব্যবস্থা রয়েছে, তাইই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, আর্থিক পদ্ধতি, ইত্যাদি সবই খুব শোচনীয়। নানা সমস্যার জটিল হয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রযোজ্যগুলি নিম্নতর হয়ে কোনভাবে তাইই অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এই সীমিত সামর্থ্য নিয়ে বর্তমান গ্রামীণ প্রযোজ্য, এমন কি জেলা প্রযোজ্য গুলিও, সার্বিক গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণের জট প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তিতে কোন বড় ভূমিকা পালন করার উপযুক্ত নয়।

২.৩ জেলা-ভিত্তিক কারিগরী তথ্য কেন্দ্রের স্থাপনা: একটি প্রস্তাব

উপরোক্ত আলোচনার দেখা যাচ্ছে-গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত সকল ধরনের কর্মীর, উন্নতন পরিকল্পনা-আধিকারিক, এবং গ্রামবাসীদের তথ্যের প্রয়োজনে বিশেষ প্রযোজ্য ব্যবস্থার অল্পবয়স্ক গ্রামীণ কারিগরী তথ্য কেন্দ্র (Rural Technical Information Centre-RTIC) এর স্থাপনা ও সংগঠন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কারণ ও রূপায়ণ সুবিধার জন্ত, এ প্রস্তাব অশাক্যরি খুবই বুদ্ধিমান হবে যে বর্তমান রাজ্যবাসী সাধারণ প্রযোজ্য ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, সেই কাঠামোর অঙ্গীভূত উপযুক্ত গ্রামীণ, বহুভাষা, ও জেলা প্রযোজ্যগুলিকে নতুন জাতি ও কর্মতার অর্পণ করে

কাৰিগৰী তথ্য কেন্দ্ৰৰ আৰু প্ৰয়োজন ও চাহিদাৰ চাপ
সামলানো যেতে পাৰে।

২৩১ কাৰিগৰী তথ্য কেন্দ্ৰৰ ৰূপৰেখা

২৩১১ কাঠামো

ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহাগৰ, জেলা ও মহকুমা গ্ৰাহাগৰগুলিৰ
বৰ্তমান কৰ্মধাৰা ও দায়িত্ব অঙ্গুৰ বেখে, সেগুলিতে কাৰিগৰী
তথ্য কেন্দ্ৰৰ জন্ত বিশেষ বিভাগ খোলা যেতে পাৰে।
কিন্তু প্ৰতিটি ৱকে অস্তত একটী কৰে উপযুক্ত গ্ৰামকে
বাছাই কৰে নিয়ে, তাকে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰামীণ কাৰিগৰী
তথ্যকেন্দ্ৰ (RTIC) ৰূপান্তৰিত কৰা দৰকাৰ।

আমরা জানি যে জাতীয় ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ও
প্ৰযুক্তিবিদ্যাগত তথ্য ব্যৱহাৰ (NISSAT) একটী সুশব্দক,
জিহ্নৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই তাৰত সৰকাৰেৰ বিজ্ঞান ও
কাৰিগৰী বিভাগ ((DST) অঙ্গুমোদন ও আংশিক ৰূপান্তৰিত
কৰেছেন। এই কাঠামোৰ দ্বিতীয় স্তৰে-বিশেষ উদ্দেশ্য /
বিষয় / শিল্পগোষ্ঠী-ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্ৰ (Mission / Disci-
pline / Industry-Oriented Sectoral Information
Centres—SICs) গড়ে তোলাৰ পৰিকল্পনা নেওৱা
হয়েছে। ইতিমধ্যেই 'খাত্তাবিজ্ঞান', 'চম্মিল্প' এবং 'ঔষধ
ও ভেদজ-বছা', এই তিনিটি কেন্দ্ৰে বিজ্ঞান ও কাৰিগৰী
গবেষণা পৰিষদ (CSIR) এবিষয়গুলি সচ্ছৰী জাতীয়
গবেষণাগুলিতে জাতীয় ভিত্তিতে তথ্যকেন্দ্ৰ গড়ে তোলা
হছে।

প্ৰস্তাবিত 'গ্ৰামীণ কাৰিগৰী তথ্যকেন্দ্ৰ' (RTICs) ও
ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহাগৰ ও জেলা গ্ৰাহাগৰগুলিতে এ সচ্ছৰী
বিশেষ বিভাগগুলিকে, জাতীয় বিজ্ঞান ও কাৰিগৰী তথ্য
পৰিকল্পনাৰ (NISSAT) দ্বিতীয় স্তৰেৰ (SICs) সাথে
সহায়িত সংযোজিত কৰতে হবে, যাতে উত্তৰদিকেই বিজ্ঞান
ও প্ৰযুক্তিবিদ্যাগত তথ্যৰ বিশ্বী আহানপ্ৰধান সচ্ছৰণৰ হৰে
ওঠে। এই সংযোজন প্ৰস্তাবকে নিয়োক্ত ছকেৰ সাহায্যে
দেখানো হলো।

ছক নং ২

জাতীয় বিজ্ঞান ও কাৰিগৰী তথ্য পৰিকল্পনা
(National Information System for Science &
Technology—NISSAT)

জাতীয় তথ্য কেন্দ্ৰ

(National Information Centres—NICs)

বিষয়/উদ্দেশ্য/শিল্প-ভিত্তিক তথ্য কেন্দ্ৰ

(Sectoral Information Centres—SICs)

স্থানীয় তথ্য কেন্দ্ৰ

(Local Information
units—LIUs)

স্থানীয় তথ্য কেন্দ্ৰ

(Local Information
units—LIUs)

ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহাগৰ

(State Central Library)

জেলা গ্ৰাহাগৰ

(District Libraries)

গ্ৰামীণ কাৰিগৰী তথ্য কেন্দ্ৰ

(Rural Technical Information
Centres—RTICs)

২৩১২ প্ৰস্তাবিত কাঠামো ৰূপান্তৰণে আৰ্থিক সংস্থান

যেহেতু গ্ৰামীণ কাৰিগৰী তথ্যকেন্দ্ৰগুলি, এবং ৰাজ্য
কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহাগৰে ও জেলা গ্ৰাহাগৰে কাৰিগৰী তথ্যৰ
বিশেষ বিভাগগুলি, যেনেৰ পৰ্যাবসিকী পৰিকল্পনাৰ আওতাৰ
প্ৰানোৱন কাৰ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰবে, সেজন্ত এই
তথ্যকেন্দ্ৰগুলিকে গড়ে তোলাৰ এককালীন ও পুনঃপুনিক
বায়েৰ সম্পূৰ্ণ আৰ্থিক দায়িত্ব তাৰত সৰকাৰেৰ বিজ্ঞান ও
কাৰিগৰী বিভাগ (DST)-কে নিতে হবে। ইক
পৰিচালনাৰ জন্ত এই প্ৰস্তাবিত কাৰিগৰী তথ্যকেন্দ্ৰগুলিতে
যে হুযোগা, পেশাদাৰ গ্ৰাহাগৰ কৰ্মীক নিয়োগ কৰতে
হবে, তাহেৰ বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ব্যয় পৌনঃপুনিক
ব্যয় ও এই হিসাবেৰ মধ্যে ধৰতে হবে। এই অৰ্থসংস্থান
জাতীয় বিজ্ঞান ও কাৰিগৰী তথ্য পৰিকল্পনা (NISSAT)-ৰ

বাস্তবিক ব্যয় বরাদ্দের অধীভূত করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে, NISSAT-এর 'স্মিটর' পরিকল্পনাকে প্রসারিত করে এই নতুন 'চতুর্ভুজ'কে সংযোজিত করে জাতীয় তথ্য পরিকল্পনাকে সর্বাঙ্গীণ করতে চলেতে হবে।

২০১৩ জেলা/গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলির লক্ষ্য ও হারিত

উন্নয়ন কার্যক্রমে তথ্যের অবদান ও গুরুত্বের কথা ইতিপূর্বেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তথ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বীকায় করে নিয়ে যথার্থ হারিত পালন করতে হলে জেলা-গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্রগুলিকে সাধারণত নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও হারিত সংকেত সচেতন হতে হবে।

(ক) পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, বার্ষিক কারিগরী রিপোর্ট, মানক পত্র, ইত্যাদির প্রয়োজন-ভিত্তিক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, যথা—ভূমি, জল, কৃষি, বনজ সম্পদ, খনিজ, শিল্প, লোকসং ও তার প্রকার ভেদে, ইত্যাদি।

(গ) শিল্প-ভিত্তিক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, যথা—কাচামাল ও আলানীর লভ্য প্রাপ্তিস্থান মূল্য ইত্যাদি; উৎপন্ন প্রবাহের বিশদ সংক্রান্ত তথ্য; শিল্পায়িত প্রবাহের এলাকা অস্থায়ী চাহিদা, ও এলাকার অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি; এলাকার লব্ধ প্রাপ্তি ও তাহের কর্মসূচী, অবলম্বী ও তৎপারিত দল; যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের লভ্য প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য, ইত্যাদি। নব-উদ্ভাবিত কারিগরী জ্ঞান ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য।

(ঘ) কৃষিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, যথা—উন্নয়ন চাহিদা প্রণালী, ভূমির উর্বরতা, বীজ, পান, কীটনাশক ওষুধ, ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবহার প্রণালী ও প্রাপ্তিস্থান, মূল্য; কৃষিক প্রবাহের সংরক্ষণ প্রণালী, যন্ত্র ও সামগ্রিক ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

(ঙ) কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

চ) চাষী, শ্রমিক, শিল্পিকার ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়কারী প্রকল্প দৃষ্টি ভিত্তিক উপায়ের তথ্য সংরক্ষণ ও তাহের তথ্য ব্যবহারে সচেতন করে তোলা।

ছ) সর্বপ্রকার সংগৃহীত তথ্যের আদান-প্রদান ও জাতীয় তথ্য পরিকল্পনার বিভিন্ন ভেদে সাথে সংযোগ সাধন ও সংযোগিতা।

জ) আঞ্চলিক তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণে সমাজ উন্নয়ন রূপে ও অন্যান্য সরকারী ও প্রাইভেট মিতোজিত আর্থিকায়িক ও কর্মীদের সাথে সংযোগসাধন ও সংযোগিতা।

ও উপসংহার

জেলা/গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলিকে তাহের কর্ম-সূচী এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে সেগুলি সেই সকলের প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পগত ব্যবহারী কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে জেলা ও রূপরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে কার্যনির্বাহক কমিটি তৈরী করতে হবে, যারা এই তথ্যকেন্দ্রগুলির পরিচালনা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ তরে থাকবে। জেলা কমিটিগুলিতে কাজ্য প্রোগ্রাম পরিষদের মনোনীত সদস্য বাধা উচিত।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলি হবে জাতীয় তথ্য পরিকল্পনার সর্বশেষ, কিন্তু সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ, স্তর। এহের গুরুত্ব এতটাই বেশী তার কারণ এগুলি 'হাতির সবচেয়ে কাছাকাছি' থাকছে। দেশের সভ্যতার সমস্ত ও জাতির সুস্থতার আগের সুস্থত্বের সাক্ষী হয়ে গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্রগুলি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রকল্প রচনার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উচ্চস্তরে সংরক্ষণ করতে পারবে। সর্বোপরি, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে প্রোগ্রামের লোক-শিক্ষা ও সমাজশিক্ষার বাহন হতে পারে, এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যে বড় অংশটি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তাহের জ্ঞানের আলোক দান করে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। প্রায়শঃই কল্পনার এই প্রোগ্রাম ও তথ্য ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ভূমিকা।

৩৪তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ সাহা । কণিভূষণ রায় । বোলিকাক্সনায় মোহ

• ভূমিকা

•১ তথ্য সরবরাহে গ্রন্থাগার

মানুষের দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে তথ্যের ব্যবহার যে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান অবলম্বন। সমকালীন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তথ্যের আদান প্রদানের ব্যবহার যেমন রয়েছে, অপরদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা তথ্য সত্তায়ে পরিণত হয়ে কালক্রমী অর্থাৎ উত্তরবংশীদের মধ্যে প্রবাহিত করার তাগিদে বই, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি মাধ্যমের ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার জন্য গ্রন্থাগারের উদ্ভাবনা হয়েছে। তথ্যপ্রবাহকে দ্বারীত্ব দেওয়ার প্রায়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অদ্বীত এবং আগামির জনসাধারণের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষর রাখার প্রধান প্রতিষ্ঠান হলো গ্রন্থাগার।

•২ উন্নয়নের মানকাঠি—তথ্যের ব্যবহার

কোন দেশের উন্নয়নের মানকাঠি হিসাবে সচরাচর মাথাপিছু আয়, খাতের যোগান, শিক্ষিতের হার প্রভৃতির প্রচলন থাকলেও মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহার ও দেশের উন্নয়নের অন্ততম মানকাঠি হিসাবে গ্রহণযোগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহার বা তথ্য ব্যবহারের কমতা, উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসাধারণের তুলনায় কম। আবার উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণ মাথাপিছু আয়, খাতের যোগান ও শিক্ষার হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। যে কোনও প্রাকৃতিক দলবকে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে তার আকৃতি, প্রকৃতি বা ব্যবহারিক গুণাবলীতে পরিবর্তন এনেই পণ্যবস্তু বা সম্পদের সৃষ্টি হয়। কাজেই কোন দেশের প্রাকৃতিক দলব বেশী থাকলেই সে দেশ উন্নত হয় না যদি সে দেশের

জনসাধারণের সেই দলব আচরণের বা তার ব্যবহারিক গুণাবলীতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা না থাকে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে তার উপর নির্ভরশীল এবং তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এই সম্পদ আচরণ ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি; বাস্তবিকভাবেই দেশের অগ্রগতির অন্ততম ভিত্তি। কাজেই তথ্য-ব্যবহারের ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দুর্বল হলে পণ্য বা সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা দুর্বল হতে বাধ্য।

•৩ তথ্য সরবরাহের প্রধানতম মাধ্যম পাঠ্যবস্তু

সমগ্র বিশ্বে তথ্য প্রবাহের প্রধান মাধ্যম এখনও পর্যন্ত পাঠ্যবস্তু। লক্ষ্য, শ্রব্য ও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। শিক্ষার হার এবং মাথাপিছু কাগজের ব্যবহারের হার, মাথাপিছু পুস্তক প্রকাশনের হার প্রভৃতি পরিমাণা বিষয়গুলি তুলনা করে দেখলেই বক্তব্যের যথার্থ প্রমাণিত হবে যে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার হার উচ্চ হওয়ার পুঁথিপত্রের ব্যবহার উন্নত, ফলে তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতাও উন্নত ধরনের। অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের ব্যবহার সম্ভব করার প্রধান বাধা নিরক্ষরতা। গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষরতার পরিমাণ অধিক হওয়ার দেশের শহরগুলির জনসাধারণের তুলনায় মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহারের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে কম। আমাদের দেশে শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার হার আরো বেশী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে তথ্য ব্যবহার তথ্য পণ্য উৎপাদন তথ্য সম্পদসৃষ্টির ক্ষমতা একান্ত সীমিত।

•৪ তথ্য সরবরাহে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

শিকাগোর গ্রন্থাগার ও সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নেতিবাচক যন্ত্রেও অভ্যুত্থি হয় না। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার অন্ততম অংশ হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করা। বক্তনামন (২৪), ব্রিটিশ গ্রন্থাগার সমিতি (২২), ইউনেস্কো (১০) প্রভৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারের তথ্য সরবরাহের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

বিগত কয়েকটি বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে জনজীবনে গ্রন্থাগারের অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (১২) (১৪) (১৬) (১৭)। তাছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃমূল এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিলেও সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে আসে নি। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তথ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের চিন্তার ও কর্মধারার এই বিষয়গুলি প্রয়োজনাক্রম মর্যাদা পায় নি এক এ সম্পর্কে হুটু ও সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাবও বর্তমান। বর্তমান সম্মেলনে আলোচনার মূল পরিকল্পনার রূপরেখা রাখা হোল। প্রথমটি গভীর গবেষণালব্ধ ফল নয়। আলোচনার সূত্র হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াসে কিছু অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত তথ্যনা চিন্তার ফল মাত্র।

ক গ্রামোন্নয়ন

ক ১ গ্রামোন্নয়নের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

গ্রাম বলতে স্বাভাবিকভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংজ্ঞা যা সাধারণভাবে প্রচলিত তাই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন বলতে সাধারণভাবে সেই গ্রামের ভৌগোলিক এলাকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন, সেই গ্রামের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করেন সেই জনসাধারণ এক ঐ গ্রামের উপর নির্ভরশীল জনসাধারণ; ঐ এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, যেকোন প্রকৃতির এককভাবে বা যৌথভাবে উন্নত জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটানো, উন্নত জীবন-যাত্রার মান অব্যাহত রাখার জন্য, উন্নততর জীবনযাত্রার

দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অর্থই গ্রামোন্নয়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে দেখতে গেলে গ্রামোন্নয়ন বলতে ঐ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের

১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন—যথা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ সম্পদ বা পণ্য উৎপাদন, ব্যবহার প্রভৃতির অগ্রগতি।

২ সমাজ উন্নয়ন—যথা শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অগ্রগতি।

৩ স্বাস্থ্য উন্নয়ন—যথা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির অগ্রগতি।

৪ ভৌগোলিক রূপ ও বসবাসের উন্নয়ন—যথা, বাস্তা-খাট, পরঃপ্রণালী, সেতু, বন প্রভৃতির অগ্রগতি।

ক ২ গ্রামোন্নয়নের কর্মধারায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমান সমাজে পাঠ্যবস্তুই তথ্য বিতরণের সহজতম ও প্রধানতম স্বাক্ষরী মাধ্যম। এই পাঠ্যবস্তুর সামাজিক সংগঠিত রূপ হলো গ্রন্থাগার। ফলে বর্তমান সমাজে প্রত্যেক দেশেই তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই তার তথ্য সরবরাহের প্রধানতম উপায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। কাজেই তথ্যের উপর নির্ভরশীল সবধর্ম উন্নয়নে কর্মধারার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

বাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাছ থেকে এই সেবা পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি এই দৃষ্টিতে পালনে সক্ষম কিনা এবং যদি সক্ষম না হয় তার অক্ষমতার কারণ কি এবং সে অক্ষমতা দূরীকরণের উপায় কি তা বিশ্লেষণ করে দেখা ব্যবহার।

খ গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

খ ১ সাংগঠনিক অবস্থা

পরিসংখ্যান দিক থেকে দেখতে গেলে তিন ধরনের গ্রামীণ গ্রন্থাগার রয়েছে—

১ সরকারী পনসর্গত গ্রন্থাগার।

১. সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামাঙ্গার—যদিও সে সাহায্য অসিদ্ধিবিহীন এক অপরাধ।

৩. সম্পূর্ণ বেসরকারী।

গ্রামাঙ্গারগুলির একটি অংশ ১৯৬০ সালের নথিভুক্তি আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত। অধিকাংশ গ্রামাঙ্গারগুলিরই রেজিস্ট্রেশন নাই। উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত কোন গ্রামাঙ্গারের উপরে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। পরিচালকবর্গ সর্বক্ষেত্রেই বে-সরকারী। গ্রামাঙ্গারের উপর সামাজিক ব্যবস্থা বহুলাংশে মৌখিক এবং আবেগ-ভিত্তিক। বর্তমান সময়ে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ও তথ্য-জ্ঞান বিতরণের জন্য যে গ্রামাঙ্গারের বিকল্প নাই এ অস্বীকার্য। এখনও সর্বাঙ্গীন নয়। কলে গ্রামাঙ্গারের পরিচালনা সম্বন্ধে সরকার বা সমাজের নেতৃবৃন্দ কিছু কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে উদাসীন।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামাঙ্গারই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামাঙ্গারগুলি সেখানকার জনসাধারণের উত্তোলে স্থাপিত ও পরিচালিত। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই এরা পরিচালিত হওয়ার এদের মধ্যে অর্ধের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। কর্মীর অভাব পূর্বে এত প্রকট ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট বেধে যেওয়ার বিনা পারিভ্রমিকে খাটবার জন্য উৎসাহ সহ্য ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। কলে যেহেতুসেবী কর্মীর অভাবও তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কলে এক কলের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হয় সোজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয় তো অর্ধবিলুপ্ত অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এই ধরনের গ্রামাঙ্গারগুলির পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে কমতা কুপিত বাখার প্রচেষ্টাও যেমন পরিলক্ষিত হয় আবার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এমন কৃতিত্বও বিহীন নয়।

খ ২. কর্মসম্পাদন বর্তমান রূপ

গ্রামাঙ্গারগুলির পরিসেবার দিকগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রধানতঃ বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি লেনদেনের বস্তু।

গর উপভোগ্য প্রকৃতি বিবরণই অধিকতর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ জনসাধারণের আনন্দ বিধানের একটি দিক এরা প্রদান করছে। এরা যেতিও, প্রাথমিক, বস্তুতঃ প্রকৃতি নানাবিধ অঙ্গীকারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে ধনব্যাখ্যার ছড়ানোর প্রচেষ্টা করে থাকে। গ্রামাঙ্গারগুলির তথ্য সংগ্রহের ভূমিকা খুবই নগণ্য, এবং সেভাবে পরি-কল্পিতও নয়। জনসাধারণের বৈন্যমিত্র জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঙ্গারগুলি এখনও প্রতিষ্ঠিতও নয় স্বীকৃতিও নয়।

খ ৩. গ্রামাঙ্গার কর্মীদের শিক্ষার মান

গ্রামাঙ্গারগুলির মধ্যে বে-সরকারী গ্রামাঙ্গারগুলি পরিচালিত হয়—যেহেতুসেবী কর্মীদের দ্বারা। এই সেবার মনোভাবও আবেগভিত্তিক; সামাজিক উপলব্ধিভিত্তিক নয়। এই সেবার গ্রামাঙ্গার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর আবশ্যিকতার ধারণা ব্যাপক নয়; হ্রাসপ্রাপ্ত নয়। এই যেহেতুসেবীর বেনীর ভাগেরই গ্রামাঙ্গার বিজ্ঞানে শিক্ষা নেই। নিজের নিজের জীবনের আর্থিক সমস্যার জন্য এরা সত্যতই পরিবর্তনশীল। কলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ধারণাও অনেক ক্ষেত্রেই সহজলভ্য নয়। স্পন্দনশীল গ্রামাঙ্গারগুলিকে গ্রামাঙ্গার বিজ্ঞানে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত কর্মী আছেন আর আছেন সাইকেল শিওর। অধিকাংশই বকীর গ্রামাঙ্গার পরিষদ পরিচালিত ও সহকারী ২৪-ঘণ্টা জেলা গ্রামাঙ্গার পরিচালিত গ্রামাঙ্গার বিজ্ঞানে দার্শনিকের মতের শিক্ষণীয় করেছেন। বই লেনদেন, অফিসের সেবা প্রাপ্ত প্রকৃতির কিছু ধারণা ছাড়া অন্য ধরনের পরিসেবার শিকণের প্রচলন এই ভাবে শিক্ষণহীনভাবে না থাকার এদের কাছে তিরস্কার সেবার আশা করাও চলে না।

খ ৪. তথ্য ব্যবস্থার প্রকৃতি

গ ১. তথ্যসমূহ আলোচনা

প্রাথমিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা সরকারী আয়লাভের পূর্বানুষ্ঠান কর্মসমূহের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। কলে এক-কর্মীরা ব্যাপকতার এক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সীমিত।

এর প্রতিফল স্বরূপ উপযুক্ত তথ্যের অভাবে জনসাধারণ যত্নের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসাধারণ বৈমুখিক জীবনযাত্রার যে বিভিন্নবরণের সমস্ত সম্মুখীন হচ্ছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ তথ্যসম্পত্তা অর্থাৎ ঠিকসময়ে সঠিক তথ্য না পাওয়া। এদিক থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে (১৮)। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে পুরানোদিনের উত্তরাধিকার নিয়ে গ্রন্থাগারই এখনও চিত্তবিনোদনমূলক বইপত্র লেনদেন ছাড়া অন্য বিষয়ের তথ্য সরবরাহে একান্তই অপরূপ। কমতা এ ভূমিকা একেজেরে নিত্যকাল অকিঞ্চিৎকর। একারণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গ্রন্থাগারকে সামাজিক ও আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। বিগত কয়েকটি গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়গুলি নানাভাবে উত্থাপিত হয় (১৩) (১৪) (১৫) (১৬)। বিশেষ করে ১৯৭৩ সালে কলকাতার অচলিত ৩০ শতম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ ঘটে (১৩)। পরবর্তীকালে উক্ত ২৪-পরগণা জেলা গ্রন্থাগারে (বহুড়া) গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ শিরিরে কি কি ভাবে তথ্য সরবরাহ করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (৩০)। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কালে তথ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষুদ্রপাত ঘটার প্রাথমিকরূপে তথ্যের ব্যবহার, প্রয়োগ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণভাবে বুদ্ধি পেয়েছে।

গ ২ আশাভুরূপ অংশগ্রহণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অসুবিধা

যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার শুধুমাত্র বিনোদন বিষয়ক বইপত্র দ্বারা অধিকতর প্রত্যাখিত এবং ঐ বিষয়ক সাহিত্যই ব্যবহৃত তা ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের গীয়াবদ্ধতা সেখানে প্রায়ের উন্নয়নে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণকরী আশাতৃষ্ণিতে তুচ্ছ নর এমন কি অসাধ্য বলেও মনে হতে পারে।

গ ৩ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের আবশ্যিকতা

কিন্তু গ্রন্থাগারকে প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে গেলে আমাদের দেশে এই গ্রন্থাগারগুলিকে প্রত্যেকক্রমিকতার সঙ্গীর্ণতা থেকে মুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিকে অবশ্যই তথ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'প্রাথমিকরূপে গ্রন্থাগারের ভূমিকা'র অর্থই হলো গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তথ্যের ব্যবহারবুদ্ধি জীবন-যাপনের মানোন্নয়নের পরিচায়ক। কারণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা কমে যায় অনেকখানি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই বৃহৎ বাৎসরী প্রতিষ্ঠানগুলি তথ্যসংগ্রহে গুরুত্ব আরোপ করে এবং অর্থব্যয় করে।

গ ৪ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবহার বিবর্তনের স্বরূপ

একজেরে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্যকেন্দ্রের প্রবর্তন বলতে বর্তমান সাহিত্য বিষয়ক বই, পত্র-পত্রিকার প্রবলতার প্রত্যাবর্তনমিরে তথ্যসমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকার প্রত্যাবর্তনমিরে বুদ্ধিকরী বাতে সে অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের জীবনে তথ্যের ব্যবহার বাড়িয়ে প্রায়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিকের উন্নয়ন বা অগ্রগতি ঘটতে পারেন। তথ্য ব্যবহার প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ মানে এই নয় যে গল্প উপজাতকে গ্রন্থাগার থেকে পরিহার করা হবে; সেটা উচিতও নয় কারণ পাঠ্যভাষ্য সঙ্গীতে এবং সম্প্রসারণে এই বিষয়ক বই পত্রের অগ্রগতিমূলক ভূমিকা বর্তমান। একজেরে তুচ্ছ এ ধরণের পাঠ্যবস্তুর প্রবলতার ভূমিকা হ্রাস করে—তথ্যসমৃদ্ধ বই পত্রের ও অভ্যন্তর তথ্য সাধারের আহরণ ও ব্যবহার বুদ্ধি ঘটানোই মূল লক্ষ্য। এতে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা ও ভিত্তি একই সঙ্গে ব্যাপক হওয়ার এবং স্বল্প হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবহার প্রয়োগে বাধা রয়েছে বহু। এই বাধাগুলি কি সেগুলি বিচারিতভাবে আলোচিত

হয়েছে কবিভূষণ রায় ও সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে। (১৩)

খ গ্রামীণ তথ্য ব্যবস্থার রূপ

খ ১ উদ্দেশ্য

গ্রামীণ তথ্য সংস্থা হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা গ্রামের জীবনধারণের জন্য এবং যে যে সংস্থা ঐ গ্রামের বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পাদন অংশগ্রহণ করে তাদের প্রয়োজনের উপযোগী যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করবে এবং তার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ ২ গ্রামের অঙ্গ বা উপাদান

উদ্দেশ্য যদি গ্রামোন্নয়ন হয় তবে সেই গ্রামের বিভিন্ন অঙ্গ বা উপাদান সম্পর্কে একটি হুপট ধারণা থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সে সম্পর্কে যথোচিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যেমন—

২১ প্রথমে গ্রামের ভৌগোলিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে তার যে অঙ্গরূপ ধরা পড়ে তা হলো, কৃষিজমি, বন, পুকুরি, নদী, হাটঘাট, পল্লীগ্রামালী, বাজার হাট এবং যাবতীয় বস্তু (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম) যা থেকে সেখানকার মানুষ তার পণ্য সৃষ্টি করে। সম্পদ সৃষ্টি করে, ব্যবহার করে এবং নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে।

২২ সেই গ্রামের জনসাধারণের বিশ্লেষণ করলে যা ধরা পড়ে তা হল—

১ কৃষক, কৃষক সার্বভি: যারা কৃষি বিষয়ক তথ্য, পণ্যপালন, কৃষক আন্দোলন, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আগ্রহী।

২ শিল্প [যথা—ছয়, কুটির, ক্ষুদ্র প্রভৃতি]: যারা উৎপাদন ব্যবস্থা, কাঁচামাল, ব্যবসায়, ব্যবসায়, ক্রেতা বা বিক্রেতার নামধাম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য ব্যবহার করেন।

৩ ব্যবসায় বা ব্যবসায়ী সংস্থা, সমবায় সংস্থা; উপরোক্ত তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী।

৪ ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষার্থী: এরা শিক্ষা বিষয়ক তথ্য আহরণে ও ব্যবহারে উৎসাহী।

৫ গৃহকর্মী নারী, পুরুষ, কর্মপ্রার্থী: তবে অভাব নানাবিধ বিষয় সহ পণ্যপালন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে পারেন—বেশীর ভাগই বিনোদনমূলক সাহিত্যে আগ্রহী।

৬ বিভিন্নভাবে কর্মরত নারীপুরুষ যেরন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল কর্মী, যাজক, পুষ্টিবিদ, বাজনার, নাপিত, ধোণা, মেথর প্রভৃতি।

গ্রামের তথ্য ব্যবহারকারীদের স্বরূপ নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন প্রারম্ভিক স্তরে; তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রভৃতি ও তথ্য ব্যবহারের ধারা জানার জন্য তাদের চাহিদার প্রকারভেদ অনুসারে বর্ণীকৃত করা প্রয়োজন।

২৩ গ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা স্বাস্থ্য পালন সংস্থা, ব্লক উন্নয়ন সংস্থা, তাদের পরিচালকবর্গ ও কর্মী।

২৪ ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, পরিবহন সংস্থা, যোগাযোগে নিযুক্ত সংস্থা, প্রচারণা সংস্থা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংস্থা প্রভৃতি।

২৫ ভিত্তিপাল, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের সংস্থাগুলি যারা সাধারণত: দেশের/রাজ্যের স্বয়ং, স্বাধীন বা স্বাধীনতার পরিকল্পনার রত, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি।

উপরোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি কোন না কোনভাবে গ্রামের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একই গ্রামের জনসাধারণের এদের সম্পর্কে তথ্য যেমন প্রয়োজন অপরিহার্য ঐ সংস্থাগুলিরও গ্রাম সম্পর্কিত নানা বিষয়ের তথ্যের প্রয়োজন। গ্রামীণ প্রচারণার বা তথ্য ব্যবস্থা এদের মধ্যে তথ্য প্রবাহের অন্ততম সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

৩ তথ্য ব্যবহারের ধারা ও তথ্যের চাহিদা

উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য, শোণী ও সংস্থা বাই হোক না কেন প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করে। প্রত্যেকেই নিজস্ব তথ্য সংগ্রহের

ধারা ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। একতর প্রচাঙ্গার কর্তার উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির তথ্য ব্যবহারের ধারা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মনে রাখা প্রয়োজন কর্তৃত্বের বিভিন্নতাই তথ্য ব্যবহারের ধারা ও বিধির বিভিন্নতা আনে। তথ্যের চাহিদার ধরনের মধ্যেও বিভিন্নতা বর্তমান।

৩১ তথ্যের চাহিদা নির্ধারণের উপায়

গ্রামীণ জনসাধারণ বা তথ্য ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদা মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে ১) পেশাগত ২) নেশাগত ৩) প্রয়োজনভিত্তিক (পেশা ও নেশা নাহে)।

পেশাগত চাহিদাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পেশার উপাদানগুলিকে জানা দরকার যেমন ক) পেশার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক রসদ, তার যোগানকার, যোগানের দর, যোগানের শর্ত ইত্যাদি খ) সন্দকে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগতি এবং কৌশল প্রয়োগের উপযোগী সহায়ক ত্রাবাদি গ) রূপান্তরিত সম্পদের বিক্রয় করার জন্য ক্রেতা, ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি, রূপান্তরিত সম্পদের নানা ধরনের ব্যবহার প্রকৃতি। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি সবরকম পেশার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটি পেশার মাজুকের সঙ্গে একটি নেশার বা সখের মাজুক লুকিয়ে থাকে। এই সখেরও একই ধরনের নিগুণ বিশ্লেষণ করা দরকার এবং করা সম্ভবও। এই পেশা বা নেশা দুটিকে অতিক্রম করে মাজুকের সাধারণ জীবনযাত্রা। তাকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা যায় তার চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য। এই বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত মাজুকের জন্যও সত্য, আবার গোষ্ঠীগত মাজুকের জন্যও সত্য। প্রতিক্ষেত্রেই তথ্য চাহিদার জাপকদের পরিমাপক ওই বিশ্লেষণকে অনেকদূর পর্যন্তই চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তা কতদূর পর্যন্ত বর্তমানে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তা স্থির করতে একটি সাধারণ বিশ্ব ও নিগুণ সনাক্ত প্রয়োজন। কাজের পদ্ধতি বা পরিমাপ নির্ধারণের জন্য সনাক্ত প্রয়োজন আছে ঠিকই

কিন্তু মোটামুড়ের কাজ মোটামুড়ের সনাক্ত সাধাযোই তর করা যায়।

৩ প্রাথমিকের তথ্য সরবরাহের বর্তমান অবস্থা

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নয়ন, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহনের প্রসার, উন্নততর জীবন-যাপনের আগ্রহ প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে এ অঙ্কমান যেমন করা যায় অপর দিকে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের চাহিদাকে মেটানোর জন্য বহু ধরনের তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও বেধতে পাওয়া যায়। তথ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সেগুলির বিশদ অঙ্কন করা সম্ভবসাপেক্ষ; এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণাও প্রয়োজন। আশাতৃষ্ণিত যে তথ্য সাধারের ব্যবহারের প্রচলন বেধতে পাওয়া যায় সেগুলি হলো—

১. রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রচার ব্যবস্থা।
২. কুল, কলেজ, প্রচাঙ্গার, শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতি।
৩. ক্লাব, আড্ডা, খবরের কাগজ, পুস্তকশালা, চতী-মণ্ডপ ইত্যাদি।
৪. মেলা, প্রদর্শনী ব্যক্তিগত পরিদর্শন, বাজার, হাট, সভা সমিতি ইত্যাদি।
৫. ব্যাংক, সমবায় সমিতি, ব্যবসায়িক সংস্থা ইত্যাদি।
৬. রাজনৈতিক হল পেশাগত সংস্থা যেমন কৃষক সভা, মহিলা সমিতি, যুবককেন্দ্র প্রভৃতি।
৭. রক উন্নয়ন, আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকৃতি সভা, গ্রাম সেবক, সমাজলিঙ্গা সংগঠক ইত্যাদি।
৮. ডাক্তার, কবিদা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওষা প্রভৃতি।
৯. ধর্মীয় সংস্থা, পূজাপার্বণ, ধর্মীয় ব্যক্তি প্রভৃতি।
১০. অন্যান্য।

উপরোক্ত ব্যক্তি, সংস্থা প্রকৃতি যাই হোক না কেন এদের সাধাযোই গ্রামের তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রিতভাবে

চলছে। তবে এর মধ্যে কোন সাক্ষর না থাকার জন্য গ্রন্থোদ্ধার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই সমস্ত তথ্য বিতরণের ধারাবাহিক আয়ত্তে এনে সংগঠিত ও সংরক্ষণ করা এবং গ্রন্থোদ্ধারের ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করাই গ্রন্থাগারের আসল কাজ। তবে একজন বইটি চিন্তাশীল ও অসামান্য। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি কর্তব্য পালনে এখনই কতদূর যোগ্য তার বিচার লাগে। এ কাজ গ্রহণে সম্ভাব্য বাধা বা অসুবিধা কি কি তাও বিবেচ্য।

স্বয়ং ও বহিঃসাপাঠ্য (১৩) যে যে বাধাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো—

- ১ গ্রন্থাগারের সংখ্যাগততা।
- ২ আর্থিক অসুবিধা।
- ৩ সংকীর্ণ সামাজিক সেবা।
- ৪ টাড়া ও ঢাকা জমা রাখার বাধা।
- ৫ সংগঠনের অভাব।
- ৬ সংরক্ষণের অভাব।
- ৭ উপযুক্ত কর্মীর অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও চারটি মূল সমস্যা হয়ে গেছে সেগুলির বিবেচনা করাও প্রয়োজন। সেগুলি হলো—

- ১ গ্রন্থোদ্ধারী তথ্যের, সাক্ষরতার তথ্য মাধ্যমের এবং সেই মাধ্যম ব্যবহারের অসুবিধা।
- ২ উপযুক্ত পরিমাপের তথ্যের/বইপত্রের অভাব।
- ৩ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার/তথ্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের অসুবিধা।
- ৪ তথ্য সংরক্ষণের সংস্থাগুলির মধ্যে সাময়িক বিধানের অসুবিধা।

চ ১ গ্রন্থোদ্ধারী তথ্যের তথ্য মাধ্যমের ও মাধ্যম ব্যবহারের অসুবিধা

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তথ্যের অভাব বটেই একথা

কলা হস্তকর। গ্রন্থান অসুবিধা হলো গ্রন্থোদ্ধারের সময় লগ্নিক তথ্য না পাওয়া। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যের (বা বহুসংখ্যক স্থানে বিকশিত রয়েছে) সেগুলিকে একত্রিত করার বিষয়টি একমাত্র কর্মসূচি। তথ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দুই ধরনের তথ্য উৎসের সম্ভাবনা পাওয়া যায়।

১ অক্ষরভিত্তিক তথ্য উৎস (Documentary Sources of Information) যেমন : বই, পত্র-পত্রিকা, আলোচনা সমালোচনামূলক লেখা ইত্যাদি।

২ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (Human and Institution Sources of information)

একটি গ্রন্থের গ্রন্থাগারে লেখানকার জনসাধারণের চেতনা ও তথ্য ব্যবহারের ধারাকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উৎসের ব্যবহার সংগত। যেমন শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে বইপত্রের তথ্য পাঠ্যবস্তুর উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া দুরূহ নয় কিন্তু নিম্নকর জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য উৎসের ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যকে মৌখিক আলোচনা দ্বারা পরিবেশন করাই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

চ ২ পশ্চিমবঙ্গে পুস্তক প্রকাশনের ধারা

গ্রন্থাগারগুলির কর্মকাণ্ড বই, পত্র-পত্রিকা ভিত্তিক। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ তথ্য যা গ্রন্থোদ্ধার প্রয়োজনে লাগতে পারে তার অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ। বাংলা তথ্য অন্তত আকস্মিক ভাষার তথ্য সমৃদ্ধ বই, পত্র-পত্রিকা অনেক কম। একটি সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৬-৭৭ সালে মোট বাংলা বই পাওয়া গেছে ১৩৩৯ (টাইটেল)। এর অর্থ হলো প্রতি ১১০০০ সাক্ষরের জন্য বছরে একটি বই ছাপা হচ্ছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় জাপানে প্রতি ২২১০ জন নাগরিক একটি করে বই পায়। তাছাড়া ১৯৭৬-৭৭ সালের বইয়ের বিবরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বেসরকারি ও বিবিধ বিবরণ বই—১৮, চর্পন—৪৪, ধর্ম ১২৬, সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি)

১০৩, ভাষা—২৬, বিজ্ঞান—৩৮, প্রযুক্তিবিদ্যা—১৬, ললিত-কলা ও খেলাধুলা—৫৩ সাহিত্য ৬৫১ ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী—২৫৮। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে বাংলা বইয়ের মোট উপাদানের প্রায় অর্ধেক সাহিত্য বিষয়ক বই যার মূল লক্ষ্য চিত্ত বিনোদন, প্রত্যক্ষরূপে জাতিগঠনে সহায়ক নয় (৮)।

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অকুলান থাকায় এবং নিরক্ষরতা জনিত অসুবিধা ব্যাপক হওয়ায় প্রকাশিত তথ্যও সংগ্রহে অসুবিধা থাকছে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ও প্রসারের কাজ বাহত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রচার সংস্থাগুলি হতে যে সকল পুস্তিকা, চার্ট, প্যারফ্রেট, বিশোট বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলিও বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের আয়ত্ত ও ব্যবহারের বাইরে থেকে থাকে। অর্থাৎ একটিকে যেমন তথ্য-বাহী সামগ্রীর অভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের অসুবিধা; অপরদিকে যাও বা প্রকাশিত হচ্ছে 'ভাগও' সামগ্রিক ব্যবহারের অসুবিধা বর্তমান রয়েছে।

এই উত্তরবিধ বাধা অপসারণের জন্য বিভিন্ন স্তরে সমস্তর স্ক্রলট উপলব্ধি সরকার এবং জটিলীন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণও প্রয়োজন।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথ্য তথ্যাক্ষেত্র কর্মীদের, সরকারী স্তরের পরিকল্পনাকারীদের এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এ সম্পর্কে স্ক্রলট পরিকল্পনা থাকা যেমন প্রয়োজন অপরদিকে উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে সেগুলির উপরন, প্রসার ও প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন।

৮.৩ উপযুক্ত পরিমাণের তথ্যের অভাব

গ্রামের উন্নয়নের প্রয়োজনে লাগে এমন তথ্যসম্ভার একটি যাক বিষয়কেন্দ্রিক নয়। বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য প্রয়োজন। এটি ব্যাখ্যা করে বলাই ভালো। একজন বিবিসিভাসনের পক্ষে বা অব্যাপক প্রযুক্তি ব্যক্তিদের অধিকাংশ কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের (Discipline) উপর নির্ভরশীল।

ছুই বা ততোধিক বিষয়ের ব্যবহার কম। অপরদিকে একজন ব্যবসায়ীর যে তথ্যসম্ভার প্রয়োজনে লাগে সেগুলি বহু-বিষয় সম্পর্কিত (Multi-disciplinary)। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার গড়ে তুলতে গেলে এগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামোন্নয়নের সহায়ক হতে গেলে কখনই একটি যাক বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারবেন না। তাইদেব সেই গ্রামের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সমন্বিত প্রয়োগ করতে হবে এবং এমনভাবে গ্রন্থসম্ভারের গঠন করবেন যার দ্বারা সেই গ্রামের সামগ্রিক প্রয়োজন মেটে।

আমাদের দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ-সম্ভারে এখনও সাহিত্য বিষয়ক। পাঠ্যপুস্তক জাতীয় বই-পত্রই অধিক স্থান দখল করে আছে। (৯)। কলত: উপাদানভিত্তিক, ব্যবসায় ভিত্তিক, ও জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার্য বিষয়গুলির উপর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা যে কম তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধারা নতুন নয়, বিগত দুইশত বৎসর ধরে অব্যাহত রয়েছে। (৮)। বঙ্গোপাধ্যায়ের হিসাব থেকে জানা যায় যে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অত্যাধিক সংখ্যা ৪৭ (সাহিত্য বাধে)। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো (১) জীবনের ভাষা হতে পারে নি বলাই একম বহুরেও বাংলা বই একটি জার-গার লাড়িয়ে আছে। “লক্ষ্য সংকুচিত ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সাহিত্য যদি জীবনের অন্য বিভাগকে আচ্ছন্ন করে তাহলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সমাজবিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বই আমাদের বেশী প্রয়োজন। (২)।

প্রকাশক মতলের বক্তব্য—সাহিত্য বাদে অন্য বিষয়ের বাজার কম। যদি একথা সঠিক হিসাবেও মেনে নেওয়া যায় তবে অবশ্যই এর সমাধান বেলে গ্রন্থাগারগুলির কর্ম-সূচীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগারকে তথ্যাক্ষেত্র পরিণত করার পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে নতুন নতুন বিষয়ের তথ্যবাহী সামগ্রীর প্রকাশনের সম্ভাবনা।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর মধ্যে অবতীর্ণ এমন ব্যবস্থা বাধা প্রয়োজন যাতে নতুন তথ্যের পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বঙ্গবৈপ্লবী কর্মসূচীর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পগুলির তথ্যবাহী বস্তুগুলি যাতে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবহৃত তথ্যের প্রয়োগ/ব্যবহার বাড়ানো যায় তার সুজ্ঞপাত ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া তিন্ন তিন্ন সরকারী বিভাগের প্রচারবস্তুর তথ্যনিষ্ঠভাবে এবং সমস্ত লক্ষ্যবস্তুর উপযোগী আঙ্গিকের মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারা হয়ত অসম্ভব নয়। এ ছাড়া দ্বারী প্রকাশন ব্যবস্থা থাকলে এবং ক্রয়ের গ্যারান্টি থাকলে কোন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের অবতীর্ণ তথ্যনিষ্ঠ বস্তুর লেখা, সম্পাদনা ও অঙ্কনাদি অঙ্গপ্রাণিত করা যেতে পারে। আশাতদৃষ্টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বই, পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা, সম্পাদনা, অঙ্কন ও পরিবেশন প্রয়োজন। বলাবাহুল্য এই তালিকার ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক হয়েছে মাত্র। এ সমস্ত বিস্তারিতভাবে বৃত্তে গেলে প্রয়োজনমত সমীক্ষা করার প্রয়োজন। যে যে বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে গ্রামীণ গ্রামাণাঘের আগ্রহশীল হওয়া সম্ভব সেগুলি হলো—

১. অর্থনৈতিক তথ্য যথা : বাজার, বিপণন, ব্যাংক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা প্রভৃতি।
২. উৎপাদনভিত্তিক তথ্য যথা : কৃষি (জমি, বীজ, সার, লাঙ্গল, সেচ, উৎপাদন সম্পর্ক প্রভৃতি); শিল্প (কাঁচামাল, যন্ত্র প্রভৃতি); গরু, মোষ প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের সহায়ক ও অত্যন্ত সম্ভব আহরণ, ব্যবহার, বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৩. বাজনৈতিক ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।
৪. শিক্ষা, শিক্ষাসংস্থা, গবেষণা ও গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি।
৫. খেলাধুলা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকল, চিকিৎসা সংস্থা ইত্যাদি।
৬. চাকুরী, জমদ প্রভৃতি।
৭. শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি।

৮. গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাবশালীকারী প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্য প্রকৃতি।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও যে যে সংস্থা, ব্যক্তি এ কাজে সংশ্লিষ্ট সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দিষ্ট প্রকল্পের ভিত্তিতে যে যে সংস্থা, ব্যক্তি ও সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিলম্বে তাদের নাম, কাজের ধরন ও তাদের প্রকাশনগুলির সম্পর্কিত তথ্যও আয়ত্তে আনা প্রয়োজন।

৮.৪. গ্রামাণাঘার ও তথ্য বিজ্ঞানের অনুবিধা

৮.৪.১. বর্তমানের গ্রামাণাঘার কর্মীদের সীমিত অভিজ্ঞতা

বনবিহারী মোদক (১৮) গ্রামাণাঘের সম্প্রদায়ের কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে গ্রামাণাঘগুলির অধিকাংশই স্বৈচ্ছাসেবী কর্মীদ্বারা পরিচালিত হওয়ার দ্বারা গণমাণাঘের অভাব যেমন রয়েছে অপরিহার্য সরকারী ও স্নানসর্ব গ্রামাণাঘে গ্রামাণাঘ বিজ্ঞানে শিক্ষিত যে সকল কর্মী রয়েছে তাঁদেরও অধিকাংশের গ্রামাণাঘ শিক্ষার মান তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার পক্ষে এখনই যথেষ্ট নয়। এ অবস্থাটা জাতীয় গ্রামাণাঘ, রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রামাণাঘ থেকে গ্রামীণ গ্রামাণাঘ পর্যন্ত সর্বত্র প্রসারিত। তবে গুলি ব্যক্তির যতটা তার চাইতে বেশী ব্যবহার এবং গ্রামাণাঘ বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যাপ্ত্যার।

৮.৪.২. বর্তমানের গ্রামাণাঘ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্রটি

লক্ষ করলে দেখা যায় যে গ্রামাণাঘ বিজ্ঞানের পাঠসূচীতে বহু পুরাণো ধ্যানধারণা বর্তমান। প্রচলিত পাঠ্যক্রমগুলি বৃহৎ গ্রামাণাঘ পরিচালনা ভিত্তিক। বিদেশী বইয়ের ব্যবহার জনিত পুরাণো চিন্তার শিক্ষণ; তথ্যবিজ্ঞানের ধ্যানধারণার অভাব, শিক্ষকের কৃপণবৃত্তি প্রভৃতি গ্রামাণাঘ বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে এখনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যার ফলে গ্রামাণাঘের পরিমেষার বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে।

চ ৫ জনগণের প্রথাগায়ের বিবর্তন

একারণে প্রথাগায়বিজ্ঞানে পাশ করা প্রথাগায়িক নথিলি প্রথাগায়গুলিও তার সামাজিক ভূমিকা সার্থকভাবে পালনে ব্যর্থ হতে পারে এবং সাধারণ প্রথাগায়গুলির জনগণের প্রথাগারে রূপান্তরিত হতে না পারাও অসম্ভব নয়। সুতরাং সমস্তর সমাধান কোন পেটেন্ট ওয়ে নেই, সমাধান রয়েছে প্রাচীন প্রথাগারে যে পদ্ধতির দ্বারা তথ্যের আহরণ পরিবেশন সুনিশ্চিত করা যাবে সেই পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণামূলক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে। যখন আত্ম কর্মস্বারা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে তখন স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার কর্মস্বত কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মস্বত্বতির এবং কিছু কিছু উদ্ভগত ধারণার সাধারণত পরিবর্তন প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নতুন চিন্তার টবুধ কর্মীবল সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনও প্রয়োজন, উপযুক্ত কর্মস্বারা গ্রহণও প্রয়োজন।

চ ৫ তথা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অসুবিধা

চ ৫১ অন্তর্গত সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান

প্রথাগায় ছাড়াও যে সকল সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও ব্যক্তি প্রভৃতি তথা সরবরাহ করে থাকেন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আত্ম কর্তব্য। যাঁদের চাব সম্পর্কে আকাশবাণী যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রচার করেছিলেন তার মূত্রিত বিষয়টি 'বেতারজগৎ' এর দায়িত্ব প্রচার করা যেমন যার আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ যথা প্রচার বিভাগ, ক্রম ও বাহ্যিকবিভাগের প্রচারবস্ত্র এবং শিক্ষামূলক কর্মস্বচী গ্রহণ করানোও অসম্ভব নয়। ব্যাংক ও অন্তর্গত আর্থিক সংস্থার সঙ্গে প্রথাগায়ের সংযোগ বিধান আরো অসুবিধা হবে না। উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে প্রথাগায়ের মাধ্যমে কেতমস্বয়, দিনস্বয়, চাবী, ব্যবসায়ী, শিল্পতি, মধ্যবিত্তকে প্রত্যেকের প্রয়োজনমত তথা সরবরাহ করে তাদের জীবনের বিনিস্তরতা অনেক কমিয়ে আনা যায়

চ ৫২ প্রথাগায়গুলির মধ্যে হ্রস্ববক্তার অভাব

বকীর প্রথাগায় পরিবর্তনের আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দু এখন পর্যন্ত প্রথাগায়গুলির মধ্যে অসংগতি দূরীকরণ ও প্রথাগায় আইন প্রণয়ন। বহু কথিত ও বহু আলোচিত বিষয়গুলি বারে বারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিম্নপ্রয়োজন।

তবে একথা মনে রাখা দরকার যে প্রথাগায় আইন একটি সর্বরোগহর কোন দাওরাই নয় বা প্রথাগায় ও প্রথাগায়কর্মীর মুক্তি নয়। আমাদের দেশে চারটি প্রদেশে প্রথাগায় আইন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু তার ফলে সেই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য প্রবাহ কিস্তাবে হচ্ছে বা মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহার কতটা বেড়েছে তার কোন সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই।

তাছাড়া শুধুমাত্র গ্রন্থপ্রকাশ করলেই বা প্রথাগায় আইন প্রবর্তন করলেই তথ্য প্রবাহ বাড়ে না—এ জন্য প্রথাগায়গুলির কর্তব্যের হ্রস্বট ধারণা নিয়ে বেক্সাপ্রণোদিত অংশ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রথাগায় আইন শুধুমাত্র প্রথাগায়কর্মীদের নয়—প্রথাগায়, প্রথাগায় পরিচালক, সরকার ও গ্রাহক সবাইকে নিয়েই। প্রশ্নমতঃ উল্লেখ্য আইন থাকা সত্ত্বেও জাতীয় প্রথাগারে আমাদের দেশে প্রকাশিত এই জমা পড়ে না; শান্তির তরেও নয়। বেক্সাপ্রণোদিত অংশগ্রহণই হলো আসল কথা।

প্রথাগায় আইন সম্পর্কিত অন্তর্গত দেশের অভিজ্ঞতাকে বিচার বিবেচনা করাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ প্রথাগায় আইনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের প্রথাগায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। প্রথাগায়গুলির মধ্যে হ্রস্ববক্তা আনাই প্রথাগায় আইনের মূল বক্তব্য। কিন্তু প্রথাগায়গুলির মধ্যে হ্রস্ববক্তা আনলেই প্রথাগায়গুলি পাঠকে তথ্য

সরবরাহ করবে বা তাদের পরিসেবার রূপান্তর ঘটবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

এরূপত উল্লেখ্য যে বিগত কয়েক বছরে গ্রামাঞ্চল বিজ্ঞানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। তথ্যবিজ্ঞান, কম্পিউটার, কর্মভিত্তিক তথ্য চাহিদা, জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা প্রকৃতির কলে সমগ্র বিশ্বের উপর তথ্য সমভাবে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে—এগুলির প্রভাব আগামী দিনে সাধারণ গ্রামাঞ্চলে পড়বেই। - আমাদের দেশে এর প্রভাব অল্পকাল হতে সময় লাগবে ঠিকই কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

সুতরাং গ্রামাঞ্চল দ্বারা গ্রামোন্নয়ন প্রভাবিত করতে গেলে গ্রামাঞ্চলকে জনসাধারণের গ্রামাঞ্চলে রূপান্তরিত করতে গেলে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী স্থানিহিত পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক।

৬ কর্মসূচী ইতিপূর্বে যে সমস্ত অস্থিবিধাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি দূরীকরণের জন্য নিরলিখিত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী আলোচনার জন্য পেশ করা হলো।

৬.১ গ্রামীণ গ্রামাঞ্চলের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা পদ্ধতনের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

যে কোনও কাজে স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকে একটি প্রাথমিক লক্ষে পৌঁছানোর উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ। স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা উপস্থিত অবস্থাকে এবং উপস্থিত কর্মসূচীকে স্বীকার করে রচিত হয়। এর প্রয়োগে আশোবহুলক অল্প বয়সের প্রাথমিক থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকে প্রয়োজনীয় ব্যাপক অল্প বয়সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আশোবের ভূমিকা এখানে একান্তই নগণ্য বা অপ্রধান।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রামাঞ্চল ব্যবস্থাকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হাতিয়ার করার জন্য কতকগুলি আপাতদৃষ্টি

আশোবভিত্তিক স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বহুকার, কতকগুলি গভীর এবং ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারও ভেতনি বহুকার। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে বর্তমান গ্রামাঞ্চল কাঠামোর মধ্যে স্বল্প পরিবর্তন এনে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা বা পুনরুৎপাদন করা। এর জন্য প্রয়োজন:

১. আদমশুমারীর রিপোর্ট, District Census Hand Book এবং Lead Bank Scheme Survey প্রকৃতির সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য চাহিদার কাঠামো তৈরী করা।

২. ঐ তথ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা; যে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিভিন্ন তথ্যের উৎস হতে পাবেন তাদের খোঁজ রাখা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ করে তথ্য সরবরাহকে স্থানান্তর করা।

তথ্য সরবরাহকে নিম্নগণ ও বাধ্যতামূলক করার জন্য রাজ্য স্তরে রেগ্রোগ্রাফিক ইউনিটের ব্যবস্থা করা বহুকার।

৩. সংগৃহীত তথ্যকে স্বল্প বয়সে সংগঠিত করে রাখার কৌশল গ্রামীণ গ্রামাঞ্চলের কর্মীদের শেখানোর জন্য হাতে কলমে কাজ করার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। ঐ উদ্দেশ্যে জেলাভিত্তিক এবং ব্লক ভিত্তিক শিবির শিকশকের কর্মসূচী গ্রহণ করা বহুকার।

৪. সংগৃহীত তথ্যটির ব্যবহার সহজ করার জন্য সহযোগী কর্মদ্বারা গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের প্রাথমিক বাধ্য নিয়ন্ত্রণতা। নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের কাছে জীবনে সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে স্থায়ী হতে পারে তথ্য সংগ্রহের সময়ে। সাক্ষরতার অভিযান গ্রামাঞ্চল তথ্য তথ্যভাণ্ডারের কেন্দ্র করে পরিচালিত হলে অল্প লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক।

তথ্য উৎসের সন্ধান, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য পরিবেশন— এই তিনটি বিষয়ই গ্রামীণ গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজ্য স্বল্প আয়তন-

সাধ্য, কমখরচে করা সম্ভব এমন ধরনের তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রয়োজন। এ কাজের দায়িত্ব গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষকদের।

বিশ্ববিজ্ঞানদের গ্রন্থাগার যে পদ্ধতিতে তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব গ্রন্থাকলে তার হুবহু প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। বিজ্ঞান কলেজে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের মতামত নিয়ে দেখা গেছে যে ১৮টি তথ্য পরিবেশন পদ্ধতির কোন না কোন ভাবে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বাস্তব অবস্থা বিবেচনার খুব কম করেও তার আট দশটি কোন না কোন ভাবে প্রয়োগ করার খুব অসম্ভব হতে পারে মনে হয় না। সেগুলি হলো—

- ১ Newspaper clippings
- ২ Newsbrief
- ৩ Referral service
- ৪ Reference service
- ৫ Select List of Books
- ৬ Technical Notes
- ৭ Technical Enquiry Service
- ৮ Translation Service
- ৯ Literature Search
- ১০ Reprographic Service

উপরোক্ত তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতিগুলিই গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক করবেন এমন নয় কিন্তু উচ্চতর গ্রন্থাগার যথা জেলা গ্রন্থাগার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় সেগুলিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব।

ছ ২ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো কর্মস্বার্থের ভিত্তিকে যুক্তি ও তাত্ত্বিক চিন্তার সমৃদ্ধ করে তোলা এবং অগ্রগমনের গতিতে স্থির ভাবে লক্ষ্যভিত্তিক করে তোলা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক, গভীর এবং নিপুণ করে গড়ে তোলার জন্য এই পরিকল্পনার প্রত্যেক কর্মসূচীতেই যুক্তি তত্ত্ব এবং তথ্যের আরও ব্যাপক, গভীর এবং নিপুণ প্রয়োগ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনার কয়েকটি গবেষণা-মূলক কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন—

১ যে কোন অকলেজ চাহিদা জানার জন্য পার্ক। গ্রাহক, অ-গ্রাহক সম্পর্কিত গবেষণা। (এ গ্রন্থের মধ্যে তথ্য ব্যবহারকারী কারা? কোন কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারে আসেন তাদের তথ্য ব্যবহারের ধরণ কি? ধারা আসেন না কেন? কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তথ্যের চাহিদা রয়েছে

২ তথ্য সরবরাহের উৎস এবং মাধ্যমকে জানার জন্য তথ্য উৎস সম্পর্কিত গবেষণা কি কি তথ্য তাঁরা ব্যবহার করেন, কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই তথ্য কেথায় সৃষ্টি হয় সংগৃহীত হয়, অল্প কোন সংস্থা এই ধরনের তথ্য আগ্রহশীল, সংগ্রহও সরবরাহ করে বা অজ্ঞাত সংস্থাকে সাহায্য করে—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক ইত্যাদি) এই সংস্থাকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বা যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ কতটুকু।

৩ তথ্যমাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা

১ মৌখিক ২ টেলিভিশন ৩ রাইড ও ম্যাজিক লর্ডন ৪ সিনেমা ৫ প্রদর্শনী ৬ স-সরীরে প্রত্যক্ষণ (on the spot visit) আরও অজ্ঞাত পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োগ

৪ তথ্যবাহী বস্তু সম্বন্ধে ও সংগ্রহ করা। পরিবেশন পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনসাধারণের উপযোগী করে তৈরী করা। যেমন নিরক্ষর, সস্তা সাক্ষর, শিশুদের উপযোগী করে মুদ্রিত বস্তুর আর্থিক সম্পর্কিত গবেষণা বা বিভিন্ন-ভাবে বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করা বা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা

৫ কেন্দ্রীয় সংস্থায় বিস্তারিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ করণ প্রকৃতি বিষয়ে সচল পদ্ধতির প্রণয়ন ইত্যাদি

৬ অল্পমাত্রার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তথ্য পরিবেশনের পটভূমিকায় তথ্য সম্পদের এবং তথ্য উৎসের তাই-বৈচিত্র্য প্রণয়ন প্রয়োজন। নিরক্ষর ও সস্তা সাক্ষরদের প্রয়োজন অসুচারী উপযুক্ত মানের তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশের জন্য

প্রকাশক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী। পরিবহন এক সরকারের বা স্বেচ্ছাকৃত
বোধ কর্মসূচী বাহিনীর।

৭ তথ্য সরবরাহের পদ্ধতিতে উৎকর্ষ আনার।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষারতনের পাঠ্যসূচীতে অল্পমাত্র
দেশের পটভূমিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার বরূপ এবং পদ্ধতি
সম্পর্কে বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে
কোনও কর্মপদ্ধতির মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা করার পদ্ধতির
বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৮ সমগ্র তথ্য বিতরণের ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা এবং কর্ম-
পদ্ধতির মূল্যায়নের জন্য—

নিবিদ্য শিক্ষণ পদ্ধতির পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি
প্রকৃতির এবং সামগ্রিক তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য
নির্দিষ্ট সময়সীমায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৯ উপস্থিত তথ্য সম্পদকে সমন্বিত করার জন্য —

রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগার
জেলা গ্রন্থাগার, এ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক লেন-
দেনের যুগ্ম ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যবস্থাটি এমন হওয়া
চাই যেন এই রাজ্যে যে কোন ব্যক্তি বিনা বাধার তার
প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে।

জ উপসংহার

দীর্ঘদিনের আলোচনায় কলেই গ্রন্থাগার আলোচনায় জন
সাধারণের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন আমাদের উচিত
যে সম্পদ আমাদের আছে এবং সাধারণের কথ্য বিবেচনা করে
সমগ্র গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংবদ্ধতা আনয়ন ও কর্মপদ্ধতির
আমূল পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের, গ্রন্থাগার
আলোচনায় সংগঠকদের ও নেতৃবৃন্দের। গ্রন্থাগারগুলির
কর্মকাণ্ডের মানবিক মান নির্ধারণ করা আত্ম বিবেচনা বিষয়।
যদি এই কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় তাহলে গ্রন্থোদ্বোধনে
গ্রন্থাগার তার ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে পারবে না,
জনসাধারণের জীবনের প্রয়োজনে আসবে না; তাহলে
গ্রন্থাগার আইন এক পরিহালার বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য
হবে।

অন্যান্যজন চক্রবর্তী

সংবাদপত্র সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। (গ্রন্থাগার, ১৫, ৭;
১৩৭১, কার্তিক। পৃ: ২০৮-২)

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার
১৮, ১; ১৩৭৫, বৈশাখ। পৃ: ৩-১১)।

অতুলচন্দ্র ভৌমিক

লোকশিক্ষার সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার
১৭, ১০; ১৩৭৪, মাঘ। পৃ: ৪২৮-৩২)।

অমলাপ্ত সেনগুপ্ত

সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা।
(গ্রন্থাগার, ১২, ২-১০; ১৩৭৬, পৌষ-মাঘ।
পৃ: ৩১৪-২১)।

অমিতাভ বসু

বরকশিকা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার, ১৪, ৭;
১৩৭১, কার্তিক। পৃ: ১৭২-৮১)।

কুমারবিহারী পাল

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রসার সংগ্রহশালার ভূমিকা।
(গ্রন্থাগার, ১৮, ৪; ১৩৭৫, জ্যৈষ্ঠ। পৃ: ১৫৪-
২)।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ। (গ্রন্থাগার,
১৫, ৮; ১৩৭২, অগ্রহায়ণ। পৃ: ২৬৮-৭১)।

চিন্তনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা প্রকাশনের ধারা। (অনুভূতি, ১৭, ১৬;
১৩৭৭, আগষ্ট। পৃ: ৩৪-৭)।

—

বাংলা প্রকাশনের ধারা (আনন্দবাজার,
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৩৭৮)।

ডেলাভেনে, এমিল

কনস্টান্স। ইউনেস্কো। ১৩৭৪। পৃ: ১৮।

- ১১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট গ্রন্থাবলি। ২০ বীরেন্দ্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ্রন্থাগার, ১৫, ২; ১৩৭২, পৌষ। পৃ: ৩৪১)।
গ্রন্থাগার গ্রন্থাবলি। (গ্রন্থাগার, ১৮, ৩, ১৩৭৫ জ্যৈষ্ঠ।
পৃ: ২২-১০৬)
- ১২ কবিত্বরণ রায়
একজন গ্রন্থাগারিকের কৈকিরং। (গ্রন্থাগার, ১২,
১১; ১৩৭৬, কা্তন। পৃ: ৩৪২-৪৪)
- ১৩ হৃদেন্দ্রচূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম পঞ্চাবলিক পবিত্রজ্ঞান গ্রন্থাগার ব্যবহার
উন্নয়নের কর্মসূচী। (গ্রন্থাগার, ২০, ১১, ১৩৭২
কা্তন। পৃ: ২২২-৩০২)।
- ১৪ বলী গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৮তম অধিবেশন, সিউড়ী,
১৩৭১।
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবহার মূল্যায়ন এবং
চতুর্থ যোজনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবহার কর্মসূচী।
(গ্রন্থাগার, ১৪, ১-২; ১৩৭১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।
পৃ: ৪৮-৭২)।
- ১৫ —, ১২তম অধিবেশন, ভাদ্রপুর, ১৩৭২
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম:
তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্মপ্রণালী। (গ্রন্থা-
গার, ১৫, ১, ১৩৭২ বৈশাখ। পৃ: ৩২-৭)।
- ১৬ —, ২২তম অধিবেশন, ১৩৭৪
আজ: গ্রন্থাগার সহযোগিতা: পশ্চিমবঙ্গের জন্য
একটি কার্যক্রম। (গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র।
পৃ: ৫৭৬-৮০)।
- ১৭ —, —, —,
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়ন ও জনচেতন।
(গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র। (পৃ: ৫৭২-৭৫)
- ১৮ বনবিহারী সোহক
গ্রন্থাগারের উপার্জন সহায়ক কৃষিকা। (গ্রন্থাগার,
১৩, ২, ১৩৭০, জ্যৈষ্ঠ। পৃ: ৩৪-৭)।
- ১৯ বিমলকুমার বসু
পণিকা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার, ১২, ৮, ১৩৭৬,
অগ্রহায়ণ। পৃ: ২২২-৩২)
- ২১ —
সাময়িকী। (গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র।
পৃ: ৫৪২-৫৬)
- ২২ ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন
সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। ইন্টারন্যাশনাল
লাইব্রেরী রিভিউ। ৪, ৪; ১৩৭২ অক্টোবর।
- ২৩ মুহম্মদ আল চক্রবর্তী
জনশিক্ষাবিভাগে গ্রন্থাগারের কৃষিকা। (গ্রন্থাগার,
১৬, ৫, ১৩৭৩, ভাদ্র। পৃ: ২৪০-৩)
- ২৪ রজনাক্ষন, শিৱালী রামানুজ
লাইব্রেরী ম্যাজরাল, ২য় পং। এশিয়া, ১৩৬২।
পৃ: ২১।
- ২৫ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারের কাজের ভবিষ্যৎ। (গ্রন্থাগার, ১৭, ৮,
১৩৭৪, অগ্রহায়ণ। পৃ: ৩২৩-৬)
- ২৬ পান্ডিতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার সেবাবলীর সম্মানস্বরূপ। (গ্রন্থাগার, ১৬,
১, ১৩৭৩ বৈশাখ। পৃ: ৮০-৮)
- ২৭ সত্যজিত সেন
পশ্চিমবঙ্গে প্রচাৰ্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। (গ্রন্থাগার
১২, ২-১০, ১৩৭৬ পৌষ-মাঘ। পৃ: ৩২৬-৮)
- ২৮ —
পশ্চিমবঙ্গে প্রচাৰ্যমান পুস্তকখানার ব্যবস্থা পুস্তক লব-
বহাৎ প্রসঙ্গে। (গ্রন্থাগার, ১৮, ২, ১৩৭৫, জ্যৈষ্ঠ।
পৃ: ৭১-৪)
- ২৯ সত্যেন্দ্র কুমার বসু
গ্রন্থাগার জগতে চাক্ষুণ্য মাধ্যমের উপযোগিতা।
(গ্রন্থাগার, ১৪, ৭, ১৩৭১ কা্তিক। পৃ: ২০১-৭)
- ৩০ পৌরেন্দ্রমোহন পঞ্চোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও সমাজ বিম্ব। (গ্রন্থাগার, ১৪, ১০,
১৩৭১, মাঘ। পৃ: ২৩০-৪)

ঘনীভ ইতিহাস

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রীগৌরাক্ষণোপাল সেনগুপ্ত এই বইয়ে খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছরের মধ্যে চীন থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং ভারত থেকে চীনে যেলর পরিব্রাজক গেলেন তাঁদের বিবরণ ও সাবলীল আলোচনা করেছেন। চার বিবল মানচিত্র। [১০০০]

প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বইয়ে প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য সমূহের বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য বিশদভাবে আলোচিত। [২৫০০]

THE BUDDHA AND FIVE AFTER CENTURIES

বুদ্ধসম্বন্ধিত আলোচনার প্রগাঢ় পণ্ডিত ডঃ হুম্ভার দত্ত এই বইয়ে বুদ্ধ ও পরবর্তী পাঁচ শতকের পরিব্রাজক আলোচনা করেছেন। ১৯৫৭ সনে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, ডঃ নীহারজন্ম রায়েব ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। ৩৩ অ.ট.সেট। [৪০০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

৥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য ২০০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য ২০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৫০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল বসু—স্বাধীন সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য ২০০

ডঃ আদিত্য ওহরেকান—গ্রন্থবিজ্ঞান। মূল্য ৪০০

বাণী বসু (সহঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য ৭০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য ৫০০ [বাধানো ৮০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. কীর ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

দ্বিতীয় খণ্ড

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২২

১৬৩. গান [আজিকে ঐধু]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১২৩।
 ১৬৪. স্বরলিপি [আজিকে ঐধু থেকে...]—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ১২৩-২৪।
 ১৬৫. হিন্দু-শ্রদ্ধার অর্থ ও অধিকার (প্রা)—বিপিনচন্দ্র পাল ; ১২৫-৪৮।
 ১৬৬. প্রমোত্তর (ক)—ঐ ; পৃ ১৪৩-৪১।
 ১৬৭. সমুদ্র স্পর্শনে (ক)—কৃষ্ণকমল রায়চৌধুরী ; পৃ ১৪১।
 ১৬৮. এম্বাবর্ত : শিকা (প্রা)—কীর্ত্তনকুমার রায় ;
 পৃ ১৪২-৬৪।
 ১৬৯. গান [তেমনি করে তেল...]—চিত্তরঞ্জন দাশ ;
 পৃ ১৬৬।
 ১৭০. বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল ? (প্রা)—তরু-
 প্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৬৫-৭২।
 ১৭১. বিরোধের বিলাস (প্রা)—অগদম্বা দেবী ; পৃ ১৭০-৭৬
 ১৭২. মারাবর্তী পথে (প্রা)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ;
 পৃ ১৭৭-৮৬।
 ১৭৩. নবীনচন্দ্রের “শৈলজা” (প্রা)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ;
 পৃ ১৮৭-২০০।
 ১৭৪. গান [এবে আমার ফুলের...]—চিত্তরঞ্জন দাশ ;
 পৃ ২০১।
 ১৭৫. গান [কোন তারেতে...]—চিত্তরঞ্জন দাশ ;
 পৃ ২০১।
 ১৭৬. মোহিনী (প)—কেজলাল সাহা ; পৃ ২০২-২৩।
 ১৭৭. ত্রিবিগ্রহ-তত্ত্ব (ক)—কৃষ্ণকমল রায়চৌধুরী ; পৃ ২২৪

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২২

১৭৮. জাতীয় জীবনে ধর্মের লক্ষণ (প্রা)—প্রফুল্লকুমার
 সরকার ; পৃ ২২৫-৪০।
 ১৭৯. বাক্যলার কৌলীভেদ কথা (প্রা)—কুমুদবন্ধু চট্টো-
 পাধ্যায় ; পৃ ২৪১-৪৭।
 ১৮০. স্বর্গরাজ্য (ক)—পুলকচন্দ্র সিংহ ; ২৪৭-৫৮।
 ১৮১. মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা (প্রা)—নলিনীকান্ত ভট্ট-
 শালী ; পৃ ২৪৬-৬২।
 ১৮২. ঐজাকার স্পৃহাবের নতুন আবিষ্কার (প্রা)—অতুলচন্দ্র
 মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৭০-৭৩।
 ১৮৩. শীতে (ক)—সত্যেন্দ্রকুমার রায় ; পৃ ২৭৫।
 ১৮৪. বৌদ্ধধর্ম : এখনও একটু আছে (প্রা)—হরপ্রসাদ
 শাস্ত্রী ; পৃ ২৭৬-৮৭।
 ১৮৫. শব্দে কথা (ক)—কৃষ্ণকমল রায়চৌধুরী ; পৃ ২৮৮।
 ১৮৬. মারাবর্তী পথে (প্রা)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ;
 পৃ ২৮৯-২৬।
 ১৮৭. নারীর অধিকার (প্রা)—পকানন স্বাতিতীর্ণ ;
 পৃ ২৯৭-৩১২।
 ১৮৮. শ্রীকৃষ্ণকর্তব্য (প্রা)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩১৩-১২।
 ১৮৯. তোমার দান (ক)—দয়বংশ, পৃ ৩২০।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা কা্তুল ১৩২২

১৯০. বৈক্যন কবিতার কথা (প্রা)—বিপিনচন্দ্র পাল ;
 পৃ ৩২১-৩৪।

১. বিহার ও উড়িষ্যার অতীতকালীন সন্নিহিত ঐতিহাসিক
 জাৰ্ণালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত The Bodh Gaya
 plaque প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

১২১. বিশ্বযাত্রা (ক)—নলিনীনাথ দাসগুপ্ত; পৃ ৩০৫-৩৬।
১২২. বাঙ্গালার কৌলীজের কথা (প্র)—কুমুদনাথ চট্টো-
পাধ্যায়; পৃ ৩০৭-৫৪।
১২৩. নাট্টকে রামনারায়ণ (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায়;
পৃ ৩৫৫-৩৬২।
১২৪. ছোটগল্প (প্র)—স্বপ্নেন্দ্রনাথ রায়; পৃ ৩৭০-২১।
১২৫. আখ্যায়িকা (ক)—শ্রী; পৃ ৩২২।
১২৬. বোল-বোলা হৃদয় (গ)—সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত;
পৃ ৩২৩-৪০১।
১২৭. বাতুলের গান (ক)—বাতুল; পৃ ৪০২।
১২৮. কালিদাসের বল্লভ-বর্ণনা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী;
পৃ ৪০৩-১৮।
১২৯. গান [ওগো হৃদয় রতন...]—চিত্তরঞ্জন দাস;
পৃ ৪১২।
২০০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল; পৃ ৪২১
৪৩২।
২০১. গান [বলনের তার বহুতে...]—চিত্তরঞ্জন দাস;
পৃ ৪৩৩।
২০২. প্রাচীন কবির কবিতা [কবি-কথা]—বিজয়রত্ন
মজুমদার, পৃ ৪৩৪-৩৮।
২০৩. অমরেন্দ্রনাথ (ক)—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ; পৃ ৪৩৮।
- ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২২
২০৪. ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গা গায়মোহন : ব্রাহ্মসমাজের
বর্তমান অবস্থা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল; পৃ ৪৩৯-৬৮।
২০৫. খেলা (ক)—হরনারায়ণ সেন; পৃ ৪৬৮।
২০৬. হিন্দুদিগের ভূতত্ত্ব (প্র)—শ্রীতলচন্দ্র চক্রবর্তী;
পৃ ৪৬৯-৭৭।
২০৭. বিয়হ মঙ্গল (ক)—পাণ্ডিত্য পাথী; পৃ ৪৭৭।
২০৮. কবি জয়নারায়ণ-প্রতিভা (প্র)—অনন্দনাথ রায়;
পৃ ৪৭৮-৫০৪।
২০৯. মহাজনপদাবলী ও বলকীর্তন (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র
পাল; পৃ ৫০৫-৫১৫।
২১০. দ্বারাবতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ সন্দোপাধ্যায়;
পৃ ৫১৫-২৩।

২১১. অনিত্যতা (ক)—চাকলতা গুপ্তা; পৃ ৫২৩।
২১২. ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র (প্র)—প্রমুদচন্দ্র বসু;
পৃ ৫২৪-৩১।
২১৩. বঙ্গ (ক)—চাকলতা গুপ্তা; পৃ ৫৩১-৩২।
২১৪. বৌদ্ধ ধর্ম : উড়িষ্যার জঙ্গলে (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী;
পৃ ৫৩৩-৪০।
২১৫. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল; পৃ ৫৪৪-৪৮।
- ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৩।
২১৬. 'ভক্তচিত্ত গৌরচন্দ্র' (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল;
পৃ ৫৪৯-৭১।
২১৭. অনন্ত (ক)—পূর্ণচন্দ্র সেন; পৃ ৫৭২।
২১৮. শাস্ত্রিক শাকটায়ন (প্র)—ননীমোহন মজুমদার;
পৃ ৫৭৩-৭২।
২১৯. "নিভুহ নতুন" (প্র)—জগদম্বা দেবী; পৃ ৫৮০-৮৩।
২২০. ভৈরবী (ক)—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ; পৃ ৫৮৪-৮৫।
২২১. নাগায়ণ (ক)—মানকুমারী বসু; পৃ ৫৮৫-৮৬।
২২২. নিরন্তর খেলা (না)—সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত; পৃ ৫৮৭-
৬০৭।
২২৩. দ্বারাবতীপথে (২)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; পৃ ৬০৮-
৪৮।
২২৪. ব্রহ্মবিদ্যা (প্র)—আত্মতত্ত্ব মনোপাধ্যায়;
পৃ ৬৪৮-৬৫।
২২৫. তপস্বিনী (ক)—নরেন্দ্রনাথ সেন; পৃ ৬৬৫-৬৬।
২২৬. এস (ক)—কীর্ত্তনকুমার রায়; পৃ ৬৬৭-৬৮।
২২৭. দুই পথ (ক)—হুম্মিলকুমার দে; পৃ ৬৬৮।
২২৮. মহাপ্রসাদ (ক)—কুমুদনাথ রায়চৌধুরী; পৃ ৬৬৯।
২২৯. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল; পৃ ৬৭০-৮০।
২৩০. গান [না'মিয়ে নাও...]—চিত্তরঞ্জন দাস; পৃ ৬৮০।

২. ঐতিহাসিক স্থাপন উপলক্ষে সতাপতির অভিভাবন।
২০শে চৈত্র ১৩২২ সাল।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

২০১. 'জাটের আধ্যাত্মিকতা' (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ;
পৃ ৬৮১-৮২ ।
২০২. মধুর পত্নী (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী ; পৃ ৬২১-২২ ।
২০৩. রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মসভা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল, পৃ ৬২২-৭০৮ ।
২০৪. সোজাপন (ক)—করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ৭০৮-২ ।
২০৫. টোবড়ী (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৭০৯-১০ ।
২০৬. বিপ্লবীতি (ক)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ৭২৩ ।
২০৭. কঠোর সমালোচনা (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ;
পৃ ৭২৪-২৮ ।
২০৮. মহাযাত্রা (ক)—কৃষ্ণকমর দায়চৌধুরী, পৃ ৭২৯-৩০ ।
২০৯. নিধু গুপ্ত (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ; পৃ ৭৩১-৩২ ।
২১০. বিচারক (কথা চিত্র)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, পৃ ৭৪০-৪৬ ।
২১১. সঁরমার ফুল (ক)—দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃ ৭৪৭ ।
২১২. ঐশ্বর্যের মোখরি-রাজবংশ—ননীগোপাল মজুমদার ;
পৃ ৭৪৮-৬২ ।
২১৩. সুর (কথা-চিত্র)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৭৬০-৬৬ ।
২১৪. প্রেমতিথারী (ক) তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ ৭৬৭ ।
২১৫. পান [দাও দাও প্রাণের নিধি]—চিত্তবরদ দাস, পৃ ৭৬৮ ।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৩

২১৬. 'ভূত'চতুর্গোষ্ঠ' (২)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ;
পৃ ৭৬৯-৮৫ ।
২১৭. রূপ (ক)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ৭৮০ ।
২১৮. সেকালের নবদীপ (প্র)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ৭৮৬-৯৫ ।
২১৯. মাধুর (ক)—কৃষ্ণকমর দায়চৌধুরী ; পৃ ৭৯৬-৯৭ ।

২২০. শিল্পী (গ)—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ;
২২১. বুড়ার আশ্রয় (গ)—গিরীজমোহিনী দাসী ;
পৃ ৮০২-৩ ।
২২২. পূর্বরাগ (ক)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ৮০৬-১০ ।
২২৩. পার্শ্বতীর প্রবেশ (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ;
পৃ ৮১০-২০ ।
২২৪. অস্ত্রধারী (ক)—পুলকচন্দ্র সিংহ, পৃ ৮২৫-২৬ ।
২২৫. ছোট গল্প (প্র)—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ ৮২৬-৩৩ ।
২২৬. শিল্পীকৃষ্ণ গুপ্ত (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ;
পৃ ৮৩৩-৪১ ।
২২৭. রাণী (কথা চিত্র)—ঈশ্বরপ্রসাদ ; পৃ ৮৪২-৪৪ ।
২২৮. মারাবতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ৮৪৫-৬৭ ।
২২৯. কলিকতী (ক)—বলাই দেবশর্মা ; পৃ ৮৬৭-৬৮ ।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৩

২৩০. মহাযাত্রা (ক)—কৃষ্ণকমর দায়চৌধুরী, পৃ ৮৬৯ ।
২৩১. ধানভঙ্গ (ক)— " " পৃ ৮৭০ ।
২৩২. একদলীর মহাকাব্য (প্র)—সাহসচন্দ্র মিত্র ;
পৃ ৮৭১-৭৭ ।
২৩৩. অনন্তরূপ (ক)—নলিনী চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৮ ।
২৩৪. চরিত্র নন্দন পুণ্ড্র : রাজেন্দ্রপাল 'মিত্র' (প্র)—
ননীগোপাল মজুমদার ; পৃ ৮৭৯-৮৫ ।
২৩৫. ভূকান (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী ; পৃ ৮৮৬ ।
২৩৬. নিধু গুপ্ত (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ; পৃ ৮৮৭-৯৫ ।
২৩৭. শিবরূপ (ক)—গিরীজানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ৮৯৬-৯৭ ।
২৩৮. মধুরীতি ও ব্রহ্মসভা (প্র)—গিরীজমোহন দাসী ;
পৃ ৮৯৭-৯০২ ।
৩. 'কৃষ্ণকমর দায়চৌধুরী' নামে ছাপা হয় '...পথে
আমরা জীবনসময় এই প্রবেশের লেখক ঈশ্বরকৃষ্ণ নলিনীকান্ত গুপ্ত'
—'সাহসচন্দ্র মিত্র' [সাহসচন্দ্র, ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড পৃ ৯০৮]
৪. মল্লিকার সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত :

২৬৮. অব্যবহে (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী ;
পৃ ২০২-৩।
২৬৯. 'তদুচিত্ত গৌরচন্দ্র' (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ;
পৃ ২০৩-২।
২৭০. শান্তি (ক)—হরেশচন্দ্র চন্দ্রবর্তী ; পৃ ২১০-১১।
২৭১. জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ (প্র)—প্রফুল্লকুমার
সরকার ; পৃ ২১২-২৪।
২৭২. পূর্বরাগ (ক)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ২২৫-২৭।
২৭৩. বৌদ্ধধর্ম : জাতক ও অবদান (প্র)—হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী ; পৃ ২২৭-৩৪।
২৭৪. জীবমুক্ত (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২৩৪-৮৪।
২৭৫. কিশোর কিশোরী (ক)—চিন্তারঞ্জন দাশ ;
পৃ ২৮৫-৮৬।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাঙ্গ ১৩২৩

২৭৬. মহাপ্রভু-নারায়ণীয় সংবাদ (প্র)—অবিনাশ চন্দ্র
কাব্যপুস্তকালয় ; পৃ ২৮৭-২৯।
২৭৭. বংশী-সাহসন (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী ;
পৃ ২২৭-২৮।
২৭৮. সাহিত্য ও সুনীতি [প্রতিবাদ]—গোবিন্দকমল
মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২২৮-১০০২।
২৭৯. মহিষের ভ্রমণ—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ;
পৃ ১০০২-২৫।
২৮০. তীর্থ ভ্রমণ (খানাকুল হইতে হরিদ্বার)—হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী ; পৃ ১০২৫-৩৫।
২৮১. কাব্য ও ভাষা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ;
পৃ ১০৩৬-৪৭।
২৮২. সাধ (ক)—বঙ্কিমচন্দ্র সেন ; পৃ ১০৪৮-৫০।
২৮৩. তুমি ! (ক) কানাই দেবপাণী ; পৃ ১০৫০।
২৮৪. বিশ্ব-সেবার বিদ্যা (প্র) - চরিত্রদাস হালদার ;
পৃ ১০৫১-৫৭।
২৮৫. বৈকব (ক)—কুম্ভকর্ণন মল্লিক ; পৃ ১০৫৭-৫৮।
২৮৬. মহারাণী রাজবল্লভের অমিত্যবীর্য পরিচয় (প্র)—
আনন্দনাথ রায় ; পৃ ১০৫৪-৬৫।

১৮৭. বিনিঃশেষনী (ক)—হুশীল কুমার দে ; পৃ ১০৬৬।
২৮৮. অপূর্ণ বীকা (ক)—সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ;
পৃ ১০৬৭-৭৫।
২৮৯. দুঃখের হরি (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ১০৭৬।
২৯০. ক্রীড়াকৃত ভাষা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ১০৭৭-৮৭।
২৯১. লীলা চতুর্থী (মূল্য, রাস, বোল, বধ)—কালিদাস
রায় ; পৃ ১০৮৮।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৩

২৯২. অবতার কথা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ১০৮৯-
৯২।
২৯৩. জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ (প্র)—প্রফুল্লকুমার
সরকার পৃ ১১০০-১১১১।
২৯৪. কন্দনমিনী (আত্মকারণ) - গিরীজনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ; পৃ ১১১২-৩১।
২৯৫. চরিত্র বৎসর পূর্বে (প্র)—ননীপোপাল মজুমদার ;
পৃ ১১৩২-৩৭।
২৯৬. তীর্থ-ভ্রমণ (সমা.)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৩৮-
৪৫।
২৯৭. বিশ্ব সেবার বিদ্যা (প্র)—চরিত্রদাস হালদার ;
পৃ ১১৪৫-৫৩।
২৯৮. সাধু ও শিল্পী (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১১৪৩-
৫৭।
২৯৯. সকল আছে—কিছুই নাট (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ;
পৃ ১১৪৮-৭৩।
৩০০. দুর্গাপূজা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৭৪-৭৯।
৩০১. মাতৃপূজা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ১১৭৯-১২০৫।
৩০২. দুর্গা-ভোজ (ক)—রতনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ১২০৬। (ক্রমশঃ)

৫. রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতার অনুবাদ

৬. 'তীর্থ ভ্রমণ'—বহুনাথ সর্কারিকারী রচিত ও নগেন্দ্র
নাথ গুপ্ত সম্পাদিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মৈত্রীপুর বিভাগাগর হল, ১৪—১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮

আকালে কোনো মেঘ ছিল না। হোন্ধুয়ের ভীত
নয়ম পিঠে বেখে বলে বলে 'মাতৃবেদা জমায়ত হচ্ছিল
একটা কেসে'। কেন্দ্রটির নাম মৈত্রীপুর জেলা গ্রন্থাগার।
লক্ষ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চৌত্রিশতম সম্মেলন।

মৈত্রীপুর শহরের সাথে সঙ্গতি বেখে গ্রন্থাগারটির
সামনে মাত্র তিনটি হুয়েক গাছ। প্রথম দর্শনেই মনটা
খারাপ হয়ে যায়। সারা শহরটা জুড়েই যেন সবুজের
বাড়ন্ত। একটা কক্ষ আঁচলে ঘেরা চারিদিক। জেলা
গ্রন্থাগারের ডানদিকে একটা মিনি হেডিরাম আশ পাঁদকে
বিভাগাগর হল। এখানেই, বিভাগাগর হলে, হবে সম্মেলনের
অধিবেশন। হলটা মোটামুটি বড়ই। প্রায় পাঁচশো
জনের মত বসার জায়গা। হলের ভেতরে একদিকে
বনোপন্য ঠাকুর ৯ শিশুর কুমার তাত্ত্বী ও অল্পদিকে
বিভাগাগরের আবক্ষ মূর্তি।

হলের বাইরে দাঁড়ালেই আপনার আবার চোখে পড়ে
যাবে কক্ষ আঁচলের ওড়াউড়ি। এখানে সবুজ এর কম
কেন? এখানকার আক্ষর লোকেরা কি জানে না?
হয়ত জানে, তাই কতগুলো সবুজ (ভরুণ) ছেলের হল
তাঁদের সমস্ত সজীবতাকে উজ্জীবিত করে হলের সামনেই
একটা বুক টেল করেছিল। সেট টেলে নানান ধরনের বই-
এর সাথে সাথে ছিল তাঁদেরই প্রকাশিত কয়েকটি পত্র
পত্রিকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সম্মেলনকে ঘিরে
ভাবের ছিল অসংখ্য উদ্ভাবনা, উৎসাহ এবং গ্রন্থাগারের
প্রতি অসীম প্রত্যাশা। সেই উৎসাহ, উদ্ভাবনা, প্রত্যাশা
বাখল, নিবেদন করলো তারা চমৎকার ভাবে। এই
সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল সজানীর বিশেষ সভন

“গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতি”। অবশ্য এর সাথে হাত মিলিয়েছিল
অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত ‘স্মারক সংখ্যা
“বিশেষ”’।

জেলা গ্রন্থাগারের বিভাগে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে-
ছিল। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন
স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গড়বেলিয়া বাখালচন্দ্র মাস্টার টিনটিটিউশন-
ও এক অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করে ছিল।

এটা গেল কেসের কথা। এবার কেন্দ্র ছাড়িয়ে আসুন
আমরা টাটি শহরের একটু এদিকে ওদিকে। যেখানেই
যাবেন সেখানেই চোখে পড়বে বিভিন্ন সংস্কৃতি বস্তুরেভের
পোটার ও গুরালিং-এর ডড়াছড়ি। পোটার, গুরালিং-এর
বিষয় একটাই: গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা।
আপনার মনে হবে সারা শহরটাই যেন উন্মুখ হয়ে আছে
এই তিনটি দিনের উদ্ভব। সমস্ত সাধারণ মাতৃয়ের
ভালোবাস, প্রত্যাশা, সহযোগিতা, মাপ করবেন, আপনি যদি
নিজেকে একা ভাবেন বা একা হতে চান কিছুতেই তা সম্ভব
চলে উঠবে না। তাই এবারের সম্মেলন তাঁর বিশেষত্বটুকু
হারিয়ে বিশেষ হয়ে উঠলো। এই সম্মেলন শুধুমাত্র
ব্যক্তিগতদের জন্ম নয়, এ সম্মেলন সারা বাংলাদেশের জ্ঞান
বুদ্ধির মাতৃদের, এই সম্মেলন স্বার্থ ভিন্ন স্বার্থের, এই
সম্মেলন শোষণের, বন্ধনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদে আলোর
স্বপ্নকে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে এগিয়ে এসেছে।
অবশেষে, সকলের সেই পরতীক্ষিত সময় এগিয়ে এল, তখন
হল চৌত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। প্রায় পাঁচশো
জন প্রতিনিধি ও দর্শক লাক্ষী বইল চৌত্রিশতম বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন বিকসের।

১৪ই এপ্রিল, বেলা ৫টা

বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যদানের পর সভা শুরু হয়। সভার প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত সাহা, এর পরে স্বাগত ভাষণ দেন অত্যাধুনিক সন্থিত সভাপতি অধ্যক্ষ হিম্মত ভূষণ দে সরকার। তাঁর মুদ্রিত ভাষণ এসে পৌঁছোয়নি বলে তিনি প্রথমেই উপস্থিত অতিথি ও দর্শকবৃন্দের কাছে কক্ষা চেয়ে নেন। তিনি বলেন মেদিনীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য তাল্লিপ্ত থেকেই। এটি সত্ত্বতঃ এশিয়ার প্রাচীন বন্দর। নানা জায়গা থেকে যে সব ব্যবসায়ী তাদের নৌকা নিয়ে আসত তারা সকলেই এই বন্দরে আসত। মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে এসেছিলেন। এখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল। অষ্টম শতাব্দীর যে গৌরব তা লুপ্ত হয়ে গেছে। মৌর্য যুগের বর্ষীয় দ্বারা তাল্লিপ্তের বাজার নষ্ট করে দেয়। প্রাচীন যুগের নানা স্বাক্ষর মেদিনীপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আধুনিক যুগেও মেদিনীপুরের অবদানের কথা চিরস্মরণীয়। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রথমদিকে শুধুমাত্র এ আন্দোলন শহর কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজনভিত্তিক গ্রন্থাগার হওয়া উচিত। শহর ও গ্রামে একই ধরনের গ্রন্থাগার হওয়া উচিত নয়। গ্রামীণ প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক সংগ্রহ করবে এ আশা করা যায়। আনুমান্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই গ্রন্থাগার কাজ করতে পারে। সরকারের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বর্তমান নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবদান উন্নততর হচ্ছে, তবে আরও উন্নতি হবে আশা করি।

বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপরে সম্মেলনের সাক্ষাৎ কার্যনা করে যারা বার্তা পাঠিয়েছেন, সেই বার্তা পাঠ করেন বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম কর্মদণ্ডের বিশল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তারপর পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সচিব অধ্যাপক পার্শ্ব দে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেয়ে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন, সব ব্যাপারে সবাই কথা বলার অধিকারও নেই, ক্ষমতাও নেই, কিন্তু আমরা যারা মাতৃবের বিশ্বাস্য ভাল বা উন্নতি করার চেষ্টা করি, আমরা যারা শ্রমজীবী মাতৃবের জন্য কাজ করি, আমরা বলি মাতৃবের কাছে চেতনা নিয়ে যাওয়া একটা বড় কাজ। এ বিষয়ে আমরা পরামর্শ চাই সহযোগিতা চাই। বিভক্তির মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি বাধীনতার পরেও ত্রিশ বছরে সাধারণ মাতৃবের লেখাপড়া বা কাজ হয়নি। শ্রমজীবী মাতৃবের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা একটা বড় কাজ। দেশকে গড়বে এই শ্রমজীবী মাতৃব। তারা যদি শিক্ষা চতে পারে, তাদের ক্ষমতাকে যদি বিকশিত করা যায় তবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। পূর্ববর্তী দেশ নেতাদের হস্তে ছিল কিছু গ্রন্থাগার, কিছু বিভাগের হবে, তা হয়েছে কিন্তু সুরাহা কিছু হয়নি। ত্রিশ বছর ধরে অনেক অর্থব্যয় হয়েছে, পরিকল্পনা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। এখন যখন কিছুটা সুযোগ পাওয়া গেছে তখন চেষ্টা করতে হবে যাতে ধাপে ধাপে কিছুটা এগোনো যায়, যাতে শিক্ষা কিছুটা স্থলত, স্থি করা যায়। হস্ত দর্শনীয় কিছু করা যাবেনা তবুও যদি সবাই সচেতন থাকে, সহযোগিতা থাকে তবে অন্ততঃ গ্রামে কেতমজুরের মধ্যে, শ্রমজীবী মাতৃবের মধ্যে শিক্ষার প্রচার কিছুটা করতে পারব। সকল সভ্য দেশের মত এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার মান সর্বত্র একই হয়। সকল ছেলে মেয়ে যেন পড়াশুনা করতে পারে। পড়াশুনার শেষে কি হবে? লেখাপড়া কি নষ্ট হয়ে যাবে? তার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে স্থি করতে হবে। গ্রন্থাগার এমন করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই সত্যি উপকৃত হন। নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করে তুলতে হবে। জীবনে সমতা আছে। গ্রন্থাগারই পারবে প্রত্যেককে স্বাক্ষর করে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে বিকশিত করে তুলতে। আপনাদের সহযোগিতা না পেলে আমাদের

পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সমস্ত কিছুকে এক জারগার এনে আনরা সবাই মিলে কাজ করি, একটা ভিত্তি গড়ে তুলি। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে একদিনেই হবেনা, ক্রমশঃ সেই কাজকে এগিয়ে নিতে হবে। অনেক মাসব্যকে যেভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়কার। আনরা প্রথমেই যে জারগার জোর দিতে চাইছি, তাতে আপনারা একমত হন। নানারকম জটিলতা রয়েছে কিন্তু ভয়ে ভয়ে তা হবে, জিন বহুরের জটকে ছাড়তে অনেক সময় লাগবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করার আগে বলেন, যারা গণতন্ত্রপ্রিয় মাস্তব্য, শিক্ষাহারাগী তারা যদি লড়েই হন, সত্যিই যদি প্রমজীবি মাস্তব্যের মধ্যে চেতনার বিস্তার করার চেষ্টা করি তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, উপপাহনের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আনরা প্রাথমিক বরক শিক্ষা গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

এরপরে সম্মেলনের প্রধান অতিথি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আব্দুল বারি তাঁর ভাষণে বলেন, আমি আজকের সভার উপস্থিত হতে পেয়ে খুব আনন্দিত। আজকের গ্রন্থাগার আন্দোলন কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য চম্কে জানাওঁন করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণী গড়ে তোলা যা তাদের শাসন ক্রমতাকে চালানোর কাজে সাহায্য করতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ চালু করেছিল কিন্তু দেশে কেন্দ্রীয় সরকার আসার পরে এর কোন চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা করে আনরা চীন, রাশিয়া এট সমস্ত দেশের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির কথা পর্যালোচনা করে আনরা বিশ্বাসিত হবেন। পরিবর্তন করার দিকে মাস্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জিন বহুরের অবহেলিত মাস্তব্য '৭৭ সালে এক নতুন ইতিহাস দৃষ্টি করেছে। যাদের বোঁলতে এই অবিকার করে পেয়েছে তাদের কথা তাতে হবে। দৃষ্টি কলীর পরিবর্তন না হলে কেউ গ্রন্থাগারে যাবেনা। গ্রন্থাকলের

মাস্তব্যকে শিকিত করে তুলতে আপনাদের যে কার্য্য আছে তা শালন করন। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রণোদিত ভাবে যে জটিলতার দৃষ্টি করা হয়েছিল তা দূর করতে হবে। আনরা আশা করব আপনাদের ততৎজ্ঞা ও সহযোগিতা আনাদের দীর্ঘ পথ অভিযাত্র করতে সাহায্য করবে। আনরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবস্থার মোকাবিলা করব এই আশা রেখে শেষ করছি।

এর পরে কাগনির্বাছক সমিতির প্রতিনিধেরন পাঠ করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর দাস চৌধুরী।

পরবর্তী বক্তা পুন্ডলিয়ার জননেতা শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, খেটে খাওয়া মাস্তব্য কিছু শিক্ষা পেলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। গ্রন্থাগার ব্যবহার মাধ্যমে একাজ করা যাবে। গ্রন্থাগার যে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তা মাস্তব্যের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার আইন এমনভাবে করতে হবে যাতে বিনা টাকায় গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সবাই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সেটা সম্ভব নয়। শিক্ষা সকলকে দিতে না পারলে গ্রন্থাগারকে সকলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তাই বরক শিক্ষা ও নিরক্ষর মাস্তব্যকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী যেন বছরে অন্ততঃ পাঁচজনকে শিক্ষা দিতে পারেন। সংগ্রাহকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, সমাজের পরিবর্তনের জন্য, শিক্ষার প্রসাধের জন্য গ্রন্থাগারকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।

পরবর্তী বক্তা স্থানীয় জননেতা বহিমবিহারী পাল তাঁর বক্তব্য এই প্রস্তাব করেন যে, কৃষি, প্রমজীবি সকলের মধ্যে যেন শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

এরপরে সম্মেলনের সভাপতি জাপনাল লাইব্রেরীর তাইয়েটর বদীজুজার দাপকণ্ড তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন।

অবশেষে বকীর গ্রন্থাগার পরিষদের মেম্বিনীপুর শাখার সভাপতি উপস্থিত স্রোতুমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে

বলেন, আজ এই দিনটি বেদিনীপুর জেলার পক্ষে একটি শ্রমবীর্য দিন, তারপরে সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮

দ্বিতীয় অধিবেশন, সকাল ৯টা

বিষয় : গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সভাপতি : শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু

সভাপতি প্রথমেই সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি আলোচ্য বিষয়ের উপর নাতিদীর্ঘ ইতিহাস ও তার বিবর্তন লম্বা বক্তব্য রাখেন। তিনি গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের জীবন ও জীবিকা, শিল্পোৎপাদন প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমে প্রবক্তারদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় :

১) বিজয়নন্দ মুখোপাধ্যায়, নীতি মিত্র ও মঙ্গলপ্রসাদ সিন্ধা—গ্রামীণ উন্নতিতে জনগণের গ্রন্থাগারের নতুন ভূমিকা ও কয়েকটি প্রশ্ন।

বিজয়নন্দ মুখোপাধ্যায় (আই. আই. টি. খড়াপুর) বলেন, গ্রন্থাগারগুলি মোটামুটি তথ্যভিত্তিক হতে হবে। গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার থেকে সব প্রয়োজন মিটানো সবসময় সম্ভব নয়। জানতেহে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থাগার ভিন্ন হবে। স্থানীয় এলাকার শিল্প সংস্কৃতি সব তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সেই অত্যাধিক তথ্যভিত্তিক করতে হবে। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মীকে চেষ্টা করতে হবে। যেদর গ্রন্থে এই তথ্য প্রকাশ হয়, তার কপি যাতে পাওয়া যায় তার জরুরি আইন করতে হবে। কিন্তু হঠাৎভাবে তা সংগ্রহ করে পরিবেশন করার দায়িত্ব

গ্রন্থাগার কর্তার। এছাড়া গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা সুশীল-পযোগী হওয়া উচিত। কর্তার কাছে উপযুক্ত বেতন ও পদবর্ধীনা পান, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার আইন তৈরী করতে হবে।

২) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কয়েক দিক। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, যে তথ্য সংগ্রহের জন্ত সকলে গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করে, সেট তথ্য গ্রন্থাগার কিতাবে সংগ্রহ করবে সেটা দেখতে হবে। আজ জীবিকাকর্মের প্রয়োজনেই নানা তথ্যের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার নিশ্চয়ই তথ্যভিত্তিক হতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রতি পুণ্যতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। গ্রন্থাগারকে জনগণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের ভাবের আদান-প্রদান ঘটতে হবে। প্রত্যেক লোককে অক্ষর জ্ঞানে প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগারকে কমানিটি সেন্টার করে গড়ে তুলতে হবে, তথ্য ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হবে।

৩) রামকৃষ্ণ সাহা, কনিষ্ঠমণ রায় ও গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ—গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

রামকৃষ্ণ সাহা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান বিভাগ) বলেন, কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তা বাই হোক না কেন, তার মধ্যে যে সম্পদ আমাদের দেশে আছে, সেই তথ্য লম্বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে হবে। তা না করলে তথ্যভিত্তিক গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে না। ঠিকমত তথ্য পাওয়া যায় না বলে রাষ্ট্র গ্রন্থাগারে আসতে চায় না। গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার বড় গ্রন্থাগারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কিতাবে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে অসুবিধা হয়। তথ্য ব্যবস্থার ভূমিকা নিতে গেলে বিনোদন-

মূলক ব্যবস্থা কিছুটা কমতে হবে। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড আলাদা হুতবাক তথ্য ব্যবহারও আলাদা হবে। তথ্যের চাহিদা কিতাবে পূরণ করা যাবে, তাও দেখতে হবে। তথ্য পরিবেশনের ভূমিকা পরিবর্তন করতে গেলে কিছু অসুবিধা দেখা যাবে। গ্রামীণ জনসাধারণ সব সময়েই এই সুযোগ নিতে পারবে তা নয়। তথ্য সরবরাহের Co-ordination ঠিকমত করতে হবে। গ্রন্থাগারে তথ্য পরিবেশনের অসুবিধা আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য সরবরাহ ও পরিবেশন কিতাবে হবে এখনও তা ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট নীতি স্থির হবে। এই ক্ষুণ্ণ গ্রামে পকাত্তে নিবাসন সবচেয়ে বিশেষ আলোড়ন দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার এই তথ্য পরিবেশন করতে পারে। তথ্যাতার গড়ে তুলতে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা নিতে পারে। তথ্যাত্মক গ্রন্থাগার নির্মানে নির্দিষ্ট নীতিগুলি নিলে এ কাজ অসুতাবে সম্পন্ন হবে।

৪) অমীম কুমার দত্ত (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) — অল্প শিক্ষিত বয়স্কদের জন্য যোগ্য বই।

অমীম দত্ত বলেন, গ্রন্থাগারকে গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। গ্রামের মাড়পে মধো শিক্ষার প্রসার না থাকায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা গড়ে ওঠেনি। গ্রামের নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত মাড়পে মধো জন উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ করা যায়নি। যদিও কিছু পুস্তক আছে সেগুলো পুস্তকতন্ত্রের নামাঙ্কর মাত্র। স্বল্প ও অল্প শিক্ষার মাড়পে পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ ও ক্রয় করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নেওয়া উচিত।

৫) অজয় কুমার রায় (সেন্ট্রাল রাস এণ্ড সেগামিক হিসার্ট ইনস্টিটিউট) — গ্রামোন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের তাৎপৰ্য ও গ্রন্থাগার ব্যবহার ভূমিকা।

স্বাধীনতার পরে গ্রামোন্নয়ন কিতাবে কতটুকু হয়েছে, যষ্ঠ পরিকল্পনার কোন জোর দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে, কিন্তু উন্নয়নের কিছুই হয়নি। গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে একথাটা বুঝতে হবে। তারতম্যের সামগ্রিক উন্নতি ও গ্রামীণ উন্নতি যে উভয়েই প্রয়োজন তা আমরা বুঝতে পেরেছি, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পের উৎপাদন হলো দেশের উন্নতি হচ্ছে না। আমাদের দেশে প্রায় আশীভাগ লোক নিরক্ষর গ্রামবাসী, তাদের কোন উন্নতি হয়নি। এখন দেখতে হবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে? এই আশীভাগ লোক বছরের আর্থিক সময় কর্মচীন হয়ে জমিজোগায়ে আশার শহরের দিকে চলে আসে। কোটি টাকা ব্যয় করেও দেশের উন্নতি না হওয়ার কারণ দেশের আশীভাগ গ্রামবাসীর উন্নতি হয়নি। কৃষির ক্ষেত্রে আর লোক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছেনা তাই এবার সরকার শিল্পের দিকে লক্ষ্য দিয়েছেন। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব, তাদের চাকুরীর তথ্য সরবরাহ, সব দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এ বিষয় সাচায্য করতে পারে। গ্রন্থাগারকে যদি সত্যিই গ্রামীণ উন্নতিতে সহায়তা করতে চায় তবে বিভিন্ন তথ্যগুলি গ্রন্থাগারে সঞ্চিত করে সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী এক বছরে প্রত্যেক জেলার District Indus. Centre করা হবে। তার সব ব্যয় করবে কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এই D. I. C. র সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একত্র করতে হবে।

৬) সুপেন্দ্রা গুপ্তা — গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। তিনি অল্পশিক্ষিত ছিলেন।

৭) অমলেন্দু রায় (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী) — গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

তিনি বলেন, এবারের আলোচনার কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নেই। আমরা সকলেই শহরের

গ্রামগারের কর্মী। দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ গ্রামগারের কোন ভূমিকা নেই অথবা আমরা পুঁথিপত্র বেখে এখানে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত করেছি। এরপরে তিনি বিষয়টি পাঠ করেন। তিনি আরও বলেন, প্রতি ব্লকে হয়ত একটি সংগ্রহশালা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে গ্রামীণ গ্রামগার পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদগুলি সংগ্রহ করে রাখতে। গ্রামগার ছাড়া শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায়না।

৮) সভাপতি ঘোষাল ও বিনোদ বিহারী দাস (ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট)—ভারতের গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামগার : একটি পর্যালোচনা।

সভাপতি ঘোষাল বন্দী গ্রামগার পরিষদের সভাপতি ও আজকের সভার সভাপতিকৈ শ্রদ্ধা ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্রামগার আইন চালু হতে চলেছে। গ্রামীণ উন্নয়নের কথা চিন্তা না করে উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের দেশের শতকরা একাশি জন গ্রামের অধিবাসী, গ্রামীণ অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে তিনটি স্তর দেখা যায়। ১) মহাজন ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক ২) মাঝারি কৃষক, মধ্যবিত্ত ৩) ক্ষেত্র মজুর, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্যভাবে শেখোক্তাদের অংশ বেশী। গ্রামীণ উন্নতির পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামীণ গ্রামগারকে একত্রে কাজ করতে হবে। এই কাজের জন্য তিনি কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেন। গ্রামের জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই বিষয়ে তিনি কৃষ্ণচোপের আলোচনা করে বলেন, কৃষ্ণচোপ মোটেই ছোড়াচে নয় এই কথাটা গ্রামের লোককে বোঝাতে হবে, গ্রামীণ গ্রামগারকে গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। গ্রামের অনেক লোকই গ্রামগারে আসে না। তাদের গ্রামগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে হবে, গ্রাম ও সহরের সম্পর্ক ব্রিটিশ আমলেও যা ছিল এখনও তাই আছে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

৯) চৈতালী দত্ত (জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি)—গ্রামীণ গ্রামগার ও গ্রামোন্নয়ন : একটি আলোচনা।

তিনি বলেন, গ্রামের মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার উপযোগী তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমেই এই প্রচেষ্টা সফল হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে গ্রামগার কর্মীরা কাজ করতে পারেন।

। অন্তান্তদের আলোচনা।

ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায়—গ্রামীণ গ্রামগার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি। এক কথায় সমস্ত কিছু জিনিসের যে চাহিদা তা গ্রামোন্নয়নের চাহিদা। দেখতে হবে একাজে গ্রামগারের ভূমিকা কি? সমস্ত বিষয়টাই গ্রামীণ গ্রামগারের তথ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করছে। Information centre-এর সাথে গ্রামীণ গ্রামগারের তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের কোন সংঘর্ষ ঘটবে কি না সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। গ্রামীণ গ্রামগার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চাইছি কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বেতন অতি নিম্নমানের। গ্রামীণ গ্রামগার উন্নতি প্রকল্পে গ্রামগার বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাবেন কিনা সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রাখেন।

হুগ্লির মুখোপাধ্যায়—বুনিয়াদি শিক্ষার নামে গ্রামে গ্রামে অনেক বিদ্যালয় হয়েছে। গ্রামীণ গ্রামগারকে গড়তে গেলে তথ্য সরবরাহ সংস্থা দরকার। বুনিয়াদি শিক্ষা বিভাগ ও বন্দী গ্রামগার পরিষদের উত্তোগে গ্রামীণ গ্রামগার গড়ে তোলা দরকার।

নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি বলেন, গ্রামকে গড়তে গেলে অর্থের দরকার। অল্প পরিমাণ টাকার গ্রামীণ গ্রামগারে কি হয়? গ্রামে যেতিও ও অন্তান্ত হুযোগ হুবিধা এলেও গ্রামীণ গ্রামগার সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়। আলোচনা বা অন্তান্ত বক্তব্যের মাধ্যমে কোন কিছুর উন্নতি সম্ভবপর নয়। অবশ্য নিয়ে গ্রামগারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

আনন্দবোহন চ্যাটার্জী—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতার জন্য রেডিও বা সংবাদপত্রের প্রয়োজন আছে। তিনি এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে অজুহাদ জানান।

স্বপন বাগচী—গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলতে নিয়ে তৎপরত দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এর কতকগুলি ব্যবহারিক দিক আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের আবাবতার অবসান ঘটতে গেলে আর্থিক দিকটা জোর দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার আইন চালু করতে যাওয়ার পূর্বে এই দিকটা নজর দিতে হবে।

অশোক বসু—চিন্তার আলোড়ন এইভাবে এসেছে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা বা ব্যবহারকারীরা কতখানি সচেতন। এই ব্যাপারটা মুখে বলে কোন লাভ হবে না। রাজ্যের রাজনীতিক, কর্ণধার বা শাসকগণ কি ভাবছেন তা দেখতে হবে। শহর থেকে গ্রামে এসে কোন লাভ হবে না বরং তার বদলে জেলা থেকে ব্যক্তি নিয়ে এসে তাদের তথ্য সরবরাহে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। গ্রন্থাগার আইন চালু করার আগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে চলে সাফাতে হবে।

বিজয়লক্ষ মুখোপাধ্যায়—তথ্য সরবরাহ নানানভাবে প্রস্তুত বা পরিবেশিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের কাজ সেট তথ্য উপযুক্ত ভাবে পরিবেশন করা। তিনি বলেন, অমলেন্দু রায় বলেছেন, এখানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক থাকলে ভাল হত। তাঁর জাতার্থে জানাচ্ছি যে দু'জন প্রবন্ধকার জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক। চৈতালী দত্তের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, আদর্শ তথ্য কেন্দ্রিক গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতা বক্তব্য প্রচারের মাধ্যমে আসবে না, এর জন্য সময় দরকার।

হৃদেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আজকের আলোচিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য তথ্য কেন্দ্রিক। এই তথ্য কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার করতে হলে একটি পরিকল্পনা রাখা উচিত। গ্রামের উন্নতির জন্য শুধু Industrial Information centre করলে

হবেনা। কৃষিকে বাধ দিয়ে গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর নয়। কৃষিকে বাধ দিয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হতে পারেনা।

হাসিন্দ্রা সাহা—অজয় রায়ের বক্তব্যের তিনি প্রশংসা করে তিনি বলেন, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তথ্যভিত্তিক দিকে চেয়ে তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন। মন্ত্রণালয় লম্বা তথ্য যদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাহলে মন্ত্রণালয় চাখীরা উপকৃত হবে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কে কতখানি তথ্য সরবরাহ করতে পারে দেখা দরকার। স্বপনবাসুর উত্তরে জানান, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি সেটা দেখা দরকার।

সৌরেন গাঙ্গুলী একটা নতুন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে কিন্তু উপযুক্ত চালকের কথা বলা হয়নি। আমরা যা কিছু করি তা হল পশ্চিমী অগ্রকরণ। গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থাও পশ্চিমী ধারাকে অগ্রকরণ করে। রহুড়া ট্রেনিং গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য চলছে, গ্রামের লোকদের স্ব-স্ববিধার দিকে চেয়ে এর সিলেবাস তৈরী হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা নতুন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কতখানি সাহায্য করবে সেটা দেখা দরকার, নইলে সমস্ত কিছু বাথ তনে।

অনিল পাল—সতর্কভাবে চললেই তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রামবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামবাদী ও শহরবাদীদের মধ্যে সংযোগ দরকার।

রতন চক্রবর্তী—বুটিন চলে যাবার সময় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ হল সবচেয়ে অবহেলিত। কিন্তু ১৯৬৭ সালে জগদীশপ্রসাদ ধর বলেছেন তা নয়। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেখতে হবে গ্রামের এত অত্যাচার কেন? তা আলোচনা করে গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

স্ববীরকুমার লেন—অনেক দিন থেকেই আলোচনা হজিঙ্গ গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার না রেখে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠুক। এতদিন বাধে একটা সচেতনতা এসেছে বলে তিনি আনন্দিত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে এই ব্যাবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কি রূপ হবে সেটা দেখা দরকার। এটা সম্বন্ধে বৈশ্বিক পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন আনতে গেলে নিজের মনোভাব পরিবর্তন করা দরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য দুটি জিনিস অবশ্যই দরকার ১) অর্থ ও ২) কর্মীবাহিনী। সর্বস্তরের পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা কি হবে? কৃষিকেন্দ্র, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রভৃতিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে হবে।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যাবা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা আলোচনা করেছেন তারা গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক নয়। কর্মীবাহিনী তৈরী করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা আছে। কেননা এই সম্মেলনের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা কাছাকাছি এসেছেন। তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আলোচনা মত সহজ নয়, তার জন্য দরকার হঠ ব্যাবস্থা।

আবুল মোমিন মিন্দা—গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মহিলা সমিতি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করলে গ্রামের উন্নতি হবে।

অজয়কুমার রায়—তার প্রবন্ধের প্রস্তাব উত্তরে জানান, যে কোন ব্যবস্থা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আলাদাভাবে হতে পারে না। Man Power development তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। আর্থিক অল্পকাল সম্পর্কে জানান, প্রস্তাব পাঠালেই কেন্দ্রের কাছে টাকা পাওয়া যায়না। সুতরাং বি এল. এ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার সুবাদ করতে হবে।

বিমল কুমার বিশ্বাস—গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে তথ্য সরবরাহ সংস্থায় পরিণত করার ব্যাপারে বলেন, তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে নিয়ন্ত্রণকারের লোকদের সভ্য হিসাবে পাননি। স্বাধীন-তিক নেতার। যদি তার অন্তর্ভুক্ত বক্তব্যের সাথে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী হতে অগ্রবোধ করেন তাহলে খুব ভাল হয়।

কণিকুশল রায়—

তিনি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক না হলেও যেথেকে তিনি খানিকটা ব্যাপার আয়ত্ত করেছেন। ১৯৬১ সালের সাথে ১৯৭১ সালের আদমশুমারীর গণনা করে দেখা গেছে স্বাক্ষরতার সংখ্যা কমে গেছে। সাধারণের গ্রন্থাগার সৃষ্টি হলেও শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর হওয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোন ফলপ্রসূ হবে না। নিরক্ষর তাদের জন্য দরকার অপটিক তথ্য সরবরাহ। সুতরাং বই না লাগিয়ে যেথেকে সবাইকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা আনতে হবে। এই জিনিস অশুচর হয়, কিন্তু সেই জিনিস যাতে অশুচর না হয়, তাই গ্রন্থাগারিকরা যদি সেই তথ্য সরবরাহ করতে পারে তাহলে সকলেই উপকৃত হবে ও গ্রন্থাগারমুখী হবে। আমাদেরও চিন্তা করা দরকার, বর্তমান কর্মীবাহিনীকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমস্তার মোকাবিলা করতে হবে। গ্রন্থাগার উন্নতিতে অর্থের চেয়ে আমাদের মানসিকতার প্রয়োজন। সুতরাং কাজের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা যায় ও জনসাধারণ এবং জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রচার সম্বন্ধে তিনি বলেন, প্রচার কখনই রেডিও বা এই ধরনের কিছু দ্বারা লাফ লাফ করা যায় না। পাঠকরা উপযুক্ত সাহায্য পেলেই গ্রন্থাগারের প্রচার সবাতিক সমাধৃত হয়।

আলোচনা শেষে পরিচালক শ্রীপ্রসাদকেন্দ্র বহু বলেন, গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার তুলনা করে, নিরক্ষর লোক বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের দিকে চেয়ে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা দরকার। গত তিরিশ বছর

বরে গ্রন্থাগার আইনের জন্ম যে আন্দোলন চলেছে, সেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হতে পারে এরকম একটা উদ্দেশ্য আশা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখানে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তারা কেউ না কেউ কোনভাবে গ্রন্থের নাকির সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং এই ধরনের অভিযোগ আনলেও সেটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ দ্বিতীয় অধিবেশন : বেলা ২টা

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো

পরিচালক : শ্রীকনিজুষণ রায়

স্থানীয় লোকসভার সদস্য শ্রীমধুসূদন ঘোষাল মহাশয় সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করেন যে মেদিনীপুরে এই সম্মেলন হওয়ার তিনি আনন্দিত এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সম্পর্কে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।

শ্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিষদের কর্মসূচির শ্রীগ্রন্থের হারচৌধুরী এই বলে আশা করেন যে, গ্রন্থাগার আইন ও আন্দোলনের কথা লোকসভার আলোচিত হয়েছে এবং শ্রীমদ্বালালের মাধ্যমে এই আন্দোলনের কথা আরও ভাল-ভাবে পৌঁছবে ও তাঁর সজ্জবতা কামনা করেন।

এরপর পরিচালক শ্রীরায় বলেন, গ্রন্থাগার আইন সবচেয়ে ছোটো Paper আলোচিত হবে। প্রথম Paper-টি সবচেয়ে বলবেন বামপন্থ বিধিবিস্তারের শ্রীঅশোক বসু।

অশোক বসু তাঁর প্রবন্ধ “প্রয়োজন ত্রিভুজ নিঃসৃত হৃদয়বদ্ধ লাবণ্য গ্রন্থাগার ব্যবহার পটভূমিকা” প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার আইন সবচেয়ে বিভিন্ন অঙ্গণের আলোচিত হয়েছে বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে গ্রন্থাগার আইনের চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এই প্রথম ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাগার আইনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। অব্যাপক পার্থ যে গ্রন্থাগার আইন

সম্পর্কিত খলড়া কবিতা গঠন করেছেন তার জন্ম তিনি স্বত্ত্বাবাহী।

সমাজের যে সমস্ত আদর্শ বা অঙ্গপ্রাণের মিলন হয়েছে তার মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম। আমাদের এই গ্রন্থাগার আইন কালের জন্ম, কি চাই এবং কেন? গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে জনসাধারণের জন্ম। তার জন্ম লেগেছে অনেক সময়। প্যারীর জনসাধারণের মধ্যে উজ্জ্বলিত চেতনার জন্মট গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে তারা Card Catalogue তৈরী করে। যদিও বই Chain-এর মাধ্যমে বাধা থাকলেও জনসাধারণের জন্ম খুলে দেওয়া হয়। সামাজিক উদ্দেশ্যের জন্ম গ্রন্থাগার সর্বজনস্বীকৃত। প্রতিটি রাজ্যের contrubution-এর জন্ম বা মেধার জন্ম গ্রন্থাগার দরকার। গ্রন্থাগার তাদের প্রতিভা ধরে রাখবে। স্বাক্ষরতার জন্ম গ্রন্থাগার দরকার। একটি গ্রন্থের প্রতিটি রাজ্য সাক্ষর হওয়ার পরেও তারা আবার পুরানো জগতে ফিরে গিয়েছিল। কারণ তাঁরা বাধা। প্রাত্যহিক প্রয়োজন গ্রন্থাগারের দরকার, রাজ্যের প্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার যদি তার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বাধ।

অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে গ্রন্থাগার দরকার। কেননা বিশেষ এক শ্রেণীর অপসংস্কৃতি দিয়ে দেশের ক্ষতি করতে চায়, লোকের জ্ঞানসম্মে রাষ্ট্রের অধিকার বর্জ্য, সুতরাং তাদের তথ্য জানার অধিকার আছে। গ্রন্থাগারে পাঠক যার বই-এর জন্ম, বই ছাড়া যে গ্রন্থাগার হতে পারে সেটা অনেকটাই মেনে নেবেন। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থাগার হলে চলবে না, তথ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারের দরকার। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবশ্যই আইনের মাধ্যমে হবে, নিঃসৃত হবে, সরকারী উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই দরকার। বর্তমান গ্রন্থাগার-গুলো যত্নসহ বেড়ে উঠেছে। এই অব্যবস্থার প্রতিকার হৃদয়বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। হৃদয়বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা।

প্রথমে থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, তারপরে ডিষ্ট্রিক লাইব্রেরী, তারপরে টাউন লাইব্রেরী ও পরে কয়লা লাইব্রেরী। অসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না করতে পারলেও পর্যায়ক্রমে এর ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বায়ফ্রন্ট সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। সুতরাং আমরা দেখব যাতে প্রতিটি লোক সমস্ত কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারে। তার জন্য রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে। ২.৫% বার গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার এক সাথে করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার ও তথ্য-জনসংযোগ বিভাগ একসাথে করলে ভাল হয়। যেখানে সম্ভব সেখানেই গ্রন্থাগার এবং তথ্যনিবাহী কেন্দ্র চালানো উচিত।

যারা গ্রামীণ, শহর ও জেলা গ্রন্থাগারিক তারা যেন জায়গায় থেকে সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করবেন। গ্রন্থাগারের একক কোন ভূমিকা নেই। সবটিকে নিয়ে গ্রন্থাগার। তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হল গ্রন্থাগারের কাজ।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পরে অবস্থার কিছু তারতম্য খটবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব, আমাদের মধ্যে একটি Library Cadre Services গড়ে তোলা উচিত। স্নানসর্ভ কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত হবেন। গ্রন্থাগারে নিযুক্ত যে কোন স্তরের কর্মীই গ্রন্থাগারিক। তার পরে তাদের স্তরভেদ থাকবে কিন্তু প্রত্যেকের Designation-এ “গ্রন্থাগারিক” টি লেখা থাকবে। তাদের Scale-এ Govt. Scale চালু করতে হবে।

শ রশমী প্রবন্ধটি আলোচনার প্রয়োগদানের জন্য প্রিন্স সত্যপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলকে কৃতজ্ঞতা জানান।

এরপরে পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক প্রিন্সীর দায় চৌধুরী বলেন, স্নানসর্ভ গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রগোষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারকে টাকা দেবার জন্য আন্দোলন করে। কিন্তু টাকা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন হারে যার জন্য বি এল. এ কোন রকমেই দায়ী নয়। এছাড়া বহু জেলা থেকে গ্রন্থা-

গারিকদের Deputation দেওয়া হয়নি। ভারতে চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু আছে। বি এল. এ ৩০ বছর ধরে আন্দোলন চলিয়ে আসছে। বঙ্গনাথন নবীরা Conference-এ গ্রন্থাগার আইনের একটা খসড়া করে দেন। আর অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য আইনের খসড়া তৈরী করতে সাচায়া করেন। উনার পাড়ায় ১৯৬২ সালে তৈরী আইনের খসড়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে কিছু করার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি। কিন্তু এবারে বায়ফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার আইনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার জন্য আইনের খসড়া তৈরী করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইন গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে মোটামুটি ব্যাপারগুলি আলোচনা করার জন্য এখানে সবাই মিলিত হয়েছেন। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে জুন Drafting Comm. Bill-এ পেশ করা হবে। কেননা ১৯৬২ সালে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করার পর অনেক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই দেখা দরকার, গ্রন্থাগার আইনের হুচিহিত ব্যাপারগুলি যেন স্থান পায়।

গ্রন্থাগার আইন এটী কারণে দরকার, গ্রন্থাগারগুলো এলায়েমেন্টে ভাবে রয়েছে এবং বিভিন্ন Management-এর দ্বারা, Govt. Control and Govt. Spons. একই জায়গায় অর্থাৎ একই administration-এ আনতে হবে। আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সুব্যবস্থা দরকার। জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা হওয়ার জন্য বিভিন্ন Management দরকার। Department of public library হওয়া দরকার ও একজন Director of Library Science হবেন। অবশ্য সবচেয়ে উচ্চতর থাকবেন Minister state central library অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য তার কতকগুলো কউবোর প্রয়োজন আছে। আমাদের পশ্চিম বাংলার কতকগুলো জেলায় বেসী জেলা গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু এই সমস্ত সমাধানের জন্য একটা District Library করে তার Branch করা দরকার। Town Libraryর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

State Library boardএ গ্রন্থাগারিক যন্ত্রী সর্বেসব করবেন। দ্বিতীয় পদে থাকবেন Director of Library Science। তারপর শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি থাকা দরকার। শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসবেন। তাদের থাকা অবশ্যই দরকার। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন, সরকারী প্রতিনিধিরাও থাকবেন, এবং ও প্রচার বিভাগের পরিচালকদেরও থাকা দরকার। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের থাকা দরকার কেননা যেহেতু জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতায় অবস্থিত।

State Library authorityর কাজ হবে একটা উচ্চ কর্মতা সম্পন্ন কমিটি হিসাবে কাজ করা। Department of Public Library হওয়ার বিশেষ দরকার। গ্রন্থাগার তত্ত্ব educational কাজে সাহায্য করে না এর সঙ্গে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করা। এই Dept হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার-গুলো কাজ করতে পারবে ও সরকারকে সাহায্য করতে পারবে। কোন রাজ্যে এট ধরনের ব্যবস্থা নেই বলে এট Dept চালু করার অসুবিধা হতে পারে। Director of Public Service হবেন মুখ্য পরিচালক তাকে তত্ত্ব Library Science Training নিলে তবে না অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। Delivery of Press and News Act সংশোধিত হওয়ার দরকার। এত রাজ্যে সমস্ত প্রকাশনা গ্রন্থাগারীন বলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে। District Library Board এর চাতে প্রচুর কর্মতা থাকবে। এট তত্ত্ব একটা District Library থাকবে যাতে District Board-এর কাজে বিঘ্ন না হয়। District Board অবশ্যই গ্রামীণ প্রতিনিধি থাকবে কিন্তু নিম্নিষ্ট সংখ্যক। আইনের আওতাভুক্ত বা আইনের বাইরে প্রতিনিধি থাকবেন একটা Library যদি irregular হয় বা তার টাকা নিয়ে অপচয় হয় তবে এর প্রতিকার করা দরকার। Public body থাকলে কোন কিছু অত্রারের প্রতিকার

করা যাবে না, তাই District Library Board এর হাতে কর্মতা থাকবে যাতে কোন অত্রার না হয়। District Library Board জেলা ডিস্ট্রিক্ট গ্রন্থাগারগুলির যে সমস্ত হবে সেইগুলির সমাধান করবে।

প্রত্যেকটা ছোট বা বড় Library এর জন্য একটা কমিটি থাকবে। এই কমিটি সেই Libraryর কাজে সাহায্য বাড়বে এবং Advisory Comm. Basis হবে। তারা গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্য করবে কিন্তু Decision নেবে Dt. Library Board। এই ধরনের গ্রন্থাগারের আর্থিক ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে হবে। কলিকাতার জন্য Dt Library Board করতে হবে।

এখানে মূল নীতিগুলি আলোচিত হয়। এই আলোচনার ভিত্তিতে যারা বক্তব্য শেখ করবেন তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং বক্তব্যগুলি কাগজবাহক সমিতির সভায় আলোচিত হবে।

এরপর কণীড়ধন রায় শ্রীমুখীর ঘোষালকে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

শ্রীমুখীর ঘোষাল বলেন, গ্রন্থাগারিকদের জড়িত গড়ার ব্যাপারে একটা ভূমিকা আছে। পশ্চিমবঙ্গে যে আইনের কাঠামো রচিত হয়েছে সেট ব্যাপারে রাজ্য সরকার যদি একটা আলাদা বিভাগ খোলেন তাহলে ভালো হয়। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি হিসাবে মনে করেন যুগ্ম মন্ত্রকের আগিয়ে হোল র ফেলে গ্রন্থাগারিকদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি তার সভা পত্র দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে মাকদামান্তর করতে সাহায্য করবেন।

আলোচনা:

শ্রী দামোদর রায় - কয়েকটা জিনিস স্মৃতি করতে চাই যে সম্পর্কিত গ্রন্থাগার প্রশা ব্যতিল করার যে দাবী আমরা দীর্ঘদিন ধরে করেছি, সে সম্পর্কে স্মৃতি উল্লেখ এই আলোচনার নেট।

শ্রী কেশবলাল চক্রবর্তী—Town Library, Rural Library সব কিছুকে Dist Library-র অধীনে আনা হয়েছে। যদি Town Library-এর অধীনে Rural Library গুলিকে আনা হয় তবে কাজের সুবিধা হবে।

শ্রী নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—Dist Lib. Board-এ কোন প্রতিনিধি থাকে সাহায্য করবেন বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া ভাল। এছাড়া জেলা প্রত্যাগার বোর্ডে করজন করে প্রতিনিধি থাকবেন তার উল্লেখ থাকা উচিত। গ্রামীণ প্রত্যাগারে Quarum এর অভাবে অনেক সময় Meeting হতে পারেনা। তাই সদস্য সংখ্যা ২ এর পরিবর্তে ৫ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাখাতে প্রত্যাগারের জন্য ২.৫% ব্যয়বরাদ্দ দাবী না করে আরো বেশী দাবী করা উচিত।

শ্রী সুবীর সেন—একটা জিনিস লক্ষ্যীয় যে আলোচনা আমরা তুললাম তাতে Uniformity আনার চেষ্টা আছে। আমরা প্রায় একই ধরনের প্রত্যাগারের কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যাও কথা চিন্তা করা উচিত। কলিকাতা সাধারণ প্রত্যাগার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। কলকাতার যদি Calcutta Public Library করা যায় তাহলে তখন কলকাতা নয়, সারা দেশের মাত্রই উপকৃত হবেন। রাজস্ববনের স্থানটি এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা যায় আর Calcutta Municipal Lib. কে যদিও এটা সুমুর্ষু অবস্থার আছে তবু তার উন্নতি সাধন করে Calcutta Public Library গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া দরকার।

Bibliographical control : ব্যয় সংকোচ একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমাদের চিন্তা করতে হবে Centralised Purchase, Centralised Cataloguing ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি ভরসাপূর্ণ প্রত্যাগার আছে তাদের অবস্থা কি হবে? যেমন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

প্রত্যাগার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যাগার, উত্তরপাড়া জরুরীক পাঠাগার ইত্যাদির কি অবস্থা হবে?

যদি আমরা Bibliographic Control এবং Book Act এর কথা চিন্তা করি তাহলে পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির একজন প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন।

৩০ নং ধারার উপরেটা কমিটির কথা আছে কিন্তু তার আইনগত অধিকার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি।

সবশেষে ১১নং ধারার 'খ' তে শিক্ষাখাতে ২.৫% ব্যয় প্রত্যাগারের জন্য দাবী করা হয়েছে তাতে এটা পরিচায় হওয়া দরকার, এটা কোন খাতে ব্যয় কমিয়ে ২.৫% করা হবে অথবা এটা অতিরিক্ত। এক্ষেত্রে আমরা মনে হয় Tagma Act থেকে ব্যয় হ্রাস করে অথবা Govt. যদি একটা Lib. Fund করতে পারেন তবে এই অতিরিক্ত সংগ্রহ হতে পারে।

বিজ্ঞানায়ন মুখোপাধ্যায়- শিক্ষাখাতে ২.৫% ব্যয়-বরাদ্দের দাবী হয়েছে প্রত্যাগার খাতে ব্যয় সংক্ষেপের Scope অনেকক্ষেত্রেই আছে। State Librarian, Director হিসাবে কাজ করবেন কিন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ কর্মতা ও সম্মান দিতে হবে। এবং তাকে সাহায্য করার জন্য একজন সহকারী থাকা প্রয়োজন। Integrated Library Service-এর পরিকল্পনা প্রায় পরিচালিত হয়েছে। State-এর প্রত্যেক লোকের Library Service পাওয়া প্রয়োজন। এজন্য Population Basis সব জায়গায় প্রত্যাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। Dist Lib. গুলিকে আরো বেশী কর্মতা দিতে হবে।

Dist Lib. থেকে যে প্রস্তাব আসবে তা State Lib.-তে গৃহীত হবে। আমরা চাই প্রত্যেক লোকের জন্য নিত্যক প্রত্যাগার ব্যবস্থা। Aided Lib. চিরকাল চলতে পারেনা। এই Bill-এর কোথাও "নিত্যক" কথাটি নেই। কিন্তু এটা বাক দিলে Lib. Bill-এর কোন অর্থ হয়না। Book Centre এবং Mobile Lib.-র ব্যবস্থা

থাকা প্রয়োজন। এ নং ধারার ডাইকেইয়ের বোধ্যতা, লাইব্রেরী সার্ভিস-এর পরিচায় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। আর বিশেষ কোন ধারার কথা না বলে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সমস্ত প্রযোজ্য বিষয় তাহের চাকুরির ক্ষেত্রে apply হবে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশদভাবে বলা উচিত।

ভাষাল বারচৌধুরী—অশোক বহুর Paper-এ Library Information Service-এর যে Dept.-এর কথা বলেছেন, তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এই ধরনের কোন বিভাগ করা উচিত নয়। বেশ কিছু লাইব্রেরী আছে যারা শুধু অবসর বিনোদনের জন্য নয়, তাহের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা দরকার।

সতীনাথ ব্যানার্জী—এই খসড়ার কোন Mobile Library-র কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও কোন কোন জেলার Mobile Library আছে কিন্তু সেগুলো তেমন কার্যকরী নয়। তাই Mobile Library-র পৃথক বিভাগ ও পৰ্যাপ্ত কর্মী থাকা প্রয়োজন যাতে তা সূচুভাবে কাজ করে। জেলা গ্রন্থাগারে করা কর্মী বিনিয়োগ করবে সেটা বলে দেওয়া দরকার।

বিশনাথ কোলে—State Library Authority-র কমিটিতে কতজন থাকবে সেটা বলা দরকার। নইলে ভবিষ্যতে কমিটি নিয়ে গণ্ডগোল হতে পারে। State Library Authority কি Board হবে না Department হবে সেটা দেখা প্রয়োজন। District Library-তে যে সমস্ত কর্মী নিয়োগ হবে তার কাহের মাধ্যমে হবে? জেলা নির্বাচিত প্রতিনিধি কতজন হবে সেটা দেখা প্রয়োজন। কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদার প্রায়টি আলোচিত হওয়া দরকার। কর্মচারীদের Service Rule-এ 'Trade Union Right'-এর প্রায়টি থাকা প্রয়োজন।

হাসরতন ভট্টাচার্য—কত Dist.গুলির একাধিক Dist.-এ বিভক্ত করার সম্ভাবনা আছে তাই একাধিক Dist. Lib.-র Scope রাখা উচিত। আমাদের দেশের প্রতিটি স্তরের

অন্ত গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থার প্রয়োজন, এই কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার। আরো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথাও বলে রাখতে হবে। সওয়াপদী অকিসনসমূহে যে সব Library আছে সেগুলিকে কিভাবে এই Bill-এর আওতায় আনা যাবে তা চিন্তা করতে হবে।

অনন্ড ভট্টাচার্য—একটা District-এ District Library পুস্তক দিয়ে Town Libraryগুলিকে সাহায্য করবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এক হাইলের মধ্যে ২টি Rural Library আছে আরো অনেক ক্ষেত্রে ১০ হাইলের মধ্যে একটিও নেই। এক্ষেত্রে ভাবতে হবে একটি Rural Lib.-র কাজের পরিধি যে বেড়ে যাবে তা Specified করা প্রয়োজন।

হামরুক্ষ সাহা—১) গ্রন্থাগার আইন সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্ন্ত কিন্তু অত্যন্ত ধরনের গ্রন্থাগারগুলির লক্ষ্যে কী চিন্তা করা হচ্ছে।

২) পরিসেবার মান সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি।

৩) কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করা দরকার।

৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, Town গ্রন্থাগার এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা ব্যবস্থা কেমন হবে?

৫) মাথা পিছু কতজনের জন্য একটি গ্রন্থাগার থাকবে, তার বায়িক আর কত হবে? তার পরিসেবা ব্যবস্থা কেমন হবে ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

শ্রীঅম্বিনীকুমার পেন—১) গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে।

২) সমাজ নিরপেক্ষভাবে গ্রন্থাগারকে দেখা চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

শ্রীসত্যব্রত পেন—Audio-visual system, Library-cum-community Centre, Museum-cum Library, ইত্যাদিকে গ্রন্থাগার আইনের আওতার আনা দরকার।

শ্রীশ্রী বীর দাস চৌধুরী উত্তরদান কালে বলেন—

যে কতগুলি আইনের পরেই আমরা এখানে বিয়েছি তা চাড়া আরও একটি আইনের খসড়া আছে। সম্ভবতঃ অনেক তা দেখেন নি এর মধ্যে যে সব বিষয়ে প্রায় রাখা হয়েছে তার মধ্যে প্রায় সবগুলির উল্লেখই এই খসড়ায় পাওয়া যাবে।

Lib, Dev. Plan এবং lib Bill এর structure দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। Detailed plan কখনও Bill এ থাকে না।

Board এর member সংখ্যা কতজন থাকবে তা প্রসঙ্গে স্বাধীন সতায়ত ও suggestion দেবেন। বিশদ খসড়ায় এ সংখ্যার উল্লেখ থাকবে।

এখানে কিভাবে প্রতিনিধিত্ব আসবেন তা বলা হয়নি তা থাকবে আইনের খসড়ায়।

শুট বলা হয়েছে প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী এই গ্রন্থাগার আইনের আওতায় সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন। এরপর আর 'প্লানসর্ভ' কথাটি নিশ্চয় বিতর্কের অবকাশ থাকবে না।

Town Lib এবং Dist Libর জন্য আলাদা Board হলে কাজের অসুবিধে হবে। Dist Lib থেকে Town Lib এবং Town Lib, Rural Lib. কে বট দেবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। এর details উল্লেখ Bill এ থাকতে পারে না।

২৫' লম্বা সরকার চিন্তা করবেন তাহলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করে এই অর্থ বিতে পাবেন। তাছাড়া প্রতিবছর Education Budget বাড়ে। এ লম্বা বলা আমাদের দায়িত্ব নয়।

এটা Public Lib. Act তাই Special Library College Library, University Library প্রভৃতি বর্তমানে এর আওতায় আসবে না।

পরিশেষে তিনি সকলকে আশ্বাস দেন আগামী সভায় এ ব্যাপারে প্রত্যেকের Suggestion নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১৬ই এপ্রিল, সকাল ৯টা

শেষ অধিবেশন

শ্রীশ্রী বীরচৌধুরী আজকের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রীকণ্ঠকৃষ্ণ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন ও রাষ্ট্রক সাহা সমর্থন করেন।

সভাপতি শ্রী বীর বিপ্লব ৩৩ তম সম্মেলন অত্রীত হওয়ার পর যে সব গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সূক্ষ্মের জীবনাবলান ঘটেছে, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের প্রস্তাব নেন ও সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপরে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাব পাঠ করা হয়।

॥ ৩৪-তম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ ॥

প্রস্তাব ১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্দেশ্যে আহূত এবং মেদিনীপুর সহরে ১৪-১৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে অত্রীত ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কিছু লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন। রাজ্য স্বায়মোহন বীর লাইব্রেরী কাউন্সিলের রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন; খসড়া গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের পুনর্গঠন, রাজ্যস্বায়মোহন বীর লাইব্রেরী কাউন্সিলে রাজ্য সরকারের দের অস্থায়ী প্রদান (যা এতদিন বন্ধ ছিল), প্লানসর্ভ গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রদান করা হয় অস্থায়ী বোধ্য, প্লানসর্ভ কর্মীদের অস্থায়ী তাতা প্রদান, কর্মহীন কর্মীদের পুননিয়োগের নির্দেশ দান প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্য-সরকারের এই উদ্দেশ্য প্রতিকলিত হয়েছে।

এই সম্মেলন এইসব উদ্দেশ্যে: জনা রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাথে সাথে প্রথাগার ব্যবহার এবং প্রথাগার কর্মীদের যেসব সমস্যার আলোচনা সমাধান হয়নি সেসব বিষয়গুলি বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড প্রথাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের জন্য উদ্দেশ্য নিজে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক : অশোক বসু

সমর্থক : পিনাকী মুখার্জি

পিনাকী মুখার্জী সমর্থন করে বলেন, বিগত দিনে সরকার প্রথাগার কর্মীদের জন্য বিশেষ কিছু করেননি। বর্তমান বায়স্কট সরকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি সরকার প্রথাগার কর্মীদের বিকে দৃষ্টি দেবেন।

এর পরে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ২

বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদের উদ্দেশ্যে আহূত এবং মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় প্রথাগার সম্মেলন গভীর আনন্দে সঙ্গী করতে যে রাজ্যের সাধারণ প্রথাগারগুলির জন্য রাজ্য সরকার একটি খসড়া প্রথাগার আইন প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছেন। এই সম্মেলন আশা করছে যে এই আইন রচনার কাজ ক্ষুদ্র সম্পন্ন হবে এবং নিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে “প্রথাগার আইন” বিধিবদ্ধ করে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের জনগণের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পরিপূর্ণ করবেন। সাথে, সাথে, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগার আইনের খসড়াটি পুনর্বিবেচনা করে খসড়া প্রথাগার আইন রচনা কমিটির সভার বিবেচনার জন্য পেশ করতে এই সম্মেলন বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদের কাৰ্যনির্বাহক কমিটিকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক : শশী কান্ত বাগচি

সমর্থক : আব্দুল ময়মিন সিদ্দিকী

সংশোধনী প্রস্তাব আনেন শ্রীমতী সুনীতি সেন।

সভার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৩

বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদের উদ্দেশ্যে আহূত মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় প্রথাগার সম্মেলন মনে করে যে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রথাগারগুলির কর্মধারা সম্প্রসারিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রথাগারগুলি শুধু অবলম্বন বিনোদন বা চিত্ত বিনোদন কেন্দ্রে হিসেবে নয়, জনগণের জীবন ও জীবিকা প্রয়োজনে প্রথাগারগুলিকে তথা কেন্দ্রে হিসেবে গড়ে তোলার ও ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে গাভী ও কেন্দ্রীয় সরকার কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব নিতে শুরু করেছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে এই কাজগুলি সাধকভাবে রূপায়িত করার জন্য প্রথাগারগুলিকে তথা কেন্দ্রে হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। স্থানীয় উৎপাদনের কাজ সাধক করার জন্য এই প্রথাগারগুলি থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ তথ্য ও তথ্য সংগৃহীত গ্রন্থ প্রথাগারে সংকলিত করে রাখতে হবে। এই সম্মেলন তাই মনে করে যে, প্রথাগারের নতুন কৃষিকা যেমন একতিকে প্রথাগার কর্মীদের উপলব্ধি করতে হবে, অপরদিকে প্রথাগারগুলি যাতে এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে তার জন্য যথাযথ উদ্দেশ্য ও পরিচালনা নিজে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে। এই প্রসঙ্গে এই সম্মেলন মনে করে যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সাধক করার জন্য ও প্রথাগার ব্যবহার সম্প্রসারিত ও সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন প্রথাগারগুলির পরিসেবা ও কর্মধারা ন্যূনতম মান নির্ধারণের জন্য বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদকে উদ্দেশ্য প্রেরণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের পুনর্বিভাগ করার জন্য এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছে।

প্রস্তাবক : রাজকান্ত সার্বা

সমর্থক : শ্রীমতী সুনীতি সেন

ভারতীয় রাষ্ট্রপতিশ্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার শিক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজনীয়। তাই তিনি রাজ্য সরকারকে অগ্রদূত করেন গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটাতে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহুত মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে অত্রস্থিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আজ সর্বস্তরের মাতৃবীর এক ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন :

(১) এই রাজ্যে অবিলম্বে আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২.৫ ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে।

(৪) প্রতিটি হুল-কলেজ-পলিটেকনিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগার মুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং তথ্য কেন্দ্রীক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৬) শিশুদের জন্য শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৭) সত্তা সাক্ষরতার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাদি প্রকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবক : সভাপতি সেন

সমর্থক : গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ

গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একই পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। দেশের গণতান্ত্রিক মাত্রাকে সঙ্গে নিয়ে একাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহুত, মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে অত্রস্থিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রস্নে আজও চরম অবহেলিত। এই সম্মেলন মনে করে যে স্পনসর্ড, হুল-কলেজ পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন; পদমর্যাদা এবং চাকরীগত সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সমস্তগুলির অবিলম্বে সমাধান করা আবশ্যিক। এই সম্মেলন আরো দাবী করছে যে এই বিষয়গুলি নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবক : অরুণ রায়

সমর্থক : মনোহরচন্দ্র চক্রবর্তী

সমর্থক শ্রীমনোহরচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, বেতন ও পদমর্যাদার ব্যাপার সম্বন্ধে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। বহুদিন ধরে গ্রন্থাগারিকরা বেতন ও পদমর্যাদা পায়নি। সুতরাং তার জন্য লড়াই করতে হবে। কেননা কয়েকজন ছাড়া কেউ উপযুক্ত বেতন পায় না। সুতরাং এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এরপরে সংশোধনী প্রস্তাব আমেন গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ। তিনি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতি বিভিন্ন সময়ে বেতন সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৬

১। এই সভা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে আজও পর্যন্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোনও বৃক্ষ অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পেনশন গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়নি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে এবং কিছু কর্মী অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের কাছ থেকে কোনও বৃক্ষ সাহায্য না পাওয়ার এই সব কর্মীর পরিবারবর্গ অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছেন।

তাই এই সভা দাবী করছে অবিলম্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পেনশন গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রায় ৩ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পরিবারের কর্মকর্ম একজনকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের প্রথা চালু করা হোক।

২। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ-এর নির্দেশক্রমে বর্তমান স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী রাখা অত্যন্ত কম, ফলে নিয়োগ বন্ধ থাকায় গ্রন্থাগারগুলিতে অল্প অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এই সভা অবিলম্বে দাবী করছে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির জন্য পদগুলিতে কর্মী নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক।

প্রস্তাবক : বিনোদ কোল

সমর্থক : সুধীন খোষা

সভার সর্গদময়িত্রী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এরপরে সভার সাংগীত পরিবেশন করেন সর্গদময়িত্রী সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী দত্ত মিত্র চক্রবর্তী ও সুময় দাস।

প্রবীর রায়চৌধুরী সভাপতি সম্মানিতকে বিদ্যুৎ বসন্তে অভ্যর্থনা করেন। শ্রী অমিনী সেন বলেন, এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রা এসেছেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। এই সম্মেলন সাক্ষা লাভ করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়া তিনি বিশেষ করে শ্রী কৃষ্ণদত্ত বসুমতীর, সুময় দাস ও প্রোফ্যাং বসু চৌধুরীকে অনেক আগে থেকে সম্মেলনের কাজে যোগদান করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এরপরে পরিষদের কর্মসূচির প্রবীর রায়চৌধুরী সমস্ত দর্শক ও প্রতিনিধিকে বকীর গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনকে সাক্ষা লাভ করার জন্য উদ্যোক্তা মেদিনীপুর জেলা শাখা কমিটিকে ধন্যবাদ দেন। তিনি এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাক্ষা লাভ করার জন্য সকলকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে আহ্বান করেন।

সভাপতি ফণীভূষণ রায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কিন্তু যে সমস্ত সাংবাদিক এই ৩৪তম বকীর গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা তাঁদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের নামগুলো উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁরা হলেন ১। প্রবন্ধ সিং মিলনি—কারেন্ট, সম্মার্স ২। জে. কে. মিশ্র, দৈনিক রূপলেখা, কলিকাতা ৩। ডি. পি. শ্রাম, সংহিতা, খড়াপুর ৪। তগবান দাস দাশর, দৈনিক সম্মার্স ও দৈনিক বিশ্বায়ত্ন, কলিকাতা ৫। উদয় শঙ্কর রায়, সাংবাদিকশিক্ষা ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, মেদিনীপুর নর্থ ৬। অনীষ কুমার দাস, মেদিনীপুর সম্মার্স ৭। তবানী শঙ্কর রায়, সম্মার্স ও দৈনিক বহুমতী ৮। টি গুনি, ডিসটিক্ট ইনফরমেশন ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, মেদিনীপুর নর্থ ৯। জাম হুন্দর রায়, স্টেটসম্যান ১০। কনক দাস, অমৃত বাজার ও যুগান্তর ১১। তুষার কাশি পকানন, সভাযুগ ১২। জাম হুন্দর দাস, দৈনিক বহুমতী, লোকসেবক, সচ্ছানী গুটি।

দীপ, বহু, সুখ সময়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা হল। লোক লোকের প্রতি-নিধিরা বৃকে বেঁধে নিল জয়ের গান, প্রতিবোধের লগ্ন। আগামী বছর সম্মেলনের স্থান তবানী, আমাদের কর্মের জোয়ার, বৃষ্টির প্রতি আশ্রয়তা এবং জনসাধারণের নিকটতম বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মহান ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে তুললো। চোখে বসু নিয়ে ফিরে চললো সবাই নিজেকে কর্মক্ষেত্রে।

প্রতিবেদক—

অমিত্যাত দাস, চৈতালী দত্ত, শিমা কী মুখোপাধ্যায়
মিত্র চক্রবর্তী, সভাপতি ঘোষণা

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

কলিকাতা

১। অজয় কুমার রায় কলিকাতা-২২ ২। অনিলচন্দ্র পাল, বনৌজা ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৩। অমর কৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা-৪ ৪। অমলেন্দু রায়, ডিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৫। অমির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৬। অরুণ রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৭। অশোক বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৮। অসিতান্ত দাস, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল ৯। অসীম কুমার দত্ত, কলিকাতা-২৫ ১০। অলোক সান্যাল, কলিকাতা-২২ ১১। আশীষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১২। এম্. এন্. নাগরাজ, জাতীয় গ্রন্থাগার ১৩। কমলেশ ভট্টাচার্য, কলিকাতা-২৬ ১৪। কানাই লাল ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৫। কৃষ্ণদত্ত মহুমদার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৬। চৈতালী দত্ত, কলিকাতা-৩২ ১৭। জ্যোতির্ময় বসু চৌধুরী, কলিকাতা-২ ১৮। জলি রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯। তপন কুমার সেনগুপ্ত, ব্রিটিশ কাউন্সিল ২০। তপতী বজুয়া, কানাই স্বাতি পাঠাগার ২১। দেবানীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলি-৫০ ২২। নব কুমার সিন্হা, গ্রামসোহন লাইব্রেরী ২৩। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলি-৫৬ ২৪। পরেশচন্দ্র সাহা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৫। প্রতাপাধিতা সরকার, বড়িশা পাঠাগার ২৬। প্রদীপ চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৭। প্রভোৎ বসু চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৮। প্রবীর রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৯। কনিষ্ঠরূপ রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩০। ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলি-২৭ ৩১। বাণী চক্রবর্তী, কলি-৩৬ ৩২। বিনয় কুমার গুহ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক ৩৩। বৈষ্ণবনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৪। বিমল চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩৫। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগার

৩৬। বোমকেশ মাইতি, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৭। ভারতী বিশ্বাস, কলি-২২ ৩৮। বঙ্গল প্রসাদ সিংহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯। হরিকা দত্ত, কলি-২ ৪০। মুন্সের দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪১। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪২। মানবেন্দ্র বসু, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪৩। মিনতি চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪। রতন চক্রবর্তী, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৪৫। রবি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নর্থ ইন্ডালী কমলা লাইব্রেরী ৪৬। রমা সেনগুপ্তা, কলি-৭৫ ৪৭। রাধানাথ রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮। রামকৃষ্ণ সাহা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯। শশীক কুমার নাগচী, বুটো অব্ এডু-কেশনাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ ৫০। শান্তিনন্দ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫১। শ্রীমল রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৫২। সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৫৩। সুনীল কুমার রায়, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ৫৪। সুবল কুমার সেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া ৫৫। সুবীর কুমার সেন, কলি-৭৪ ৫৬। সৌভেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বনৌজা ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭। হিরেন্দ্র কুমার ঘোষ, জাতীয় গ্রন্থাগার

কোচবিহার

১। শ্রীঅবলকৃষ্ণ মহুমদার, হুগেশ স্বাতি পাঠাগার ২। অরুণকুমার শীল শর্মা, আর. আর. এন, মহকুমা গ্রন্থাগার ৩। শ্রীজগদীশচন্দ্র সরকার, বনৌজা পল্লী পাঠাগার ৪। শ্রীমদেবনাথ দাস, হরিমোহন পাঠাগার ৫। শ্রীনির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী, বাণী বহনচাপলা পাঠাগার ৬। শ্রীপঙ্কজ কান্তি কর, বিবেকানন্দ স্মারক জনপথ পাঠাগার ৭। শ্রীবাংল চন্দ্র সরকার, শালগড়া ভারতেশ্বর নবাকণ পাঠাগার ৮। বিবলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার ৯। শ্রীমহন

গোপাল সাহা, দেওয়ানহাট প্রগতি সংঘ ১০। শ্রীমঞ্জিৎ কুমার হস্ত, জয়ন্তক দুব সংঘ কদাল লাইব্রেরী ১১। শ্রীমুনীল কুমার কর্মকার, চিকামানা ইউনিয়ন লাইব্রেরী।

চব্বিশ পরগণা

১। অপরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাউণ্ডক হুয়েজনাথ ইনস্টিটিউট, বারাকপুর ২। অরবিন্দ ঘোষ, ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিধাননগর ৩। গোলিকা প্রসাদ ঘোষ, সেদপুর ৪। চকলকুমার সেন, নববারাকপুর ৫। চন্দনা চক্রবর্তী, পলতা ৬। জি. মণ্ডল, চব্বিশদুর্গপুর সাধারণ পাঠাগার ৭। প্রণবকুমার চ্যাটার্জী, শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার, ভয়নগর মজিলপুর ৮। প্রমীলচন্দ্র বসু, মধ্যগ্রাম ৯। বঙ্কিম চ্যাটার্জী, বিবেকানন্দ সেমিনারী কলেজ, বহুড়া ১০। ভুবনচন্দ্র সরদার, সাগুৰখাবলী ভাগৱতী পাঠাগার ১১। যুধিকা দাস, অশোকনগর ১২। রতনকুমার সাধু, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ১৩। রাসবিহারী মিত্র, চাপক পাঠাগার, বারাকপুর ১৪। রেণু দাস, ভায়রমওয়ারবার মহিলা সমিতি কদাল লাইব্রেরী ১৫। সত্যব্রত সেন, জেলা গ্রন্থাগার, বহুড়া ১৬। সত্যেন্দ্র কুমার বসাক, বলরাম ধর্ম সোপান ১৭। সুনীলকুমার হস্ত, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ১৮। সুভাষ ঘোষ, বাকইপুর সাধারণ পাঠাগার ১৯। সুভাষচন্দ্র বসু, তার যমেশ লাইব্রেরী, বিষ্ণুপুর।

জলপাইগুড়ি

১। কানীনাথ দাস, জে. এন. চক্রবর্তী পাবলিক লাইব্রেরী, ওদলাবাড়ী ২। দেবব্রত মুখার্জী, চালসা শালবনী সংঘ গ্রন্থাগার ৩। ভ্রামণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হাথিকা লাইব্রেরী ৪। হুয়েজনাথ দাস, জনকল্যাপ পাঠাগার, লাগটিবাড়ী ৫। সুবীর সেনগুপ্ত, এন. এন. পাঠাগার, শক্তিগড়।

কালীগঞ্জ

১। গোবিন্দ মল্লিক, জানকীজলদী কদাল লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি ২। তপন কুমার গুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

৩। নিত্যভরন গুহ, বকীর সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি ৪। বনোজকুমার দাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৫। সুনীল কুমার ঘোষ, বাগভোগরা ওরাই. এম্. এন্. গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬। বপন কুমার বাগচী, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়।

কলীয়া

১। অনাথ সেন, বাগাঘাট মহকুমা গ্রন্থাগার ২। অনিল কুমার কর, প্রজ্ঞানানন্দ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৩। কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃষ্টিবাস শ্রুতি ভবন ওবা সংগ্রহ শালা ৪। তপন সেন, কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ৫। নারায়ণ চন্দ্র সাধু, ককনগর মহিলা মহাবিদ্যালয় ৬। যশন মোহন মল্লিক, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার।

পশ্চিম দিনাজপুর

১। শ্রী বিলীপ কুমার তট্টাচার্য্য, বালুরঘাট ২। বিনয় কৃষ্ণ গোখারী, দায়গড় মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

পুুলিয়া

১। প্রগত মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুর লাইব্রেরী ২। বরেন চন্দ্র ভাগৱতী, বিভাজলদী সাহিত্য মন্দির ৩। তক্তি বরেন পতি, বরীপ্র পাঠচক্র ৪। মহাধর মুখোপাধ্যায় (M. I. A.) পুুলিয়া, ৫। সুনাত কুমার ভাঙ্গরা, পুুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ৬। পৃথিবী দাস দল, দলীবাড়ী লাইব্রেরী ৭। তারামন পট্টনায়ক, লক্ষ্মীবাড়ী লাইব্রেরী।

বর্ধমান

১। অধিকৃত পট্টাচার্য্য, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার ২। আকুল মমিন মির্জা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৩। দীরেন্দ্রনাথ বিহারী, মেহারী জিলদ সংঘ পাঠাগার ৪। নিমাই চরণ কর, নতুন হাট জিলদ পাঠাগার ৫। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৬। বিমলকুমার বিদ্যাস, মানকর পল্লীমকল লাইব্রেরী ৭। মোহনী মোহন দাস ঠাকুর, জানপল্লী মহলসমিতি আকলিক গ্রন্থাগার ৮। লক্ষী

নারায়ণ রায়, যাদবেজ নৃতি পাঠাগার ২। শতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, অকাল পৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার।

বাকুড়া

১। করুণা কেশন তট্টাচার্য্য, লাণ্ডু বীণাশানি গ্রন্থাগার ২। যুগ্মপদ সাও, বাইপুর কয়াল লাইব্রেরী ৩। গোপাল চন্দ্র পাল ৪। নবকুমার মণ্ডল, আকলিক গ্রন্থাগার ঝিলিমিলি ৫। নারায়ণ চন্দ্র মল্লিক, বাণী বীধ কয়াল লাইব্রেরী ৬। পঞ্চানন সিংহ, ববীন্দ্র পাঠচক্র শিমলা পাল, ৭। পরিতোষ বাগ. কুব সংহতি বালুদী ৮। ফটিক চন্দ্র গোস্বামী, খাতড়া কয়াল লাইব্রেরী ৯। শতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, ১০। সুখেন কুমার দাস, বাকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ১১। বরনাথ দে, সহদয় নেতাজী লাইব্রেরী ১২। হীরলাল চট্টোপাধ্যায় নডয়া পরী গ্রন্থাগার।

বীরভূম

১। অমল কুমার দাস, লোকপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২। অবধুত সরকার, খয়রাশোল মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৩। কান্তন চট্টোপাধ্যায়, পাঁচবা কয়াল লাইব্রেরী ৪। জিতেন্দ্র নাথ সরকার, লাংপুর অতুলশীষ গ্রন্থাগার ৫। তরুন রায়, পরী সেবা নিকেতন গৌরী বাড়ী নৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬। নিবারণ চন্দ্র কবা, প্রগতি সাঙ্ঘতি চক্র কয়াল লাইব্রেরী ৭। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী।

মালদহ

১। আক্রাম আলি, গয়েসা বাড়ী ইয়ং মেন্স লাইব্রেরী ও ক্লাব ২। খগেন দাস, গাজোল সাধারণ জ্ঞানাগার ৩। নারায়ণ গোপাল দত্ত, বাচামারী কয়াল লাইব্রেরী ৪। পূর্ণেন্দু নারায়ণ মিত্র, হরিশ্চন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরী ৫। বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "স্বজনী" গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আইছো ৬। মহাকেশ তট্টাচার্য্য, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ৭। ববীজ নাথ বসাক, ওল্ড মালদা টাউন

লাইব্রেরী ৮। সুবোধ কুমার গোস্বামী, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার।

মেদিনীপুর

১। অজিতকুমার ঘোষ, বলহারী পাগলী হাত। গ্রন্থাগার ২। অরুণা দাস বাসন্তিভালা ৩। অমর বড়গৌ, বনজিতপুর রায় নারায়ণ পাঠাগার ৪। অরুণেন্দু বিকাশ ত্রিপাঠী, মিলন সংঘ কয়াল লাইব্রেরী ৫। অমিত কুমার কৈলা, ভাণ্ডারিয়া বিভাগাগর পাঠাগার ৬। অসীমকুমার দাস, কাজলা কনীকৃষণ পাঠাগার ৭। অতিভূষণ ঘোষ, আলমপুর উপায়তী নৃতি পাঠাগার ৮। অশীষ তট্টাচার্য্য, কিশোর সংঘ, নিশ্চিন্ত বসান ৯। শ্রীমতী এস. আর. আচায়া, আই, আই, টি লাইব্রেরী ১০। কমলকান্ত দাস মহাপাত্র, কবচানা শ্রামসুন্দর ক্লাব এবং পাঠাগার ১১। কান্তিকচন্দ্র দীপ্তি, অগ্নী সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার ১২। কামিনীকান্ত গিরি, খড়িয়া নেতাজী সাধারণ পাঠাগার ৬ ক্লাব ১৩। কানীন্দ মহাপাত্র, বনজিতপুর রায়নারায়ণ পাঠাগার ১৪। কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, বিরজাচরণ গ্রামীণ পাঠাগার ১৫। গোষ্ঠেবিতারী খাটুয়া, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ১৬। গড়কন্দী মেন্ডা, মোহনপুর কয়াল লাইব্রেরী ১৭। গোষ্ঠেবিতারী জানা, বাক্সন শাসন পরীক্ষী সংঘ ও পাঠাগার ১৮। গৌরী বর্দন, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে গার্লস এইচ এস স্কুল ১৯। চিত্তরঞ্জন রাজ, প্রবুদ্ধ ভারতী শিশুতীর্থ জ্ঞানমন্দির ২০। চিত্তরঞ্জন পাড়াড়ী, বনভাংহ শিশির নৃতি পরী পাঠাগার ২১। চিত্তরঞ্জন পাল, যুগলিনী মৈত্রেী সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার ২২। জগদীশ চন্দ্র মহাপাত্র, পাকলিয়া অরুণোদয় সংঘ ২৩। তারাপদ মাইতি, সর্বোদয় পাঠাগার ২৪। দিলীপ কুমার দাস, কাঞ্চি ২৫। হারমোদর রায় কুয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২৬। দেবদাস তট্টাচার্য্য, পাশকুড়া ২৭। বীরেন্দ্রনাথ পাল, বেলদ হুতাধ পাঠাগার ২৮। দীপক কুমার গালু, শ্রীশ্রীসাহেবদেবী গ্রন্থাগার ২৯। নন্দলাল পাণ্ডা, বনীন্দ্র পাঠাগার ৩০। নলিনীরঞ্জন মণ্ডল মেঘপুরা ৩১। নরেন্দ্র

কিশোর সাও চিডিডা, বেশবন্ধু পাঠাগার ৩২। জীবন্তী
নিবেদিতা দে, রাজা. এন্. এল. থান ওয়েনস কলেজ
৩৩। নিবাই চাঁদ মাঝি, বলিকগড় বরীজ পাঠাগার ৩৪।
নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলাঘাট দ্বাপনুর কংগাল লাইব্রেরী
৩৫। নীতিশ চন্দ্র পট্টনায়ক ধানসাঁজানোর আলো
গ্রন্থাগার ৩৬। নীহার কান্তি পাল, তুষার স্মৃতি
গ্রন্থনিকেতন শ্রী কৃষ্ণপুর ৩৭। নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গিধুল
৩৮। পরিতোষ দাস, শিবপুর শ্রীশ্রী গ্রন্থকক্ষ সেবা
সংঘ ৩৯। পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৪০। পুলিন
বিহারী সাহ বামাস্তি ৪১। পূর্ণচন্দ্র হাজরা, দঃ
চাঁচিলাড়া গ্রামস্বরা পরিষদ ৪২। প্রতাপ চন্দ্র পাল
বিবেকানন্দ পাঠাগার হাফুড়কা ৪৩। প্রতাপ
কুমার দাস দাঁতন সোস্তাল ক্রাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী
৪৪। প্রগতি দ্বাপনুর, রাজা নরেন্দ্র লাল দান মহিলা মহা-
বিদ্যালয় ৪৫। বনবিহারী খড়, শ্রীধর মিলন মন্দির
গ্রন্থাগার মেছেদা ৪৬। বসন্ত কুমার মণ্ডল, ভালপাড়া
বাগী পাঠাগার ৪৭। বাপটী মোহন দে, চন্দ্রকোণা
গ্রামীণ পাঠাগার ৪৮। বিবেকানন্দ দাস অধিকারী,
লাউরী বরীজ স্মৃতি পাঠাগার ৪৯। বিবেকানন্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলদা চন্দ্র লেখক কলেজ ৫০। বিজয়
কুমার ঘোষ, লাউড়িয়া কেশপুর পল্লীশ্রী পাঠাগার ৫১।
বিজয় কুমার মাইতি, প্রবৃত্ত তারতী লিভতীর্থ, জ্ঞান মন্দির
৫২। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, আই. আই. টি. খড়গপুর
৫৩। ব্যোমকেশ ঘোষ, রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী
৫৪। ভোলানাথ নন্দী, মানিকপুর ৫৫। মদনমোহন
জানি, নরঘাট লবন সত্যগ্রহ স্মৃতি পাঠাগার ৫৬।
মদনমোহন দাস সন্ন্যাসী জাগৃতি সাধারণ পল্লী পাঠাগার
৫৭। মুকুন্দর সিংহ নারায়ণ, দ্বিধী সাধারণ পাঠাগার
৫৮। রাণী আহজা, আই. আই. টি. খড়গপুর ৫৯। রামচন্দ্র
মহাপাত্র, লাউড়িয়া কিশোরী বচনা স্মৃতি পাঠাগার ৬০।
রামকুমার বার, খড়ার সীতারাম স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার
৬১। রামরজন ভট্টাচার্য, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার
৬২। রাম বিহারী মাইতি, চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার

৬৩। শশীকুমার নন্দী, শ্রী কল্যাণ সাধারণ পাঠাগার
৬৪। শতীনন্দন কর্মকার, লাউড়া সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার
৬৫। শিবশঙ্কর মাইতি, জগদুর্ঘ মিলন বীথি পাঠাগার
৬৬। জামাশাহ সাহ, মির্জা বাজার, মেহিনীপুর ৬৭।
৬৮। জামাশাহ জিগাঠী এগরা, স. স. বি কলেজ
লাইব্রেরী ৬৯। সত্য চক্রবর্তী কালকট্টরেট ৭০। সত্যো
কুমার দাস, এগরা সাধারণ পাঠাগার ৭১। সত্যো
কুমার দে, চক্চক্ রামপুর ৭২। জুজুমার বাগচী,
গড়বেতা কলেজ ৭৩। হুতাষ চন্দ্র সাহ, বোম নীলিমা
সারস্বত মন্দির ৭৪। হুশীল কুমার সামন্ত, বিবেকানন্দ
গ্রামীণ পাঠাগার ৭৫। স্বপন বেরা, পূর্ব কাঁথী মিলনী
সংঘ গ্রন্থাগার ৭৬। সৈকতি শরণ্য স্মৃতি সংঘ পাঠাগার
৭৭। জুবীকেশ পাল, জুখিয়া বজলীকান্ত পাঠাগার
৭৮। চরেন্দ্র নাথ দাস, সেবারতন বি এড কলেজ।

মুর্শিদাবাদ

১। কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর গার্লস কলেজ
২। কিশোরী মোহন মণ্ডল, ভাসানপুর মিলনী পাঠাগার
৩। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, বসুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার
৪। তপন কুমার অধিকারী, ডোমনল জনকল্যাণ সমিতি
গ্রন্থাগার ৫। পদ্ম কুমার দাস, লবন চোরা বজলী
সংঘ সাধারণ পাঠাগার ৬। প্রব কুমার কুটু, জলদী
কিশোর সংঘ পাঠাগার ৭। রতনলাল গোবামী,
নিবাসিতা, মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার ৮। জামা-
শাহ চৌধুরী, আলোয়া সংসদ অকদাবাদ ৯। সবিতা
প্রসাদ ভবে, শ্রীপদ্মসি: কলেজ ১০। চরেন্দ্র নাথ দাস,
নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার।

হাওড়া

১। অজিত প্রসাদ জানা, বরীজ পাঠাগার পাব-
বাকলী ২। অপেক কুমার দাস, পল্লীশ্রী পাঠাগার
৩। অপেক কুমার বার গড় বালিয়া বাখাল চন্দ্র যাত্রা
ইনস্টিটিউশন ৪। অমান চক্রবর্তী বেলুড় সাধারণ
গ্রন্থাগার ৫। আদিত্য প্রসাদ কুটু চৌধুরী বরীজাডি

সাধারণ পুস্তকালয় ৬। চণ্ডীদাস সুখোপাধ্যায়, বারকুকপুর
৭। জগমোহন দাস, হাওড়া ৮। তামস কুমার বাগ, বেলুড়
সাধারণ গ্রন্থাগার ৯। পদ্ম কুমার মহুম্বার, বীণাশানি লাইব্রেরী ১০। শিনাকী সুখার্জী, শিবপুর
১১। শিশির কুমার ঘোষাল, হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১২। সত্যজিত ঘোষাল, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার ১৩।
মুশান্ত পাল, গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মাস্তা ইনস্টিটিউটন।

হুগলী

১। অনিল কুমার দত্ত, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ
২। অরুণাত দাস, চন্দননগর পুস্তকাগার ৩। গণেশ
নন্দী, চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ ৪। গোপাল নাথায়ন
চৌধুরী, পরগড়া অতি পল্লী পাঠাগার ৫। দেবনারায়ন

চক্রবর্তী, উত্তরপাড়া অরুণক পাবলিক লাইব্রেরী ৬। দেবানন্দ
সুখোপাধ্যায়, ভবনেশ্বর ৭। ব্রজ নন্দী রায়, ত্রিবেণী হিত
সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ৮। ননীমোপাল
বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার
৯। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, উত্তরপাড়া অরুণক পাবলিক
লাইব্রেরী ১০। স্বরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিজ্ঞান নাথ
পাঠাগার ১১। শমধর নাথক, বসিনাথ শ্রীধারক
আশ্রম পাঠাগার ১২। তন্ময় কুমার মিত্র, শ্রীধামপুর
১৩। শঙ্কু গঙ্গোপাধ্যায়, পরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী
১৪। মুনীল কুমার ঘোষ, উত্তরপাড়া।

বিহার

প্রদীপ কুমার বায়াজী, বাঁচি।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের
সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা টিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সংলিভ একটি বড়খাম পাঠিয়ে
প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়

আল্ফারক

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

৩৫-ভব বলীয়া গ্রন্থাগার সন্মেলন উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার সাপ্তাহিক সজ্জাদী ভূমি পরিচালক পক্ষ থেকে
একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রবণিকা হিসেবে এই সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিধা পত্রিকাটি সংগ্রহ
করতে ইচ্ছুক ভীষের নীচের টিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজাহারউজ্জিন খান

জেলা গ্রন্থাগার

পোঃ ৩ জেলা—মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা সমূহের উভোগে বিভিন্ন জেলার জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পরিষদের শাখা কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে। আগামী ২১শে মে, ১১ই জুন এবং ১৪ই জুন যথাক্রমে হাওড়া, পশ্চিম বিনাজপুর ও হাজিলিং জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছে। উক্ত জেলা সমূহের সমস্ত এবং গ্রন্থাগার অধ্যক্ষী ব্যক্তিদের সম্মেলনে যোগদান করতে আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনের স্থান ও সময় প্রকৃতি নিয়ে উল্লেখিত হ'ল।

১০ই মে, ১৯৭৮

সম্পাদক বাগদী

আল্ফারক

সংগঠন ও সমন্বয় উপদেষ্টা

২১শে মে, ১৯৭৮

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান—ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, ব্যাটরা, হাওড়া

সময়—বেলা ২টা।

১১ই জুন, ১৯৭৮

পশ্চিম বিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান—রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউট, রায়গঞ্জ, পশ্চিম বিনাজপুর।

সময় প্রকৃতি জানতে পরিষদের শাখা সম্পাদক শ্রী বিনয় কুমার গোস্বামী পোঃ হেবীনগর, পশ্চিম বিনাজপুর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৪ই জুন, ১৯৭৮

হাজিলিং জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

সময়—২টা, স্থান—শিলিগুড়ি।

অভ্যন্তরীণ জাতীয় বিধি জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী বীরেন্দ্রকুমার চন্দ্র, শান্তিপুর পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, পোঃ শিলিগুড়ি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক বাগদী

সংগঠন ও সমন্বয় উপদেষ্টা

১০/৫/৭৮

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DEPARTMENT
S. E. Branch

No 341-Edn (SE)
SL-24/74

Dated Calcutta, the 5th April, 1978

From : Shri A. K. Chakraborty,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub : Sanction of ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25/- and 15/- per month to the Staff of the sponsored Libraries.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to sanction the ad-hoc increase in pay per month to the employees of the Sponsored Libraries with effect from the 1st March, 1978 as detailed below :—

- (i) For all categories of staff excluding IV employees— Rs. 25/- per month
- (ii) For class IV employees— Rs. 15/- per month

The charge is debitable to the head "H-General-(V)-other Expenditure-State Plan (Fifth Plan)—Development and Expansion of Library Service— Grants-in-aid/Contribution" in the "277-Edn (Excluding Sports and Youth Welfare)" budget.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. Group B-3 dated the 6th February, 1978.

The Accountant General, West Bengal and the pay and Accounts Office are being informed.

Sd/-A. K. Chakraborty
Deputy Secretary

No. 341/1 (50)-Edn (SE)

Copy forwarded for information to the :—

- 1) Finance Department
- 2) Accountant General, West Bengal
- 3) Pay and Accounts Officer, Calcutta Pay and Accounts Office
- 4) Deputy Director of Public Instruction (Soc. Edn,)
- 5) Deputy Director of Public Instruction (P & S)
- 6) District Social Education Officer.....
- 7) Budget Branch
- 3) Guard file (for record)

Sd/
Officer on Special Duty

Calcutta,
The 5th April, 1978

A Plea For A National Library System

By

R. K. DasGupta

(Presidential address at the thirty-fourth Bengal Library Conference held at Midnapur on Friday, 14 April 1978)

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,

I thank the members of the Executive Council of the Bengal Library Association for their very kindly giving me this singular honour of presiding over their association's thirty-fourth annual conference. I, however, confess, that in the company of so many distinguished professional librarians I feel like a guilty trespasser into a field of which I have neither knowledge nor experience. For the last half a century I have known libraries only as one of their many users and even as chairman of the Library Committee of the University of Delhi for a term I had no occasion to acquaint myself with the technical side of library service and library administration for which I obviously depended on the excellent professional expertise of the university's brilliant librarian, the late Professor S. DasGupta. At this hour I gratefully remember how Professor S. DasGupta and later the late Professor S. Ranganathan at least gave me an idea of the magnitude of the problems relating to our university libraries although I never had any occasion to go very deep into those problems myself.

I, however, accepted the Bengal Library Association's invitation to preside over this conference because I thought that a person who happened to be, by some dire fate a non-professional head of India's National Library, must not miss a chance to associate himself with such a knowledgeable and active body of professional librarians like the Bengal Library Association. Although I had the privilege of knowing this association at its nativity and I love to recall that for some time I was one of the instructors in its certificate course in the early forties, it is only very recently that I have acquainted myself with the excellent work it has been doing in the field. Let me begin by saying that I am profoundly impressed by the amount of hard work the association has done to place before our government, central and state, and our public, its very clear ideas on a sound library system in this country. I have read with great interest and profit the Draft West Bengal Public Libraries Bill which the Association has drawn up and submitted to the Government of West Bengal for consideration. It is indeed a document of good sense and wise counsel which I hope the Government of West Bengal will value as the basis of library legislation in this state. I have found the association's memorandum presented to the Education Ministry of West Bengal equally enlightening and I admire the clarity and force with which it argues the

case for a library legislation in our state. The association has also its notion of a library system in India as a whole and its ideas on such a system are very clearly spelt out in a memorandum it submitted to Dr. Pratap Chunder Chunder, Union Education Minister, on 29 December 1977. I need not conceal the fact that I have found this 12 page document more useful as the basis for fresh thinking on a national library system within the framework of a national library legislation than the 155 page **Report of The Advisory Committee for Libraries** published by the Government of India in 1959. Perhaps no less useful amongst the published statements of the association on the library situation in this country is the **Library Legislation Number of Granthagar**, an organ of the association. This number issued last summer includes the resolutions for a library system in the state passed at the Thirty-third Bengal Library Conference held at Chinsura in 1977. Reading this material with the attention it deserves one would realize that the professional librarians in West Bengal have thought deeply on the problems of library system and library legislation, have taken pains to collect statistical data relating to these problems and have arrived at their conclusions after a careful study of the library systems and library legislations in the various countries of the world. And what strikes you most about their recommendations for a library system and a library legislation in West Bengal and in India as a whole is that they are the irreducible minimum of what a developing country with its limited resources can expect from its government. The main features of the association's recommendations are (a) a comprehensive library legislation for India to ensure a sound national library system (b) a library legislation for West Bengal to ensure a sound library system for the state (c) allocation of 2.5 per cent of the union education budget to libraries (d) allocation of 2.5 per cent of state education budget to libraries (e) allocation of 6.5 per cent of a university's education budget to its library. The recommendations regarding salary and status of professional librarians are only matters of detail and a sound library system sustained by a sound library law cannot but guarantee to the professional operators of that system appropriate dignity and emolument.

Soon after taking over as the first Director of the National Library on 1 July 1978 I realized that the National Library could fulfil its responsibilities as such, as what has been very aptly a library of 'last resort' only when there was a net-work of library service in the country to serve the needs of various classes of readers. Going round the Main Reading Room of the National Library or talking to readers looking for details about the books they wish to requisition in our cabinets of card catalogues I often find B.A. pass students who have come to the library for text-books or even for cribs. They are obliged to visit the national Library for this material because they do not get it anywhere else. The libraries of most of our colleges are not good enough for their students. And when our university system encourages our students to sit for degree examinations as private candidates there should be sufficient number of text-book libraries in our cities and towns. And where can our general readers interested in literature, history, philosophy etc can go for their books when we have no public library system in the country. Those who are in Calcutta almost

necessarily visit the National Library for whatever they wish to read. The National Library is then inevitably transformed into public library and college library and a even a school library in country where we have no library system worth the name.

When one begins to reflect on the inadequacies of the library system in this country, rather the absence of such a system, one cannot but be struck by our government's strange indifference to the importance of a sound library system as an integral part of a sound educational system. It is indeed a thousand pities that the founding fathers of the Indian republic did not give any place to right to education amongst the twenty-four articles on our fundamental rights included in Part III of our constitution. They could think of a democratic system without a system of education which would offer the citizens of the country adequate facilities for reading for knowledge and for information. Amongst the sixteen articles which spell out the Directive Principal of State Policy in Part IV of the constitution article 41 makes a bare mention of 'right to education' to be respected 'within the limits of' the state's 'economic capacity and development.' Article 45 says that the 'State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of the constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.' This the State has failed to accomplish and the national percentage of literacy is 30 even more than thirty years after independence. Let us not have any doubt about the fact that a large percentage of this 30 per cent of literates relapse into illiteracy due to the absence of an active library system. That neither parliament nor government could do anything in the last thirty years shows that the new ruling classes of the country, whatever their social background and ideological affiliation, are united in this that the people must be kept ignorant to ensure them their chances of winning at the poll. We have a shaky democracy because we are still making the absurd experiment of nurturing a democratic polity on a society that is largely uneducated. Our ruling classes are yet to realize that to make our universal adult franchise a political success we must have universal adult education. And there is no universal adult education without a national library system.

May I make an appeal to the Government of India from the platform of the thirty-fourth annual conference of the Bengal Library Association first to insert in Part III of the constitution an article declaring right to education as one of the fundamental rights of an Indian citizen and then to provide in Part IV that to establish and maintain a national library system shall be one of the directive principles of state policy. In a secular democracy where the state cannot directly finance religious establishments which disseminate a kind of learning it is important that it fosters a library system to enable its citizens to their choice. There is no democracy without an enlightened society and libraries, more than schools and colleges, are an instrument of enlightenment.

Let us now begin to realize more than thirty years after independence that our central and state governments have done nothing to build up a sound library system in the

country. Our politicians have ruined our educational system by raising a class of student politicians and teacher politicians to help them as brigades in their struggle for political power. They should have atoned for this sin by urging the government to establish and maintain libraries where well-meaning citizens of the republic could attend to the things of the mind without being disturbed by those partisan or private brigades.

The founding fathers of the republic had a chance to make a beginning towards the establishment of a library system in the country when the Constituent Assembly proceeded to pass an act declaring the Imperial Library as free Indian's National Library. Actually the Constituent Assembly did this by Act No. 51 passed on 8 September 1948 and the act contains only 83 words. More than a year after independence it was possible to do something little more substantial than just replace the word 'Imperial' by the word 'National'. An Imperial established by a foreign colonial power does not become a National Library just by a change of name. There was the need for a change in function and structure and a change in magnitude. What is still more strange is the fact that the Government of India did not take any initiative in building up a library system in the country till the Indian Adult Education Association's recommendation for the appointment of a Library Commission was made in October 1955, about six years after the inauguration of the republic. That the Government did not set up a Commission and only appointed an Advisory Committee for Libraries shows that the question of national library system was not to be treated as a national question. The Chairman of the Committee, Mr. S. P. Sinha, submitted his Report to Dr K. L. Shrinani, Union Education Minister, on 12 November 1958. The Report is less than satisfactory but certainly its observations and recommendations should have prompted the Central Government to make a statement of policy regarding development of libraries in the country. That in India the annual per capita expenditure on libraries was less than a pice while the figure for the U. S. A. was Rs. 4.55 and in the U. K. Rs. 3.5 did not rouse our Union Education Ministry to any new awareness about its responsibilities regarding the nation's libraries.

The Report of the Education Commission submitted by the Commission's chairman Professor D. S. Kothari to the Union Education Minister Mr. M. C. Chagla on 29 June 1966 made some wise recommendations at the most important of them are embodied in five paragraphs on libraries in chapter xvii which deals with adult education. It mentions the recommendations of the working Group of the Planning Commission for a large-scale establishment of libraries in the country and those of the Advisory Committee on Libraries as 'the framework' which would sustain widespread library growth and organized services throughout the country. 'What is particularly significant in the Report's recommendations regarding our library system is that it affirms that 'Libraries should not remain, as they tend to do, mere storehouses of books; they should be dynamic and set out to educate and attract adults to use them'. But the recommendations of the Kothari Commission regarding a library system for the country did not occasion a central library policy except that the

fourth and fifth Five-Year plans made some financial allocations to libraries under expenditure on education.

No haste Report of the Library Committee of the University Grants Commission submitted by the Committee's Chairman Professor S. R. Ranganathan to the Chairman of the Commission Professor D. S. Kothari in 1965 given any new direction to even the reorganization of our academic libraries. It would however be absurd to talk about improvement of university libraries when our university system as a whole is crumbling down. A new democracy with its new awareness of equal rights may not do very well in a sphere where men do not appear to be equal and where intellectual attainments are to be graded according to certain standards. The whole idea of standard is now discarded as the creator of a bourgeois hierarchy and class privilege. It is therefore most unlikely that our universities will have any peace unless they devise a system in which every teacher is a professor and every student gets his degree. I do not therefore wish to deal with the problems of university libraries although I have used them for over forty years.

When I speak of a library system for the country initiated by a central legislation and supported by appropriate legislations in the states I mean government responsibility in making reading material available for those who wish to handle it for knowledge or for pleasure or for utility. I think a citizen of any modern country has this right to educate himself by reading books and periodicals in a library. In India where the entire academic system from primary education to higher learning, is in a shambles libraries are more important than in countries where schools, colleges and universities are able to fulfil their duties. I foresee that the lamp of learning will be kept burning in this country through our libraries where readers come not for degrees or diplomas or certificates but for what they can get from books. Learning in this country may survive the prevailing political style which has ruined our universities and colleges and it can survive only when we have libraries to offer intellectual asylum to those who care for the things of the mind even in times through which we are passing today. I accuse our government of utter indifference to this aspect of the nation's intellectual life. I suspect that those who hold the reins of government or try to hold them do not welcome a literate or enlightened electorate which may be difficult to negotiate.

In spite of the new wave of swadeshi in this country we still value foreign technology and foreign modes of operations in the various fields of our activities. It is strange that our government has not taken anything from the great achievements of the library has not taken anything from the great achievements of the library systems in the advanced countries of the world. In the last fifteen years there has been almost a revolution in the library world in the West. But when the United Kingdom was uniting several libraries into what is now the British Library our government was busy enquiring into the strained relations among the members of the staff of the National Library and when I go through the Report of the Reviewing Committee on the National Library submitted by the committee's

chairman, Mr. V. S. Jha, to the Union Education Minister on 21 July, 1969, I have some idea of such strained relations from its 30 page minute of dissent from the committee's Member-Secretary. It is indeed a relief to turn from the *Jha Committee Report* to the *Report of the National Libraries Committee* presented by the committee's chairman, Dr. F. S. Dainton, FRS, to the Secretary of State of Britain on 27 March 1969. When I compared the British report with the Indian I very unpatriotically uttered the words of Hamlet—'Hyperion to a Satyr'. The Dainton Committee Report led to a White Paper on the British Library presented to Parliament by the Paymaster-General in January 1971 and the White Paper led to the British Library Act of 1972 which came into force on 1 July 1973. That is how the British did the job and although it is no more respectable to mention anything British as an example of excellence I take courage to say that the formation of the British Library to be managed by a Board of fifteen members with Dr. H. T. Hookway as its Chief Executive is a glorious revolution in the history of the nation's library system. I fear Dr. Hookway may not be accepted as Librarian in this country because he does not possess a degree or a diploma or even a certificate in Library Science. But when I listened to one of his public lectures on some of the problems of modern libraries I just asked myself how many amongst the holders of degrees and diplomas in library science in any country could match him in insight and imagination. I have read the *Annual Report of the British Library* for the year 1976-77 and I have the impression that the library is doing very well.

Our Union Government too passed an Act called the National Library of India Act of 1976 and it was gazetted on 22 June that year. The Union Education Minister has informed parliament that the Union cabinet has decided not to bring it into force. I do not wish to comment on this and I have no regrets about the Act not coming into force. But as a common Indian citizen and a common reader I am waiting for a policy statement by the Union Government on the nation's library system. That policy is not to concern itself with the National Library alone. It is expected to comprehend the entire library system in the country, declare the union government's ideas and responsibilities in devising and maintaining that system and indicate the responsibilities of the states both in leadership and finance.

I think even at this late hour it is possible to initiate a process which will lead to the enunciation within a reasonable period of time union Government policy on a library system for this country. Notwithstanding our love for our own national ideals we did not have much qualm in our nationalist conscience to reflect on the political systems of the west when we drew up constitution. We can now see what the advanced countries of the world are doing for the development of their libraries on modern lines. If due to our new love for our vernaculars we decide not to acquire information about what is happening in the west from books written in English we can get some of them translated into our own languages for our use. It may be fatal to let our sanctimonious vernacularism keep us ignorant about what is happening in the world of libraries abroad.

I am particularly impressed by the new ideas about a national library policy embodied in the Report of the National Advisory Committee on Libraries of the United States. On 2 September 1966 an executive Order charged the National Advisory Committee to make among other things a comprehensive study and appraisal of the role of libraries as resources for scholarly pursuits, as centres for the dissemination of knowledge and as components of the evolving national information systems' and to 'develop recommendations for action by Government or private institutions and organizations designed to ensure an effective and efficient library system for the Nation. 'I do not have the time to give even a brief summary of this report which I value as a very important document of modern wisdom on library systems. The ideas and recommendation of this Report have been discussed in some perceptive papers included in 664 page work called *Libraries at Large : Tradition, Innovation and National Interest* edited by Douglas M. Knight and E. Shepley Nourse and published by R. R. Bowker in 1969. The truly basic and most important of all the recommendations of this Report is the establishment of a National Library Policy : 'That it be declared National Policy, enunciated by the President and enacted into law by the Congress, that the American people should be provided with library and informational services adequate to their needs, and that the Federal Government, in collaboration with state and local governments and private agencies, should exercise leadership in assuring the provision of services. It is important to see that the Report does not contemplate a single master plan for the fulfilment of the National Policy. As E. Shepley Nourse says in a paper included in the volume I have just mentioned 'Its administrative philosophy might be expressed as the coordination of multiple efforts through a system of interlocking bodies a built-in flexibility and adaptability to continual change.

The Report of the National Advisory Commission on Libraries further recommend the 'establishment of a National Commission on Libraries and Information Science as a continuing Federal planning agency. This permanent Commission on Libraries is 'expected to implement and further develop the national policy of library and information services according to the nation's needs. The Report defines six objectives to be fulfilled by a National Library Policy :

1. Provide adequate library and informational services for formal education at all levels.
2. Provide adequate library and informational services for the public at large.
3. Provide materials to support research in all fields at all levels.
- resources.
4. Provide adequate bibliographic access to the nation's research and informational resources.
5. Provide adequate physical access to required materials or their texts throughout the nation.
6. Provide adequate trained personnel for the varied and changing demands of librarianship.

I do not suggest that in our country there has not been any serious thinking on a library system for the country. There is a lot to read on this subject in books and papers written by our librarians and library scientists. A 452 page work called **Public Library System** edited by S. R. Ranganathan and A Neelamegham and published in 1972 contains a good deal of interesting material on the subject although it has neither the depth and nor the precision of the books entitled **Libraries at Large**. On the whole I do not think we are lacking in wisdom : what we lack is capacity for action. The quality of nation' libraries is determined by the quality of its intellectual life. We are too busy pursuing power to pursue intellectual excellence. And in our political system it is possible to wield stat power of individuals and groups is to be determined by counting of heads and by nothing else what is inside the heads is no longer important. And in a poor country food has a necessary priority over books although it is possible to establish that even to build up a society having sufficient food and a satisfactory arrangement for its distribution we need universal education and there is no universal education without a sound library system.

We must, however, make a beginning and I think we must begin with formulation of a union policy on libraries. State legislation on libraries is to be made within the framework of that union policy which is to be embodied in a Union Library Law. I do not have the time to go into the mechanics of this legislation and as I am about to relinquish my office as head of a library I am no longer professionally interested in these questions. But as a common user of libraries I think that the Union Government should first appoint a Commission of Libraries as a continuing body and that commission should draw up a state policy to be embodied in a Union Law on libraries. Such a comprehensive policy and comprehensive law may not emerge out of official correspondence between the heads of some central government libraries and an under-secretary of the Union Government's department of Culture. Nor can it emerge of gratuitous counsels offered to the government from time to time by persons who have their own reasons to enlightened ministers on what they must do about our libraries. It may not be easy to appoint a Commission when it is so difficult to find persons who will not use office to advance their own side. But we have and we cannot wain till we find men of outstanding ability and charactor.

The U. S. National Advisory Commission on Libraries which was appointed to advise the US President's Committee on Libraries had twenty members with Douglas M. Knight President Duke University as Chairman and Frederick H. Burkhardt, President, American Council of Learned Societies as Vice Chairman. The Commission did an excellent job and transmitting its Report to the US President, Wilbur J. Cohen, chairman, President's Committee on Libraries said in his letter of transmittal dated 3 October 1968 that 'the Committee found it a highly stimulating report, containing numerous ideas which would strengthen the role of libraries in our society.' 'Libraries are the keepers of our history and culture, Cohen added in the letter.' But they are not merely storehouses for the relics of the past, but meeting places for people and ideas, vital partners in our system of

education.' I have not found such a library even in our National Library which is more a meeting place for interests and when interests meet they meet to clash. Perhaps a situation like this is inevitable in a developing society where institutions are bound to be treated as but a part of shrinking job market for an increasing population. But let us not cynically submit to this fate and let us see if even in these days of declining moral and intellectual values it is still possible to have a sound library system to sustain a sound system of education. And if we must act we must begin with a Union Policy on Libraries to be embodied in Union legislation on the subject. May I end this address with a plea for the immediate appointment of a Central Commission on Libraries to advise the Union Government in enunciating such a policy and it can be a vital document for the development of a national library system only when it is embodied in an act of parliament.

শোক সংবাদ

বহরাণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক জয়রাম সিংহ গত ১০ এপ্রিল '৭৮ তারিখে করোনারী ধূমপান রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরলোকগত গ্রন্থাগারিক শ্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

Darjeeling District Librar Conference

ANNOUNCEMENT

It has been proposed that the Darjeeling District Library Conference will be held at Siliguri on the 14th. June, 1978 at 12 noon.

The members of the Bengal Library Association, persons serving under different Categories of libraries and people attached with libraries are cordially invited to attend the Conference.

Sri Birendra Kumar Chanda, C/o, Bangiya Sahitya Parishad Sub-divisional Library, P. O. Siliguri, Dist. Darjeeling may be contacted for further information, if any.

10th May, 1978

Sasank Bagchi
Convenor,
Organisation and Co-ordination Committee
Bengal Library Association

বিজ্ঞপ্তি

ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্দেশ্যে পরিষদ দপ্তরে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত একটি নথী (Register) চালু করা হয়েছে। পরিষদের প্রোগ্রাম বিজ্ঞানের সার্ভিসকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের নাম তালিকাভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্তৃকন ছাত্র-ছাত্রী সার্ভিসকেট পাশ করেও চাহুবি পাননি এটা জানা এবং তদ্বিষয়ে সভা নিয়োগের প্রসঙ্গে এই তালিকাটি প্রয়োজন হবে।

সম্পাদক
প্রভোৎ বসু চৌধুরী
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি
বকীর প্রোগ্রাম পরিষদ

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re 1.50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CLP
Postal Regd No. WB/CC-145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No 1

April-May 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication
should be addressed to

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, C.I.T. Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association Central Library, Calcutta University Cal 73

Printed by Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee
131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor Pradip Choudhuri

Associate Editor Achintya Mullick

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

প্রত্নশাব

বঙ্গীয় প্রত্নশাব পরিষদের মূখ্যপত্র

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

মূচা

| | |
|----------------------------------------------------|-----|
| প্রত্নশাব আইন প্রবর্তনের জন্ত বাণক আলোকনের আহ্বান | ৪০৪ |
| ভারতের প্রামোদ্রন ও প্রত্নশাব : একটি পর্যালোচনা | |
| —নভ্যব্রত ঘোষাল ও বিনোদবিহারী দাস | ৪০৬ |
| নাবার্ষিক পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপত্রী (০) | |
| —হনীল দাস | ৪১২ |
| পরিষদের খেলা শাব। সংকলন | ৪১৬ |
| প্রত্নশাব সংবাদ—ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও অনির্ভাঙ্ক দাস | ৪১৮ |
| Library Law Drafting Report | ৪২০ |
| Memorandum Submitted to W. E. Pay Commission, 1978 | ৪২৬ |

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শি ১৩৪, নি. খাই. টি. খীম ৫৭

কলিকাতা-১৪

এতদ্বারা পরিষদের সভ্যদের সুবিধার্থে জানানো হচ্ছে যে খাঁরা ১৯৭৭-৭৮ সালের সভ্য
টীকা এখনও জমা দেননি, তাঁরা "গ্রন্থাগার" পত্রিকার আখ্যাত (১৩৮৫)-সংখ্যার পর "গ্রন্থাগার" পত্রিকার
কোন সংখ্যা পাবেন না। বকেয়া টীকা পরিশোধ করার পর সভ্য হিসেবে পুনরায় তাঁদের "গ্রন্থাগার"
পত্রিকা পাঠান হবে। এই সঙ্গে এও জানান হচ্ছে যে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা শীঘ্রই
অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং কেহ বকেয়া টীকা পরিশোধ না করলে ঐ সভায় তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ
করতে পারবেন না।

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

১লা জুলাই, ১৯৭৮

বিঃ দ্রঃ—টীকা Bengal Library Association-এর নামে, Crossed Postal Order বা Bank
Draft-এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অচিন্তা মলিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

॥ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতিদ্বয়ের কাছনিবাসক সমিতির যুগ্ম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতিদ্বয়ের কাছনিবাসক সমিতির এক যুগ্ম সভা পরিষদ কাথালয়ে ৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীফণীকৃষ্ণ রায় সভাপতিত্ব করেন। উভয় সংস্থার ৩১ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পঃ বঃ বাজা সরকার গ্রন্থাগার আইন বচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি হঠাৎকালে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া বিল বচনার কাজ শেষ করেছেন। বিভিন্ন সম্মেলন ও আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত একটি খসড়া বিলের কপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কিছু সংশোধন সহকারে বিলটি সভায় গৃহীত হয়। এই বিলটি এখন রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। এই বিল রচনা কমিটির কাজের রিপোর্ট বর্তমান সংখ্যা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে।

সরকার হাব নিবানচনী প্রতিষ্ঠাতা রক্ষার জন্য একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিল রচনা কমিটিও তাদের কাজ শেষ করেছেন। রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী একাধিকবার এই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমাদের একটি চক্র এই আইন যাতে কার্যকর না হয় বা হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষিত পথে না হয় সে বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের যে সব বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করতে হবে তা হল : বিনা টাকার নিম্নকৃত কলসক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ; গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য একটি ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা ; স্পনসর্ড গ্রন্থাগার অবলম্বিত বা বাতিল, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের মূখ্য ভূমিকা ; State Library Council এবং জেলাস্তরে District Library Board গঠন ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য এক ব্যাপক আলোচন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই আলোচনানের দুটি উদ্দেশ্য থাকবে : প্রথমত, কৃষকভাবে গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করার পথে যে শক্তি নানানভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করছে, তাকে প্রতিহত করা ; দ্বিতীয়ত, বিধান সভার সদস্য, গ্রন্থাগার বাসতার বর্তমান পরিচালকবর্গ, গ্রন্থাগার কর্মী ও জনগণের বিভিন্ন অংশকে এই গ্রন্থাগার আইনের তাৎপর্য বোঝান।

সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পর্যায়ে যে যথাকর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল :

(ক) শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট যুগ্ম ডেপুটেশন : অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করা এবং অগ্রাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

(খ) গ্রন্থাগার আইনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা।

(গ) জুলাই ও আগস্ট মাসে উভয় সংস্থার জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আইন ও অগ্রাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কনভেনশন, জনসভা ইত্যাদির আয়োজন করা।

(ঘ) বায়ফ্রন্ট কমিটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নিকট চিঠি লেখা এবং সংযোগ স্থাপন করা, যাতে বিধান সভার আগামী অধিবেশনে এই বিলটি গৃহীত হয়।

(ঙ) বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে গণ-ডেপুটেশন আয়োজন করা।

এই কর্মসূচী সাধক করার জন্য আমরা গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট অনুরোধ করছি।

অভিনন্দন সহ—

বিধনাথ কোলে

সাধারণ সম্পাদক

পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে বাস্তবগতভাবে বা ঠিকানা ও পোস্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খার পাঠিয়ে প্রেরণালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ কায়

সাহায্যক

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

৩৪-তম বঙ্গীয় প্রত্যাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ :

ভারতের গ্রামোন্নয়ন ও প্রত্যাগার : একটি পর্যালোচনা সত্যজিত বোষাল ॥ বিনোদবিহারী দাস

[আমাদের দেশের গ্রামের সংখ্যা ৫,৭৫,৭২১ শহরের সংখ্যা ৩,১১২—আর গ্রামে বাস করে জনসংখ্যার শতকরা ৮১ ভাগ। এখন এই সব গ্রামের উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে অর্থনীতি ও রাজনীতির আলোচনা আসবেই—বিশেষতঃ এই দুটো নীতিকে বার হিরে জীবন ও অগতঃ আলোচনা করা যায় না। অতএব উন্নয়নের প্রসঙ্গ অনেক দূরের।]

যে সকলে মাত্ৰ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দার দারিদ্ৰ্যভুলো মেটাতে পারে দেখানে গড়ে ওঠে মাত্ৰের বাসস্থান। অর্থাৎ মাত্ৰের উপনিবেশভুলোর সঙ্গে জীবনের আত্যাত্মিক প্রেরাজনীততার একটা আন্তঃ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর এই সব উপনিবেশের দারিদ্ৰ্য নিবৃত্তি করে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর, শেষ বিচারে যা মাত্ৰের বৃদ্ধির বিকাশে নিরাসক হিসেবে কাজ করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও জনসংখ্যা উপনিবেশ গড়ার উপাদান। শিল্প বিপ্লবের আগে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য সমস্ত কিছুই

সাম্প্রতিকভাবে জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করত আর যেহেতু গ্রামই ছিল অর্থনীতির তিন দেই হিসেবে কৃষিব্যবস্থাই ছিল ভিত্তি। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে শহরও গড়ে উঠেছিল কিন্তু বাণিজ্য কেন্দ্র ও শাসনব্যবস্থার পরিচালন কেন্দ্র হিসেবেই কৃষিকা ছিল।

শিল্প বিপ্লবের পর গ্রাম থেকে শিল্পোদ্ভগ হয়ে এল— জনশ্রম সৃষ্টি করল শহর। গ্রাম ত'ল কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র আর শহর কারিগরী উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠল। গ্রামের উন্নয়নে শাসকশ্রেণী বিশেষ কোন কৃষিকা পালন করলেন না, আর এরই পরিণতি হিসাবে গ্রাম-শহরের দূরত্ব বাড়ল। শিল্প বিপ্লব তৎপূরাজ গোপ দ্বারা উৎপাদনই বৃদ্ধি করল না সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন করল। মোটামুটিভাবে এই সমস্ত কিছুই জীবনযাত্রাকে করল শহরমুখী—দারিত্র্য, অপরিবর্তন-শীল সনাতন কৃষি ব্যবস্থা গ্রামের মাত্ৰকে শহরে উপস্থিত করল। গ্রামের জীবনযাত্রা ত'ল স্থিতিশীল। বিশ শতাব্দীতে এই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ভারতে। জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে গ্রাম-শহরের জনসংখ্যা এইরকম :

| সন | মোট জনসংখ্যা (হস লক হিসাবে) | শহর অকল জনসংখ্যা | শতকরা ভাগ | গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা | শতকরা ভাগ |
|------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| ১৯৫১ | ৩৬০.২৫ | ৬২.৫৫ | ১৭.৩০ | ২৯৭.৭০ | ৮২.৭০ |
| ১৯৬১ | ৪৩৩.০৭ | ৭৮.৩৩ | ১৭.৯৮ | ৩৫৪.৭৪ | ৮২.০২ |
| ১৯৭১ | ৫৪৭.২৫ | ১০২.০২ | ১৮.৬৭ | ৪৪৫.২৩ | ৮০.১৩ |

কিন্তু এ হ'ল এক নজরে একটা হিসাব মাত্র। এখন এর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা বাণীনোত্তর যুগ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১। গ্রামীণ অর্থনীতি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামায়ত্তনের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে তিনটে শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়।

১) জোতদার, ধনী কৃষক, মহাজন ২) মাঝারি কৃষক ব্যবসায়ী, ডাক্তার কাঁচাওয়াল, ও স্থানীয় প্রভুত্ব। ৩) গরীব কৃষক, ঠাতি, জেলে, খোপা, নাপিত, দিনমজুর, তাগচাষী, বেকার যুগ ও ছাত্র। শোখেন্দ্রের সংখ্যা আভ্যন্তরীণভাবে বেশী। গ্রাম-ঐতিহাসিক যুগ থেকে সামাজিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রাম সমাজের সাধারণ মালিকানার কৃষি উৎপাদন পরিচালিত হ'ত। গ্রামের ভোগাত্মক উৎপাদন গড়ে উঠত কৃষি ও শিল্পের এক সূক্ষ্ম সমন্বয়ে ও অপরিসরিত শ্রমবন্ধ্যার ওপর ভিত্তি করে। মুসলিম আমলে জমির ওপর সম্রাটের মালিকানা দৃঢ় স্বত্বসম্পন্ন। তত্ত্বগত প্রতিক্রিয়া হয়। বিভিন্ন প্রদেশে খাজনা আদায়ের জন্য জায়গীরদার, হজারদার প্রভৃতি পদবির ব্যাংগণ দায়িত্ব পায়। এই সময় পদবিরকারী ব্যক্তিরা আবার তাদের অধিকারের খাজনা আদায়ের ভার দেয়। সাধারণভাবে চল বহুদেব ব্যক্তি গড় উৎপাদনের তিনভাগের একভাগ খাজনা হিসেবে দিতে চলে। কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের অনীতির জায়গীরদারের নিজেদের ঘন সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করত—এদেরই অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাত, বৈয়াক্ত করত। রাজনৈতিক সংকটের সময় বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দশককার দুর্ভাগ্যের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের জায়গীরদাররা জমিদার অর্থে প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশ কোম্পানী সমগ্র বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের অধিকার উল্লেখ্য আবার সঠিক হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জমিদারী নীলারের উঠল আর এই জমিদারীও নতুন ক্রোড়ে তাদের নিম্নলিখিত শোষণের মাইলস্টোন হিসেবে সৃষ্টি করল চিরায়ত্তন মন্বন্তর। শালকশ্রেণী বৃদ্ধ এইভাবে আর শোষণ করা চলবে

না—অবস্থার গতি প্রকৃতি অনুযায়ী শোষণের পদ্ধতি বদলালো—১৭২৩ সালে প্রবর্তিত হল চিরায়ত্তী বন্দোবস্ত। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাজস্ব হিসেবে কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রভুতা জমিদারের সঙ্গে চিরায়ত্তী বন্দোবস্তে আবদ্ধ হল [মোট খাজনার এগারো ভাগের চল ভাগ]। মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির বিশৃঙ্খল শুরু হয়েছিল এখন আরো গভীর স্তরে নিমজ্জিত হল। জমিদাররা কৃষিকারী ওদারক করার দায়িত্ব গ্রহণ করল না—গ্রামায়ত্তন এদের প্রারম্ভ: অসুপারিত রাজস্ব আদায়ের জন্য সৃষ্টি করল মন্বন্তর ভোগীদের, এবং এই সময় কিছুই নীচের তলার দক্ষ, দায়, অসুখে মন্বন্তর করে নেচে বটল ক'য়দে এদের চাপিম শেখ ও হাম বৈবহের চল।

এইভাবে গ্রাম সমাজের ভিত্তি চল পলস। ব্রিটিশ আমলের কৃষি ব্যবস্থার জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল এবং বৈলম্বী হিসেবে জমি লাভ করে ব্যক্তিগত কৃষক। গ্রাম বাংলায় তুলো, পাট, তামাক, নীল, চাষ চড়ে লাগল—কৃষক কৃষকদের ধার দেওয়ার কাজে এগিয়ে এসে মহাজন শ্রেণী। প্রাক ব্রিটিশ যুগে গ্রামায়ত্তন এরা কোন বিশেষ কৃষিকারীতে পারেন কিন্তু ব্রিটিশ যুগের পরবর্তিত কৃষি ব্যবস্থার মহাজন শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্তম্ভ হ'ল। অবশেষে তুলো বহুদেব রাজস্ব শেখ চল ব্রিটিশ বৈয়াক্ত নিল।

এবার শালক সমাজের এল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—একটি দেশীয় রাজনৈতিক হল। দেশ স্বাধীন চল—সুচ চল দেশ জোড়া বিভিন্ন পরিকল্পনা—সকলব্যক্তি পরিকল্পনা, কৃষি সংস্কার আইন, কৃষি সমন্বয় আন্দোলন—কিন্তু সমগ্র কিছুই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করল না।

১৯৪১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষিকারী জনসংখ্যার ২২ শতাংশের হাতে জমি ছিল মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগ—এর মধ্যে অসুপারিত ছিল ধনী ও মাঝারি কৃষকরাও। আর বাকী প্রায় ৬০ শতাংশ জমি ছিল জোতদারের হাতে—এই শ্রেণীর লোকেরা মূলত: অকৃষি-

জীব—স্বাধীনভাবেই মাধ্যমে কৃষক প্রজাতির দ্বিধা জমি চাষ করার আর বিনা পরিচরমে খাজনার অকটুক বৃদ্ধি নেই।

১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-চীন ও সামান্য চিটে-কোঁটা কৃষি সম্বলিত ক্ষেত্র যজ্ঞের সংখ্যা পাঁচ কোটি এবং তাহের পরিবারের লোকসংখ্যা গণনা করলে ক্ষেত্রমজুরের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচশ কোটির মত। এত ক্ষেত্রমজুরকে কাজ দেওয়ার মত কর্মতা আমাদের কৃষি ব্যবস্থার নেই। এমনত অবস্থায় এটিতে যদি মাঝারি আসে জোহদার বা বৈধ জমির মালিক-দের জমি চাষ করে নিয়ে এদের দিলে সমস্যা মিটবে জীবন-ধারণের মানটুকু মেটাতে সক্ষম হবে—তাহলে তুল্য হবে কারণ মোট জমির পরিমাণ যা রয়েছে এবং জমির উৎপাদন। এখন যা আছে তাকে অনেক নীচে নামালেও চাষের কৃষকদের বাজিয়ায় জমি দিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাক্ষাৎ করে তোলা অসম্ভব।

ব্যতীতভাবে তখন এই চিন্তা আসে এটো মত জনগণের মুক্তি না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি হবে না—দেশের ৭০ ভাগ লোক যে 'ত'মরে সেট 'ত'মিতে থাকবে। বর্তমান পাত্র যুগে এটো ধরনের চিন্তা চরমায়িত। অথবা পলায়নী মনোভাব ছাড়া কিছুই নয়। এটো অবস্থায় প্রচুর সজীবতা দাঁড়ায়। পূর্বকল্পনা এইকল্পে অসম্ভব। প্রসঙ্গতঃ গ্রামীন উন্নয়ন যখন একটি সাধারণ কর্মসূচী তখন এও সাক্ষাৎকার করে কাজে লাগানোর সর্বোত্তম মান বর্ণনায় সাধারণ নৈতিক হবে। সেট 'ত'মরেট গ্রামীন গ্রন্থাগারকে এই কর্মসূচীর সঙ্গে একত্রে চাড়ে হবে এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

II. গ্রামীন পল্লিকল্পনা II

গ্রামের অর্থনৈতিক সামাজিক মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে,

১. কৃষি ব্যবস্থার পদ্ধতি অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহারের জন্য জমি পরিচরম ব্যবস্থা করা।

২. কৃষিকার সময় ও বৌদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা চালু করা।

৩. জল, বিদ্যুৎ ও কৃষির সংরক্ষণে গ্রামবাসীকে সচেতন করা।

৪. যোগাযোগ ও উৎপাদিত বস্তুর সংরক্ষণের জন্য হাট, দানবাহন, টেলিগ্রাফিক বাণিজ্য ও চিহ্নবোর্ড ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি বিশেষ কৃষিকা আছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি দীর্ঘমেয়াদী কণ গ্রহণ করে গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসতে পারে অথবা 'work for food' কর্মসূচীর নেতৃত্ব দিতে পারে।

৫. গণস্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা। স্বাস্থ্য ও উৎপাদনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে। সম্পর্কে গ্রামের অবস্থার সঙ্গে ভাল রেখে পরীক্ষা-মূলকভাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ-ব্রহ্মপুত্র বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই সমস্ত রোগের উৎস ও প্রাতিষেধন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৬. গ্রামিকলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য সম্পদের লভ্যতার ক্ষেত্রে পরিচরমা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে আমাদের দেশে সমবায় সমিতি কিছু কৃষিকা গ্রহণ করলে তা অত্যন্ত প্রাথমিক। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি বাণিজ্য চাড়াও অত্যন্ত উন্নত শিল্পোৎপাদন খণ্ডে—যা অর্থনৈতিক অনুদান অথবা সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল রাখতে না পারার ফলে লক্ষ্যমান অথবা 'মুম্বু' অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ প্রাথমিক।

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, বিদ্যুৎ, কৃষি, অরণ্য ও খনিজ পদার্থ সমস্ত সংরক্ষণে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার পদ্ধতি সমস্ত গ্রামোন্নয়নের কাজে যত বৈধ পরমাণে প্রয়োগ করা হবে এটো সমস্ত সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও হত দেখা দেবে।

এই ধরনের কার্যকমে গ্রামোন্নয়নের প্রত্যেকটি শাখায় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এটো সহযোগিতা কৃষি, জল, বিদ্যুৎ প্রকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে, পর্বত পত্র ব্যবস্থাপনার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে

প্রয়োগ করতে হবে। এই ধরনের চিন্তাধারার সুস্থ সমাবেশ ঘটলে গ্রামের জনগণের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে। এ ছাড়াও বিজ্ঞান ও কারিগরী উন্নয়ন উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে আগামী দিনে কলাকল্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন ঘটতে হবে এবং যা আবার প্রয়োগ করা হবে।

৮. মানুষ সামাজিক জীব। সেই হিসেবে দৈনন্দিক কৃষার ভূমির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কৃষার প্রসঙ্গটুকুও এসে যায়। সুস্থ সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে একাত্মতা ও হুতুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে। এই কারণে আকালক, ঐতিহ্যগত উপাধানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, উপাহরণ স্বল্প পুষ্টিপায়ার ছো। সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

৯. পরিণেবে, বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়ন প্রকল্পকে ছোট ছোট প্রকল্পে ভাগ করতে হবে—সাংগঠনিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পারবর্তন করতে হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কৌশলকে আমাদের সমাজের বাস্তবানুষ্ঠ বিবেচনায় প্রয়োগ করতে হবে। নিরীক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু জেলায় পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য সার্বিকভাবে অঞ্চল নিবাচনের ক্ষেত্রে চারটি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

- ক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর অঞ্চলে উন্নয়নের উপাধান সম্পর্কে।
- খ) যে সকল অঞ্চলে বেকারের সংখ্যা বেশী ও কর্ম-সংস্থানের অভাবও প্রকট।
- গ) যে সকল অঞ্চল ইতিমধ্যেই তুলনামূলকভাবে আংশিক উন্নত
- ঘ) যে অঞ্চলে বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে।

আমাদের দেশের গ্রাম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামো-ন্নয়নের পরিকল্পনা কি হতে পারে এ প্রশ্ন রাখলাম। এখন

এর প্রয়োগে গ্রামাগারিকতা কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে প্রশ্নে আসব। তবে এখন এই বহুর্ভে গ্রামাগারিকতার প্রথাগত চিন্তাধারার শেষ করা উচিত। শহরের বৃহৎ গ্রামাগারিকতার প্রথম সুবিধে হ'ল মোটামুটি তাই পাঠকের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা গ্রামাগারিকের কাছে প্রকট। কিন্তু মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ লোককে নিয়ে আমাদের গ্রাম আর যার ২০ ভাগই অশিক্ষিত সেই হিসেবে গ্রামাগারিককে গ্রামের মানুষের কাছে যেতে হবে। গ্রামাগার সম্পর্কে জনগণের কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি সেই চিন্তাধারা তৈরী করাই হবে গ্রামের গ্রামাগারিকের প্রথম কাজ। আমরা গ্রামাগারিকতা আজকের পটভূমিকার জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বলে পল অটলেটের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামাগারিকে একসঙ্গে বাঁধার চিন্তা করতে পারিনি। কিন্তু গ্রামাগার বিজ্ঞানের তথাকথিত শিক্ষার অশিক্ষিত বাংলা দেশের গ্রামাগার আন্দোলনের পৃষ্ঠিত্ব তিনকড়ি দস্তের Railway survey করতে গিয়ে গ্রামের গ্রামাগারের খোঁজ নেওয়ার কথাটুকু যেন ভুলে না যাই। যাই হোক, গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার যে সমস্ত চিন্তার কথা আগেই যেখান থেকে মোটামুটিভাবে তিনটে ভাগে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে গ্রামের গ্রামাগারকে নিয়ে আলোচনা করব।—

১। শিক্ষা ৥

শিক্ষাকে ব্যবহারিক অর্থে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—

- ক) প্রথাগত (formal) খ) কর্মপোষায়ী (functional or non-formal)। যে শিক্ষা সাধারণভাবে যোগাযোগের মাধ্যম ও পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত তাই হ'ল প্রথাগত শিক্ষা। অপরদিকে যে শিক্ষা হস্তবদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ ও বাস্তব কর্মের ভিত্তি হিসেবে জনগণের জীবনে সক্রিয় ও বুদ্ধিগোষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে তাই হ'ল কর্মপোষায়ী শিক্ষা। এই শিক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরতার এই দুটো দিককে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীণ গ্রাম-াগারের সাক্ষরতার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে বাস্তব উচিত। গ্রামের গ্রামাগারের সাক্ষরতা অভিযানে তিনটে স্তরকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রথমতঃ প্রস্তুতি পর্ব (Preparatory Phase) এই অবস্থায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণের জরিপ ও নিরীক্ষার (Survey) কাজে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োগ পর্ব (Operational phase) এই পর্বায়ে গ্রন্থাগার শিক্ককর্মের হাতে কলমে শিক্ষা দিবে ও পাঠ্য বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করবে। তৃতীয়তঃ অনু-শীলন পর্ব (follow-up Phase) এই পর্বায়ে গ্রন্থাগারের কর্তৃক সমর্থিত। গ্রন্থাগারকে মনে করা হয় out of school education' এ হিসেবে যারা গ্রামে সাক্ষর বা সড়সাক্ষর হয়েছেন তাঁদের পাঠ্যবস্তুর যোগান দিবে অভ্যাসকে বজায় রাখতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ আকোলনের আজ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যারা একবার সাক্ষর হচ্চেন তাঁদের সঠিক পাঠ্য বইয়ের যোগান নিরক্ষরতার কারণে না যায় বলে অপসংস্কৃতির প্রচার ও বাসহাটিক জীবন থেকে শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা ঘটছে। গ্রন্থাগার জনগণকে শিক্ষিত করে তোলায় কাজে বিভিন্ন মাধ্যমকে গ্রহণ করতে হবে—এ ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শনীর আয়োজন করা অন্ততম। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আরো ছদ্মগ্রন্থী ও ক্ষুদ্র শিক্ষার উপাদান হিসেবে এগুলি গ্রহণযোগ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

বহিঃসম্প্রদায় একদিন কোম্পানীর সঙ্গে বলেছিলেন “বাকালীর ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়”—এর মূলে অজ্ঞান জাতীয় ইতিহাসের উপাদান, কারণ আকালিক ভিত্তিতে তথ্যের অভাব প্রকট—একাজে গ্রামের গ্রন্থাগার বিশেষ কৃষিকা গ্রহণ করতে পারে—আকালিক লেখকদের লেখা সংগ্রহ করা ও সড়সাক্ষর সাক্ষরদের মধ্যে লেখার প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে হবে—যা উপাদান সংগ্রহ ও গ্রহণে প্রেরণা দেবে।

অশিক্ষিত জনগণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর হলে—পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দৈনন্দিন সমস্যা—তা অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যনৈতিক যে কুপই পরিগ্রহ করত না কেন তাই সমাধানে গ্রামের জনগণ সচেতন হবেন। পরিশেষে “শিক্ষা চেতনা আনে, চেতনা কিংবদন্তি” এই

দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক, পরিকল্পনাবিদ ও স্বাস্থ্যনীতিবিদ সকলেই একমত—আলা করি এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

II আশ্রয় II

উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর দেশের অবনীতি নির্ভর করে। উৎপাদনে অগ্রগতি জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে—এর সঙ্গে ভাল বেধে মানসিক ও বৈদিক সূখা নিবৃত্তি হলে জ্ঞানের ভগতে উদ্ভাবন ঘটবে—উৎপাদন ব্যবস্থার এগিয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত ও মৃত্যুর ঘটনা স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়—নিরক্ষর জনগণের এট সমস্ত রোগ সম্পর্কে ধারণার অভাবে কখনও কখনও তার বিষময় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রদর্শনী ও ছায়াচিত্রের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থাগার স্বাস্থ্য প্রকল্পের সাক্ষ্যকে স্বত্বাধিকার করতে পারেন।

III উৎপাদন III

উৎপাদনের উপাদান তিনটি—ভূমি, জল, শ্রমশক্তি। ভারতের কৃষিজীবী জনগণের উৎপাদন ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়নের অভাব সম্পর্কে বিকাশে প্রতিবন্ধক। কৃষিকার্যের উপাদান অর্থাৎ ভূমি সংরক্ষণ, সেচ পরিকল্পনা ও সার ব্যবহারের উন্নত কৃষক গ্রামের জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে। প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের শক্তিতে পরিবর্তন করতে হবে। এ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান সম্বন্ধ লেখার কৃষক জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তাটুকু নির্দিষ্ট জনগণকে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের।

পরিশেষে, গ্রন্থাগার চিন্তাধারা ওপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারের তথ্য সমাবেশ ও পরিষেবা সম্পর্কে সকলেই সচেতন। এক্ষেত্রে দেশ বিদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা ও সাক্ষরতার কৌশলটুকু এবং সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার ফলে আমাদের দেশের পরিকল্পনা বৈধতার প্রয়োজনে লাগবে।

গ্রামাগারের মাধ্যমে ঐক্যনৈতিক, অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটলে সমাজব্যবস্থার কাঠামোটুকু বদলে দিতে সাহায্য করবে। তথা পরিসেবার কাজে কতকগুলি সমস্যা আছে; প্রথমতঃ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সামাজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ঘটতে থাকে। দূরত্ব গণসংযোগ ও পরিবেশের দুর্বলতা এই সমস্যা কলকলের খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজে প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সংগঠনের যোগাযোগের মাধ্যমেও পার্থক্য আছে। এই সমস্যার সমাধানে একটি হঠাৎ তথ্য কেন্দ্র একান্ত প্রয়োজন একেই গ্রামাগার ভূমিকা গ্রহণে লক্ষ্য।

২। উপসংহার ।

জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও শহর এই দু'ভাগে ভাগ করার কালে গ্রামীণ অর্থনীতি দ্বিতীয়ার্থ হয়ে পড়েছে। গ্রামের অর্থনীতি কৃষির সঙ্গে আর শহরের অর্থনীতি গৌণ ও বাণিজ্যিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। জনগণের এক অংশ মনে করেন গ্রামাকলকে শহরাকলে রূপান্তরিত করতে পারলে আপাত সমস্যার সমাধান হবে। অপরদিকে আর একটি মত হচ্ছে বড় শহর ও ছোট গ্রামের মাঝে বাজার সৃষ্টি করতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতির আপাত সমস্যার সমাধান হবে।

অবশ্য এ সম্পর্কে বিমত নেই, গ্রাম ও শহরের বৈষম্যতাই আমাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ। যদিও এর সাথে সাথে গ্রাম সমাজের অভ্যন্তরীণ বন্ধ্যের যেমন ধনীরা সঙ্গে ধরিত্রের, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের, শিল্পের সঙ্গে কৃষির, বৃদ্ধোদয়র সঙ্গে সংস্কারের, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনগণের বন্ধ্য ও বর্জন। প্রথমতঃ এই সমস্যা বন্ধ্যের বিকাশ ও উৎপত্তি শালকজ্ঞেয় উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিহিত।

জনগণনার নিরিখে দেখা যায় ২০০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২০ কোটি। এর ২৫ কোটি থাকবে শহরে আর বাকী ৬৫ কোটি থাকবে গ্রামে তাই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রয়োজন আর মানব সমাজের প্রয়োজনে যে সমস্ত সংগঠন গড়ে উঠেছে—বিজ্ঞান, গবেষণাকেন্দ্র, গ্রামাগার তাত্ত্বিক লক্ষ্য থাকবে দায়িত্বের বিক্ষেপে, উন্নয়নের স্বার্থে—আমাদের চাঁটতে হবে এখন অনেক পথ। দূরত্ব নিঃস্বের বেশ চীনের তা চাই—তিমিরাক্তর মতাহেশর তাকানিয়ার উজ্জ্বল যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেই পথ বেয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

১। সাহায্যক পঞ্জী ।

১. ভারতের সাহস্কৃত্ত্ব। রামশরণ শর্মা। কলিকাতা, কে. পি. বাগচী. এণ্ড কোং, ১৯৭৭।
২. বাঙ্গলার ইতিহাস। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. শুধু বিধে ডুই। অশোক কত্ৰ। দেন, এপ্রিল ৮, ১৯৭৮।
৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন ও সাধারণ গ্রামাগার। সত্যজিত ঘোষাল। গ্রামাগার, ফেব্রু-মার্চ, ১৯৭৮।
৫. Unesco bulletin for libraries 26 (1), 1972.
৬. Rural development Planning & reforms S M. Shah. Abhinav pub, New Delhi, 1977.
৭. Approaches to rural development. A. D. Moddie, Ed. Leslie Sawhney Programme of Training for Democracy 1976.

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপত্র

স্বর্গীয় হাল

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্তিক ১৩২৩

৩০৩. অশোকের ধর্মলিপি (প্র)—চাকচাক বহু ; পৃ ১২০৭-
১৭।

৩০৪. আরতি (ক)—সুশেখর চন্দ্রভাষ্য ; পৃ ১২১৮।

৩০৫. ঐতিহ্যের ঐতিহ্য (প্র)—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ,
পৃ ১২১৯-২২।

৩০৬. মিলন ও বিরহ (ক)—সুশেখর চন্দ্রভাষ্য ;
পৃ ১২২৩।

৩০৭. জাতি বা বর্ণভেদের কথা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ,
পৃ ১২২৩-৩৫।

৩০৮. যমুনা (ক)—যামিনীমোহন হাল ; পৃ ১২৩৫-৩৬।

৩০৯. বৌদ্ধ-ধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১২৩৬-৩৭।

৩১০. বুদ্ধাবদে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ১২৪৫-
৪৫।

৩১১. মায়ের কথা (ক)—সুনীলনাথ ঘোষ , পৃ ১২৪৬-
৪৭।

৩১২. প্রেম ও পশ্চিম (পাবন গণেশের গবেষণা)—
শ্রীগোবিন্দগণেশ দেবশর্মা ; পৃ ১২৪৮-৫৬।

৩১৩. ভোগসীতা (ক)—কৃষ্ণকবির বারচৌধুরী ;
পৃ ১২৫৭।

৩১৪. অকুটের পরিচাল (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র ; পৃ ১২৫৮-
৭৭।

৩১৫. বঙ্গদেশের বিরহ-বিলাপ (প্র)—নরোগোপাল
মজুমদার ; পৃ ১২৭৮-৮৭।

৩১৬. বিরহ বিলাপ (ক)—বঙ্গলাল কল্যাণাধ্যায় ;
পৃ ১২৮৭-১৩১৪।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৩।

৩১৭. নারায়ণ (ক)—পৃ ১-২।

৩১৮. চলিত ভাষা ও সাধুভাষা (১)—নলিনীকান্ত চন্দ্র ;
পৃ ৩-২০।

৩১৯. জানালার কাব্য (ক)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ২০-২৮।

৩২০. অশোকের ধর্মলিপি (প্র)—চাকচাক বহু ,
পৃ ২৩-৪০।

৩২১. বাজ-বিরহিতা (ক)—কৃষ্ণকবির বারচৌধুরী ,
পৃ ৪১।

৩২২. কমলের চতুর্থা (কাব্যনাট্য)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র ;
পৃ ৪২-৫৬।

৩২৩. বর্ণ ভিখারিণী (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ;
পৃ ৫৭-৫৮।

৩২৪. সানারে (গ)—নারায়ণ চন্দ্র তর্কচাঞ্চা , পৃ ৫৯-৬৮।

৩২৫. মায়ারতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ কল্যাণাধ্যায় ,
পৃ ৬৯-৭৭।

৩২৬. সমুদ্রতীরে (গ)—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ ৭৮-৮২।

৩২৭. বিহারে (ক)—সামান্যকবির দাস ; ৮১-৮২।

১. 'সাহিত্য ও স্রষ্টা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে।

২. ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশন
পত্রিক।

৩. সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পত্রিক।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৩।

৩২৮. গান (ক)—পৃ ৮৩।

৩২৯. বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (প্র)—আন্ততঃ্য মুখোপাধ্যায় ;
পৃ ৮৪-৯২।

৩৩০. নিবেদন (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৯২।

৩৩১. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ;
পৃ ১০০-১১৫।

৩৩২. বাজলার নীতি কবিতা (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাস ;
পৃ ১১৬-৫১।

৩৩৩. আর একবার (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী ,
পৃ ১৫২-৫৩।

৩৩৪. মায়াবতী (প্র)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ,
পৃ ১৫৩-৬০।

৩৩৫. গদা টাঙাল (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,
১৬১-৬২।

৩৩৬. গান [লুকিয়ে কেন...]—
পৃ ১৭০।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৩।

৩৩৭. বৈষ্ণব মহাজন ও বাজলা মহাজনমণ্ডল (প্র)—
বিপিনচন্দ্র পাল , পৃ ১৭১-৯৮।

৩৩৮. খাটের কাব্য (ক)—ধর্মবংশ ; পৃ ১৯৯-২০৪।

৩৩৯. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , পৃ ২০৪-৮।

৩৪০. মনের খোরাকী (প্র)—জগদ্বা দেবী ,
পৃ ২০৯-১৩।

৩৪১. 'কৃষ্ণ' নাম (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ২১৩।

৩৪২. কটক (গ)—অতুলচন্দ্র মল্লিক ; পৃ ২১৪-২২৩।

৩৪৩. পাগল ব্যাকর গান [এ গাভ্ কলে বাজি...]
—গিরীজমোহিনী দাসী ; পৃ ২২৭-২৮।

৩৪৪. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ;
পৃ ২২৯-২৪৫।

৩৪৫. পাগল (কথোচিত্র)—নিত্যানন্দ দাস ;
পৃ ২৪৬-৪৮।

৩য় বর্ষ প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা কাশ্বদ ১৩২৩।

৩৪৬. উর্দু নী বিদ্যার (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ;
পৃ ২৪৯-৫৫।

৩৪৭. প্রতীকার (ক)—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ২৫৫।

৩৪৮. চরিত্র বৎসর পূর্বে (প্র)—ননীপোশাল মহম্মদার ;
পৃ ২৫৬-৬১।

৩৪৯. আর্থনা (ক) ব্রজনাথ রায় ; পৃ ২৬১।

৩৫০. 'বিউরান্ট-ই-মখফী' কি জেব-উল্লিয়ার ? (প্র)
—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২৬২-৬৪।

৩৫১. বিকাশ (ক) —গিরীজমোহিনী দাসী , পৃ ২৬৫।

৩৫২. ভিক্ষুর বিয়ে (ক)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,
পৃ ২৬৬-৭১।

৩৫৩. পূজার বিয় (ক)—বলাই দেবলখা ; পৃ ২৬৫-৭৬।

৩৫৪. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২৭৭-৮৫।

৩৫৫. মন্ত্রপূতা (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী , পৃ ২৮৬।

৩৫৬. স্বামী 'ববেকানন্দ সোলাইট'তে পণ্ডিত (প্র)
—গিরীজালাল রায়চৌধুরী , পৃ ২৮৯-৯৭।

৩৫৭. স্ট্রীকাস্তনী পুণিমা (প্র)—নলিনীকমল পণ্ডিত ,
পৃ ২৯৮-৩০৪।

৩৫৮. দোল-পুণিমা (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ৩০৫-৩০৯।

৩৫৯. মাঘ (ক)—হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র , পৃ ৩১০।

৩৬০. সাহিত্যে অনধিকারী (প্র)—গিরীজালাল রায়-
চৌধুরী , পৃ ৩১১-১৬।

৩৬১. মহাজন-পরের ঈশ্বর-ভক্ত (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ;
পৃ ৩১৭-২৫।

৩৬২. গান [আমার প্রাণ জুড়ান,...]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ;
পৃ ৩২৬।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৩।

৩৬৩. একটি ছোত্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ;
পৃ ৩২৭-৩২।

৩৬৪. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৩৩-৩৮।

৩৬৫. গান [সে ব'লল কি না...]—রজনীকান্ত সেন ;
পৃ ৩৩৯।

৩৬৬. মহাবি দেবেজনাথ ঠাকুর (প্র)—বিবিজ্ঞানস্বর রায়-
চৌধুরী ; পৃ ৩৪০-৩২।

৩৬৭. দীক্ষিতের নিবেদন (ক)—প্রকাশ চন্দ্র বসু ;
পৃ ৩৫০-৩৩।

৩৬৮. বিমাতা (গ)—অর্ণব দেবী ; পৃ ৩৫৪-৩১।

৩৬৯. মায়ের সাধ (ক)—সরলাবালা দাসী , পৃ ৩৬১-৩৬।

৩৭০. কমলের তুণ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ;
পৃ ৩৬৫-৭৮।

৩৭১. মহাশয় লিখাছে পুস্তক ও প্রকৃতি (প্র)—বিশ্বিনন্দ
দাস ; পৃ ৩৭২-৮৬।

৩৭২. রূপান্তরের কথা (প্র)—চন্দ্রকান্ত দাস ,
পৃ ৩৭৭-৪০১।

৩৭৩. বাউলের গান [ডাক দিয়েছে...]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ
গুপ্ত , পৃ ৪০২।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সং বৈশাখ ১৩২৪।

৩৭৪. বোধধর্ম (প্র) বঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৩-৮।

৩৭৫. প্রেমের সংসার (ক) স্বকায় রায়চৌধুরী ,
পৃ ৪০৮-২০।

৩৭৬. পুরীর চিঠি (ভ্রমণ কাহিনী)—ঈশ্বর , পৃ ৪১০-১২।

৩৭৭. প্রথম ধর্মনে (ক)—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী ,
পৃ ৪১২-১৪।

৩৭৮. নৃতন বিজ্ঞান (প্র)—নিশিব কুমার মিত্র ,

৩৭৯. অনাহুত (ক)—বাঈ দেবী ; পৃ ৪২৭।

৩৮০. ইউরোপের ইতোস্ত ও ভারতীয় করণ দেশ (প্র) —
—নালিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৪২২-৩৬।

৩৮১. কমলের তুণ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ,
পৃ ৪৩৫-৫২।

৩৮২. পাগল হাতে (ক)—কিতীনন্দ্র সেন ,
পৃ ৪৪৩-৫৪।

৩৮৩. নিষ্ঠুর ও সত্য স্বপ্ন (প্র)—অলক সেন ;
পৃ ৪৫৫-৫৭।

৩৮৪. মায়া (ক)—সুধেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৪৫৮-৫৯

৩৮৫. লোভা (গ)—ঈশ্বর ; পৃ ৪৫৯-৬০।

৩৮৬. মহাবি দেবেজনাথ ঠাকুর (প্র)—বিবিজ্ঞানস্বর
রায়চৌধুরী , পৃ ৪৬৪-৭৫।

৩৮৭. মহেশ্বর ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—মনোমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃ ৪৭৬-৭২।

৩৮৮. ভাষ্যস্বর (ক)—সুধেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ;
পৃ ৪৭৯-৮০।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

৩৮৯. পর-আহারী বাবা (ক)—দেবকুমার রায়চৌধুরী ,
পৃ ৪৮১-৮৪।

৩৯০. বাবলার কথা (প্র)—চন্দ্রকান্ত দাস ;
পৃ ৪৮৫-৪৩৭।

৩৯১. বিজয় মা (গ)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ;
পৃ ৪৩৮-৪৫।

৩৯২. সচিত্রিত্য স্বাতন্ত্র্য (প্র)—নালিনীকান্ত গুপ্ত ;
পৃ ৪৪৬-৫১।

৩৯৩. বিবর্তে পাগল (গ)—করপ্রসাদ শাস্ত্রী ,
পৃ ৪৫২-৬৪।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৪

৩৯৪. ধর্ম প্রচারের রবীন্দ্রনাথ (প্র) ঈশ্বর :— , পৃ ৪৬৫-৬৯।

৩৯৫. নিম্ন হাতে (ক) জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ;
পৃ ৪৬৯।

৩৯৬. আদিদেব (প্র)—বিশ্বিনন্দ দাস ;
পৃ ৪৭০-৭৭।

৩৯৭. উল্লেখ্যকারী (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,
পৃ ৪৭৮-৮৭।

৩৯৮. ভ্রমণ-রসকারিকা (প্র)—নালিনীকান্ত গুপ্ত ,
পৃ ৪৮৮-৯৪।

৩৯৯. মানস-বুদ্ধিবান (ক)—জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,
পৃ ৪৯৫।

৪০০. কমলের তুণ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ,
পৃ ৪৯৬-৫০৭।

১. সরস্বতী ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তুত।

৪০১. জাম না এল (ক)—ঈদ :— ; পৃ ৬০৮-২।

৪০২. মহম্মি দেবেজনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী, পৃ ৬১০-২১।

৪০৩. অচেনা পুতী (ক)—দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃ ৬২১-২২।

৪০৪. কোমলে কঠোরে (প্র)—চরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬২৩-২৮।

৪০৫. একটি মোকদ্দমার রায় (র.ব) —যতীন্দ্রমোহন সিংহ, পৃ ৬২২-৩৭।

৪০৬. তুর্নিয়ার ছাঁদিন (প্র)—জগদ্বা দেবী ; পৃ ৬৩৮-৪১।

৪০৭. রূপাঙ্কর (গ)—চিরবর্তন দাস ; পৃ ৬৪২-৪৩।

৪০৮. মতাকবি মটিকের মনুষ্যদন দয় (প্র)—আতিথ্য মথোপাধ্যায়, ৬৪৪-৪৮।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

৪০৯. কথের কোমল মুক্তি (প্র)—চরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬৪২-৭১

৪১০. স্বামী (গ)—পরবর্ত্ত চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৬৭২-৬৮২।

৪১১. আত্মান (ক)—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, পৃ ৬৮২-৯০।

৪১২. বাংলার চরকলা (প্র)—অম্বোবর্ত্ত রায় ; পৃ ৬৯১-৭০২।

৪১৩. কমলের হৃৎ (টি)—মহোদয়কমল গুপ্ত, পৃ ৭০৩-২।

৪১৪. অদুর (গ)—অপর্ণা দেবী, পৃ ৭১০-১১।

৪১৫. মহম্মি দেবেজনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৭১২-২১।

৪১৬. সাত্তিতো 'রূপাঙ্কর' (প্র)—বিশ্বিনন্দ পাল ; পৃ ৭২২-২৮।

৪১৭. দেবস্বা নবর (গ)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৭২২-৩০।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৪

৪১৮. বেদিনীপুত্র পরিবেশে সভাপতির কথা (প্র)—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৭৩১-৪০।

৪১৯. নিম্ন গুপ্ত (প্র)—অম্বোজনাথ রায় ; পৃ ৭৪১-৪২।

৪২০. তক্তিহীন (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ৭৪৩-৪৪।

৪২১. স্বামী (গ)—পরবর্ত্ত চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৪৪-৭২।

৪২২. জয়দেব (ক)—জানাতন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৫০।

৪২৩. বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা (প্র)—নলিনীকান্ত স্তব ; পৃ ৭৮১-৮৮।

৪২৪. বুদ্ধিমানের কথা (প্র)—বিশ্বিনন্দ পাল, পৃ ৭৮২-৮০৩।

৪২৫. কমলের হৃৎ (টি)—মহোদয়কমল গুপ্ত, পৃ ৮০৪-১৩।

৪২৬. গান [প্রাণের মতো...] মহোদয়কমল গুপ্ত, পৃ ৮১৪।

[প. কর—৮২ ১৪১]

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম ভর্ত্ত সংখ্যা আশ্বিন কার্তিক ১৩২৪

৪২৭. আগমনী (গা) [গিরি প্রসাদ...]—চরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮১৫।

৪২৮. বুদ্ধিমানের কথা (প্র)—বিশ্বিনন্দ পাল, পৃ ৮১৬-৭০।

৪২৯. চিরসঙ্গী (ক)—অম্বোবর্ত্ত চক্রবর্তী, পৃ ৮৪১।

৪৩০. কথের কোমল মুক্তি (প্র)—চরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮৪২-৪২।

৪৩১. সে আসিল না (ক)—অম্বোবর্ত্ত শাস্ত্রী, পৃ ৮৪০।

৪৩২. কমলের হৃৎ (টি)—মহোদয়কমল গুপ্ত ; পৃ ৮৪১-৮৮।

৪৩৩. মায়ের ডাক (ক)—প্রবর্ত্তন শাস্ত্রী ; পৃ ৮৮৭-৮৮।

৪৩৪. ভূতের বেলায় (গ)—নাগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ৮৮৯-৮৯।

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

। জলপাইগুড়ি ।

গত ৬ই এপ্রিল '৭৮ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীমদেবজন ঘোষ সভাপতিত্বে জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। সম্মেলনের শুরুতে পরলোকগত জেলা গ্রন্থাগারিক দিলীপ দালগুপ্তের আত্মায় শাস্তি কামনা করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ শিক্ষাব্যবহারিক ইন্সটিটিউট তত্ত্বাচাৰ্য এবং পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীসত্যজিত সেন। কমিটিতে আছেন : সভাপতি—শ্রীকামেশ্বর বানার্জী। সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনী তত্ত্বাচাৰ্য। সহস্বক্ষ—শ্রীঅশীষ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমদেব বসু।

। মালদহ ।

গত ৪ই এপ্রিল '৭৮ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার মহাপাত্রের সভাপতিত্বে বিধিবদ্ধ মালদহ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন শাখা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীমোহন লাল পোদ্দার, সহ সভাপতি—শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার, বিভূতিভূষণ দাস, সম্পাদক—শ্রীশ্রীশ কুমার ভৌমিক, মুদ্রা-সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ সরকার, সহস্বক্ষ—সবীন্দ্র অশীষ মিত্র, মঞ্চকণ তত্ত্বাচাৰ্য, বগেন্দ্রনাথ দাস, বিজয় বানার্জী, গ্রন্থাগারিক, মালদা পলিটেকনিক; গ্রন্থাগারিক, মালদা মহিলা কলেজ, গ্রন্থাগারিক, সরকারী শিক্ষা-নিবন্ধন মহাবিদ্যালয়; গ্রন্থাগারিক, সামসী কলেজ, গ্রন্থাগারিক, চাঁচাল কলেজ। সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীশশীত বাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শাখা কমিটির কার্যবিধি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

। মুন্সিবাবাদ ।

পরিষদের মুন্সিবাবাদ জেলা শাখার উদ্বোধনে গত ১২ই মার্চ '৭৮ বহরমপুরে গ্রাণ্ট হলে ৩য় বার্ষিক মুন্সিবাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'বিশিষ্ট শিক্ষাব্যবহারিক অধ্যাপক রেজাউল করিম। উক্ত সম্মেলনে জেলা সম্মেলনের নবগঠিত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত হয়—সভানেত্রী—শ্রীমতী কণা বানার্জী, সহ-সভাপতি—সবীন্দ্র সৈলেন অধিকারী, কীর্ত্তি মোহন সরকার এবং সৈলেনচন্দ্র দাস, সম্পাদক—শ্রীসত্যজিত দাস, মুদ্রা সম্পাদক—শ্রীসত্য কুমার চক্রবর্তী। সহস্বক্ষ—সবীন্দ্র তপন কুমার ঘোষ, সবিতা প্রসাদ ভূব, তপন অধিকারী অজিত পাণ্ডে, আনন্দ গোপাল চক্রবর্তী, আবদুল হামিদ, ব্রজ কুমার গোস্বামী, মহাশয় মণ্ডল এবং বাকিম লাইব্রেরী, গোরাবাজার। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীপ্রবীর দায়চৌধুরী এবং শ্রীশশীত বাগচী উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

। হাওড়া ।

গত ১১শে মে '৭৮ বাটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন সবীন্দ্র সত্যজিত সেন, প্রবীর দায়চৌধুরী, শশীত বাগচী, চিত্তবাস মুখোপাধ্যায়, অশোক দাস, কৃষ্ণধন হাজরা, তপন সরকার প্রকৃতি। সভায় সবদিকটিতেই নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে জেলা শাখা পুনর্গঠিত হয় : সভাপতি—শ্রীচন্দ্রদাস মুখোপাধ্যায়, সহ : সভাপতি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, সম্পাদক—শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ : সম্পাদক—

সর্বশ্রী পিনাকী মুখার্জী, সভাপতি ঘোষাল, অশোক কুমার দাস। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী বিজয়কল তট্টাচার্য, তরুণ মুখার্জী, শৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, অনিল দেওরানী, নির্মল মণ্ডল, গোলক রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সরকার, বাণী চক্রবর্তী, অরিন্দম ব্যানার্জী, জগমোহন দাস, গৌরেন পাঠক।

শালকিয়া, বাগানান, উত্তরনারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর, ডামপুর ও কোনো অকলের প্রতিনিধি পরে স্থির করা হইবে।

৥ পুর্নলিয়া ॥

১৯৭৮ তারিখ অপরাজে বঙ্গীয় গ্রামাঙ্গার পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক জেলা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শশী বাগচী। প্রধান অতিথির ভাষণে তারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পুর্নলিয়া জেলা সম্পাদক শ্রীমকুল মহাশয়ে গ্রামাঙ্গারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সাধারণ মাত্রার পাঠ্যক্রমকে উৎসাহিত করতে এবং যুগোপযোগী জ্ঞানের সন্ধান দিতে গ্রামাঙ্গার কর্মীদের সচেতন হতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে গ্রামাঙ্গারের প্রচারের জন্য অকল ভিত্তিক গ্রামাঙ্গার পরিষদ গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র-যুব-শ্রমিক কর্মচারীর বিভিন্ন গণ সংগঠনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সভায় জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গ্রামাঙ্গার আন্দোলনের অগ্রদূত নেতা অশোক চৌধুরী উপস্থিত থেকে জেলায় গ্রামাঙ্গার আন্দোলনের পৌরবসম ইতিহাস বর্ণনা করেন।

৥ কর্মসূচি ॥

সভা ১৪ই মে, ১৯৭৮ তারিখে বর্তমান জেলা গ্রামাঙ্গার কর্মী ও গ্রামাঙ্গার অনুযায়ী ব্যক্তির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদের সহ কর্মসূচির শ্রীমন্তক সাহা এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীঅরুণ রায় উপস্থিত থেকে গ্রামাঙ্গার রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামাঙ্গার কর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিয়ে পরিষদের বর্তমান জেলা শাখার অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। সহ-সভাপতিবৃন্দ - নারায়ণ চন্দ্র দে, বৃন্দাবন দাস, সুবলচন্দ্র চৌধুরী, লক্ষীচন্দ্র চৌধুরী। সম্পাদক—লক্ষীনারায়ণ রায়, সভা নন্দী। যুগ্ম-সম্পাদক—আকুল মোহন মিত্র। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী মুখায বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র দে, তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, নিমাই কব, শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোদাবক্ক সিদ্দিক, অশোক মিত্র, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, শোভা বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী, আশীষ দাস। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবলচন্দ্র চৌধুরী।

জন্ম সংশোধন

“গ্রামাঙ্গার”-পত্রিকার চৈত্র (১৩৮৪) সংখ্যায় প্রকাশিত পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা কমিটির কর্মকর্তাদের তালিকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রামাঙ্গারের গ্রামাঙ্গারিক শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত-এর নাম সহস্র তালিকার অনবধানতবশতঃ বাদ পড়েছে। উক্ত তুলের জন্য আনুত্বা হুঃখিত।

—শশী বাগচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীমজল লাইব্রেরী, মামকর, বর্ডমান

গত ২০শে এপ্রিল '৭৮ লাইব্রেরীর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন গলনী ১নং উন্নয়ন ব্লকের প্রিন্সিপাল কান্তি হস্ত দাস এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরীর বিভিন্ন কাৰ্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই অঙ্গীকরণে লাইব্রেরীর পাঠকদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

নৈহাটী সাংস্কৃতিক পরিষদের গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা

গত ১৮ই মার্চ নৈহাটী সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পরিষদের সভাপতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবেন্দ্র কুমার দৌ। আশাততঃ এই পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাকল, মেদিনীপুর

গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারের উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। এতে অঙ্গীকরণে বিভিন্ন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী, পুন্ডলিকা জেলা শাখা

গত ১লা মে '৭৮ পুন্ডলিকা জেলা গ্রন্থাগারের পল্লীমজল স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুন্ডলিকা জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চন কান্তি সভাপতিত্ব করিয়া সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে সভাপতিত্ব করেন আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে কর্মীদের অধিক দায়িত্ব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি গ্রন্থাগারগুলির প্রতি সমাজ-শিক্ষা বিভাগের বৈষম্যমূলক ও উন্নয়ন আচরণের তীব্র নিন্দা করেন এবং কর্মীদের কোনরকম চক্রান্তের শিকার না হয়ে নিজস্ব জ্ঞান সভাগে থাকতে বলেন।

ভারতবর্ষীয়া বীজপাণি পাঠাগার : ২৪ পরগণা

ভারতবর্ষীয়া বীজপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়।

সকালে পাঠাগারের সভা ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণের নিকট থেকে পুস্তক সংগ্রহ করার জন্ত কর্মীগণ বাহির হন। বিকালের সভার বাহুড়িয়া এল. এম. এস. উচ্চ বিদ্যালয়ের (বাহন প্রণী) প্রিন্সিপাল শ্রীমহেশ্বর দিবাস সভাপতি। পাঠাগারের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমহেশ্বর নাগ চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীচকল কুমার সেন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভার মুঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রদর্শন, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রকৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন সম্পাদক শ্রীশ্রীমহেশ্বর চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব গোলাম হোসেন, শ্রীশ্রীমহেশ্বর চৌধুরী, শ্রীশ্রীমহেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীচকল কুমার সেন, গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণ প্রসাদ মূর ও শ্রীমহেশ্বর দিবাস। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীজামল সরকার কর্তৃক উদ্বোধিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভার গৃহীত হয়।

১. অবিলম্বে বিনা চাঁদার রাজস্বাণী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে।

২. শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতাংশ ২৫ ভাগ রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রদারণের খাতে ব্যয় করতে হবে।

৩. প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুলনী গ্রন্থাগারের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪. গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আবেদন সরকারের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

চালক পাঠাগার, ২৪ পরগণা

গত ২১শে মে '৭৮ তারিখে রবীন্দ্র সন্ধ্যায় চালক পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্গীকরণে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীশ্রীমহেশ্বর দাস ও শ্রীশ্রীমহেশ্বর চৌধুরী। প্রধান অতিথি হতে সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবির অনন্ত সাধারণ পরিচয় পটভূমি ও জন্মস্থানী সাজে থাকাকালীন প্রভাতরতনের পরিচয় দেন। নীলেন্দু সিত্তের পরিচালনায় একটি দীর্ঘচিত্রাংশে এই অঙ্গীকরণে পরিবেশিত হয়।

ধরমপুর গ্র্যাংগেলেটিক ক্লাব (চুঁচুড়া)

ধরমপুর ক্লাব প্রাক্তনে গত ৪ঠা ও ৫ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখে দুদিনব্যাপী ধরমপুর গ্র্যাংগেলেটিক ক্লাবের পাঠাগার বিভাগের রক্ত জরজী উৎসব পালিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (উচ্চ) অধ্যাপক শত্ৰু ঘোষ। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে হুগলী জেলা শাসক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রী জে. সি. সেনগুপ্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতাব ও বকীর গ্রন্থাগার পরিবহের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী মহাসীন কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ ও হুগলী জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীশীলক হালদার। ক্লাব সভাপতি অধ্যাপক নন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অফিসানের প্রারম্ভে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ক্লাবের বর্তমান অবস্থা এবং ক্লাব ও পাঠাগারের আদর্শ, সমস্যা ও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। দু'দিনের সভার উদ্বোধক সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিগণ তাঁদের তত্ত্বাবধানে পাঠাগারের উন্নয়ন কামনা করেন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দু'দিনের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অফিসান।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৫ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিকাল ২টা ৩৫তে ৫টা পর্যন্ত বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিভাগীয়সমূহের ডায় ডায়েরির একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাঁর জীবন দর্শন আলোচনা এবং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদ্বিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তমলুক হায়স্কুল মিশন সেবাশ্রমের অধ্যাপক দ্বারী বিত্তভাষ্যদাস মহারাজ কবিগুরুর জীবনের আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদ্বিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

করেন অধ্যাপক অতুল ঘোষ, জেলা গ্রন্থাগারিক সার্বজন উদ্যোগ ও অফিসানের সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী হরিশাধন সরকার।

শ্রীরামপুর রূপক সন্থ পাঠাগার

গত ২রা এপ্রিল, ১৯৭৮ বর্ধমান জেলার যাদনা থানার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মরঙ্গল প্রণেতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপকায় চক্রবর্তীর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। মহাকবি রূপকায়ের 'ধর্মরঙ্গল' বর্ণিত ভূমিকার তৎকালীন সামাজিক চিত্র, গ্রামীণ পরিবেশের বর্ণনা ও পারিবারিক যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা সুখীজন সভার হৃদয়তাবে পরিবেশন করেন। 'ধর্মরঙ্গল' পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় 'মহাকাব্য'। এছাড়া 'মহাকবি রূপকায় জয়ন্তী স্মরণিকা' আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সন্থ

গত ১৩ই মে সন্ধ্যার সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য নিম্নলিখিত সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—ডাঃ মৃগাধী মোহন মুখোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি—সুভাষ চন্দ্র ঘোষ ও অমির কুমার নন্দী। সাধারণ সম্পাদক—গণেশ চন্দ্র নন্দী। সহ-সাধারণ সম্পাদক—করুণা মীল। পাঠাগার সম্পাদক—জামল পাল। জন-কল্যাণ সম্পাদক—কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—সরৎ নন্দী। ক্রীড়া সম্পাদক—সনৎ দাস। পত্রিকা সম্পাদক—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক সম্পাদক—অনন্ত কুমার দে।

পরবর্তী ১৪ই মে সন্ধ্যার নবনির্বাচিত পুঁহে বিকাল ৫টার সন্ধ্যায় ১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অফিসানে সভাপতিত্ব করেন সন্ধ্যার সভাপতি শ্রদ্ধেয় ডাঃ মৃগাধীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক : মিস্ত্রি চক্রবর্তী
অসিতান্ত দাস

Library Law Drafting—Report

This is a brief report on the drafting of Public Libraries Act, 1978, a committee for which was constituted by the State Govt. The revised draft has been placed before the Govt. As the draft Bill is under consideration of the Govt, it has not been printed here.

P. Roy Chaudhury
Secretary
Bengal Library Association

A REPORT ON THE DRAFTING OF A BILL OF WEST BENGAL PUBLIC LIBRARIES ACT. 1978.

The Committee was constituted by the Govt. of West Bengal under their following resolution with membership and terms of reference as indicated below :

Education Department
S. E. Branch

No. 204-End (SE)
5L-66/67.

Dated, Calcutta the 13th March '78

The Government intend to introduce a bill covering all the major issues touching libraries of the State. To prepare a comprehensive draft bill for this purpose the Governor is pleased to constitute a committee with the following persons :

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Director of public Instruction, Govt. of West Bengal. | — | Chairman (ex-officio) |
| 2. Deputy Director of Public Instruction (Social Education), Govt. of West Bengal. | — | Secretary (ex-officio) |
| 3. Librarian, National Library, Calcutta. | — | Member |
| 4. Secretary, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta. | — | Member |
| 5. Librarian, State Central Library. Calcutta. | — | Member |
| 6. Shri Phani Bhushan Roy, 144, Maharaja Nandakumar Road, Cal-700029. | -- | Member |
| 7. Shri Prabir Roy Choudhury, | | |

- 27/2, Chakraberia Road (South), Cal-700025. Member
8. Shri Satya Brata Sen,
50. Akhil Mistry Lane, Cal-700009. Member
9. Shri Sourendra Mohan Ganguly,
100/1, Bhupen Basu Avenue, Cal-700004. Member
10. Shri Pramil Chandra Basu,
'Suradhani', Basunagar, P. O. Madhyamgram
24-Parganas. Member

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :

1. Preparation of a draft bill on Library Legislation covering all major issues touching libraries in the State, including the following details :

- a) Administrative Pattern,
- b) Resources and financial arrangements.

11. To advice on any other matter relating to proper establishment and functioning of library services in the State.

The committee met/four times on the dates mentioned below :

| Meeting | Date | Attendance |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st Meeting | 5. 4. 78. | All except Dr. B. P. Barua, Secretary, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta. |
| 2nd Meeting | 25. 4. 78. | All members attended the meeting |
| 3rd Meeting | 10. 5. 78. | —do— |
| 4th Meeting | 25. 5. 78. | All except Librarian, National Library (Calcutta) attended the meeting. |

All the meetings were held in the Committee room of the Director of Public Instruction at Writers' Buildings, Calcutta.

In the second meeting held on 25. 4. 78 the Committee started their discussion on the basis of the draft bill of West Bengal Public Libraries Act, 1978 prepared by the Bengal Library Association. This draft bill was submitted by the Association on the basis of a resolution adopted in the meeting of the Drafting Committee, held on 5. 4. 1978. The Association claims to have drafted the said bill on the basis of : —

- A) Other bills drafted by some expert committees and working groups, viz.
 - i) Model Public Libraries Bill, drafted in 1963 by a Committee under the Chairmanship of Rs. D. M. Sen, the then Education Secretary of Govt. of West Bengal, the Committee was appointed by the Govt. of India in response to the recommendations of the Advisory Committee for Libraries (1959) appointed

by the Ministry of Education, for enactment of suitable legislation by State Govts.

- ii) Model Public Libraries Bill drafted in 1965 by the Planning Commission, Govt. of India, and
- iii) Model Public Libraries Act drafted in 1972 by Dr. S. R. Ranganathan, the international expert in Library Science and then National Research Professor in Library Science. The bill was discussed and approved in the All India Seminar on Public Library System held at Bangalore during 28 to 30 April, 1972, and

B) Relevant Act in force in the four states of India as follow :

- i) Madras Public Libraries Act, 1948 (Madras Act XXIV of 1948 : came into force on 1st April 1950)
- (ii) Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1960 (Act VIII of 1960 : came into force on 1st April 1960)
- iii) Mysore Public Libraries Act 1965 (Mysore Act of 1965 : Came into force on 22nd April 1965)
- iv) Maharashta Public Libraries Act, 1967.

The draft was circulated to the members on 2. 5. 78 and was considered by the Committee in third meeting held on 10. 5. 78.

C) The bill was thoroughly discussed in several conference.

The draft with same corrections and modifications was then approved by the Committee with Shri S. K. Gupta, Deputy Director of Public Instruction (Social Education regarding a note of dissent.

The draft has been prepared keeping in mind a few fundamental considerations. These are—

- i) that the library services rendered by the system should be absolutely free of charge. It is socially to put any direct or indirect impediment to an user's success to documents or information of his or her choice.
- (ii) That rendering of this important service should be the direct responsibility of the Govt. Considering the social importance of the service it must not be left to the care of either fully private or sponsored bodies over which the Govt. 's control is remote and the Govt.'s responsibility to the public is equally so in such cases.
- (iii) That rendering of this service should not be left to the care as a secondary responsibility, of any dept. already overburdened with other work and not possessing any specialised professional competence to arrange for administration of such a complex service on a state basis.

(iv) That for efficient control and administration of a state wide net work of public library system, the entire work should be put in charge of and looked after by a separate Directorate of Library Service which should be created for the purpose.

The remaining provisions of the law are just to ensure maximum participation of different sections of the public at different levels for smooth administration of Act.

The approval draft is given in the Appnedix.

Though the Committee has not suggested detailed estimate of cost for the entire public library system, the Committee would prefer to indicate desirable amounts that should be spent for the purpose.

The Committee is opinion that the public library system has to play a major role in giving support to the education imparted to the public through different formal and nonformal ways. Its budget should therefore be linked up with the Education budget of the state. In the Opinion of the Committee 2.5% of the total Education Budget of the state is a reasonable sum that should be spent for administration, maintenance and development of free public library system in the State. Some of the expert bodies have recommended a higher allotment for the purpose. Calculated on the basis of the existing Educational budget 2.5% comes to about Rs. 4.65 crores. It is understood from the information supplied by the DDPI (Social Education) that the Govt. is now spending about Rs. one Crore (Rs. 99.31 lacs) which excludes expenditure on Govt. controlled public libraries (out of consolidated fund). The Govt. may therefore decide to fix up the minimum for the Bill keeping in mind the extreme social importance of the service that the entire community may get from the public library system. The Committee therefore recommends that, if necessary the programme be implemented in phases. The phases and the priorities will be determined on the basis of funds actually available for the purpose.

In its 4th meeting, the Committee felt it necessary to advise as follows as per terms of reference item II; for consideration of the Govt. :

1. In view of the expected Library law for West Bengal to be enacted soon, it is advised that grant toward different categories or Public Libraries should be regulated as per table below :—

(a) Sponsored Libraries

| Categories of Libraries | No. of Libraries | Grant for each Library | | | | Total for each Library |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | Salary, Allowance CPF contribution Interim pay & Exgratia | Books & Journals | Contin- gent includ- ing mainte- nance & etc. | mobile- libraries services, cost of petrol & repair | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1) District Library | 17 | 36,000/- | 10,000/- | 7000/- | 6000/- | 59,000/- |
| 2) Sub-Divn. Town & Secondary Library | 32 | 15,000/- | 4,000/- | 3000/- | — | 22,000/- |
| 3) Rural / Area Library & the Like | 707 | 7,100/- | 1,000/- | 1400/- | — | 9,500/- |
| Total : (59000/-X17) + (22000/-X32) + (9500/-X707) = | | | | | | 84,23,500/- |
| b) Grant-in-(b) aid to Library run by Voluntary organisation. | 1000 approx | — | 250/- average | — | — | 2,50,000/- |
| c) Govt. Libraries | 8 | From Consolidated Fund | | All these for Purpose excluding expenses from consolidated fund. | | 2,50,000/- |
| d) Institutional Libraries as mentioned by DDPI (SE) in his letter Dt:- | 22 | For all these purposes | | | | 3,00,000/- |
| e) Librarianship Training Centres | 2 | For all these purposes (excluding mob. lib. Service), and for payment of stipend etc. @ 56,000/- each i.e. | | | | 1,12,000/- |
| f) Grant to Library Associations or the like | 3 | For maintenance | | | | 30,000/- |
| g) Contribution to Raja Ram Mohan Roy Library Foundation. | | | | | | 2,00,000/- |
| h) For all other Committed expenditure not mentioned above | | | | | | 2,82,500/- |
| Total— | | | | | | Rs. 98,48,000/- |

While recommending the above scale of grant, consideration has been given to the expenditure of Rs. 99,3100/- incurred during the financial year 1977-78, and the following budget provision for the year 1978-79,

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1) 277 Education-Non-Plan II Development & expansion of Library Science, H. General V Other expenditure grant in aid / contribution | Rs. 13,30,000/- |
| (2) 277 Education—4th Plan-Committed Development & expansion of Library Service, H. General V Other Expenditure, grant in aid/contribution. | Rs. 5,56,000/- |
| (3) 277 Education—5th Plan—Development & Expansion of Library Service, H. Genl. V Other Expenditure, grant in aid/contribution. | Rs. 28,50,000/- |
| (4) 288 Art & Culture : Non-Plan I Public Libraries, grant in aid/contribution. | Ks. 62,00,000/- |
| (5) H-Genl-V-Other expenditure Non-plan-Training in Librarianship, grant in aid/contribution. | Rs. 32,000/- |
| (6) H. Genl V-Other expenditure III 5th plan, Development of Training in Librarianship grant in aid/contribution. | Rs. 80,000/- |
| (7) Amount to be made available for payment of Interim pay. | Rs. 4,00,000/- |
| Total— Rs. 1,14,48,000/- | |

Therefore, the balance amount of Rs. 16,00,000/- should be utilised for the purpose of implementation of the proposed Library Act.

No amount should be spent this year for non-recurring grant to any institution, if there is no commitment in the previous year years except under very special circumstances.

No book should be purchased centrally either at District Level for distribution to any Library.

Henceforth all grant should be released through District Social Education Officer except State Central Library with instruction to submit disbursement Statement at an interval of 3 months within the 1st week of July, October, January and April.

2. It is advised that the posts lying vacant in govt. and sponsored Libraries should be filled up immediately as per single set of rules. Otherwise such Libraries with small number of staff are bound to suffer in many respects.

3. It is advised that every High School & Higher Secondary School of West Bengal should be provided with a professionally qualified graduate to ensure school library services to students and others in an appropriate manner.

4. It is advised that a permanent Library Development Advisory Committee at State Level consisting of not less than 16 members be constituted and appointed related to Library maintenance development etc. and to advise on the matters till the enactment and implementation of Library Law in question.

**Memorandum Submitted To
The West Bengal Pay Commission, 1978
On The Pay & Status Of
Library Workers Working In
Different Categories Of Libraries
In West Bengal**

**BY
THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION**

TABLE OF CONTENTS

| Section Number | | Page |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0 | IMPORTANCE OF LIBRARY SERVICE | 1 |
| 1 | LIBRARY PERSONNEL & LIBRARY SERVICE | 2 |
| 2 | CATEGORISATION OF LIBRARY PERSONNEL | 3 |
| 21 | Professional Personnel | 3 |
| 22 | Semi-professional Personnel | 3 |
| 23 | Non-professional Staff | 3 |
| 3 | DEFECTS & LIMITATIONS IN EXISTING CONDITIONS | 4 |
| 31 | Lack of Proper Understanding About the Role of Libraries & Library Personnel | 4 |
| 32 | Violation of the Principle : Equal Pay for Equal Work | 5 |
| 33 | Defective Criteria for Determination of Pay Scale : Book Strength | 6 |
| 34 | Anorionalous and Confusing Situation Existing in the Administration of Libraries | 7 |
| 341 | Absence of Scientific Method of Categorisation of Libraries | 7 |
| 342 | No Proper Categorisation of Library Staff | 7 |
| 343 | Heterogeneous Designations of Library Staff | 8 |
| 344 | Differentiation in Recruitment Qualifications | 8 |

| Section Number | | Page |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 345 | No Scope for Promotion | 8 |
| 346 | No Uniform Fringe Benefits | 8 |
| 4 | CERTAIN FACTORS NEED TO BE CONSIDERED BY THE PAY COMMISSION | 8 |
| 41 | Proper Categorisation of Libraries and Library Personnel | 8 |
| 42 | Recognition of the Professional and Administrative Responsibilities of Library Cadres | 9 |
| 43 | Adoption of the Principle— "Equal pay for Equal Work" | 9 |
| 44 | Timescale and Rate of Increment | 10 |
| 45 | Avenues of Promotion and Stagnation Benefit | 10 |
| 46 | Abolition of Fixed Pay | 10 |
| 47 | Recruitment Policy | 11 |
| 48 | Fixation Policy | 11 |
| 491 | Age of Retirement | 11 |
| 492 | Service Rules | 11 |
| 493 | Appropriate Designation | 12 |
| 4931 | Introduction of Profession Based Designation | 12 |
| 4932 | Rationalisation of Designation | 12 |
| 4933 | Abolition of Double-Barrelled Designations Alloting Multiple Responsibilities and Derogatory Designations | 13 |
| 494 | Need for Creation of West Bengal Library Service Cadre | 13 |
| 5 | NEED BASED MINIMUM WAGE BASIC PRINCIPLE FOR PAY REVISION | 14 |
| 51 | Concept of Minimum Wage | 15 |
| 52 | Recommendations of Indian Labour Conference | 15 |
| 53 | Price Level for Calculations for Need Based Minimum Wage | 16 |
| 54 | Our Suggestions Regarding Need Based Minimum Wage | 16 |
| 6 | Other Fringe Benefits | 17 |
| 61 | Dearness Allowance | 17 |
| 62 | Medical Benefit | 17 |
| 63 | House Rent Allowance | 17 |

| Section Number | | Page |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 64 | Hill Allowance | 17 |
| 65 | Leave Travel Concession | 17 |
| 66 | Education Allowance for Children & Dependants | 18 |
| 67 | Retirement Benefit | 18 |
| 68 | Staff Development Programme | 18 |
| 7 | SOME IMPORTANT RECOMMENDATIONS OF EARLIER COMMISSION & COMMITTEES | 18 |
| 71 | Recommendations of the Advisory Committee for Libraries Appointed by the Govt. of India in 1958 | 18 |
| 72 | Recommendations of the Education Commission (1964-'66), Appointed by the Ministry of Education, Govt. of India Regarding Pay Scales of Librarians Working in School Libraries | 19 |
| 73 | Recommendations of Different : Committees and Seminars on the Pay & Status of Polytechnic Library Staff | 19 |
| 74 | Recommendations Regarding Pay and Status of College and University Library Staff | 20 |
| 75 | Recommendations of the Pay Commission, Government of West Bengal, 1967-'69 | 20 |
| 8 | NORMS OF LIBRARY SERVICE & MINIMUM STAFF REQUIREMENTS | 21 |
| 81 | Norms of Library Service | 21 |
| 82 | Minimum Staff Requirement | 22 |
| 9 | PAY SCALES RECOMMENDED FOR STAFF OF DIFFERENT CATEGORIES OF LIBRARIES | 24 |
| 90 | Basis of Grouping & Rationale Behind Recommendation | 24 |
| 901 | Basis of Grouping of Libraries | 24 |
| 902 | Rationale Behind the Recommendations | 24 |
| 91 | Public Libraries Group : Pay Scales : Recommendations | 25 |
| 92 | Departmental Libraries Group : Pay Scales : Recommendations | 26 |
| 93 | College Libraries Group : pay Scales : Recommendations | 28 |
| 94 | School Libraries Group : Pay Scales : Recommendations | 29 |
| 95 | Appeal for Interim Relief | 29 |

**Memorandum Submitted To The West Bengal Pay Commission 1978 On
The Pay And Status Of Library Working In Different Categories Of
Libraries By The Bengal Library Association.**

O. Importances of Library Service

Modern world has already accepted that a well organised library and information service is an essential necessity for social, economic and cultural development of the community. Modern library is now interpreted as "Learning Resource Centre", where various kinds of print, non-print and audio-visual materials are procured, processed and organised for use of various kinds of clientele for various purposes.

One of the essential functions of education is to help in the arousing, developing and full blossoming of their faculties, apparent or latent, dormant or potential of individuals who, in their turn, will contribute for social development and progress. This process of development of the self is a continuous one and it spreads over the whole life of the individuals. Formal education as imparted in schools, colleges and universities can be acquired by individuals for only a limited period in the early part of their life. Moreover most of the persons in our country today cannot afford to pass through the stages of formal education. Again, those who go for formal education, most of them even cannot afford to pass through all the stages of education. But all these people, highly literate and specialists, literate, neo-literates and illiterates, are required to play their roles in the socio-economic development of the country. But the problem lies in keeping the people informed and alert throughout their life, So that they can play an effective role in individual and social life. It is the library and information service which alone can play the most vital role to keep the people regularly fed with knowledge or information and to help them retain what they have acquired in the different stages of formal education. Besides, it should be kept in mind that in decision making process the role of information is crucial and vital.

The Bengal Library Association feels that as in cases of various other essential needs of human life, such as, food, clothing, shelter, education, etc, people should have an equally full right to have access to knowledge or information that they may need for proper living. To maintain this flow of knowledge or information uninterrupted, to make the foundation of democracy sound and to help in the development of a courageous and liberal minded people, to eradicate illiteracy and to ensure spread of primary and adult education, to help retain the education that have already been distributed in the formal stages of education, to supplement the inadequacy of formal education, to save education, and culture from decay and deterioration, to accelerate socio-economic development of the country, and above all to bring the expensive aspects of acquiring knowledge or information within the reach of common people, we have nothing but to look to the library and information service.

Unless the social importance of the library and information service as visualised above is appreciated in its proper perspective, one cannot realize the role of library personnel in giving proper shape to such library and information service and the pay and status due to them for effective rendering of such services.

1. Library Personnel and Library Service

Library and information personnel and their fellow workers, by whatever names they are called, are essentially responsible for building, maintaining and running the library and information service. They are, therefore, responsible for selecting, collecting, processing, organising such documents and information effectively and comprehensively and disseminating the information thus organised to the different persons with different purposes or to meet different kinds of other social needs. They have to organise such type of service not only to meet current needs but also to organise in anticipation to be of use in times of need. To organise this service in an effective manner, the profession of librarianship has been steadily developed during the last century. As library service is a professional service, the professional staff from the topmost cadre of Librarian to the lowest cadre of Library Assistant play very vital role and the other auxiliary staff such as, semi-professionals and non-professionals collaborate with them for effective management of this service. The overall quality and usefulness of the library largely depends upon the dynamic efficiency, technical know-how and co-operative spirit of working of the entire library personnel.

2. Categorisation of Library Personnel

The basic principle of management science demands that in order to attain the optimum result from the working of a band of workers engaged in an organisation, it is essential that at the initial stage itself, the band of workers, here the library personnel, should be categorised in different groups on scientific lines. Unscientific categorisation cannot but results in loss and wastage due to inefficient functioning.

Generally, in a modern library, there are broadly the following three groups of library personnel :

21 *Professional personnel*—There may be different levels of professional personnel—from the topmost level of highly skilled professional-cum-managerial personnel to the lowest level of skilled professional personnel. In this context, we should know very precisely what we mean by professional personnel. Professional personnel are those who are required to have some professional in library and information science, whatever may be the level of training, for performance of professional jobs. Professional jobs, in this context, are those jobs for execution of which specialised knowledge of library and information science is essential. Higher cadres of group are required to perform supervisory-cum-managerial and administrative duties, while the junior cadres may have to do professional jobs of more or less routine or repetitive types.

22 Semi-professional personnel—Semi-professionnel are those who may not be required to have any regular specialised training in library and information science, but their nature of jobs may demand some amount of specialised experience acquired during the course of work. One example of this category is Library Attendants who are differently designated at different places as Library Sorters, Literate peons etc.

They perform duties in circulation and reference counters, stacks, reading rooms etc., to fetch documents from the shelves on receipt of requisitions from users and to restore to their appropriate places. Performing these jobs will require some sort of skill and experience and such they are required to be treated differently from other staff.

23 Non-professional staff—Besides, the above there is another category of staff who are non-professional. This category consist of clerical staff (Clerk, Typist, Accountant, Cashier etc.), Technical and skilled staff (Photographer, Binder, Driver, Projectionist etc.), Class IV staff (peon, Mali, Darwan, Night Watchman, Sweeper, Cleaner, etc.). Because of a similarity in the pattern of services rendered by them staff of this category are required to be treated at par with other Govt. employees of similar cadres.

3. Defects and Limitations in Existing Conditions

Pay and status of library personnel working in different types of Govt. controlled, sponsored and aided libraries display many defects and limitations, some of them are as follows :

31 Lack of Proper understanding about the role of libraries and library Personnel.

It is regrettable that even after thirty years of Independence the proper role of libraries, be it a public library or an academic library or a Govt. departmental library, has not been duly recognised. That the academic programmes (be it in a school, or in a college or in a polytechnic, or in a Govt. controlled specialized college or in a college of Technology) cannot be successful unless we make our education library oriented is yet to be realised. That a public library (be it Govt. controlled, or sponsored or aided) can play a vital role in spread of education, in cultural uplift of the people and as an information centre for socio-economic development of the country, is yet to be recognised. That a Govt. departmental library is an essential necessity for executives, planners and decision makers at different levels, is yet to be understood in proper perspectives. How defective is Govt's attitude towards libraries can be illustrated by one example. It has been suggested there may be some libraries where service of professionally qualified Librarians may not be required. It is now universally accepted that no collection of documents can be called a Library and can be expected to give an efficient and effective service unless this is soundly organised on a scientific basis and managed by properly qualified library personnel.

This unhelpful and unscientific attitude is responsible for the extremely deplorable and distressing condition of the libraries and also of pay and status of library workers

working in different categories of Govt. controlled, sponsored and aided libraries. Nowhere the pay scales and status offered to the library personnel are commensurate with their academic and professional qualifications, experience, administrative and technical responsibilities. Many cases may be cited to illustrate this lack of proper understanding about the role of library personnel in library service. To be brief, only one example is quoted here. Rural Librarians with the minimum qualifications of School Final & Certificate in Library Science are expected to perform some sort of professional and administrative responsibilities in running the library service at the rural level. But they are offered pay scales much lower than those of the L. D. Clerks for whom the minimum qualification is S. F and whose job responsibilities are much less than those of the Rural librarians. This position should be changed not only in the economic interest of the library personnel but also in the greater interest of the library and information service. Improvement and expansion of better library and information service demands properly paid staff with due status and security of life.

32 Violation of the Principle : Equal Pay for Equal work

The basic principle of "Equal pay for Equal work" is never adhered to in suggesting pay scales for library staff working in Govt. controlled, sponsored and aided libraries. It will appear that with equivalent qualifications and the same type of job responsibilities, one group of library staff are put into lower pay scales as compared with their counterparts elsewhere. Only few examples may be quoted here to justify the statement :

a) Librarians of Govt. Sponsored District Libraries (Rs. 270-540 + Rs. 25 as special pay or Rs. 237-404 + Rs. 23 as special pay) are offered pay scales lower than those of the Librarians of Govt. controlled Central libraries at Taki, Banipur, Kalimpong and Uttarpara Jaikrishna Public library and the Asst. Librarian of the State Central Library (Rs. 400-730) although the qualifications stipulated and duties allotted are similar. However, we would also state that the pay scale offered even to these cadres (Rs. 400-750) is not at all commensurate with professional and administrative responsibilities that they have to perform. In addition to the above they have suffered consistently as a result pay revisions since 1961.

b) Librarians and Asst. Librarians of some of the non-Govt. colleges, having same qualifications and performing same nature of job, are offered much lower pay scale (Lower Division Clerk Rs. 230-425) than their counterparts in Govt colleges (Pay scale (Rs. 300-600). Even then the pay scale of the latter is not commensurate with the nature of job and responsibilities.

c) Two types of pay scales exist for School Librarians having same qualification and performing same nature of job, when the Librarians of Govt. Schools get the pay scale of Rs. 300-600, Librarians of private schools get the scale of pay of Rs. 250-500. None of these pay scales, however are not commensurate with the nature of responsibilities and job allotment.

d) There are two types of Polytechnic Librarians of them one group is in the scale of Rs. 300-600, while another group is in the scale of Rs. 250-550 or even a lower scale. None of the scales however are commensurate with the nature of responsibilities and job allotment.

e) There are two types of Govt. Departmental Libraries for one type. The Librarians are required to have professional qualifications and they are placed in the scale of Rs 300-600, for another type. The Librarians are not required to have professional qualifications and they are placed in the scale of L. D. C. (Rs. 230-425). None of the pay scales however are commensurate with the nature of responsibilities and job.

f) Librarians and staff of some aided institutions such as, (Pratap Chandra Memorial Library, Audio-visual centres, Community Hallcum-Library etc.) are offered very poor fixed pay years after years, not to speak of equal pay for equal work.

g) Similarly, the Other professional staff, the Clerical staff, Drivers and the Class IV staff working in Govt. Sponsored and Govt. aided libraries are fixed in pay scales lower than those enjoyed by their counterparts in Govt. libraries. However none of these scales commensurate with nature of responsibilities and job allotment.

There is no justification for this type of discrimination. This should be abolished and pay scales should be determined on the basis of the principle of equal pay for equal work, wherever the work is performed.

33 Defective criteria for determination of pay scale : Book strength

In order to firm up appropriate pay scales for different categories of libraries in a judicious manner, it is necessary to develop certain norms or standards for measuring their performance on scientific and objective basis

The Pay Committee, appointed in 1960-61 by the State Govt., recommended certain pay scales for Librarians basing on the number of volumes the libraries possess. The same recommendation is followed by the State Govt. till today, though it was discarded by the last Pay Commission, appointed by the State Govt in 1968. This Commission clearly stated that the number of volumes of stock may be one of the criteria for determination of number of staff in a library but it cannot be only factor for determination of pay scales.

This practice of determining the importance of libraries on the basis of the number of volumes they possess, is quite illogical, unscientific and altogether out of date in the context of modern library service. This practice has brought a retarding effect on the motivation of the librarians.

An active library is judged not by the number of volumes it possesses but by the nature and extent of different kinds of services that it renders, number and composition of the clientele that it serves and the nature and extent of the collection it possesses. An untidy collection

of documents, many of which may be rarely used cannot ensure the most congenial condition for optimum utilisation of the resources. If numerical strength of collection is made all important, it is feared that it may encourage enlisting of materials of doubtful value and discourage weeding out of outdated and unnecessary documents. This is against one of the very basic principle of library service which emphasises that 'Documents are for use', not for preservation.

34 Anomalous and confusing situation existing in the administration of Libraries

One basic requirement for development of norm or standard for assessment of performance of the library personnel is to remove the glaring anomalous and inconsistencies that may exist and vitiate taking of any scientific step for obtaining a result. A look at the plight of libraries in West Bengal under direct Government administration or sponsored or aided by Government will show some such glaring anomalies and inconsistencies, a few of which are listed below as specimen cases.

341 Absence of scientific method of categorisation of Libraries

The libraries have not been categorised on the basis of any scientific method. For example, there are colleges or college type organisations under different administration, general and professional, Govt. Colleges (End. Dept.), Medical colleges (Health Dept.), Agricultural and Veterinary colleges (Agriculture Dept.), Sponsored colleges (managed by sponsored bodies), Colleges of Leather technology, Ceramic and Textile Technologies (Commerce and Industries Dept.), private aided colleges (private management), polytechnics (Govt. controlled). On the basis of the nature of clientele served and the nature of services rendered by them, these should be grouped together and the same norms should be followed for determination of pay scales, etc. in cases of similar type of institutions. The libraries should therefore, be categorised on the basis of the nature of clientele served and nature of services rendered, irrespective of whether it is controlled by a particular Dept. of the Government or it is a sponsored or private institution. The pay structure suggested by the Bengal Library Association in this memorandum is based on categorisation of libraries on scientific method.

342 No proper categorisation of library staff

Categorisation of libraries on a scientific basis a precondition for a scientific categorisation of the library staff without which no judicious decision regarding proper payscale is possible. Scientific categorisation of library staff is therefore, totally absent from the West Bengal Library scene. The first glaring example under this head is the existence of two types of librarian, under the management of Govt. itself. One category of these Librarians require professional training but the category of librarians do not require any professional training for performance of their duties. No Librarian can perform his duties efficiently without adequate professional training. The cadre of librarian is therefore a professional cadre everywhere in this world. Basing on the academic and professional qualifications

and the nature of responsibilities and job they perform, the Association has suggested the principle for categorisation of library staff in Section 2.

343 Heterogeneous designations of library staff

Appropriate, clear and profession-based designations are essential in order to avoid any misunderstanding in duty allotment etc. This has also been completely disregarded for describing different cadres. For example, different types of designations exist for professional staff in different libraries : Sr. Librarian, Librarian, Technical Assistant, Jr. Technical Assistant, Library Assistant, Catalogue etc.

344 Differentiation in recruitment qualifications

There is no uniform recruitment qualification policy for library personnel working in a particular cadre in the same level. For example, minimum qualifications for the post of Librarian and Assistant Librarian in Government controlled colleges and schools are graduation B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc., whereas the prescribed minimum qualification for the post of Librarian and Asstt. Librarian in non-Govt. private colleges is Master degree. B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc.

345 No scope for promotion

Ordinary rules for social justice demands that any individual recruited at a particular point should have some scope for promotion which will work as an incentive for his/her alround betterment. Unfortunately, however, virtually no avenue for promotion exists for library personnel working in different libraries. For lack of West Bengal Library Service cadre the scope of promotion is very limited and as a result one has to join to and retire from the same post.

346 No uniform fringe benefits

Different kinds of fringe benefits, such as D.A., H.R A., Medical Allowance etc., widely vary from Library to library.

4 Certain Factors Need to be Considered by the Pay Commission

As steps for removal of the anomalies and inconsistencies, the Pay Commission may consider the following recommendations of this Association :

41 Proper categorisation of Libraries and Library personnel

a) There should be categorisation of libraries basing on the nature of clientele served and the nature of services rendered.

b) There should be proper categorisation of Library personnel basing on academic and professional qualifications and nature of responsibilities assumed and jobs performed by them. The methods normally adopted for the job evaluation are—(i) ranking method,

(ii) grading or classification method, (iii) factor comparison method and (iv) the point rating method.

The Bengal Library Association has categorised libraries and library personnel basing on some of those principles and has suggested pay structure accordingly in Section 9.

42 Recognition of the professional and administrative responsibilities of library cadres

a) Due recognition should be given to the professional and administrative responsibilities of Library cadres. The cadre of the Librarian, be it State Librarian and Rural Librarian, and the Asstt. Librarian, implies both professional and administrative responsibilities. Besides performing different levels of professional jobs of different levels, they have to discharge different levels of administrative and managerial responsibilities.

b) The cadre of Librarian or Sr. Librarian are expected to take major responsibilities for preparation of plans and programmes for a Library or Library system.

c) The cadres of Library Assistant and Library Attendant have to discharge different levels of professional and semi-professional responsibilities respectively.

d) Under the existing conditions, the wage differences are maintained between different levels of workers for some specified reasons.

In this connection, the Bengal Library Association wants to draw the attention of the Commission to the fact that The Committee on Fair Wages had recommended that differentials in wages should take the following factors into consideration :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Degree of Skill | 2) Strain of Work |
| 3) Experience Involved | 4) Training Required |
| 5) Responsibility Undertaken | 6) Mental and Physical Requirements |
| 7) Disagreeableness of the Task | 8) Hazard Involved |
| | 9) Fatigue Involved. |

The Bengal Library Association has given due recognition to the professional and administrative responsibilities of different levels of library cadres in different categories of libraries and has suggested pay scales accordingly in Section 9.

43 Adoption of the principle "Equal Pay for Equal Work"

a) The basic principle of "Equal Pay for Equal Work" is a norm of international recognition. It should, therefore, be adopted for determination of pay structure of employees, whether working in Government controlled, sponsored or aided organisations. The pay scale of the employees working in different cadres with different designations should be rationalised basing on this principle of "Equal Pay for Equal Work".

b) In support of the above contention, The Bengal Library Association would like to draw the attention of the Commission to some important recommendations which were made by some responsible bodies in the recent past :

- i) "Equal Pay for Equal Work" (Administrative Reforms Commission, Government of India).
- ii) "Pay what Other Responsible Employers Pay for comparable Work" (Priestely Commission, United Kingdom).

The Bengal Library Association accepts the opinion prevailing in the national as well as international field and has given recognition to the principle while suggesting pay structure for library personnel in Section 9.

44 Time Scale and Rate of Increment

The basic principles of management as well as of social justice demands that there should be some regular methods of giving incentives to the employees to get from them the best kind of service that is possible. This is obtained through sanction of increment, through periodic revision of pay scales and through promotion in service. The Bengal Library Association feels that—

i) After every five to seven years the pay scales should be revised with a view to avoid any erosion in real wage for which the Library personnel are not at all responsible. The pay scale should be framed within the limit of shorter Time Scale. We would, therefore, suggest that the pay scales should be framed within the time limit of 15 years.

ii) The lowest rate of increment in a scale should in no case be less than Rs. 10.00.

45 Avenues of Promotion and Stagnation Benefit

Promotion is a means of giving incentive to the employees and is at the same time economical, in the sense that the benefit of experience which is of vital importance to any organisation is available without any extra cost. The Bengal Library Association, therefore, holds the view that there should be more than one scope of promotion in the service career of an employee which generally ranges from 30 to 35 years. At present there are a huge number of library staff working in different categories of libraries who have no scope for promotion during their entire service career. This state of affairs should be immediately changed and at least one avenue of promotion should be immediately opened, pending finalisation regarding opening of other avenues. The Bengal Library Association, therefore suggests that there should be at least one scope for promotion in the total service career of an employee and if any employee has not been able to avoid of any promotion during the last 10 years (approximately total service years) of his service career in a particular organisation or if an employee has reached the maximum of the pay scale and has been stagnating, he should automatically be fixed in the next higher scale in existence.

46 Abolition of Fixed Pay

For reasons already stated the practice of asking people to work on fixed pay basis is an anachronism and goes against all principles of good management. This Association, therefore, cannot but regret that some library workers are working in certain Govt. Sponsored or aided institutions in very poor fixed pay for years together (a few examples of cases are—Pratap Chandra Majumdar Memorial Library, Calcutta, Audio-visual Centres, Library-cum-community centre, etc.) The Bengal Library Association very strongly urges upon the Pay Commission to recommend introduction of proper pay scales for them. Considering the nature of service rendered by these libraries, we have categorised them in proper place and suggested pay scales for the library personnel concerned in Sec. 9.

47 Recruitment Policy

For building up a qualified and competent cadre efficient enough to render a public service of the nature of Library Service, the administrative authority should have some sound recruitment policy which should be imposed strictly and impartially for this framing of policy and its impositor :—

The Bengal Library Association would like to suggest the following for consideration of the Pay Commission :

a) At the time of recruitment, strict adherence should be made to the prescribed qualifications, allowing some relaxation only to the existing staff who have quite long experience.

b) The Bengal Library Association is against any dual system of recruitment. The Association is of the clear view that direct recruitment should be made at the cadres at some specified lower levels and posts in higher services and cadres should be filled up by promotion only from lower services or cadres, provided the candidates have the minimum prescribed qualifications at the time of promotion. For smooth working of this suggestion a 'West Bengal Library Service' Cadre is to be created which has been discussed in Sec. 494.

48 Fixation Policy

It is a general experience that unless some clear cut procedures are suggested by the recommending body a lot of complications arises at the time of implementation of the recommendation and fixation of pay in the revised scales. There should therefore be a clear cut recommendation regarding such fixation of pay in the revised scale. The very purpose of revision of pay is to extend benefit to the existing employees who have already rendered long service. In this context the Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to recommend that the principle of Point-to-Point fixation of Pay in the revised scales should be adhered to in cases of the library employees.

491 Age of Retirement

There should be uniform age of retirement for all employees, whether working in Govt. organisations or in Govt. sponsored or aided institution. Considering the fact that the maximum age limit for appointment has been extended to 35 years, the Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to recommend 65 years as uniform age of retirement for all employees of Govt. Sponsored or Aided institutions and no further extension should be given on any grounds after superannuation.

492 Service Rules

Clear and specific service rules are of advantage to the employees as well as to the management. Such rules reduce areas of conflict and eliminates apprehension or uneasiness. At present such rules are more or less non-existent in non-Governmental Libraries. The Association feels that the Pay Commission may consider recommending as follows :

a) There should be uniform Service Rules for employees, whether they are working in Govt. controlled organisation or in sponsored or aided institutions

b) For this purpose, the WBSR be suitably amended to eliminate provisions harmful to the interest of the employees and allowing trade union rights to the employees

The Bengal Library Association would support the suggestions put forwarded by the State Co-ordination Committee of West Bengal Govt. Employees Associations and other Unions.

493 Appropriate Designations

The basic purpose of all designations is to indicate as much as possible of the following three aspect of a designee. i) The type of service that is rendered ii) The position of the designee in the staff hierarchy of the organisations. Well thoughtout scientific designations achieve all the three and generate a spirit of confidence and awareness of responsibility into the bargain. The Library field in West Bengal is absolutely chaotic in this respect.

4931 Introduction of Profession-based designation

a) The Bengal Library Association therefore urges upon the Pay Commission to recommend profession-based designations for Library professionals to eliminate the existing anomalous and confusing conditions.

The Library personnel having professional qualifications and doing professional job will come within the purview of such profession-based designations. These profession-based designations will identify the profession and will indicate the position of the designee in the hierarchical order of the designation. For example, if an organisation has the

following existing cadres of professional, such as, Sr. Librarian, Librarian, Asst. Librarian, Library Asst., these may be redesignated as Librarian A, Librarian B, Librarian C, Librarian D. These will clearly show that all of them are doing Librarian's job at different levels.

b) Similarly, Library Attendants and other Class IV staff with different designations doing the job of Library Attendant should uniformly be designated as Library Attendant.

4932 Rationalisation of designation

We have already stated that the designation of a post should not only indicate the position of designee in the administrative hierarchy of the unit to which he is attached, but should also indicate, as far as possible, his position in the total staff complex of an entire system, in case he happens to belong to such a system.

The Association has already recommended that the professional personnel of the Library system of the state should be brought under one unified cadre with different levels. It is, therefore, recommended that all the persons in the cadre should have the common designation of Librarian. To indicate the level to which they belong in the system this common designation would be qualified with A, B, C, D etc.

In the scheme of rationalisation that has been proposed in para 91 to 94 there are in all four such levels. The rationalised designation now proposed would therefore cover the different levels as follow :—

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|------|
| For | Level | I | — | Librarian | A |
| " | " | II | — | " | B |
| " | " | III | — | " | C |
| " | " | IV | — | " | D |
| | | etc. | | | etc. |

This rationalisation of designation would do away with the existing practice of designating in all possible manners. This will also make posting in promotions appreciably easy and help administration in various other ways.

In support of the above proposal it may be stated that a similar practice of designating the Scientists is in vogue in the Offices under the administrative control of the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

4933 Abolition of double-barrelled designations allotting multiple responsibilities, and derogatory designations

a) There are certain designations which are double-barrelled in form and allot double responsibilities on the designee. Some examples may be cited : Durwan-cum-Night Watchman (He works as Durwan during the daytime and Night watchman during the

night, — two separate jobs — 24 hours Service); Peon-cum-Mali (two separate jobs); Wardm-cum-Librarian (two separate jobs.); Daftry-cum-Peon (two separate jobs); Driver-cum-operator (two separate jobs), etc.

These types of designations allotting dual responsibilities should be discontinued and separate cadre with precise and specific designations be created for separate jobs.

b) There are certain posts which contain the word 'Servant' in the designation (in Taki Govt. Central Library). This type of derogatory designation should be discontinued immediately.

494 Need-for creation of West Bengal Library Service Cadre

The Library and Information Service is a professional service. Professional education in Library and Information Science and expertise knowledge in Library management and operation are essential conditions for efficient and effective library and information service. The total work will involve engaging a very large number of persons with different levels of training and experience for rendering different types of services. An efficient working of the entire system will require creation and development of West Bengal Library Service Cadre, like other professional service cadres.

The Bengal Library Association, therefore, urges upon the Pay Commission to recommend for creation of West Bengal Library Service Cadre. The state govt has already taken full responsibility for payment of salaries of sponsored and aided institutions in the educational field. We suggest that on the same consideration and for better administration all professional library staff working in Govt. controlled, sponsored and aided institutions and organisations should be brought within the purview of this West Bengal Library Service Cadre. To start with, West Bengal Library Service Cadre could be introduced with the Library staff under direct control of the state Govt. and the Library staff in the other institutions could be brought within its in different phases. If it is introduced it will have the following advantages :

a) It will eliminate and avoid different anomalous and confusing situation as regards selection, recruitment, designation, salary scales, promotion etc.,

b) It will ensure flow of better quality of professionals for different levels of professional job.

c) It will bring confidence and sense of self-prestige among the professionals which will be ultimately reflected in better quality of Library and Information service.

d) It will open better avenues of promotion to the staff without involving much extra expenditure.

e) It will achieve mobility of staff which is essential for better quality of library service.

5 Need Based Minimum Wage : Basic Principle for Pay Revision.

51 Concept of minimum wage

The concept of minimum wage is now universally accepted and it hardly needs any explanation in details. The said idea is known to have resulted from the necessity of giving to the person in lowest rung of the ladder, and unskilled worker, a fair and reasonable wage, which must be an amount adequate to cover the normal needs of the employee regarded as a human being living in a civilized community. It may be emphasized in this connection that such an wage is regarded as an irreducible minimum figure and stands out irrespective of the financial capacity of the individual employer.

In post-independence India with the growth of the trade union movement the concept of minimum wage has engaged the attention of the committees and conferences. The Fair Wages Committee was of opinion that there should not be any wage below a certain level which the Committee termed as the "Minimum Wage". In order to preserve the normal efficiency of a worker this minimum wage must provide for some measure of education, meet some basic medical requirements and also some other amenities besides meeting expenses for food and clothing.

In view of all these the claim for a grant of minimum wage to meet the basic needs of the worker and his family, in other words, of a need minimum wage is unassailable for all employees in our country. It is more so when the fundamental principle of our country is to raise the social, economic and political status of the people. What is now necessary is to quantify the said Minimum Wages and to express it in terms of money.

52 Recommendations of Indian Labour Conference

In 1957 the 15th Indian Labour Conference met and came to certain unanimous decision regarding the norms to be accepted by the wagefixing authorities in calculating the minimum wage. The conference was attended by the representatives of the Central Government, the State Governments, representatives of the employees and the employers. The unanimous decision of the Indian Labour Conference was as follow :

"While accepting that minimum wage was need-based and should ensure the minimum human needs for the Industrial Works, the following norms were accepted as a guide for all wage-fixing authorities including minimum wage committees, wage boards, adjudicators, etc.

i) In calculating the minimum wage the standard working class family should be taken to comprise three consumption units for the earner, the earning women, children and adolescent being disregarded.

ii) Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net intake of 2700 calories, as recommended by Dr. Akrovd for an average Indian adult of moderate activity.

iii) Clothing requirements should be estimated on the basis of a per capita consumption of 18 yards per annum which will give for the average worker family of four a total of 72 yards.

iv) In respect of housing, the rent corresponding to minimum area provided for Governments' Industrial Housing Scheme should be taken into consideration in fixing the minimum wage.

v) Fuel, lighting and other miscellaneous items should constitute 20% of total minimum wage.

The above noted norms have been accepted by the various Trade Union Organisations in India, as being the result of a collective agreement between the employees, the employers and the Governments. We also accept these norms and propose to calculate Minimum Wage on the basis of those norms.

The recommendations of the 15th Indian Labour Conference were also made after considering the question of funds and the low per capita income etc. It was made with the specific intention of raising the workers from their sub-human standards.

53 Price level for calculations for need-based Minimum Wage

The National Labour Commission (Page 241, para 16) have categorically recommended that the wage structure should be constructed with a basic wage at the 1968 price level.

"We have taken note elsewhere of the enquiries proposed in the year 1969-70 for measuring changes in workers' level of living and for providing a base for revising the price indices at different centres. It would, therefore, be more practical to merge D. A with basic wage at the base year of the revised series. In the interim we recommend that (i) all future wage claims should be dealt with on the basis of 1968 price level and (ii) the ground should be prepared for introducing a consolidated wage (basic plus D. A) as the base period of the proposed revised series of consumer price index numbers."

The average price index for the year 1968 is 215 points (1949 base) or 177 points (1960 base).

Pay scales are to be constructed on 300 points (1960 base) and the scheme for D. A. is worked out for rise in price over the base 300 points (1960).

54 Our suggestions regarding need-based minimum wage

On the basis of the discussions in the preceding paragraphs our suggestions stand as follows :

- a) The Pay structure should be based on Minimum Wage.
- b) Minimum wage should be "need-based" as recommended by the 15th Indian Labour Conference and should be determined on the basis of norms laid down in the said conference.
- c) The Minimum wage as well as basic pay in other cases should be fixed with reference to the cost of price index 300 point (1960-100) which was reached in January-March, 1977.
- d) Different Pay scales are to be constructed basing on this principle of Minimum Wage.
- e) On the basis of the aforesaid norms, the need based minimum wage of an unskilled worker should be round about Rs. 650.00. However, considering many other aspects as obtaining in the Society in this respect. This Association has decided to accept for the present Rs. 400.00 as the minimum wage which should be paid to an employee placed at the lowest rung of the pay structure, apart from the House Rent Allowance, Medical benefit, additional Dearness Allowance for further price rise and other economic and other economic and fringe benefits which are in vogue at present.

6 Other Fringe Benefits

The fringe benefits enumerated below should be applicable to all employees, whether they are working in Government organisation or working in sponsored or aided institutions. At present sponsored library employees do not get D.A at the rate of Govt. employees nor do they get Medical Allowance, House Rent Allowance and other fringe benefit. This Association, therefore, urges upon the Pay Commission to recommend that all these fringe benefits be given to all categories of employees without any discrimination irrespective of whether they are working in govt. controlled, sponsored or aided institutions.

61 Dearness Allowance

The Dearness Allowance is a device which seeks to give protection to the purchasing power of the workers. That is, it protects the wage from any erosion due to rise in the price level. Once a wage structure is determined the scheme of D.A should ensure that the real wages at any given time do not fall below the structure originally fixed. This can be done only through one method, i.e., by granting full neutralisation for every rise in price. It means that for every percentage of increase in price level an equal percentage of

pay has to be granted as D.A. to every single employee as a compensation in full for the price rise. We have suggested that the Pay scales be drawn on 300 points (1960-100) as stated above. We further suggest that for each point increase over the base price level on which the Pay scales are constructed, Dearness Allowance be increased by Rs. 2/-, such increase in the level of price index being determined on the basis of quarterly average of C.P.I in the months of January, April, July and October in a year.

62 Medical Benefit

The present system of payment of Medical Allowance may be discontinued. In its place a comprehensive scheme for re-imbursement of actual amount spent by an incumbent for himself or for the members of his family, on medical account, should be introduced with immediate effect and this benefit be extended to all categories of employees working in govt. controlled, sponsored and aided organisations.

63 House Rent Allowance

House Rent Allowance at the existing rate of 15% of the basic pay be continued and the benefit be extended to all categories of employees working in govt. controlled sponsored and aided organisations, without any discrimination.

64 Hill Allowance

The rate of Hill Allowance be increased and the benefit of this allowance be extended without any discriminations, to all categories of employees in appropriate areas irrespective of whether they are working in govt. controlled, sponsored and aided organisation

65 Leave Travel Concession

All types of employees and members of their family working in govt. controlled, sponsored and aided organisations should be given the benefit of Leave Travel Concessions upto 1500 K.M. one in every two years.

66 Education Allowance for Children and Dependents

This benefit should be extended to all employees whether working in govt. controlled libraries or in sponsored or aided libraries.

67 Retirement Benefit

a) Tripple Point benefit (Provident Fund, Gratuity and Pension) should be introduced in true sense and be extended to all categories of employees working in govt. controlled, sponsored or aided organisations.

b) At the time of his retirement, an employee should be given the benefit of the drawal of salary at the rate of his "last drawal" against his earned leave at credit subject to the maximum of 180 days.

68 Staff Development Programme

As library service is a professional as well as educational service, proper staff development programmes should be initiated in following ways :

a) Study leave for higher and specialised education in the field of library and information science should be sanctioned liberally to the library staff.

b) Library staff should be deputed liberally to attend professional seminars, symposia, workshops, refresher courses, conferences etc.

c) Special increment should be sanctioned for added academic and professional qualifications.

7 Some Important Recommendations of Earlier Commissions and Committees

An examination of the recommendations about library staff etc. made by some of the earlier Commissions and Committees in India will indicate that almost all of these have recommended for better pay and status for library workers. Unfortunately however, in most of the cases those recommendations have not been implemented. For ready reference and quick perusal of the present Commission views of some of these Committees and Commissions are quoted below very briefly :

71 Recommendation of the Advisory Committee for Libraries, appointed by the Govt. of India in 1958.

"The Librarians get relatively lower salaries than persons of comparable qualifications in other professions and there is, therefore, universal dissatisfaction among the librarians on this score".

"...The pay scales of Librarians should be based on parity with scales obtaining in equivalent professions, i. e., professions requiring analogous training and qualifications. The library profession is comparable in length and quality of training and academic qualifications to the profession of education with which it require closer association. We accordingly recommend equating the post of Librarians with those of teachers and educational administrators." (Chapter VI, para 251, 252).

72 Recommendation of the Education Commission (1964-66), appointed by the Ministry of Education, Govt. of India regarding pay scales of Librarians working in school Libraries.

"The Scales of pay for Librarians should also be related to those for teachers in a suitable manner" (P 53 Column 2, Topic No 3. 15, Second para).

73 Recommendation of different Committees and Seminars on the pay and status of Polytechnic Library staff

a) Recommendations of the "Special Committee on Polytechnic Education" (Popularly known as Damodarn Committee), appointed by the Govt. of India. "The

recognition of the important role of the library as an essential part of the education system demands that it should have a qualified, competent and well paid librarian with adequate staff to assist him.

Hitherto, the position of the librarian has not been clearly appreciated and he has been thought of as some one "looking after the books". As the library has an important educational role, it is necessary that the Librarian should be given the recognition and appropriate status due to him as an important member of the academic team. The Committee recommends that the Librarian should be given a grade equal to that of a lecturer and granted the status of the Head of the Department. The Librarian should serve on the Committee of Heads of Departments to be able to develop the library services in conformity with the changing needs of the Polytechnics.

Additional staff will be required to supervise the library throughout the day, to issue books, to look after their return, to shelve the books, to assist readers, to check books and periodicals, to prepare accession lists, to collect overdue books, clean the halls and to carry out a host of other routine duties. Due provision should also be made for staff for overtime work.

- b) Recommendation of the Seminar on Development of Library facilities and services in Polytechnics, held under the auspices of Ministry of Education and Social Welfare, Govt of India, in November, 1972.

This Seminar has recommended that the Librarian and the Asst. Librarian of Polytechnic should have the Pay-scales of Lecturer of the Department plus an additional remuneration of Rs. 100 00. The same Seminar has also recommended that each Polytechnic should have atleast five staff : Librarian, Library Asst. Librarian, Asst. Library Attendant, and Peon.

- c) Recommendation of Sengupta Committee

This Committee has recorded its recommendation as follows : "agrees with the general recommendations of the Damodaran Committee Report in respect of libraries for Polytechnics and suggests implementation in stages. In this context the Sub-Committee also wishes to draw the attention of the Government to the Report of a Seminar on Library Facilities, which was organised by the Technical Teachers' Training Institute, under the auspices of the Ministry of Education, Government of India, on 22nd, 23rd, 24th November, 1972".

74 Recommendations regarding pay and status of College and University library staff

- a) The Calcutta University Commission (1917-18, Chairman : Michael Sadler), The University Education Commission (1948-49, Chairman : Dr. S. Radhakrishnan), The Education Commission (1964-66, Chairman : Dr. D. S. Kothari —all these commis-

sions have recommended that the professional librarians be given the pay and status of academic staff.

b) The Library Committee of the U. G. C in their report of 1969 (Chairman : S. R. Ranganathan) has made the following recommendations :

"The high academic and professional qualifications, the combination of academic and administrative responsibilities and the practice in the universities all the world-over indicate that the status and salary of library staff should be same as that of all teaching and research staff."

c) The U. G. C in its circular No. F 68-2/60 (SS) dt. 18. 1. 1961 states "the University Grants Commission has decided to up-grade the salary scales of the library staff in the Universities and Colleges. The professionally qualified library staff are for purpose of salary revision to be treated as academic staff"

d) The Ministry of Education, Govt. of India, in its letter No. F 29-20/66 U. I dt. September 6, 1968 addressed to the State Governments, states "On the recommendations of the University Grants Commission, the Govt. of India have decided to include a) Directors/Instructors of Physical Education and b) Librarians in Universities and Colleges in the same revision of salary scales of University and college teachers with effect from 1. 4. 66."

75 Recommendations of the Pay Commission, Government of West Bengal, 1967-69

"There is hardly any rational basis for the differences in some of the Pay scales. There are cases where pay scales differ though the prescribed qualifications are the same. Then, again there is a difference in pay scales according to the number of books in a Library. The number of books in a library may certainly be taken into account in determining the number of Librarians and Assistant Librarians required but it should not be the determining factor in fixing pay scales. A striking cases of discrimination is the case of the Secretariat Library as compared with the State Central Library. The Secretariat Library has been thoroughly reorganised and it is not only not inferior to the State Central Library but also superior to it in some respects. In the opinion of the Commission the Secretariat Library, the State Central Library which is under the Education Department and the Libraries of Colleges should be placed in the same category. The pay scales of Librarians and Assistant Librarians of these Libraries who hold Master's Degree and a Diploma in Librarianship should be the same as the pay scales of Assistant Professors of colleges. If the number of Librarians be not less than four, the seniormost Librarian, if he satisfies the qualifications prescribed by the University Grants Commission should be allowed the scales of pay admissible to Professors. Librarians in any of these Libraries who do not hold a Master's Degree but are graduates with Diplomas in Librarianship should be allowed the scale of Rs. 450-15-600-25-825/-."

As regards Libraries attached to the Schools, the scales of pay of Librarians and Assistant Librarians, if any, who hold a Librarianship Diploma, the scale of pay should be the same as the scale of pay of Assistant Teachers. For those who do not have any Librarianship Diploma the scale of pay should be the same as the scale of pay admissible to Lower Division Clerks in District Offices.

As regards Librarians attached to Secretariat Departments, Directorates, Regional or District offices and other Libraries, the scale of pay of Librarians and Assistant Librarians who hold a Librarianship Diploma should be the same as the scale of pay admissible to Upper Division Clerks of the Office concerned. For others the scale of pay should be the same as that of Lower Division Clerks. Holders of posts of Librarians in these offices should be eligible for promotion to higher posts.

Library Bearers

Library Bearers in the more important libraries like the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries should be treated differently from Class IV employees. They have to be literate and intelligent and it is they who locate books, required by readers, in different racks and almirahs and bring them to the Service counter and they have also to replace such books in their proper places when done with.

It is recommended that Library Bearers in the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries be designated as Library Attendants and allowed the revised scale of pay recommended for Record suppliers."

8 Norms of Library Service and Minimum Staff Requirements

81 Norms of Library Service

Library and Information service is essentially a service oriented to the users. Keeping in view of the needs of the users, both current and potential, at different levels, the library service should therefore, have some well defined norms of services.

a) It should have a balanced collection of documents of different types considering the need of the users.

b) The documents should be scientifically processed, documented and stored, so that retrieval of documents and information may be done effectively and quickly.

c) It should have lending, reading from and reference service in each and every library, keeping those open for as many hours as possible depending on the availability of the staff.

d) It should have following modern aspects of library service, considering the nature and need of the clientele it serves : *Readers Assistance Service* (General guidance to readers about use of resources in the library), *Bibliographical service* (Preparation and

supply of different kinds of bibliographies, etc. on the request of the clientele) *Documentation service* (Preparation and supply of different kinds of indexes and abstracts on micro-documents, Preparation and supply of Local Documentation lists, Personalised Information Service (SDI) and different types of Current Awareness Service. *Reprographic and Translation Service* (Preparation and supply of reprographic reproduction and translation of documents) *Extension Service* (Different kinds of activities to attract the users to the library service).

e) The Public Libraries should have the following types of services, besides those enumerated above : i) Library and Information Service to Neo-literates and illiterates ii) Book Mobile Service iii) Information Service for socio-economic development.

f) Academic library (Schools, Colleges, Polytechnics etc) primarily should provide lending, reading and reference services to students, faculty members and other staff. They are also expected to organise Bibliographical and Documentation Services to the faculty members, who may require them for higher studies, research and programmes related to teaching work.

g) The Govt. Departmental Libraries, besides organising above mentioned services, should concentrate on meeting the needs of executives, planners, decision makers, Govt. officials and staff. They are expected to work as specialist departmental library.

h) If the Library is at the apex of a library system (such as, State Central Library for State Public Library system, District Libraries and Central Libraries for a Public Library system under their jurisdictions, Alipur Court Central Library for libraries its system) it should co-ordinate, integrate and give leadership to the libraries and library system under its purview.

৪২ Minimum staff requirement

To arrange for the rendering of the above mentioned services effectively and efficiently and appropriate number of staff must be provided for. Unfortunately, because of a lack of proper understanding of the role of libraries from the side of administration most of the libraries were not provided with adequate number of staff, and they could not therefore organise any effective and efficient library service. Even the minimum quantum of staff required for routine administration have not been provided. It will not be correct to suggest uniform staff pattern for all libraries. The number of staff and the staff pattern of libraries will depend upon the following factors : a) Nature and number of clientele served b) Nature and level of services rendered c) No. of documents d) No. of annual acquisition e) Working hours etc.

Taking the above factors into consideration the Bengal Library Association feels that there is a minimum number of staff that would be required for ensuring security of library property and also for rendering an effective service befitting a library of the stated category —

Minimum staff requirement for Libraries of different categories

| Staff Categories : | Librarian | Assistant Librarian | Library Assistant | Library Attendant | Adult Education Organizer | Accounts Clerk / Typist | Binder | Darwan | Driver/ Cleaner | Food/ Mail | Night Guard |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Categories of Libraries | | | | | | | | | | | |
| District Libraries/Govt. Controlled Central Libraries | 1 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 2+1 | 1 |
| Town/Sub-divisional Libraries | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Rural/Area Libraries, Community Center-cum-Library & Similar Organisations | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| College/Polytechnic Libraries | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| School Libraries | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| Govt. Departmental Libraries | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |

৭ Pay Scales Recommended for Staff of Different Categories of Libraries

৯০ Basis of grouping and rationale behind recommendation

৯০১ Basis of grouping of libraries

Basing on the nature and level of clientele served and the nature of services rendered libraries have been grouped under the following categories.

Public Libraries Group (Sec. ৯১)—All Govt. controlled, Govt. sponsored and Govt. aided public libraries (such as, Bangiya Sahitya Prishad, Mahajati Sadan etc.)

Departmental Library Group (Sec. ৯২)—All departmental libraries (excluding general and specialised college of Technologies) under different departments, agencies and organisations of the Govt.

College Libraries Group (Sec. ৯৩)—Libraries attached to all colleges whether Govt. controlled colleges under different department of the Govt. sponsored or Govt. aided. This will include colleges, both general and professional.

School Libraries Group (Sec. ৯৪)—Libraries attached to all schools whether Govt. controlled, Govt. sponsored or Govt. aided.

৯০২ Rationale behind recommendations

The rationale behind the recommendations for pay scales are : i) Academic, Professional and Administrative nature of duties and adjoined responsibilities of the cadre ii) Different levels of academic and professional education required for the cadre for discharge of those duties iii) Experience and expert knowledge required from the incumbent to a post iv) Supervisory nature of duties of the cadre v) Responsibility of the cadre to give leadership to a Library system (such as, State Librarian, Dt. Librarian) vi) Types of services expected from a particular Library or library system vii) Specially of the library and the library system viii) Injustice done previously to that cadre.

৯১ Public Libraries Group : Pay Scales ; Recommendations

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Group | Designations and Libraries | Proposed minimum qualifications, for a new appointment with provision for existing staff and experience required if any | Proposed pay scales to be equivalent to the payscales of the cadre of |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I Librarian, State Central Library | Master Degree + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. + 5 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing. | Deputy Director of Public Instructions (DDPI) |
| II (a) Librarians Govt Sponsored District Libraries, (b) Librarians, Govt. Central Libraries, Taki, Banipur, Kalimpong, (c) Librarian, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (d) Librarian, North Bengal State Library, (e) Asst. Librarians, State Central Library, (f) Librarian, Bangiya Sahitya Parishad. (g) Librarian, Mahajati Sadan. | Graduation + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. + 3 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing. | West Bengal Education Service (WBES) (Senior Scale) |
| III (a) Librarians, Town/Subdivisional Libraries, (b) Librarian, Digha Govt. Library, (c) Librarian, Krittibus Memorial Library-cum-Museum, Fulia, (d) Asst. Librarians, District Libraries, (e) Asst. Librarians, Govt. Central Libraries, (f) Technical Asst., Uttarpara Jaykrishna Public Library) (to be redesignated as Asst. Librarian, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (g) Librarian, Advaita Asram Library, (h) Asst. Librarian, Bangiya Sahitya Parishad, (i) Librarian, Pratap Memorial Library, (j) Asst. Librarian Mahajati Sadan, (k) Librarian, Rabindra Sadan Library. | Graduation + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. or Graduation + Certificate. Lib. Sc. + 2 years experience in professional work. | West Bengal Education Service (WBES) (Junior Scale) |
| IV (a) Librarians, Rural/Area Libraries, (b) Library Assistants, State Central Library (c) Library Assistants, District Libraries, (d) Library Assistants, Govt. Central Libraries, (e) Library Assistants, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (f) Library Assistants, North Bengal State Library, | S. F. + Cert. Lib. Sc. | Upper Division Clerks (U.D.C.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| IV | (g) Librarian, Library-cum-Community Centre and Audio-visual Centres, (h) Library Assistants, Adyaita Ashram Library, Bangiya Sahitya Parishad, Pratap Memorial Library, Mahajati Sadan & Rabindra Sadan. | | |
| V | (a) Library Attendants, (b) Such other class IV staff with different designations but doing the job of Library Attendants in the Circulation and Reference Counters, Reading Rooms, Stacks, etc. (to be redesignated as Library Attendant) | S. F. | Lower Division Clerks (L.D.C.) |
| VI | Driver | as prescribed | Driver of Heavy Vehicles |
| VII | Other non-professional staff- Clerical, Office, Technical (non-library professional) and Class IV staff, all with different designations. | as prescribed | As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. Employees. |
| 92. Departmental Libraries Group : Pay Scales : Recommendations | | | |
| I | (a) Librarian, W. B. Sectt. Library, (b) Librarian, W. B. Legislative Assembly Library. | Master Degree + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. + 5 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing | Deputy Director of Public Instructions (DDPI) |
| II | (a) Sr. Technical Asst. W. B. Sectt. Library (to be redes- | Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. + | West Bengal Education |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | gnated as Asst. Librarian, W. B. Sectt. Library), (b) Librarian, Central Library, District Judge's Court, Alipur (Incharge of a Library system), (c) Asst. Librarian, W. B. Legislative Assembly Library, (d) Librarian, Calcutta Information Centre. | 3 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing. | Service (Senior Scale) |
| III (a) | All Librarians of the Departmental Libraries of the State Govt. (excluding school and college libraries) in different scales, | Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc or | West Bengal Education Service (Junior Scale) |
| (b) | Jr. Technical Asst., W. B. Sectt. Library (to be redesignated as Technical Asst., W. B. Sectt. Library), | Graduation + Cert. Lib. Sc. + 2 years experience of library work. | |
| (c) | Librarian, Film Library, | | |
| (d) | Asst. Librarians in the Central Library, District Judges Court, and Calcutta Information Centre (e) Tech. Asst. W. B. Legislative Assembly Library. | | |
| IV (a) | Asst. to Librarian, Reference Asst., Catalogue, all these posts in different Govt. departmental libraries (to be redesignated, as Library Asst.), (b) Library Assts. in different departmental Libraries, (c) Asst. Librarians in some Govt. departmental libraries in the scale of L. D. C. | S. F. | Upper Division Clerks (U. D. C.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| V | (a) Library Attendants in different departmental libraries, (b) Other Class IV staff with different designations performing library Attendant's job in the circulation and Reference counters, Reading Rooms, Stacks etc. (to be redesignated as Library Attendants), (c) Record Supplier-cum-Library Attendant, Cultral Research Institute (to be redesignated as Library Attendant), (d) Library Literate-Peon, Central Library, District Judge's Court, Alipur (to be redesignated as Library Attendant) | S. F. | Lower Division Clerks (L. D.C.) |
| VI | Mender-cum-Treater, W. B. Sectt. Library (to be redesignated as Binder). | as prescribed | Binder of the W. B. G. Press |
| VII | Binding Supervisor, W. B. Sectt Library | as prescribed | Binding Fore man of W. B. G. Press |
| VIII | Other non- professional staff clerical, office, technical (non-library professional) and Class IV staff all with different designations. | as prescribed | As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. Employees. |

93 College Libraries Group : Pay Scales : Recommendations

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I | (a) Sr. Librarian in presidency College, B.E. College and Sanskrit College. | M.A. + B.Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. + 3 years experience of professional in Library work in a responsible position in a library of standing. | Professor of the respective colleges |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | All Librarians and Asst. Librarians of Govt. controlled, sponsored and aided colleges (General and professional), Polytechnics, and colleges of Textile, Leather and Ceramic Technologies. | Graduation + B. Lib. Sc/ Dip. Lib. Sc. | For both cadres Asst. Professors/Lecturers of respective colleges + 20% of the basic pay as special allowance for the post of Librarian only where there is no cadre of Sr. Librarian |
| III | Cataloguers (to redesignated as Library Assistants) and Library Assistants in different Govt. controlled, sponsored and aided colleges, Polytechnics and colleges of Textile Leather and Ceramic Technologies | S.F. + Cert. Lib. Sc. | Upper Division Clerks (U D.C.) |
| IV (a) | Library Attendants in different institutions in this category, (b) Class V staff having different designations but performing Library Attendants' job in Circulation and Reference counters, Reading Rooms, Stacks, etc. (to be redesignated as Library Attendant) | S.F. | Lower Division Clerks (L D C.) |
| V | Other non-professional staff—clerical, Office, technical (non-library professional) and Class IV staff all with different designations. | as prescribed | As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. employee. |

94. School Libraries Group : Pay Scales : Recommendations

| | | |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I Librarian | Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. | Master Degree trained (BT/BED) teachers + 20% |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | of the basic pay as special allowance for Librarians of School upto Class XII (10+2) standard. |
| II | Asst. Librarian (Post to be created) | Graduation + Certificate-in Library Science | Graduation Trained Teachers |
| III | Library Assistant (Post to be created for all schools) | S. F. + Certificate in Lib. Sc. | Upper Division Clerks (U. D. C.) |
| IV | Peon | as prescribed | As proposed by the Co-ordination Committee of Govt. employee. |

95. Appeal for Interim Relief

It is assumed that submission of the final report of the Pay Commission will take some time. It is, therefore, requested that an interim relief of Rs. 100.00 (Rupees one hundred only) be given to all employees at a flat working in govt. controlled, sponsored and aided to organisations without any discrimination. This will be a matter of great help to the employees in these days of hardship.

অতীত ইতিহাস

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

ঐতিহাসিকগোপাল সেনগুপ্ত এই বইয়ে ঐতিহাসিক হাজার বছরের মধ্যে চীন থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং ভারত থেকে চীনে যেসব পরিব্রাজক গেছেন তাঁদের বিবরণ ও সাবলীল আলোচনা করেছেন। চার বিরল মানচিত্র। [১০০০]

প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য

ডঃ নবেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য এই বইয়ে প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য লক্ষ্যের বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য বিশদভাবে আলোচিত। [২৫০০]

THE BUDDHA AND FIVE AFTER CENTURIES

বুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনার প্রগাঢ় পণ্ডিত ডঃ হুইকান বুদ্ধ এই বইয়ে বুদ্ধ ও পবিত্র পাঁচ শতকের পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন। ১৯৫৭ সনে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, ডঃ নীহারকন বায়ের কৃষিকা পরিচিতি। ৩৩ আর্ট স্টেট। [৪০০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-১

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

(সমগ্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)

মূল্য—৩৫.০০

“গ্রন্থ জগত সর্বত্র এতো ভাষাপূর্ণ গ্রন্থ আমার দৃষ্টিভূত পূর্বে কখনো হয়নি।” —দেবশঙ্কর প্রজ্ঞাতন্ত্রায় মুখোপাধ্যায়।

“আমার আশা ও বিশ্বাস, বীরেনবাবুর এই বইখানা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসাধে একটি নতুন পথের সন্ধান দেবে।” —নীহারকন বায়।

বি. এড ও নাট্যকিকেট কোর্সের ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা।

“প্রজ্ঞালয়”

ডঃ জীবন্ত বাহন দাস

Prajñā

C/o BLOCKMAN

77/1, M. G. ROAD

Calcutta-700 009

। গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিব্য ।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখা আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পত্রিকার কথা জানতেন বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারসহকারীদের কাছে পত্রিকা নিঃসন্দেহ। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ৪র্থ কলাম | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় কলাম | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ২ | ১২৫ | ২০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : সাধারণ | ২০০ | ৩০০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ২ | ১০০ | ১৫০ |
| ৩ পৃষ্ঠা : ২ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ X ১৮ মি. এর.

চাপা অংশের সাইজ ২০ X ১৫ মি. এর

অস্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পত্রিকার

মি ১০৪, মি আই টি বীর ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৫৫-২২০০

। পত্রিক প্রকাশিত করেকটি কী ।

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য ২০.০০

কালোমেধের বিভিন্ন গ্রন্থাগার দ্বারা দর্শনিক কণা
সম্মিত একমাত্র গ্রন্থাগার।

Dr. Ranganathan - Library Personality &
Library Bill for West Bengal. মূল্য ২.০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩.০০

যা কিনা দ্বারা প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বুক প্রোটেক্টর আরোপিত আলোচনা-চক্রের
বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা প্রবন্ধের তালিকা মূল্য ৫.০০

আড়াই হাজারের বেশি নির্বাচিত বাংলা বইয়ের
তালিকা।

ডঃ বিজয় বসু—বঙ্গীয় সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য ২.০০

ডঃ লালিত্য ওহরেকার—গ্রন্থিকতা। মূল্য ৪.০০

বঙ্গীয় বসু (সহঃ)—বাংলা লিঙ্গ সাহিত্য : গ্রন্থপত্র।

মূল্য ৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাহিত্যিক পত্রের গ্রন্থাগার তালিকা।

গ্রন্থাগার : পত্রিকার স্বর্ণকণা কতটুকী সংখ্যা ১৯৬২।

মূল্য ৫.০০ [ব্যাখ্যা ৮.০০]

যা কিনা বঙ্গীয় বসু ও বঙ্গীয় বসু-সাহিত্যিক-
শিল্পী ও চিন্তার সঙ্গ।

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পত্রিকা

মি-১০৪ মি. আই. টি. বীর ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

Annual Price Rs. 15.00

Issue No. 1-50

Licensed to post without pre-payment

LICENCE No. WB/GC-CL-2

Postal Regd No. WB/GC-145

Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 2

May-June 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee
131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

if undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩

মুদ্রা

আবৃত্তি, ১৩৮৫

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| সম্পাদকীয় | ৪০১ |
| গ্রন্থাগার ও প্রয়োজন—একটি আলোচনা | |
| —চৈতালী দত্ত | ৪০২ |
| নাগরিক পত্রিকা : পরিচিতি ও বচনপত্রী (৩) | |
| —হুমায়ুন হান | ৪০৮ |
| পুস্তক আলোচনা—ডঃ আদিত্য কুমার | ৪১১ |
| পরিষদের মেলা শাখা সংলগ্ন | ৪১৫ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ—অসিত্য হান | ৪১৬ |
| Memorandum Submitted by the B. L. A. & W. B. G. S. L. Assn. | |
| on different aspects of library services | ৪১৮ |
| Letter to the Education Deptt., W. Bengal ; | |
| regarding staff pattern for college libraries | ৪২৫ |
| সম্পাদক সন্নিবেশ | ৪২৭ |

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি ১৩৪, সি. বাই. টি. বীর ৫২

কলিকাতা-১৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা পরিষদের সদস্যদের সুবিধার্থে জানানো হচ্ছে যে যারা ১৯৭৭-৭৮ সালের সদস্য চাঁদা এখনও জমা দেননি, তাঁরা “গ্রন্থাগার” পত্রিকার আবার (১৩৮৫)-সংখ্যার পর “গ্রন্থাগার” পত্রিকার কোন সংখ্যা পাবেন না। বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করার পর সদস্য হিসেবে পুনরায় তাঁদের “গ্রন্থাগার” পত্রিকা পাঠান হবে। এই সঙ্গে এও জানানো হচ্ছে যে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং কেহ বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করলে ঐ সভায় তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

১লা জুলাই, ১৯৭৮

বিঃ দ্রঃ—চাঁদা Bengal Library Association-এর নামে Crossed Postal Order বা Bank Draft-এর মাধ্যমেও পাঠানো যাবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণ

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অচিন্তা মলিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩

আষাঢ়, ১৩৮৫

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবীতে বিধান সভা অভিযান

পশ্চিমবঙ্গে আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদায় নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী দীর্ঘ দিনের। দীর্ঘ কয়েকদশর ধরে এরাভ্যেয় গ্রন্থাগারদরদী এবং গ্রন্থাগারকর্মীরা এ দাবী নিয়ে সোচ্চার। এ রাভ্যেয় জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই বর্তমান জনপ্রিয় সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জনসাধারণের স্বার্থে তারা একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করবেন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে একাধিকবার এই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সরকারী আমলা ও স্বার্থ সংগ্ৰষ্ট ব্যক্তি এই আইন যাতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে সে বিষয়ে খুবই তৎপর। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই যে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি যতই তৎপর হোন না কেন, এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবেই। তবে এই প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে

কাঁচকর করার জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

আন্দোলনের দু'টি উদ্দেশ্য থাকবে; প্রথমতঃ, যারা গ্রন্থাগার আইন কাঁচকর করার পথে বাধান্বিত করছে, জনসাধারণের কাছে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া এবং তাদের প্রতিহত করা; দ্বিতীয়তঃ, বিধান সভার সমস্ত, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিচালক-বর্গ এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে এই আইনের প্রাপ্য বোঝান। এই আন্দোলনকে সফল করতে হলে প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। জেলায় জেলার গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে পোষ্টার, জনসভার মাধ্যমে প্রস্তাবগ্রহণ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংবাদ ও চিঠিপত্র প্রকাশ ইত্যাদি উপায়ে প্রচার অভিযান চালাতে হবে। জেলায় জেলায় এই আন্দোলনের ধারা সঞ্চারিত রূপ নেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-ঘোষিত আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বিধান সভা অভিযানে। তাই এই প্রস্তাবিত বিধান সভা অভিযানকে সফল্য মণ্ডিত করার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার দরদী ও গ্রন্থাগার কর্মীকে সাদর আহ্বান জানাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা সেপ্টেম্বর মাসে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত যাদের চাঁদা দেওয়া আছে এবং যারা ১৯৭৮-৭৯ সালে সদস্য হয়েছেন তাদের সকলের কাছে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বার্ষিক আয়-বায়ের হিসাব প্রভৃতি পাঠান হবে। যে সব সদস্যের সদস্যপদ ১০ মাসের অধিক এবং যাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের চাঁদা দেওয়া আছে কেবল মাত্র তারাই নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন এবং কোন নির্বাচন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তাই পরিষদের সদস্যদের কাছে আবেদন যে অবিলম্বে যেন তাঁরা ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত চাঁদা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

প্রবীর রায় চৌধুরী

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

৬ই সেপ্টেম্বর বিধানসভা অভিযান সার্বক কক্স

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার আইন শ্রণয়নের প্রচেষ্টা সফল করতে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে (বৃহস্পতিবার) গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধান সভা অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিধান সভা অভিযান সার্বক করে ভোটার জন্ম প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে বেলা ৩টার মধ্যে কলেজ স্কয়ারে জমায়েত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রবীর রায় চৌধুরী

কর্মসচিব

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ :

গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও গ্রামোন্নয়ন—একটি আলোচনা চৈতালী বসু

ভূট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীয় (আই, সি, এ, মার)

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সাধারণের গ্রন্থাগারই। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগুলির বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ ও তার মানোন্নয়নের তার গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রহণ করা উচিত। আজ তারতবর্ষের তথা বাংলার গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটিতে বৈজ্ঞানিক আলো জ্বলেছে কিন্তু তাতে বাইরের অন্ধকার কাটলেও নিরক্ষরতা ও নিরক্ষরতার সংস্কৃতির প্রভাবে অনমানসে যে অন্ধকার ছিল তা কিন্তু আজও কাটেনি। গত ১৯৭১ সালের আদম-শুমারী রিপোর্টে যে নিরক্ষরতার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায় সামগ্রিকভাবে তারতবর্ষের, তার থেকেই আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থাও সহজেই অস্তমের :—

“... the rate of literacy in the country (India) has gone up from 24.03% in 1961 to 29.35% in 1971 according to the provisional census figures announced her....”

“Thus more than 70% of the population of 546, 955, 945 still remains illiterate.”

যে দেশে সাক্ষরতার হার এত কম, সে দেশে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। এই পরিস্থিতিতে কোন উন্নয়নশীল দেশ তার অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে না। কারণ জনগনই একটি রাষ্ট্রের মূল শক্তি। তারা যদি অজানতা, অপসংস্কৃতি ও বঞ্চার শিক্ষার হয়, তবে দেশের অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়ন হবে কাদের নিয়ে? কাদের জন্য? ব্যাপকভাবে এই নিরক্ষরতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো আজকে

প্রয়োজন। আর তা করতে তবে মূলতঃ গ্রামেই কারণ গ্রামভিত্তিক ভারতে। গ্রামই দেশের প্রাপকেন্দ্র। এছাড়া শহরে শিক্ষিতের তার মোটামুটি লক্ষ্যবস্তু। প্রতিটি চর্চা যা কিছু হয় তাও হয় শহরে। তাই গ্রাম পড়ে থাকে অবহেলিত হয়ে। গ্রন্থাগার এর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এ ব্যাপারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে অনেক দেরীতে। এতকাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারসমূহের বিকাশ এবং বিস্তারও সীমাবদ্ধ ছিল শহরের গভীরে। গ্রামে গ্রন্থাগার আন্দোলনের টেউ গিয়ে পৌছাননি এবং সরকারও ছিলেন উদাসীন। তাই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কখন! পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনা-কালীন কর্মসূচীতে এগুলির লব্ধে অনেক গাপতড়া কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়নি।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার এলাকা-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেন, তাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অগ্রনী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে ১০০টি গ্রামকে নিয়ে পাঁচটি ‘Community Centre’ গঠিত হয়। এটি ১০০টি গ্রামের জন্য ছিল একটি সাধা-গ্রন্থাগার। এইভাবে সারা দেশে ২২টি এলাকার গ্রন্থাগার পরিসেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রচেষ্টা ছিল নগণ্য। তার এর ফল লব্ধে যথেষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু মূল্যতঃ অর্থনৈতিক কারণেই সারা দেশকে এইভাবে Community Centre-এ ভাগ করে গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যাপকতর লক্ষ্যে চরনি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬১) লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমূহ এবং জেলা-গ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করা এবং জেলা-গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার আওতার প্রত্যেকটি গ্রামকে নিয়ে আসা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৬১-৬৬) চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারের আরো বিকাশ; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-গুলির সংহতি সাধন এবং আরো বেশী সংখ্যায় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা ইত্যাদি ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। ১৯৫৭ সালে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হল। এর কাজ হল স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকা এবং সেগুলির কর্মক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যতে দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ধরনের হলে সে সম্পর্কে চিন্তা করা। গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের বিশেষ্টে বলা হয়, "It should stem out of semi-urban centres as far as possible." কিন্তু তৎপরে সঙ্গে লক্ষ্যনীয় যে গঠনীয় উপাধিগুলি অর্থনৈতিক খাটাতর জন্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালে সরকার সমস্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ বা কিয়দংশে সচেতন হন। এবং এরই ফলস্বরূপ ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশনের পারচালনামীনে একটি Working Group গঠিত হয়। মূলতঃ এই Group ও পুরো উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্গত আন্তর্মতই এক বসেন। কিন্তু যদিও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার এ সম্পর্কে সঠিক কর্মক্ষমতা গ্রহণের কথা ছিল, তবু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ চিত্রটি বিশেষ আশাব্যক্ত নয়।

গ্রামের সমস্যাগুলি :—আশঙ্করূপ ফলস্বরূপে কেন্দ্রে মূল সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ মাসিক সরকারী অর্থদানের উপরে নির্ভরশীল। এই মাসিক অর্থদানের পরিমাণ এতই স্বল্প যে এর দ্বারা গ্রন্থাগারের কোন খরচই মেটানো সম্ভবপর নয়। আমাদের জাতীয় শিক্ষাপ্রকল্পে এই খাতে যে ব্যয়-ব্যয়ক আছে তা হ্রাসকরভাবে অগ্রসর। অজানা দেশের এই খাতে বার্ষিক

ব্যয়ের তুলনায় আমাদের দেশের ব্যবহার অতি সামান্য। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য কতিজেন্দী অর্থদানের পরিমাণ বাড়ানোর কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ গ্রন্থাগারে পুস্তককর ইত্যাদি আন্তর্জাতিক খরচ ছাড়াও উপযুক্ত বৃত্তি-কূলী গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন অন্তর্গত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে সুযোগ্য কর্মীর সমস্যাটি চিরকালীন হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে সরকারপক্ষে সক্রিয়তা জনগণ দেখতে চান।

দ্বিতীয় সমস্যা হল সঠিক পরিকল্পনার অভাবজনিত ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে গ্রামগুলি শতশতাব্দের সংগে সংযোগবিহীন অবস্থায় কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। এর মূল কারণ পরিবহন সমস্যা এবং দেশের আর্থনৈতিক বিশালতা। এই পরিবেশে একটি গ্রন্থ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেশে চালু রাখা আদ্যমসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। তবে স্থানীয়ভাবে পুস্তক সংগ্রহের অগ্রসর হলে সব দাখাই দূর করা সম্ভব। একদিন পুস্তক এই অসংখ্য গ্রামের অভাবই সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে এবং তাই ফলে আজও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশ্রয় সংখ্যার সাধিত হয় নি। এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জি জে, সি, মেহতারা তাঁর "Rural Library in India" প্রবন্ধে বলেছেন।

"the village libraries function as isolated units, mostly as lending libraries for the cities and the towns where they are located. ...

...To achieve a reasonable coverage of rural India with adequate library services in a reasonable time total coverage would be an unobtainable objective the Government of India should create a national agency at the centre in the form of a National Advisory Council for Libraries supplemented by a Department of Libraries in the Ministry of Education, to lay down policies and co-ordinate library development plans in all the

tates. This central authority should help the states and the states and the union territories to enact Library laws expeditiously. All public Libraries, urban as well as rural should then be transferred to the state library authorities, created by statute and determined effort made to implement the recommendations made by the 'Advisory Committee for Libraries' or the 'Working Group of the Planning Commission, with adjustments, where necessary'.

প্রকৃতপক্ষে সুপারিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি সংযোগসূত্র বন্ধ করে প্রয়োজনীয়তা নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারের উচিত এ সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্যোগী হওয়া। একটি কর্মসূচী যা কেন্দ্রীয় উপদেশ প্রদাননৈতিক করবেন তারই ভিত্তিতে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মূল কাজকর্ম চলবে। এইভাবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের থেকে জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, গ্রাম গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরপর স্তরে কর্মসূচী প্রসারিত হবে। অর্থাৎ এই সর্বস্তরের গ্রন্থাগারই মোটামুটিভাবে স্বয়ং পরিচালিত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির দ্বারা থাকবে কেন্দ্রীয় পরিচালনের ভার। এই সমিতি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিচালনের কাজে অংশ গ্রহণ করবে। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এভাবে গঠিত হলে একটি সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব।

তৃতীয় সমস্যা হল গ্রন্থাগারের ভূমিকা। সর্বস্তরের অন্তর্গত বর্তমানের গ্রন্থাগার যে সাধারণের শিক্ষার সঙ্গে কি গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত,—শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কি অসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজের সর্বস্তরে যে এক প্রত্যয় কী ক্ষমতা প্রদায়ী সে সম্পর্কে জনগনের মধ্যে স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই। সামগ্রিক পরিস্থিতি

এই ক্ষেত্রে সর্বোৎসাহ দায়ী। অর্থনৈতিক অনস্বল্পতার জন্য সুশিক্ষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি হুয়েক কথা—গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সীমিত পরিষেবার ফলে সাধারণ মানুষের মনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কোন রেখাপাত করতে পারেনি। সুসংহত যোগাযোগ ব্যবস্থার বনিয়াদে গ্রন্থাগারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় 'ন বলে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন আবেদনটি ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলন সরকারের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামে গ্রামে সমভাবে ছড়িয়ে না পড়ার জনমানসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে উদাসীনতা সৃষ্টির অন্ততম কারণ। জনগণকে গ্রন্থাগার সচেতন এবং গ্রন্থাগার অস্তিমুখী করে তুলতে না পারলে সর্বজনীন শিক্ষা আসতে পারেনা। কারণ পাঠ্যভাষাগী পাঠক সমাজের সর্বস্তর ও সচেতন সহযোগীতা ব্যতিরেকে গ্রন্থাগার তার যথার্থ ভূমিকা পালনে অসমর্থ হয়।

এ প্রসঙ্গে M. F. A. Sharr তাঁর 'Functions and Organisation of rural library System' নামক প্রবন্ধে বলেছেন :

"...People who have never had the opportunity to see an efficient modern local Library can not be expected to imagine what it is like, to appreciate its full value, or to understand what it requires in finance, staff organization and accommodation. It is often found, in areas, where libraries are not an accepted part of social provision, that public authorities believe that they can not be afforded. Whether one can afford something or not depends to a great extent on how much one wants it. People who do not know public libraries can not be expected to want them. One of the first tasks—to be faced uncompromisingly—

by a librarian concerned to establish libraries in rural areas, is to create a desire for them among the people and the authorities. When desire is aroused, funds are likely to follow."

এ কথা অনেকাংশে সত্য। শুধুমাত্র মুখের কথায় মাত্ৰকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো যাবে না। ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তার লগ্নে যদি একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ গ্রন্থাগার এবং সুসংগত পরিসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা যায় তবে তা তখন মাত্ৰকে গ্রন্থাগারপ্রেমী করে তোলার এক বড় হাতিয়ার। সেট লগ্নে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি এট কার্যের সত্যিকার হবে।

এই সব মূল সমস্যার পাশাপাশি হয়েছে ছোট বড় আবেগ অসংখ্য সমস্যা। যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পার্শ্বের কুচি ও নিরক্ষিত পাঠোন্মাদ গড়ে তোলার সমস্যা, গ্রন্থ-কুরো-পযোগী অর্থের অভাব, শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব, পরিবহন-জনিত সমস্যা স্থানীয় চাচিদাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে পুস্তক-নির্বাচনের সমস্যা, প্রচার-কাঁচা চালানোর পথে নানান বাধা, অশুল্লর সেবার সমস্যা ইত্যাদি।

কিন্তু এর প্রত্যেকটিই মূল সমস্যাসমূহের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সমস্যাগুলির সঙ্গে মূল সমস্যাসমূহকে বিশ্লেষণ করে—সে সম্পর্কে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্ষরগামী সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টা এই অচল্য-তনকে সহিয়ে মূল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবে—এই আশা রাখি।

II গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রসঙ্গে।।

একটি মূল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সারা দেশে প্রচলিত করতে

পারলে পরিসেবার নতুন নতুন দিক জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পরিসেবার প্রাথমিক স্তরের কাজ হবে বই শিক্ষা এবং পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলার সক্রিয় প্রয়াস। এই প্রয়াস তিনটি মূল স্তরে বিস্তৃত :—

- (১) প্রস্তুতি পর্ব—প্রথমতঃ এই প্রয়াস সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই পরি-কল্পনার ভিত্তি হবে ব্যাপক field survey-র উপর।
- (২) কাঙ্ক্ষিত—এই পর্বে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে সাফলতার অভিযান চালাতে হবে।
- (৩) কলো-আপ—এই পর্বে নবসাক্ষরদের পাঠেচ্ছা বাড়িয়ে, তাদের উপযুক্ত পুস্তকাদি সরবরাহ করে তাদের 'Compulsive, purposefull readers'-এ পরিণত করতে হবে।

প্রথম পর্বের কাজের ক্ষেত্র এলাকাটিতে ব্যাপক social-economic survey প্রয়োজন। গ্রামটিতে জনবসতি কেমন, শতকরা কতজন ব্যক্তি ঐ এলাকার নিরক্ষর, বোটা-মুটিভাবে অধিকাংশ লোক কোন্ বৃত্তি ভোগী, সাংস্কৃতিক মান কেমন এবং অর্থনৈতিক কাঠামোই বা কেমন ইত্যাদি সকল বিষয়েই গ্রন্থাগার কর্মীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন নচেৎ একটি কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পর্বের কাজ কঠিনতর। গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রয়াসে একটি নিরক্ষিত সাক্ষরতার আলস বসানো যেতে। এবং গ্রামে যদি অন্ত কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ কাজে ইতিমধ্যে অগ্রণী হয়ে থাকেন তবে গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের লগ্নে যোগাযোগ করে যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালাতে পারেন। তাছাড়াও বই-শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাকে যাকে আলোচনাচক্র (এই আলোচনা অবশ্যই গ্রামীণ সমস্যা-কেন্দ্রীক এবং মোকদ্দমার প্রয়োজন ভিত্তিক হবে। অন্যান্য সে আলোচনাচক্র তাদের যেনো-

যোগ আকর্ষণে অসমর্থ হবে) আয়োজন করা যেতে পারে। বানচিত্র, চার্ট, পরিসংখ্যান-তথ্য, যৌবন ইত্যাদির সাহায্যেও শিক্ষাদানের কাজ চলবে। বাকী নিরক্ষর বা নবশিক্ষার ক্ষেত্রে জল পাঠচক্রেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এই পাঠচক্রের মাধ্যমে জনগনকে সাধারণ জ্ঞান ও কৃষির নিয়মাবলী, চোটখাটো বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার কাহিনী, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যসম্পন্ন সহজবোধ্য ভাষা ইত্যাদি সংক্ষেপে অবহিত করা যায়।

তৃতীয় পর্বের আদ্যে ফলো আপ ব্যবস্থা। অর্থাৎ যাঁদের মস্ত মাকর ততেন ইত্যদর মতো জ্ঞানের আলোকে আনন্দ পাওয়া। যথোপযুক্ত চর্চার অভাবে নব-শিক্ষারও বড় ক্ষেত্রে পুনরায় নিরক্ষরে রূপান্তরিত হন। এই অবস্থা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। তাই নব-শিক্ষকের মতো শিক্ষা এবং অল্পলিপনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে, তাদের 'নব' মস্তক পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার চাহিদা গ্রন্থাগারের। এই উদ্দেশ্যে তাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ সরবরাহের ভার নিতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের। এইভাবে প্রকৃতি সৃষ্টির নিয়মের কর্ম প্রবাহ চালালে হয়তো আমাদের আমাদের লক্ষ্য যাত্রার একাদিন পৌঁছাতে পারব।

পরিষেবার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল গ্রামের প্রতিটি গৃহকোণে গ্রন্থকে পৌঁছে দেওয়া। এতে সাধারণ মানুষের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ গ্রামের মচিলারা আজও তততো নিয়মিত গ্রন্থাগার গৃহে যাত্রাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন নি—ইাদের নিকট এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সর্বাশেষ বেশী সহায়ক। লক্ষ্যে 'নৈমিত্তিক' কয়েকটি দিনে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে বা গ্রামান্তরে বহন করে নিয়ে যাবে গ্রন্থসম্ভার। এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং পুস্তক আদান প্রদান করবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরবর্তী লক্ষ্য হবে আকর্ষণ ও জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সংস্কৃতির প্রসার এবং অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে জনগনকে মুক্ত রাখা। এ ব্যাপারে

পুস্তক নির্বাচন থেকে শুরু করে গ্রন্থাগারের প্রতিটি পথারের কাজের মধ্যেই দৃষ্টি রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্ভারে শুধু উপক্ৰান্তই থাকবে না—সং ও চিত্রায়িত সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, 'শতসাহিত্য, জ্ঞানকাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক আঁকবের গল্প ইত্যাদিও গ্রন্থসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সংস্কৃতির চর্চা এবং সাধারণ শিক্ষা একই সঙ্গে সম্ভব হবে যাত্রা, কথকতা, কবি গান, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য ইত্যাদির আয়োজন যদি মাঝে মাঝে করা যায়। এছাড়া বেস্তাবয়ব এবং সম্ভব হলে একটি দূরদর্শন গ্রন্থাগার গৃহে রাখা উচিত। মাঝে মাঝে Projection Machine-এর সাহায্যে তথ্যচিত্র এবং শিক্ষামূলক চিত্র-সমূহ প্রদর্শিত করা যায়—এক জনশিক্ষার একটি শীকশালী সাধ্য।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অল্পলয় সেবা এবং বিশেষায়িত তথ্য-নিবর্তী কর্মসূচীর পরিবেশ প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামীণ সমাজে অধিকাংশ মানুষই কৃষি এবং অজ্ঞান চোটখাটো কৃষ্টির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে সাধারণ ভাবে কৃষিজীবির সংখ্যাও সর্বাধিক। কাজেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা কমেতে হলে কৃষি-জীব এবং কৃষ্টির শিল্পজীব জনগণকে নান্যভাবে সাহায্য করতে হবে। এই পরিষেবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Mr F A Shari বলেছেন :—

"An important function of a public library is to improve the economic level of its community by the provision of not only of books, periodicals etc., but also of commercial and technical information. In rural areas and particularly those in the Third World, the most urgent economic problem is to improve the productivity of Agriculture, what they need is verbal advice and encouragement."

গ্রামীণ সমাজের এই বিশেষ ধরনের চাহিদার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রেখে কর্মসূচিতিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

এক্সট্র প্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাগ্রাপ্ত গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং বাস্তবীয়তঃ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীরা। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন তথ্য-সংবহন-হেতু জন্ত প্রয়োজনীয় 'Tools'। তথ্যভিত্তিক পত্র পত্রিকা, পরিসংখ্যান তথ্য সংবাদপত্র খেজে সংরক্ষিত অংশবিশেষ, বেতার ও পুরস্করণ ইত্যাদি তথ্য-সংবহন-হেতু মাধ্যম। তৃতীয় উন্নতি কিতাবে কথা সম্ভব, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, জমির ফলনশীলতা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ, সেচ পদ্ধতি ও লাভের ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে গ্রন্থাগারিককে। ত্রীতী তাকে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তৃতীকীর্ণ জনগণকে সাধারণ স্বাস্থ্যস্বাক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য, ক্ষতিকারক জীবাত্তর নাগচর ও তাদের প্রতিরোধের উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে। এছাড়া ধারা ক্ষুদ্র ও কৃষির শিল্পের উপর নির্ভরশীল তাদের দিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত নানান পরামর্শ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আজ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমাধানের জন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। আশায় কথা বর্তমান সরকার পশ্চিমবংগের গ্রন্থাগার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং কর্তব্যে অঙ্গুর তবিল্লিতে গ্রন্থাগার আইনও আমাদের রাজ্যের প্রবলিত হবে। এ সম্পর্কে সরকার চিন্তা করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারিকমী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত প্রতিষ্ঠান

ও ব্যক্তিবর্গকে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সেবামূলক মনোভাবে উৎসাহ হয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দারিদ্র্য নেবার মানসিক প্রস্তুতি গঠন করতে হবে। সমস্তার গুরুত্ব যদি সকলে অনুধাবন করতে পারেন এবং সমাধানের প্রয়াসে একযোগে অগ্রসর হন তবে সমস্তার সমাধান অচিরেই সম্ভব।

১. সহায়ক পতী।

1. Function and organisation of a rural library system—F. A. Sharr, State librarian of Western Australia, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1, Jan.-Feb., 1972.
2. Rural libraries in India J. C. Mehta Director, Delhi Public Library, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1 Jan.-Feb., 1972.
3. Rural libraries in functional literacy compaigns -- M. L. M. Baregu Rural Service Librarian, UNDP/UNESCO Work-oriented Adult Literacy Pilot Project, Tanzania, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1, Jan.-Feb., 1972.

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

৪৩৫. শিল্পের বিন্দু (ক)—হেব্বনার্থ পত্রিত ; পৃ ৮৮২।

৪৩৬. প্রাচীন রাজগৃহ (প্র)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদার, পৃ ৮৮৩-৯২।

৪৩৭. বিজয়া (ক)—মানিক ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৮৮২।

৪৩৮. বেদনার বৈচিত্র্য (প্র)—জগদম্বা দেবী, পৃ ৮৯০-৯৫।

৪৩৯. চার-ইয়ারী কথা (প্র)—সতীশচন্দ্র ঘটক ; পৃ ৮৯৬-৯০০।

৪৪০. পাখের প্রতি (ক)—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, পৃ ৯০১-২।

৪৪১. নির্জীক লায় চিহ্নাশ্রমি (প্র)—তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য, পৃ ৯০৩-৮।

৪৪২. শেষ বেলায় (ক)—মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৯০৮-৯।

৪৪৩. ফেঁড়া ফুল (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, পৃ ৯১০-১৪।

৪৪৪. জীবন ও জীবনের ধর্ম (প্র)—আশালতা সেন, পৃ ৯১৫-২১।

৪৪৫. মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—পরিজ্ঞানচর রায় চৌধুরী পৃ ৯২২-৩০।

৪৪৬. মহীন্দ্র ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—মনোমোহন পঞ্চোপাধ্যায় ; পৃ ৯২১-৪১।

৪৪৭. লাম্ব (ক)—বহুবল্লভ গোস্বামী ; পৃ ৯২২-৪৩।

৪৪৮. শকুন্তলার মা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯৪৪-৪৯।

৪৪৯. বিজয়া (গা) [ওহে প্রাণ নাথ.....]—রামপ্রসাদ সেন ; পৃ ৯৫০।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৪।

৪৫০. নারায়ণ (প্র)—বিশ্বনাথ পাল ; পৃ ১-৪।

৪৫১. বাক্সের গীতি কবিতা (প্র)—চিত্তব্রজ দাস, পৃ ৫-৩৪।

৪৫২. চুয়েতের হাড় মাথায় (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৫-৪৩।

৪৫৩. বস-বাঁচনী (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৪৩।

৪৫৪. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ সেন ; পৃ ৪৪-৫৫।

৪৫৫. কপাটী (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৫৫।

৪৫৬. সারথী (গ)—অবনীকুমার দে ; পৃ ৫৬-৬৩।

৪৫৭. নিবেদন (প্র)—জগদীশচন্দ্র বসু ; পৃ ৬৪-৭২।

৪৫৮. মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—পরিজ্ঞানচর রায় চৌধুরী, পৃ ৭৩-৭৭।

৪৫৯. বীজনাথের ধর্ম (প্র)—শ্রী:— ; পৃ ৭৮-৮১।

৪৬০. গান [হাট মেতেছি রাসে...] শ্রী:— ; পৃ ৮২।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৪।

৪৬১. লাফে-তিন-চাত (ক)—শ্রী:— ; পৃ ৮৩-৮৪।

৪৬২. তুর্কীসার লাগ (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮৫-৯০।

৪৬৩. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ সেন ; পৃ ৯১-১০৭।

৪৬৪. বৈক্য কবিতা (সমা)—সতীশচন্দ্র রায় ; পৃ ১০৮-২৩।

৪৬৫. বন্ধীর লাজ (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ১২৪-৩৮।

৪৬৬. পাগলের গীত (ক)—পদীন্দ্রমোহন দাসী, পৃ ১৩২।

৪৬৭. গানের কথা (প্র)—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ ১৪০-৪৫।

৪৬৮. বাবাজি (গ)—শ্রীঃ— ; পৃ ১৪৬-৫১।

৪৬৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়
চৌধুরী ; পৃ ১৫২-৫৪।

৪৭০. হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজাপাঠ করি
তর শ্রীবদীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, পৃ ১৫৫-৬১।

৪৭১. গান [রূপের নেপাথ্য হয়েছি ভাব...] শ্রীঃ—
পৃ ১৬২।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৪।

৪৭২. শকুন্তলায় চিত্ররানী (প্র)—চরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
পৃ ১৬০-৭০।

৪৭৩. মেলায় পথে (গ), গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী,
পৃ ১৭৭-৮৫।

৪৭৪. মডেল নাটিকা (গ)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
পৃ ১৭৭-৮৫।

৪৭৫. কপেব কোরি (ক)—অবনীকুমার দে ; পৃ ১৮৬।

৪৭৬. দাদা মহাশয় (গ)—নায়ায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ১৮৭-
২২।

৪৭৭. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী,
পৃ ২০০-৪।

৪৭৮. হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজাপাঠ
করিত শ্রীবদীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি,
পৃ...

৪৭৯. জালা (ক)—গোবিন্দলাল মৈত্রয়, পৃ ২১২।

৪৮০. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২১০-২২।

৪৮১. 'একথা'ন পত্র (পত্র)—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ২২০-
৩৫।

৪৮২. গান (ক)—শ্রীঃ— পৃ ২৩৪।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা কাশ্বিন ১৩২৪।

৪৮৩. ধর্মতত্ত্ব মীমাংসা (প্র)—মধুসূদন গোস্বামী স্বতন্ত্র ;
পৃ ২৩৭-৪৭।

৪৮৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়-
চৌধুরী, পৃ ২৪৮-৫৮।

৪৮৫. এক এক রাজার তিন তিন রাণী (গ)—চরপ্রসাদ
শাস্ত্রী, পৃ ২৫২-৬০।

৪৮৬. মডেল নাটিকা (গ)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ;
পৃ ২৬৪-৭০।

৪৮৭. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২৭১-
৮৪।

৪৮৮. "সঙ্গীতের মুক্তি" বনাম "বন্ধন" (অ)—শরৎচন্দ্র
সিংহ, পৃ ২৮৫-৯৬।

৪৮৯. চোব (গ)—নায়ায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ২৯৭-৩০৭।

৪৯০. হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজাপাঠ করি
তর শ্রীবদীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি,
পৃ ৩০৭-২১।

৪৯১. গান [তোমায় আমার মনে চেয়ে...] শ্রীঃ—
পৃ ৩২।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৪।

৪৯২. ধর্মতত্ত্ব মীমাংসা (প্র)—মধুসূদন গোস্বামী স্বতন্ত্র ;
পৃ ৩২৩-৩২।

৪৯৩. 'আর একথা'ন পত্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল,
পৃ ৩৩০-৪১।

৪৯৪. লিখা (গ)—সম্মলা দেবী, পৃ ৩৪২-৪৬।

৪৯৫. রাজা রামমোহন রায়ের তত্ত্বাত্ত্বিক মণ্ডিতাধিকার
(প্র)—চন্দ্রকেন দাস, পৃ ৩৬৭-৪৮।

৪৯৬. রাজা রামমোহন রায়ের তত্ত্বাত্ত্বিক মণ্ডিতাধিকার
(অগ্রবাহি)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৩৪২-৬৬।

৪৯৭. ক দেথা (গ)—চিররঞ্জন দাস, পৃ ৩৬৭-৭০।

৪৯৮. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৩৭১-৭৭।

৪৯৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়
চৌধুরী, পৃ ৩৭৮-৮৪।

১. বঙ্গভাষা উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য শাখালনে দশম অধি-
বেশনে পঠিত ;

২. প্রেসিডেন্সী কলেজে সঙ্গীত পরিষদের অধিবেশনে
পঠিত।

৩. শ্রীমুক্ অ'ভিত্তমুং চক্রবর্তী ও বৈকুণ্ঠকবিহার
কথা।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কৈশিক ১৩১৫।

৫০০. নারায়ণ (ক)—গোবিন্দচন্দ্র দাস ; পৃ ৩২৫-২২।
 ৫০১. 'স্বাগতম' (প্র)—চিত্তঞ্জন দাস ; পৃ ৪০০-৭।
 ৫০২. 'দশভাগি'র অস্তিত্ব (প্র)—তীর্থেশ্বর দত্ত ;
 পৃ ৪-৮-৩২।
 ৫০৩. 'স্বতন্ত্র-মীমাংসা' (প্র)—মধুসূদন গোস্বামী স্বতন্ত্র ;
 পৃ ৪৪০-৪৭।
 ৫০৪. 'অগ্নিমিত্রের উড়' (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৭৭৮-
 ৭৭।
 ৫০৫. 'কমলের দুঃখ' (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৪৫৮-
 ৩৬।
 ৫০৬. 'কব. গোবিন্দ দাসের কাব্যতা' (প্র)—গিরীশচন্দ্র
 রায়চৌধুরী ; পৃ ৪৬৭-৭৮।
 ৫০৭. 'পরাণে কাণ্ডা' (কথা চিত্র)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ;
 পৃ ৪৭৮-৮০।
 ৫০৮. 'গান ['এই তোমার ও কামরূপ...]'—শ্রী :
 পৃ ৪৮৪।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

৫০৯. 'স্বতন্ত্র-মীমাংসা' (প্র)—মধুসূদন স্বতন্ত্র ; ৪৫৫-
 ২৫।
 ৫১০. 'দানচিহ্নি' (গ)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ; পৃ ৪২৬-৫১১।
 ৫১১. 'কমলের দুঃখ' (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৫১২-২২।
 ৫১২. 'কুমার-সন্তান-সাত' (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৫২০-২৭।
 ৫১৩. 'গান ['এই তোমার ও কামরূপ...]'—পুলকচন্দ্র দত্ত ;
 পৃ ৫২৭।
 ৫১৪. 'বজ্র বা কামান বন্দুক' (প্র)—উমেশচন্দ্র বিদ্যাবতী ;
 পৃ ৫২৮-৪৩।
 ৫১৫. 'বজ্র বজ্র' (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৫২৪-৫৮।
 ৫১৬. 'গান ['এই তোমার ও কামরূপ...]'—শ্রী :—পৃ ৫৫৮।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৫।

৫১৭. 'নির্ভেদ মান' (ক)—কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী ; পৃ
 ৫৫২-৬২।
 ৫১৮. 'বক্তিত্ব' (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৫৭১-৭৬।

৫১৯. 'জামাই'র পুরা রূপ (প্র)—বিশ্বনাথ দাস ;
 ৫৭১-৭৬।
 ৫২০. 'বাক্যের সাহিত্য' (প্র)—গিরীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ;
 পৃ ৫৭৭-২০।
 ৫২১. 'সুতা কলা' (প্র)—নরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ; পৃ ৫২৪-
 ৬০২।
 ৫২২. 'বসুনাথ দাসের গীতগোবিন্দ' (প্র)—তারাপ্রসাদ
 ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৬০৩-৮।
 ৫২৩. 'লিঙ্গের লব্ধি' গোটাভুক্ত কথ্য (প্র)—নরেশচন্দ্র
 সেনগুপ্ত ; পৃ ৬০২-১৫।
 ৫২৪. 'অভিসারে' (ক)—গিরীশচন্দ্র দাস ; পৃ
 ৬১৬-১৭।
 ৫২৫. 'কমলের দুঃখ' (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৬১৮-২২।
 ৫২৬. 'গান ['এই তোমার ও কামরূপ...]'—কজনীকান্ত সেন ; পৃ
 ৬২০।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৫।

৫২৭. 'লাজ' (ক)—লক্ষ্মীমোহন সেন ; পৃ ৬৩১-৩৭।
 ৫২৮. 'বসুনাথের গীতগোবিন্দ' (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬৩৮-
 ৪৩।
 ৫২৯. 'বসুনাথের গীতগোবিন্দ' (প্র)—বিশ্বনাথ দাস ;
 পৃ ৬৪৪-৫৭।
 ৫৩০. 'লিঙ্গের লব্ধি' গোটাভুক্ত কথ্য (প্র)—নরেশচন্দ্র
 সেনগুপ্ত ; ৬৫৮-৬৫।
 ৫৩১. 'সুতা কলা' (ক)—নরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ; পৃ ৬৬৫-৬৭।
 ৫৩২. 'বক্তিত্ব' (গ)—নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ;
 ৬৬৮-৮০।
 ৫৩৩. 'বৈষ্ণবধর্ম' (প্র)—রত্নেশ্বরচন্দ্র সেন ; পৃ ৬৮১-২১।
 ৫৩৪. 'নিধুবাসুদেব' (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ;
 পৃ ৬২২-২২।

২. 'চাকা' সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সমিতির
 সভাপতির অস্তিত্ব।

৩. 'ঐ'

৪. '১লা বৈশাখ ১৩২৫'—চাকার সাহিত্য সম্মেলনে
 লেখক কর্তৃক পঠিত

৫. 'বক্তিত্ব' সাহিত্য সম্মেলনের বক্তিত্ব পাঠ্য ৬ষ্ঠ বার্ষিক
 অধিবেশনে পঠিত।

৫৩৫. স্বর্গীয় কবি বিজ্ঞানলালের জীবন (সমা)—

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৭০০-৪।

৫৩৬. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত,

পৃ ৭০৭-১২।

৫৩৭. গান [তুমি কেমন দয়াল—] রজনীকান্ত সেন ;

পৃ ৭১২।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

৫৩৮. ত্রাণসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল,

পৃ ৭১৩-৩২।

৫৩৯. রমুতে নাগায়ন (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

পৃ ৭৩৩-৩২।

৫৪০. ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের মূল ভিত্তি (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ ৭৩২-৫২।

৫৪১. এঁকি বপ্প ? (প্র)—চিবরজন দাস, পৃ ৭৫৩-৫৫।

৫৪২. প্রাচীন পুথির বানান (প্র)—ভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, পৃ ৭৫৬-৬৪।

৫৪৩. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত,

পৃ ৭৬৪-৭৩।

৫৪৪. বৈষ্ণব ধর্ম (প্র)—রত্নেশচন্দ্র সেন ;

পৃ ৭৭০-৮২।

৫৪৫. প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত (প্র)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত,

পৃ ৭৮৩-৮৬

৫৪৬. বহিঃস্থিতি (আবেদন)—যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী :

পৃ ৭৮৬।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৫।

৫৪৭. আগমনী (ক)—শ্রীধর কণক, পৃ ৭৮৭।

৫৪৮. বাজালীর দুর্গোৎসব (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী,

পৃ ৭৮৮-৯০।

৫৪৯. কাহার দোষ (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ;

পৃ ৭৯১-৮০২।

৫৫০. সুনন্দ (ক)—গোবিন্দচন্দ্র দাস ; পৃ ৮১০-১৩।

৫৫১. অবজ্ঞা ও উদ্ধরায়চরিত (প্র)—নলিনীমোহন মুখার্জী ; পৃ ৮১৪-১২।

৫৫২. হৃদয় আগে কি কুমার আগে ? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮২০-২২।

৫৫৩. গাধারে আলো (কথানাট্য)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৮৩০-৬০।

৫৫৪. গান [চল কিরে চল—] : রজনীকান্ত সেন ; পৃ ৮৬৩।

৫৫৫. ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের মূল ভিত্তি (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ ৮৬০-৭৬।

৫৫৬. বিজয়া (ক)—কমলাকান্ত ; পৃ ৮৭৭-৭৮।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্তিক ১৩২৫।

৫৫৭. ভাণ্ডারের কবি "গোবিন্দ চন্দ্র দাস (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ ৮৬২-২৪।

৫৫৮. বেণের মেয়ে (গ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৮২৫-২০৪।

৫৫৯. দুর্নামের (ভ্রমণ কাহিনী)—ভৃকদাস সরকার, পৃ ৯০৫-১২।

৫৬০. অজবিসাণ ও রত্নবিসাণ (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯১২-২০।

৫৬১. অতিমার (ক)—গিরিজামোহিনী দাসী ; পৃ ৯২০-২১।

৫৬২. কৃতজ্ঞতা (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৯২২-৩৫।

৫৬৩. নিবেদন (ক)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ৯৩৬।

২. দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত।

(ক্রমশঃ)

II. বিজ্ঞপ্তি ।

যাঁরা ১৩৮৪ সনের টাকা এখনো দেন নি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে সত্ত্বর টাকা পরিষদের অফিসে জমা দেবার জন্তে। টাকা দেওয়া না হলে, তাঁদের কাছে 'ঋণগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

পুস্তক আলোচনা

Library Scene in Calcutta ; Seminar on the occasion of the 100th -meeting of the IASLIC Study Circles, February.26-27, 1977.
 Edited by S. K. Kapoor. IASLIC, Calcutta, 1977. 160 p Rs 50.00.

চরাস্লিক (IASLIC) অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার তথা তথ্য পরিষেবাকেন্দ্র পরিষদ নিজের কংগ্রেস সম্বন্ধে খুবই সচেতন এবং আপন কর্মক্ষেত্রে এই পরিষদের কর্মীবৃন্দের তৎপরতা, কুশলতা, অতিনিবেশ, প্রম নিষ্ঠার পরিচিতি আজ লক্ষ্য প্রাপ্ত। এই কর্মকুশলতাটাই এঁদেরকে একদা-বছর তেরো-চোদ্দো আগে উদ্ভূত করেছিল পরিষদের অঙ্গ হিসেবে একটা পাঠ্যক্রম (Study Circle) গড়ে তুলতে যেখানে তাঁদের বুদ্ধির সমস্তা একতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তুলে ধরা গবে. আলোচনা হবে, এবং সম্ভবস্থলে সমাধানের উপায়ও নির্দেশিত হবে এঁদের সেই প্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণ সংঘটিত হয়েছে—একটি সত্য এঁরা করেছেন উক্ত সময়ের মধ্যে। এই পতঙ্গাখ্য পাঠ্যক্রম যে সাক্ষাৎ সূচীতে করে তাকে অরণীর ক'রে রাখতে গত বছর এর একটি বড়ো মাপের আলোচনাসভার আয়োজন করেন ও সেই সভার আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রধান বক্তাদের বক্তব্য একত্র গ্রন্থিত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন হিসেবে ছাপিয়ে বার করেছেন। সমালোচ্য সেই প্রকাশনের আখ্যাপত্র এপরে বিবৃত হয়েছে।

প্রকাশনের শিরোনাম থেকে বোকা যাচ্ছে যে আলোচনা প্রবন্ধগুলি কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় প্রাপ্তবা চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছে। এবং এই প্রয়াস সত্ত্বেওটি প্রবন্ধে বিবৃত। জাতীয় গ্রন্থাগার, কতকগুলি বিশেষ বিভাগ গ্রন্থাগার তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার, স্থল গ্রন্থাগার,

বাবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বিদেশী দূতবাস পরিচালিত গ্রন্থাগার—এগুলির ব্যবস্থা, পরিচালনা, গ্রন্থ সংগ্রহ ও পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। বাকি প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু হল কলকাতার গ্রন্থাগারে প্রাপ্তবা ভারতীয় বিভাগবিষয়ক সংগ্রহ ও মানচিত্রের সংগ্রহ; গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠন; আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-পরিষেবা সমঝার; এবং কলকাতার বিশেষ বিভাগ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তবীর পরিষেবা।

সমষ্টিগতভাবে উক্ত প্রবন্ধগুলিতে কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে গ্রন্থাগারের বাত পরিচয় যতোটা পাট, আঙ্গুর পরিচয় ততোটা পাট না। তার মানে, আলোচকগণ তথ্য সমাবেশ ও বিবৃতির দিকে মোটা-মুটি মন দিয়েছেন, কিন্তু তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও সমীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখেন নি বললেই চলে। আসলে, প্রবন্ধ-গুলিতে বিষয়বস্তুর প্রতি নির্দিষ্ট মনোযোগের অভাব লক্ষিত হয়, বক্তব্য কেমন একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দায় সারা ভার। দু-একটি ব্যতিক্রম আছে, যেমন ট্রান্সনায়শন সেনগুপ্ত লিখিত কলকাতার বিশেষ বিভাগ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তা পরিষেবা এবং প্রবীর রায়চৌধুরী ও কপিলদেব রায় লিখিত কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগারের ওপর প্রবন্ধ। বিষয় তুটীর প্রতি এঁদের অতিনিবেশ ছিল বৃকতে পারি।

আমার মনে হয়, এই প্রকাশের বিষয় পরিধি কলকাতার তাৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না হয়ে যদি শুধু কলকাতার বিশেষ বিভাগ গ্রন্থাগার ও তথ্যপরি সেবা ব্যবস্থার সীমিত থাকত তাহলে বিষয়সংগত বাড়ত এবং 'ইন্ডাস্ট্রিক' প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সংক্ষেপ সংগতি ও সুস্পষ্ট হত। বিশেষ বিভাগ গ্রন্থাগার ও তথ্যপরি সেবার নানা বিভাগ ও দিক

নিম্নে ব্যাপক ও গভীর তথ্যস্বত্ব ও সমীক্ষা-সমীক্ষিত আলোচনার একটা সুসংবদ্ধ গোটা বহু পাবার সুযোগ মিলত।

তবু যা মিলেছে তার মধ্যেও ইয়াস্‌দিক কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ ক'রে সমালোচ্য প্রকাশনের সম্পাদক মহোদয় ধন্যবাদার্থ। এষ্ট প্রকাশনে যে সব তথ্যাদি আছে তা শুধু গ্রন্থাগার নিয়ে যারা চিন্তাতাবনা করেন তাঁদেরই যে কাজে লাগবে এমন নয়, যারা সম্পর্কে আগ্রহী ও এর উদ্ভূতকারী, তাঁদেরও কাজে লাগবে।

পারশেয়ে একটি কথা। প্রকাশটিকে পত্রিকার আকারে ছাপিয়ে কর্তৃপক্ষ পুরোনো রীতি আঁকড়ে যটলেন কেন? আজকালতো সম্মেলন ও আলোচনা সভার পট্টি ও আলোচিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থের আকারেই ছাপা হচ্ছে।

আদিত্য ওহদেদার

বহুসংস্করণ গ্রন্থাগার : রক্তত জয়ন্তী বর্ষ স্মারকলিপি,
১৯৫২-১৯৭৭। সম্পাদক : শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু

বহুসংস্করণ গ্রন্থাগার-এর ২৫ বৎসর পুঁতি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি সুসম্পাদিত। গ্রন্থাগার সম্পাদকের প্রতিবেদন, গ্রন্থাগারটির পটিল বছরের ইতিবৃত্ত, একটি কবিতা ও কয়েকটি প্রবন্ধ সমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখক সূচীতে আছেন : সর্গজী অরিন্দম চক্রবর্তী, অমর সেন, প্রদীপ চৌধুরী, ডঃ আদিত্য ওহদেদার, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, হুমীল কুমার দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ রায়, প্রবীর চন্দ্র বসু, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডঃ জয়ন্তী রায় ও শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়।

অমর আচার্য

অতীত ইতিহাস

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রীমোহনগোপাল সেনগুপ্ত এই বইয়ে খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছরের মধ্যে চীন থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং ভারত থেকে চীনে যেসব পরিব্রাজক গেছেন তাঁদের বিবরণ ও সাবলীল আলোচনা করেছেন। চার বিয়ত মানচিত্র। [১০০০]

প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বইয়ে প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য সমূহের বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য বিশদভাবে আলোচিত। [১৫০০]

THE BUDDHA AND FIVE AFTER CENTURIES

বুদ্ধসম্প্রদিত আলোচনার প্রগাঢ় পণ্ডিত ডঃ হুইয়াং হুও এই বইয়ে বুদ্ধ ও পরবর্তী পাঁচ শতকের পরিব্রাজিত আলোচনা করেছেন। ১৯৫৭ সনে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, ডঃ নীহারেন রায়ের কৃষিকা সন্নিবিষ্ট। ৩৩ আর্ট পেট। [৪০০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

১। জলপাইগুড়ি।

গত ১৫ই জুন '৭৮ জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার ভবনে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক শ্রীঅমিতেশ তট্টাচার্যের প্রস্তাবানুযায়ী এতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী, সহ-সভাপতি—সরস্বতী লামাপাণ্ডা বানার্জী, বঙ্গ চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্রীঅমিতেশ তট্টাচার্য, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীসহেনু নাথ বসু, সহস্রাব্দ—সরস্বতী দিলীপ কুমার মুখোজী, কল্যাণ দে, বিনয় কুমার দে, কালীনাথ দাস, প্রবীর সেনগুপ্ত, রমা এবং ওমাল প্রগতি সংঘ।

উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কর্মসূচির শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রতিনিধি শ্রীলশাঙ্ক বাগচী ও শ্রীরাহুলক সাহা উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী।

২। বরদ্বার।

গত ২ এপ্রিল '৭৮ কক্ষনগরে বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি গ্রন্থাগারে পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীমোহিত কুমার বার মহাপাত্রের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অধ্যয়নী ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীবিষনাথ সাহু, সহ-সভাপতি—সরস্বতী বিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার বার, মোহিত কুমার বার, সম্পাদক—শ্রীসত্যানন্দ মহাপাত্র; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী; সহ-সম্পাদক—শ্রীনিতাই পোদ্দার; সহস্রাব্দ—সরস্বতী অরুণ কুমার আদিত্য, অনিমেয় মহাপাত্র মহনমোহন মলিক, তপন সেন, নারায়ণ চন্দ্র সাহু, প্রফাণি কুমার বাগচী, এবং নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, মদনপুর সাধারণ পাঠাগার, কক্ষনগর পাবলিক লাইব্রেরী, কীদোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার, হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, খাটিয়াড়ী যুবক সমিতি গ্রন্থাগার, বাগাখাট মহাকুমা গ্রন্থাগার।

কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে শ্রীলশাঙ্ক বাগচী ও সহ কর্মসূচির শ্রীরাহুলক সাহা উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

৩। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন।

গত ১১ই জুন (১৯৭৮) রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে বিশুপ উৎসাহ ও উদ্বোধনার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা এক অকুণ্ঠ সমাবেশ। সকাল ১০টার প্রতিনিধি পরিচর ও সন্মোক্ষণ বিনিময় অধিবেশনে বিশেষ অভিধারূপে উপস্থিতি ছিলেন শ্রী বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শ্রীঅমিতাভ সেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচির শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রজ্ঞাতি কমিটির সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বার। বেলা ১২টার প্রতিনিধি সম্মেলনে গ্রামাঞ্চলে ও শহরগুলোর বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সভাপতি উপস্থিত বক্তব্য রাখেন উপস্থিত প্রতিনিধি মহশয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীলশাঙ্ক বাগচী, শ্রীঅনোক বসু, শ্রীরাহুলক সাহা মহোদয়গণ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অত্যন্ত বর্তমান এক আশাবী দিনের

পটভূমিকার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন যে বন গ্রাণাগার আন্দোলনের ফলে এরা জো গ্রাণাগার সম্পর্কে জনচেতনা পূর্ণাঙ্গা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান সরকার গ্রাণাগার আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এফলে অবিলম্বেই গ্রাণাগার আইন চালু হচ্ছে। আইন চালু হলে, গ্রাণাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বৃদ্ধি পাবে। গ্রাণাগার কর্মীদের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাতিটি জনসাধারণকে গ্রাণাগারমুখী করতে হবে। সুসজ্জিত বকে মনোরম আলোক সজ্জায় সাহা অধিবেশন মুগ্ধ হয়ে উঠে। শুরু হয় বিশেষ আলোচনা চক্র “গ্রামীণ উন্নয়নে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রাণাগারের ভূমিকা”। অধ্যাপক পরিমল কুমার সরকার, অধ্যাপক কল্যাণ ঘোষ, পীযুষ কান্তি ঘোষ, প্রভাত সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, প্রদীপ মল্লী, প্রধান অতিথি শ্রীশ্রীর বারচৌধুরী ও সভাপতি ডাঃ ব্রজানন্দ চক্র বাগচী— মতামতবৃদ্ধি বিশেষ আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন। জেলা গ্রাণাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রাণাগার পরিষদের জেলা শাখা গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, সহঃ সভাপতি—শ্রীসৌরেন্দ্র কুমার ঘোষ; স্রীচিহ্নবর্তন দত্ত; স্রীসত্যী বসু, সম্পাদক—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী; যুগ্ম সম্পাদক - শ্রীসত্যী কুমার মিত্র, সদস্য মণ্ডলী - সবস্রী শঙ্কর মিত্র, অ’স’ত কুণ্ড, শঙ্কর সেনগুপ্ত, লচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ সিংহ, লৌকেশ্বর কুমার বসু সুবোধচন্দ্র খাঁ, কলীন্দ্রনাথ সরকার, প্রবীর সেনগুপ্ত।

সমাপ্তিতে সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা বারগঙ্গা শিল্পীতীর্থ “নজরুল গীতি বাঁচড়া” পরিবেশন করেন। এই সম্মেলনের সাক্ষাৎ কামনা করে যারা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রী জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী; শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তথ্যমন্ত্রী; শ্রী পাথ বে, গ্রাণাগার মন্ত্রী, ডাঃ বসু চৌধুরী, ডাঃ প্রসাদ কুমার ঘোষ, উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

৥ বাঁকুড়া ৥

গত ২ মে’ ৭৮ পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখার একটি

সভা জেলা গ্রাণাগার তবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার জেলা শাখা কমিটির প্রায় সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শাখা কমিটির জন্ম কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির লক্ষ্য থেকে শ্রীশঙ্কর বাগচী এই সভার উপস্থিতি থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শাখা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

৥ বাঁকুড়া জেলা শাখা ৥

বিগত ১১.৬.৭৮ বেলুড় শাখার গ্রাণাগারে বিকাল ৪টার সময় হাওড়া জেলা শাখার কার্যকরী সমিতিঃ প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন জেলাশাখার সভাপতি তরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভার উপস্থিতি সভার জন্ম সভ্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভার প্রবর্ত্তে বঙ্গ জেলা সম্মেলনের কার্যনির্বাহী পাঠ করা হয়।

জেলার গ্রাণাগার আন্দোলনের তবিস্তার কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর স্থির হয় যে (ক) বাণকহায়ে B.I.A-র সভা সংগ্রহ করতে হবে (খ) লাটব্রেরী ডাটব্রেরী কর্ম তন্তি করাতে হবে (গ) জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক সম্মেলন করে জেলার গ্রাণাগারসমূহের সমস্তাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে (ঘ) গ্রাণাগারগুলির সমস্তা সমাধানের জন্ম আগামী সভার পূর্বে D. S. E () র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং এই ডেপুটেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে পথায়ক্রমে জেলা শাসক, সভাপতি, হাওড়া ও বাসি পৌরসভা এবং মুখা সমাজ শিক: অধিকারিকের সমীপে ডেপুটেশন দেওয়া হবে (ঙ) গ্রাণাগার আইন-এর সমর্থনে জুলাইয়ের মধ্যে উল্বেড়িয়ার একটি জেলা কন্ডেনশন আহ্বান করে ও (চ) জেলার গ্রাণাগারগুলির মৌল সমস্তাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমাধান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করা।

গ্রন্থাগার সংবাদ

। মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, ডালকুনি, জঙ্গলি ।

২৪শে জুন, ১৯৭৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা পাঠাগার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে সমন্বিত কর ও বিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত। পাঠাগারের উন্নতি করে বক্তৃতা দেন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পাঠাগারের সম্পাদক শিবনাথ গুপ্ত।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাছাকাড়ী সমিতিতে নির্বাচিত হন; (১) আন্তোভাব তর্জাণ (২) অজয় বাগচী (৩) শিবনাথ গুপ্ত (৪) যশন দাস বিদ্যাস (৫) প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী (৬) নিমাত ঘোষ (৭) বেনীমাধব ঘোষ (৮) শিবপ্রসাদ গুপ্ত (৯) এদল ঘোষ।

। পানিহাটী ক্লাব, ২৪ পরগণা ।

সন্ধ্যাত পানিহাটী ক্লাবের ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকের বিবরণী পেশ করা হয়।

। লহরী পাঠাগারের ৩০তম সাধারণ অধিবেশন ও গুণীজন সম্বর্ধনা ।

গত ১৮ই জুন ত্রিলোকেন দাসের সভাপতিত্বে লহরী পাঠাগারের সাধারণ অধিবেশনের প্রথমে প্রত্যন্ত নৃত্যশিল্পী উদয়নন্দন এবং পাঠাগারের স্বর্গত জন সমস্তের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়। সম্পাদিকা পার্বতী মাইতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে ৪ খণ্ড “পরমপুঙ্খ প্রীতীসাহিত্য” এবং “স্বাধীনতা: সংগ্রামে সত্যহাটা” নামক পুস্তক প্রদান করেন। অতঃপর সম্পাদকের বিবৃতি এবং সভাপতি বিদ্যার আলোচনা ও অনুমোদিত হইবার পর ত্রিলোক দাসের সভাপতি ও পার্বতী মাইতি সম্পাদিকা এবং আরও ১৯ জন সমস্তকে নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

। সুবর্ধাঙ্গ পাঠাগার ও মলিনী স্মৃতি কমিটিতে কলম ।

২৮শে, ১৯৭৮ পাঠাগারের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকের বিবরণী পেশ করা হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটিতে নির্বাচিত হন। সভাপতি—অরবিন্দ দাস, সম্পাদক—জীবনময় বসু; সভা-সম্পাদক—সিদ্ধার্থ ঘোষ; গ্রন্থাগারিক—প্রদীপ সিংহ; সভা-গ্রন্থাগারিক—সজল দাস ও আন্তোভাব দাসচৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ—দীপকর পাল; আন্তর্জাতিক হিসাব পরীক্ষক—যশন গাঙ্গুলি, সদস্যবৃন্দ—সমীর সাহা, অসীম ঘোষ, বিমল চ্যাটার্জী ও রাজা মুখার্জী।

। সব প্রত্যন্ত সভা, মদীপার, পশ্চিম দিনাজপুর ।

এক সভার এই সংখ্যক ১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করা হয়।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিচা, হাওড়া ।

গত ২৮শে মে ১৯৭৮ রবিবার গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৭টার ‘রবীন্দ্র জন্মোৎসব’ শালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মাল্যদাম ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুক বেচাগাম ঘোষ মহাশয়। সভার আনুষ্ঠানিকতা পাঠ, রবীন্দ্রসংগীত, যন্ত্রসংগীত, হাতকৌতুক, প্রবন্ধ পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্বত্বাধীনে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

। পরিবহন ভবনে রবীন্দ্র—নজরুল সন্ধ্যা ।

১৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার প্রতি বৎসরের ছাত্র এবারও পরিবহন ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল

সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও অমুঠানটির পরিচালনার দায়িত্ব ভর্তু চয়েছিল বর্তমান বৎসরের চার-ছাত্তীনের উপর। অমুঠানটির আত্মায়ক ছিলেন শ্রীমানবেঙ্গ বস্ত ও স্থিত আচা।

উদ্বোধন সংগীতে দ্বিবে অমুঠানটির ভিত্ত সূচনা চয়। উদ্বোধন সংগীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী শিপ্রা কোণার, বস্তা মিত্র, মজলা সেন, মিলন রায় ও স্থমিতা সেন। এবলবে বস্তীয় গ্রন্থাগার পরিবদেব সতাপাত শ্রীকণকৃষণ রায়কে অমুঠানটি পরিচালনা করার ভন্ত অমুত্বোধ করা চয়। তিনি এট প্রস্তাব প্রচণ করেন। এবলবে চার সংযোগ উপসমিত্তর পক্ষ থেকে ববিশব্বর মুখোপাধ্যায় এই অমুঠান সম্পকে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ববীজনাথ সম্পকে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ চ্যাটাঙ্কী। ববীজনাথ ও নজকল সখছে বক্তব্য রাখেন

শ্রীমতি মিলন রায়। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন অকনা বক্ত, বধুমিতা বড়ুয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া চ্যাটাঙ্কী, কটিক রাত্রা ও মিলন রায়। যত্র সংগীতে অংশগ্রহণ করেন মনোরজন চ্যাটাঙ্কী। ববীজ্ঞ সংগীত ও নজকল গীতি পরিবেশন করেন মজলা সেন, বস্তা মিত্র, মিলন গোখারী ও স্থমিতা কুমার বস্ত।

সভা শেষ হওয়ার পূর্বে পাঠ্যাপক শ্রীকণকৃষণ রায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ববীজ্ঞ-নজকল অমুঠান করলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবেনা। তাঁদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে তাঁদের প্রীত প্রকৃত প্রকা নিবেদনের নিদর্শন রাখতে চবে।

প্রতিবেদক : অলিতান্ত রায়

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পাক্ষমবল লাইব্রেরী ডাটাবেইটরী তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাটাবেইটরীতে পাক্ষমবলের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পকে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিবদেব সাধারণ কার্যায় থেকে বাকিগতাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল ঠাঙ্গান (১৫ পরমা) সম্পদিত একটি নত থায় পাট্রিমে প্রথমলা সংগ্রহ করতে অমুত্বোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়

আল্লেখক

ডাটাবেইটরী উপসমিতি

ভ্রম সংশোধন

মেইনীপূরে ৩৪ ভয় বকীর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যোগদানকৃত প্রাবীবেত নামের তালিকায় "নিভারজন শুক, বকীর সাহিত্য পরিষদ বহুমুখী গ্রন্থাগার, শিলিগুডি" বলে নিভারজন শুই ছাপা হয়েছে। এর ভন্ত আমরা চু:খিত।

সম্পাদক

"গ্রন্থাগার"

Bengal Library Association

West Bengal Government Sponsored Employees Library Association

P-134 C I T Scheme 52 Calcutta-700014.

22 June 1978.

Prof Partha De

Minister-in-Charge of Primary and Secondary Education and Library Services
Government of West Bengal

Writers' Buildings
Calcutta-700001.

Sub : Memorandum on different aspects of library services and on some problems of library workers in West Bengal, jointly submitted by the Bengal Library Association and the West Bengal Sponsored Library Employees Association.

Sir,

We express our sincerest thanks to you for granting us an interview on the 23rd June, 1978 to place before you some of the outstanding issues of library services and some problems of library workers in West Bengal for your kind consideration. These issues are as enumerated below :

(A) Draft Bill of the West Bengal Public Libraries Act, 1978.

We express our sincerest thanks to the State Govt. in general and to you in particular for appointing a drafting committee to prepare a Public Libraries Bill for West Bengal in pursuance to the assurance made in the election manifesto of the Left Front (Vide Govt. Order No. 204-Edn (SE) dt. 13th March, 1978). We are glad to inform you that the said committee has finished its work and after some deliberations has adopted the revised draft Bill of the West Bengal Public Libraries Act, prepared by the Bengal Library Association for this purpose, with some modifications and corrections. We hope you might have received by this time the Bill along with a report, from the convenor of the Committee. This Bill when implemented will ensure a better managed, integrated and expanded free public library service to the people. The library service will be a powerful social institution for dissemination of information to all sections of the people—literate and illiterate—for socio-economic and cultural development of the country. Moreover this library service is an essential tool for spread and retention of education. We would, therefore, request you to take immediate necessary steps for introduction and adoption of this Bill in the next session of the West Bengal Legislative Assembly.

We apprehend transfer and encroachment of properties of some sponsored libraries in view of the proposed Public Libraries Act. We would therefore, request you to consider the proposal for issue of appropriate ordinance to prohibit such transfer and encroachment of properties of sponsored libraries in the State.

(B) Re-constitution of the District Advisory Council for Social Education.

We are also thankful to the State Govt. for its decision to include three Librarians including representatives of Library Associations, in the District Advisory Council for Social Education for each district. The Bengal Library Association and the West Bengal Sponsored Library Employees Association have prepared a list of such persons. We have already submitted this list to you for your kind consideration. We hope you will kindly approve this list and take necessary steps for early circulation of this list to different districts.

(C) Enquiry Commission to enquire malpractices in book purchase programmes during last five years.

You were kind enough to assure us that an enquiry will be instituted by the State Govt. to enquire different kinds of malpractices in the book purchase programmes of the Raja Rammohan Roy Library Foundation and the Social Education Directorate of the State Govt. adopted during the last five years, prior to the re-constitution of the State Library Planning Committee by you. In public interest and in the interest of better library service a public enquiry of official nature should be conducted to ascertain the correct position. We would, therefore, request you to take an early decision in this regard.

We would also request you to stop any purchase of books at the district level by CAP office, which was also recommended by the Library Law Drafting Committee.

(D) Govt. Order for increase in pay of sponsored library workers.

We are also thankful to the State Govt. for issuing a Govt. order announcing increase in pay of sponsored library workers. Though it was clearly stated in the above mentioned order that all sponsored library staff other than the class four staff are entitled to get an increase in pay at the rate of Rs. 25-00 each per month and all class IV staff at the rate of Rs. 15-00 each per month, the office of the DSEOs in some of the districts have interpreted the circular the circular in their own way. They have interpreted that persons drawing salary below Rs. 230-00 per month are not entitled to get increase in pay at the rate of Rs. 25-00 per month. If it is interpreted in this way, Library Attendants and Drivers working in district libraries will be deprived from the benefit of Rs. 25-00 per head per month. There are nearly thirty eight Library Attendants and seventeen drivers working in different District Libraries. Their job cannot be equated with the job of class IV staff nor should they be deprived of this benefit on the ground that they are drawing poor pay for which they are not responsible. Immediately some clarification may kindly be made so that they are not deprived from this benefit.

In this regard, another clarification is also needed- The order in the above circular announces the enhancement as "increase in pay". Even then the DSEOs office in some

of the districts are not deducting provident fund due from this increase in pay. It is requested that benefit of provident fund be given in case of this increase in pay.

(E) Staff not covered by the Order for increase in pay.

A few staff employed in Librarianship Training Centre, Audio Visual Units (Book mobile or non-book mobile) have not been covered by the Govt. Order No. 341-Edn (SE) dt, 5th April, 1978 for the purpose of Ad-hoc increase in pay of 5L-24/74 such staff will be near about 25 who are working under Social Education Directorate related to Library Services.

It is, therefore, urged that the benefit of ad-hoc increase in pay as given to sponsored library workers should also be extended to the above mentioned employees.

(F) Govt. grants to sponsored libraries.

We express our thanks to the Govt. for sanctioning grants to the sponsored libraries for purchase of books and equipments and for binding. (Vide Govt. Order No. 297-Edn (SE) dt. 28. 3. 78). This is for the first time that the rural libraries will be receiving grants for purchase of books and equipments and for binding, the amount sanctioned to Rural Libraries (Rs. 300-00) for these purposes are not at all adequate.

As regards this Govt. order some complications have developed in different districts which require immediate solution. These are :

(i) It is strange that DSEO's office in the Burdwan District is insisting for a certificate from each library, to be furnished to their office, to the effect that a sum calculated at 12½% on the sanctioned amount will be borne by the institution as local/institutional share and that the entire amount, i.e., the Govt. grant plus the local/institutional share will be utilised towards the purpose for which such govt. grant has been sanctioned. There was no such condition in govt. order and insisting on such condition will frustrate the whole purpose of the govt. grant.

(ii) In some of the districts, the DSEO's office is insisting that they will purchase books and equipments for libraries. We have strong objection to this decision on the following grounds : (a) Libraries should be given liberty to purchase materials and equipments, according to their choice ; (b) There are many allegations of malpractices regarding purchase of books, etc. by the Social Education Directorate during the last few years ; (c) There is no such condition for grant in govt. order.

(iii) While circulating the Govt. order, the D.P.I. prescribes the percentage of money to be spent for different purposes, namely, for purchase of books, furniture and equipments and for binding. As the amount is meagre, we would suggest not to insist on this division of money under different heads and libraries may be permitted to spend money according to the needs of such local libraries.

(G) Retirement-cum-Death benefit for sponsored Library Workers.

The Sponsored Library workers get very poor pay scales. They do not get any benefit of H. R. A., Medical Allowances Pension and Gratuity. Moreover they do not get any sort of retirement-cum-death benefit. Only the Provident Fund Scheme has been introduced few years back. Many of the Sponsored employees have retired or expired without being entitled to any financial benefit after rendering long service.

This matter was brought to your kind notice through a memorandum submitted by the Bengal Library Association on 20th April, 1978 (vide Association's letter No. 568/78-79 dt. 20. 4. 78). You were kind enough to assure us that the matter would be sympathetically considered. We would, therefore, request you to sanction some sort of retirement-cum-death benefit, pending revision of their pay-scales and introduction of other benefits by the Govt.

(H) Appointment in Sponsored Libraries and Avenues of promotion.

We understand that you have given an order restricting any sort of appointment in sponsored libraries. We further understand that you want to introduce some definite principles for recruitment. We fully agree with your move on this issue. We would only request you to hasten up this work, as quite a good number of posts in sponsored libraries are lying vacant for pretty long time and consequently for want of proper personal library works are being hampered. Your attention was drawn to this matter through a memorandum submitted to you on the 20th April, 1978 (vide BLA's letter No 568/78-79 dt, 20th April, 1978). But till to-day no decision has been taken on this issue.

We also like to draw your kind attention to one more point about which also your attention was drawn in the abovementioned letter. We have nothing to say if applications for vacant posts are invited through Employment Exchange or through advertisement. But quite a good number of sponsored library staff working in lower cadres are unable to apply though they have requisite prescribed qualifications and experience for the higher posts, as they are employed and are not eligible to register their names in the Employment Exchange. Sponsored library workers have no avenues of promotion under the present system. We would, therefore, request you to allow these sponsored library workers having requisite qualifications, to apply for higher posts, without any age restrictions. If this principle is accepted this may kindly be notified to concerned people and authorities.

(I) Double-barrelled designations and twenty four hour service in sponsored libraries.

There are some posts, such as, Durwan-cum-Night Guard or Durwan-cum-Night Watchman in sponsored Subdivision/Town libraries. These staff are asked to perform twenty-four hours service. They are Durwan during daytime and Night guard during the night time. This is an inhuman practice and goes against some basic principles of social justice. It is a common demand of the working people throughout the world that nobody should be asked to work for more than eight hours a day. The Left Front has also suppor-

ted this demand and accured in its election manifesto that nobody will be asked to work for more than eight hours a day. We would, therefore, request you to provide appropriate additional posts in sponsored libraries so that day and night-time duties may be devided appropriately among the staff concerned. Till it is done, the govt. should issue an order directing the local authorities that no staff be asked to work for not more than eight hours a day and they should be asked to work in one post, either as Durdwan during daytime or as Night Guard during night time as per local condition.

(J) Increment for Library staff having Certificate Course in Library Science, conducted by the Bengal Library Association.

The Bengal Library Association is conducting a Certificate Course in Library Science since 1937. This is one of the oldest cources at the Certificate level in our country and is recognised by the State Govt. and other educational authorities. The State Govt. is also giving a recurring grant for this purpose.

Now, as per Govt. order, Rural Librarians and some other staff in sponsored libraries are entitled to increaments only when they pass Certificate in Library Science Examination. As the District Social Education Officers in some of the districts are not aware of the govt's recognition of the Certificate Course in Library Science conducted by the Bengal Library Association, some sponsored library staff who have obtained Certificate in Library Science from this Association are deprived of the benefit of annual increaments. We would, therefore, request you to instruct your office to clarify this issues to the District Social Education Officers in different districts.

(K) Cases of Librarians of Amta Public Library and Old Maldah Bani Bhavan Town Library.

Three Librarians for three Sub-Divisional Libraries were selected and posted by local authorities. The general qualification for the post of Librarian in a Sub-Divisional/Town Libraries is Graduation plus Degree in Library Science, though all of them have Certificate in Library Science. The DDPI (Soc Edn), West Bengal Govt., while approving those appointments acted in two different ways. - While the Librarian of the Harischadrapur Town Library, Maldah, was allowed to draw salary at Rs. 237.00 per month in the initial of the pay scale of Rs. 237-404 for the post, the other two Librarians working in Amta Public (Sub-Divisional) Library, Howrah and Old Maldah Bani Bhavan Town Library, Maldah were allowed to draw salary at Rs. 184.00 in the initial of the pay scale for the Library asst. which is a lower post in Sub-Divisional/Town Libraries. We do not find any reason for this type of discriminatory treatment.

We are in favour of insisiting upon requisite qualifications for appointment. After appointment the incumbant should be treated in an uniform manner. In these cases as appointments have been made, all of them should be fixed at the initial of the pay scale for Librarians of Subdivisional/Town Libraries and wherever necessary the incumbant may be asked to acquire Degree in Library Science within a specified period. This practice was followed earlier.

(L) Case of Pratap Chandra Majumdar Memorial Hall and Library.

Pratap Chandra Majumdar Memorial Hall and Library, Calcutta is managed by a Trust-Board and it receives grant from the State Govt. for maintenance of library service. Authority of that institution has closed the library for the last few months on the plea that there is a possibility of assault on the staff by some outside group of persons. Though the authorities of the library has received govt. grant, the staff have not been paid their salary since February, 1978. They have not also been paid the additional D.A. for the period since December 1976 and arrears D.A. for the period April 1976 to February 1978, although the authorities have drawn the amount on this account.

The salary of the employees of this particular library, although paid from the Govt. fund, are still in the fixed pay the highest pay of which is Rs. 257.50 per month and the lowest pay of which is Rs. 67.50 per month. We hope you will appreciate their acutely distressing condition, particularly when they are not paid their salaries timely and regularly.

Under the circumstances we would suggest the following for your kind consideration :

(a) Necessary steps may kindly be taken for payment of their salaries and D. A. regularly and timely :

(b) Authorities of the Library may be asked to arrange for opening the Library immediately. If necessary, proper police protection may be given to the staff on duty.

(c) In case these steps fail the Govt. should think seriously about the takeover of this library in the interest of library staff and library service.

(M) Problems of staff of Uttarpara Jaikrishna Public Library.

Some persons were appointed as Cataloguers and Library Attendants on an ad-hoc basis to prepare a descriptive catalogue of the collections of the Uttarpara Jaikrishna Public Library. The State Govt. has sanctioned in terms of its G. O. No. 164-Edn (SE) dt. 28.2.67 as an initial cost of Rs. 22,850.00 of which Rs. 4,000.00 were sanctioned in terms of the same order to start with the work. The balance of the grant i. e. Rs. 18,850.00 was released in terms of G. O. No. 198-Edn (SE) dt. 13.3.74. In continuation of the previous Govt. Order, another amount of Rs. 31,253.00 was sanctioned to continue the project (vide Govt. order No. 571-Edn (SE) dt. 4.8.76.

This project, as approved by the Govt., has provision of six cataloguers and one Attendant. Three Cataloguers and one Attendant are now working in the Uttarpara Jaikrishna Public Library since 1974. At the initial stage they were appointed at the consolidated pay of Rs. 175.00 and Rs. 75.00 respectively. During the financial year 1976-77 they were given the pay scales of Rs. 300-600 and Rs. 130-180 respectively. But during the financial year 1977-78 again they were paid salary in the consolidated pay of Rs. 175.00 and Rs. 75.00 respectively.

The fate of these staff are hanging on a thread, there being no security of their service. Moreover they are working in reduced and consolidated salary. We would, therefore, request the State Govt. to place them in the pay scales applicable to the Govt. Employees of similar cadres. *

(N) Case of the staff Milan Sangha Pathagar, Nathuahat, Jalpaiguri.

Milan Sangha Pathagur, Nathuahat, Jalpaiguri, was sealed by the Police during the period of emergency. You were kind enough to give order to re-open the library with two former staff. They have joined to their posts.

But the two employees had not been paid their salaries and allowances for the period for which it was kept under seal. They were not responsible for the closure. Nor they they were arrested or prosecuted or punished for any undesirable activities.

As a result, non-payment of salary to them for the period in question now appears to be a punishment for no fault of theirs. No employee was also employed in their place as the library was completely closed.

It is, therefore, urged that the arrear salary and allowances, as mentioned above, should be paid to the effected two employees immediately.

(O) Case of the Librarian of Midnapur District Library.

The services of the Librarian of the Midnapur District Library was terminated during the period of emergency. You were kind enough to give order for his reinstatement. Accordingly, he has joined to his post. But unfortunately he has not been paid his arrear salaries for the period he was not in service. We would, therefore, request to give order for immediate payment of his arrear salaries.

Yours faithfully,
P. Roy Chaudhury
Secretary

Bengal Library Association
Biswanath Koley
Secretary

West Bengal Sponsored Library Employees Association.

Bengal Library Association

P 134 CIT Scheme 52, Calcutta-700014.

To
The Secretary and Commissioner
Education Department
Government of West Bengal
Writer's Buildings
Calcutta-700 001.

Sub : Staff pattern for college libraries as suggested by the Government
of West Bengal under its order No. 750-Edn (CS) dt. 17. 4. 78.
CS. 4E-42/773

Dear Sir,

We are surprised and aggrieved to go through the abovementioned Government order, which contains staff pattern for library staff working in non-government colleges (sponsored and non-sponsored) along with the staff pattern for other categories of non-teaching staff in colleges. In this connection, we want to place the following observations for your kind consideration :

- a) The library service is a professional service. It is, therefore, expected that in deciding the norms of library service, including the personal required to render that service and maintain it at a desirable level, the professional bodies of libraries will be consulted. Though it is a declared policy of the State Government that on vital policy matters, the mass organisations will be consulted, at no stage the Bengal Library Association, the biggest and the eldest body of professional librarians in the State was consulted.
- b) There are many important findings and recommendations about the staff pattern in college libraries. At the national level we have the recommendations of the University Grants Commission and other expert bodies and persons. It appears that either the State Government is totally ignorant about these recommendations or they have not given due consideration to these recommendations.
- c) It appears that the State Government has considered that the book-strength is the only criteria in determining the strength and type of staff pattern in college libraries. Unfortunately that is an out-dated concept and nowhere in the world this practice is followed. The staff-pattern of a library depends not only on the strength of collection of a library, but also on other important factors,

such as, number and nature of clientele, nature and types of services rendered, number of working days in a year and number of hours in a day for which the library is kept open, number and types of annual acquisition of documents, categorisation of professional and non-professional jobs, etc. We apprehend all these factors were not taken into consideration in recommending the staff pattern for a college library.

d) We are astonished to find that the State Government has recommended that the college library having a book strength of upto 5000 can be managed by an Assistant Librarian and there is no for any Librarian in this case. It is a strange recommendation and unheard of in the history of library service. The above mode of thinking would suggest as acorollary that a school or a college with fewer students on the tole can be managed without any head master or a principal. This way of thinking is absolutely faulty and ludicrous. No library, small or big, can be properly managed and planned without a fulltime professional Librarian. It appears that the State Government is still carrying on the legacy of the 1961 pay commission which very unwisely stated that there are certain libraries which do not require the services of professionally trained librarian, though it was later on rejected by the Pay Commission appointed in 1967.

e) It appears that the State Government has no proper idea about the minimum number of professional and non-professional staff that the smallest college library should have. In our opinion, the smallest college library should have the following minimum staff strength for a reasonably efficient management :

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) Librarian | 1 Professional level 1 |
| 2) Assistant Librarian | 1 " " 2 |
| 3) Library Assistant | 1 " " 3 |
| 4) Library Attendant | 1 Skilled staff engaged in circulation and reading room jobs |
| 5) Class IV Staff | 1 |

Each and every college should have those minimum staff if we want to introduce library service in a true sense at the college level. Over and above, this minimum requirements additional staff will have to be provided considering the nature of clientele, rate of annual acquisitions, number of hours a day library is kept open, whether the library has a book-bank under the U. G. C. scheme or not, whether there is a separate library for class XII standard or not, the subjects taught and the level of teaching at the college level etc : This extra load can be easily calculated in terms of staff strength through application of the existing norms of evaluations. This alone can ensure an efficient rendering of library services to the clientele at the colleges. Adoption of any outmoded or arbitrary manner of staff allotment can but lead to denial or restriction of services to the clientele in some form or other.

Considering our above mentioned view-points, we would request the State Government to withdraw the said order regarding staff pattern for college libraries and formulate a scientific and need-based pattern of staff allotment for the college libraries. In this respect, we are ready to extend our co-operation.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/ P. Roychaudhury
Secretary.

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার
(নবগ্রন্থ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)

মূল্য—০৫.০০

“গ্রন্থ অগতঃ লব্ধে এতো তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আমার দৃষ্টিভূত পূর্বে কখনো হয়নি।” —দৈনিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

“আমার আশা ও বিশ্বাস, বীরেনবাবুর এই বইখানা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রসারে একটি নতুন পথের সন্ধান দেবে।”—নীতারঞ্জন রায়।

বি. এড ও লাটিকিট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা।

“**গ্রন্থালয়**”

ডঃ জীহুতবাহন রায়

Prajñā

C/o BLOCKMAN
77/1, M. G. ROAD
Calcutta-700 009

॥ সম্পাদক সমীপেষু ॥

১৪. ৬. ৭৮

সবিনয় নিবেদন,

আমি গ্রন্থাগার কর্মী না হলেও ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এবং গত কয়েক বছর আমার কাছে ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার অন্ততঃ প্রধান আকর্ষণ, বিভিন্ন লেখক ও পত্রিকার রচনাপত্রী। গ্রন্থাগার-কর্মী, যাঁরা এই রচনা-পত্রী সংকলন করছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাই। রচনা-পত্রী সংকলনের কাজ যে কতটা প্রমোদ্য ও সময়সাধ্য তা আমার কিছুটা জানা আছে। কিন্তু এই কাজে কল ভোগ করি আমরা সকলেই, এবং বিশেষতঃ গবেষকদের কাছে এই রচনা-পত্রীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং একান্ত সহায়। রচনা-পত্রী-সংকলনদের কাছে তো বটেই, এবং আপনি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় তা নিয়মিত প্রকাশ করছেন বলে আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত, আমার সবিনয় নিবেদন, বর্তমানে ‘নারায়ণ পত্রিকা: পরিচিতি ও রচনা-পত্রী’ ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু পত্রিকার সম্ভবত স্থানভাবের জন্য রচনা-পত্রীটি অত্যন্ত খণ্ডিত আকারে অল্পপরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। রচনা-পত্রীর জন্য আর একটু বেশী স্থান দেওয়া কি সম্ভব নয়? ১০/১২ পৃষ্ঠা পেলে ভালো হয়। অন্ততঃ এক বছরের রচনা-পত্রী ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় একটি সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। আপনি এ সম্বন্ধে অবহিত হলে একান্ত বাঞ্ছিত হবো।

নবম্বারান্তে

তবরীষ

Alek Ray, M.A., D. Phil.,
Head of the Department of Bengali.
Scottish Church College, Calcutta.

অলোক রায়

নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য আরও অনুরোধ এসেছে। এ সম্পর্কে আমরা অবহিত। আগামী সংখ্যা থেকে চেষ্টা করা যাবে। — সম্পাদক

। গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিন ।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ও বা তীরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারাহারীদের কাছে পত্রিকা নিরব্রিত পৌছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠার কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ বলাট | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় বলাট | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ১২৫ | ২০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | ২০০ | ৩০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ১০০ | ১৫০ |
| ১/২ পৃষ্ঠা : ঐ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ X ১৮ সি.এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ X ১৫ সি.এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি ভীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

। পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ।

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য ২০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য
সম্বলিত একমাত্র গ্রন্থাগার গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan Library Personality &
Library Bill for West Bengal মূল্য ২.০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩.০০

মাকিন সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
মুক্ত প্রচেষ্টার আয়োজিত আলোচনা-চক্রের
বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৫.০০

আড়াই হাজারের বেশি স্থনির্বাচিত বাংলা বইয়ের
তালিকা।

ডঃ বিমল বসু—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য ২.০০

ডঃ আবহিত্য ওহরদেভান—গ্রন্থবিভা। মূল্য ৩.০০

বালী বসু (সহঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য ৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের গ্রন্থাগার তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের স্তম্ভ জরাজীর্ণ সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য ৫.০০ [বাঁধানো ৮.০০]

খ্যাতমান ব্যক্তিকুণলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-
শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. ভীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Rs. 1.50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC-145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 3

Jan-July 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay, Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay, 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Muklick

If undelivered please return to:
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূখ্যপত্র

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪

প্রাচীন, ১৩৮৫

মুঠা

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ এসক

—অনিলচন্দ্র পাল

৪৮৮

জনগণতান্ত্রিক চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি রিপোর্ট

—ডি. টি. রিচলেন ও হার্ভার্ড লেনলন

৪৯০

অলপাইন্ড্রি জেলার গ্রন্থাগারের ক্রয়বিকাশ

—নিখিলচন্দ্র চৌধুরী

৪৯৯

পুস্তক আলোচনা—ভারত পাঠক

৫০২

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী (৫)

—হুম্মীল দাস

৫০৪

গ্রন্থাগার আইনের অঙ্গকে

—প্রবীর দাসচৌধুরী

৫২৪

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

৫৩০

গ্রন্থাগার সংবাদ

৫৩২

বার্তা বিচিত্রা

৫৩৪

পরিষদ কথা

৫৩৬

বার্ষিক টীকা ১৪০০

সম্পাদনা : প্রবীণ চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা ১৫০

জনস্বার্থস্বী নিম্নতম মূল্যের আইন ভিত্তিক প্রচাৰণ ব্যবস্থা প্রসারনের জন্য
প্রচাৰণ কর্মী ও কর্মসূচির

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ (বুধবার)

বিধান সভা অভিযান

জমারোড : কলেজ ভোয়াল

সময় : বিকল ৩টা

আয়োজক :

বর্তমান প্রচাৰণ পরিষদ

পঃ বঃ সচিবালয় প্রচাৰণ কর্মী সমিতি

* প্রচাৰণ-এর আকার ১০০৫ সংখ্যক ৫০০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত বিধান সভা অভিযানের বিজ্ঞপ্তিতে মূল বস্তু বুধবারের
প্রদে মূল্যবোধের হাঙ্গা হয়েছিল। একটি আবেদন প্রদত্ত—সংসদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বন্যা ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন

ভয়াবহ বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কলঙ্কিত বিপদস্ত। বিপদস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান আমাদের পবিত্র কর্তব্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করার কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। উদ্দিষ্ট ৬ই সেপ্টেম্বর গণডেপুটেশনের দিন প্লানসর্ভ গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঁচশত এক টাকা গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দেব মাধামে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে জমা দিয়েছেন। গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের কাছে আমাদের অনুরোধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বন্যা ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

জনস্বার্থস্বী নিত্যক শ্রমবহু আইন দ্বিতীয় প্রকাশের ব্যবস্থা প্রকল্পের অন্ত
প্রকাশের কর্মী ও কর্মীদের

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ (১৯৭৮)

* প্রকাশের-এর আকার ১০০৫ সংখ্যার ৫৬১ পৃষ্ঠার প্রকাশিত বিধান সভা সভ্যদের বিজ্ঞপ্তিতে স্থান বসন্ত স্থানান্তর
স্থলে স্থানান্তরিত হওয়া হয়েছিল। একতরফী প্রকল্প—সংবাদক

প্রত্যাগার

চলিত প্রত্যাগার পরিচালক মুদ্রণ

সম্পাদক : প্রবীণ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অতিথ্য মজির

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

ব্যক্তিগত লক্ষণের প্রত্যাগার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রীঅমিলচন্দ্র পাল

সমাজে যাহাযেব বস্তুন বীজতে গেলে কতকগুলো জিনিসের প্রয়োজন হয় যোজ। বই বোধ হয় তাইই যোজ একটি। যাহুব বই কেনে অজানাকে জানার আগ্রহে, যনের আনন্দের খোরাক হিনেবে। নিজের পেশার উন্নতির জন্তে। নতুন নতুন বিষয়কে জানার জন্তে। আর যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক ও তথ্যমূলক বস্তুকে গ্রহণ করার জন্তে। একজন উকিল বা ব্যারিষ্টার আইনের বই ছাড়াও অন্য বই পড়তে পারেন। অনেক উকিল দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রচুর চিন্তার খোরাক খুঁপিয়েছেন। তার আন্ততঃ্য মুখোপাখ্যায় একজন নামকরা আইনজীবী ছিলেন। প্রচুর আইনের বই পড়তেন। তবুও অন্যশাস্ত্রের উপর তাঁর এক গভীর টান ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর অকের বই পাওয়া গেছে। বেশকিছু চিত্তরঞ্জন দাঁশও বেশসেবার ক'কে ক'কে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাখ্যায় পেশার একজন ডাক্তার। আশল কথা ব্যক্তিগত ভাবে যাহুব যেসব বই, পত্র-পত্রিকা কেনেন তা তাঁদের পেশার বাইরের বিষয়েরও হতে পারে।

প্রত্যেক পাঠকের ব্যক্তিগত লক্ষণ আর পারিবারিক দ্বয়ে পাওয়া বই, পত্র-পত্রিকার গড়ে গুঠে এক একটা প্রত্যাগার। তা চরমো পাঠকের অজান্তেই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞান-মন্ডত কোন প্রাথমিক জ্ঞান না থাকার অনেক সময় অবশ্য সম্পর্কেই অবাকর করে। যে-সব কারণে বইপত্র নষ্ট হয়ে যায় সেগুলির নাম হল :

১. অলসাবু,
২. 'ছাত্রক বাজীর' বীবাণ,
৩. হুলাবানি,

এবং ৪. কীটপতক, উই, চামড়া পোকা, আগুতলা, ছাতাপুনি (Silver fish) ইত্যদ—এইসন।

তা ছাড়া আছে :

৫. সব সময় বড় করা আগুয়াতি / লোহার আগুয়াতি / নিয়মানের কাঠের আগুয়াতি।

যাঁরা এইসব ব্যক্তিগত লক্ষণের প্রত্যাগারগুলোর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাঁদের এই ক'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. অক্ষল পরিবারের লোক : যাঁরা বড় শহরে বাস করেন।

২. অধ্যাবিত্তশ্রেণীর লোক : যাঁরা বড় শহরে উপকর্মে বা আবা শহরে বাস করেন।

৩. নিরমধ্যাবিত্তশ্রেণীভুক্ত লোক : যাঁরা ডাড়া বাড়ীতে অল্প জায়গায় বাস করেন বা গ্রামে বাস করেন।

৪. যারা বজিতে, পুণানো বাটির গাঁথনির পাকা বাড়ীতে বাস করেন।

* যাঁরা কলকাতায় অনেকদিন ধরে বাস করছেন, বিশেষ পেশাগত বিচার উন্নতি করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে বেশীই হয়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের সংগ্রহশালাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখবেন—এটাই আশা রাখি। উত্তরপুরুষেরা ইচ্ছা করলে পারিবারিক প্রত্যাগারটি আধুনিক প্রত্যাগারে রূপান্তরিত করে উপযুক্ত পার্টিকলের হাতে তুলে দিতে পারেন। যনে রাখবেন বই ব্যবহার না করলে তার পরবাহু বাড়তে না বহর করে যার। তা লক্ষ্য না হলে সংগ্রহকারকের প্রতির উদ্দেশ্যে এই সব বই, পত্র-পত্রিকা সবই জাতীয় প্রত্যাগারে বা অন্য কোন প্রত্যাগারে বান করা উচিত। তার আন্ততঃ্য মুখোপাখ্যায়ের সংরক্ষণ

তার সংগৃহীত আশি হাজারেরও বেশী বই জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থান করে লবার প্রদাতাজন হয়েছেন। আবেগের বশে তা করতে না পারলে পাঠককে একটি থাইমল প্রকোষ্ঠ (Thimost Chamber) বসাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৬. এবার যাঁরা বড় শহরের উপকণ্ঠে অথবা আশা শহরে বাস করেন সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের জানাই :

১. তাঁরা গ্রীষ্মকালে বইয়ের আলমারি খুলে রাখবেন, আর্থিক চাপ না পড়লে আলমারির কাছাকাছি বিদ্যুতচালিত দু'একটা পাখা খুলে রাখতে পারলে ভালো হয়।

২. প্রত্যহ ধূলাবালি কাড়ার জন্য সাদা কাপড়ের টুকরো অথবা পরিষ্কার ছেঁড়া তোয়ালে ব্যবহার করতে পারেন। বই আর বইয়ের তাক থেকে ধূলাবালি তড়াত্তে না পারলে পোকামাকড় বইয়ের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবেই।

৩. অতিদ্রুত পরমে চামড়ার মলাটের বইয়ে কাট ধরে, তাই দরকার মতো তেললিন ব্যবহার করা উচিত।

৪. বর্ষাকালে বইয়ে মলাটে 'ছত্রাক জাতীয়' জীবাণু বা গাছের জন্ম হয়। তার জন্যে পেট্রোল/তাপিন/অত্যাধিক কেরোসিনের ছোঁয়া লাগিয়ে চামড়া বা রেজিন ভালোভাবে মুছে দেওয়া উচিত।

৫. জাম্বাসে মাঝে মাঝে বইপত্র ১০/১৫ মিনিটের জন্যে ঘোরে দেওয়া উচিত।

৬. আরম্ভলা দূর করার জন্যে সোডা গ্লাস (Borax) ব্যবহার করা উচিত।

৭. উই মারতে ডি. ডি. টি আর গ্যামাকসিনের ব্যবহার চলছে সর্বত্র। তবে বাস্তবের কারণে ডি. ডি. টি বা গ্যামাকসিন বইয়ের আলমারিতে দেওয়া উচিত নয়। গবেষণার জন্যে গেছে ডি. ডি. টির প্রতিক্রিয়া (Re-action) দশ বছর পর্যন্ত থাকে।

৮. আলমারিতে যাতে রস (Rust) পড়তে না পারে সেজন্যে তিলের তেল (Linseed oil) ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯. ব্যক্তিগত লক্ষ্যের বইয়ে মোটা কাগজের মলাট (Dust Cover) দেওয়ার ব্যবস্থা নাই।

১০. যারা গ্রামে মাটির বাড়ীতে বাস করেন কিংবা শহর অঞ্চলের বস্তি এলাকায় বাস করতে বাধ্য হন, তাঁদের উপরের কয়েকটি সহজসাধ্য ব্যবস্থা ছাড়াও বইকে কবনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নিম্নলিখিত, নিম্ন ও তামাকপাতা ব্যবহার করতে অনুরোধ করছি। এখন তামাকপাতার খুব দাম বেড়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত আর নিম্নপাতা পরমা দামে কিনতে হয় না। বইয়ের তাকে সেগুলো কেলে খেঁখে দিন। তাতেই অনেক কাজ হবে। মশা তড়াত্তে আর নিম্নপাতা পাতার ধোঁরা দিলে, পাঠককে থেকে মশাও তড়াত্তে আর উজ্জ্বল আলো পোকা-মাকড়কেও দূর করা যায়।

২. মাটির বাড়ীতে উইয়ের অত্যাচার দমন করা একটা সহজ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীদের মতে 'এক হাজারেরও বেশী উইয়ের প্রজাতি আছে। তবে আমরা সাধারণতঃ দুটো জাতের উইয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। যারা সূর্য লাইন করে দেওয়ালে বাসা বাঁধে আর কাঠের সেলুলোজ খেতে ভালোবাসে। আর যারা ঘরের একপাশে বড় বড় মাটির চিপি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করে কেলে। শেষের দলকে আমরা পলিমারের একটা তুকনো এলাকায় দেখে থাকি। এতদ্বারা তাই একটা ঘরের মধ্যে মাটির পাথড় তৈরী করে দিতে পারে। এই ধরনের উইয়ের কামড়ার ক্ষমতা খুব বেশী। তাই কামড়ে হাত জালা জালা করে এবং যেখানে কামড়ার সেই জায়গায় লাল লাল দাগ পড়ে। তাই সাবধানে মাটির চিপি সঠিক পড়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ বালি ঢেলে দিতে হয়। আর লক্ষ্য রাখতে হয় অতকোন জায়গায় উইয়ের নতুন চিপি উঠছে কিনা।

দেওয়ালের বাসা ভেঙ্গে দেওয়ালে গুঁড়ু ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বাজারে এখন অনেক ধরনের উইমার গুঁড়ু বেচিয়েছে। যদি তার কোনটারই মান নাই।

৩. ইঁদুর মারার নানাবিধ কল ও কৌশল বেরিয়েছে। গ্রামের মানুষও ইঁদুর মারার নানাবিধ কল পানেন। তবু জানা দরকার যে কলিচুন ইঁদুরে চামড়ার ক্ষতি হয় বেশ। জলে কলিচুন ঢেলে দিলে ইঁদুর বাড়ী ছেড়ে চলে যায় বেশ কিছুদিনের জন্যে।

উপরের আগে বা বলেছি সেগুলিকে যদি কেউ কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন তবে আমরা এক জাতীয় সম্পদের একটি বড় অংশ রক্ষা করতে পারি।

জনগণতান্ত্রিক চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি রিপোর্ট

ডি. টি. রিচনেল । হ্যাওয়ার্ড বেলসন

[১৯৭৬ সালের জুন মাসে একদল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক চীন ভ্রমণে যান - উদ্দেশ্য চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া । এই দলটির নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে আকর গ্রন্থ বিভাগের ডাইরেক্টর ডি. টি. রিচনেল এবং সহকারী ছিলেন চীনা পাতুলপির তত্ত্বাবধায়ক হ্যাওয়ার্ড বেলসন । তাঁদের ভ্রমণের পূর্বাঙ্ক রিপোর্ট জার্মাল অফ লাইব্রেরিয়ানশিপের (ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন) আগস্টমাসী ১৯৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—এই গ্রন্থ তারই মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত । জীবন, রাজনীতি ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কে আমাদের অবজ্ঞা ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ বিশেষের গ্রন্থাগারিকতার প্রবণতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃদ্ধির সামগ্রিক দর্শনের সঙ্গে তোলাব কাজে সহায়ক । গ্রন্থাগারিকরাও সামাজিক জীব সেই হিসেবে জীবন ও অগতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক—অবশ্য এর অর্থ এই নয় একটি বিশেষ দর্শনকে সমর্থন করার অর্থই হ'ল গ্রন্থাগারিককে সেই দর্শনের বই তাঁর গ্রন্থাগারে সমাবেশ করতে হবে— কারণ চীনের গ্রন্থাগারিকরা মার্কসবাদী দর্শনের সাথে সাথে অস্বাস্থ্য দর্শনের প্রকাশিত গ্রন্থও সংগ্রহ করে । শ্রেনী সংগ্রামের দৃষ্টিতে ইতিহাস সত্যতঃ ও বিশ্ব রাজনীতিকে জানার কাজে চীনা গ্রন্থাগারিকরা জনগণকে হাতিয়ার তুলে দিচ্ছেন । কারণ তাঁরা যেন করেন সমাজবাদী সমাজ একটি অনেক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগকে ধারণ করে । এই সমগ্র ঐতিহাসিক যুগব্যাপী থাকবে শ্রেনী, শ্রেনী বিরোধ ও শ্রেনী সংগ্রাম । আর বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা ও কর্মের বর্ণনায় থাকবে বিস্তৃত সমাজব্যবস্থার বিস্তৃতি । হাইহোক এ রিপোর্টের লেখকের বক্ত আশ্রয় ও দেখব "সংগ্রাম-সমালোচনা-সংগ্রাম" এর কামারশালার চীনের নতুন যাত্রার সঙ্গে উঠে ।

—সত্যজিৎ ঘোষাল]

জনগণতান্ত্রিক চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের সংগঠন ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে । ১৯৭৬ সালে একদল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক চীনের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে এই রিপোর্ট দেন । ১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বত্রের চোঁড়ে দেখার প্রচেষ্টা, প্রকাশনার দায়িত্ব, বিভিন্ন আকর গ্রন্থ প্রকাশের কাজে প্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিকুশলী করার কাজে সরকারের তুমিকো এ রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে ।

ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকদের দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন করে সংগঠন, প্রশাসন ও কার্যপ্রণালীর বিশ্লেষণ আশাভরসা: আর হয় না—অবশ্য বৃত্তিগত ভাবে এর পর্যালোচনা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় । ১৯৭৬ সালের জুন মাসের চীন ভ্রমণের ফল হ'ল এ রিপোর্টে, নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগার জগতে এর গুরুত্ব অপরিসীম । এই গ্রন্থকের লেখকদের পরিদর্শক হলেন মূলমাত্রক ও সম্পাদক । সনহুয়া নিউজ এজেন্সীর ১১ জুনের, ১৯৭৬ সংখ্যক বুলেটিনে বলা হয়েছিল :

পিকিং, ১ জুন, ১৯৭৬ । আজ সন্ধ্যায় রাজ্য প্রস্তাব ও সংগ্রহশালার ডাইরেক্টর, ওয়াং ইয়ে ডি ব্রিটিশ পরিদর্শক হলেন সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মিলিত হন । ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের আকর গ্রন্থ বিভাগের ডাইরেক্টর ডি. টি. রিচনেল এই দলের নেতৃত্ব দেন । এ ছাড়াও সঙ্গে আছেন ই. বি. লিভার্ডেল [গ্রন্থাগারিক, কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়], এটচ. জি. এইচ বেলসন, ডি. আবার্ডেল [লিডস বিশ্ববিদ্যালয়], এ ডি এস রবার্টস [বডলিয়ান গ্রন্থাগার], ডব্লু. এইচ. লিন [এডিনবার্গ

বিশ্ববিদ্যালয়] এবং জে. লার্ট [ফুল অফ্‌ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়]। চীনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ই. ইয়ুং সত্ৰীক, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমী অফ্‌ সাইন্সেস গ্রাণাগারের কর্মীবৃন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই পরিদর্শক দলটি ১ জুন ১৯৭৬ চীনে পৌঁছেচে এবং দক্ষিণ চীনের গ্রাণাগার সমূহ পরিদর্শন করবে।

এই সংগঠন সরকারী সফরের কথা পরিবেশন করেছে, যার উদ্ভোক্তা ছিল ব্রিটেনের চীন-ব্রিটিশ সংস্থা। এই পরিদর্শক দলে নেতা ও সম্পাদক ব্যতীত কেউই গ্রাণাগার বিজ্ঞানের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নয়। যি: সিয়াজেল একজন জাপানি বিনোদক এবং অপরব্যাক্তগণ চীন সম্পর্কিত সংগ্রহ শাখার ভারপ্রাপ্ত—ঝাংয়ের চীনের গ্রাণাগারের উপাদান ও ভাষা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান আছে। এই দলটি পিকিং, তিয়েনসিন, পাওতি, সিয়ান [সেন্সি], সাংহাই, জাংচাউ [জুয়ান টুং], চাংসা [জুনান], এবং ক্যান্টন [জুয়ান টুং] শহরের প্রাক্ততৎশালা, যাদুঘর, ও গ্রাণাগার সমূহ পরিদর্শন করে।

প্রসঙ্গতঃ আলোচনার সাহায্যার্থে দুটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ চীনের ইতিহাস ও তার গতি প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের শাস্তাত্ত্বাদশীর চোখে এর বিশ্লেষণ সম্যক নয় কারণ চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আমরা মূল্যায়নের কাছে চীনা সহকর্মীদের বিশ্লেষণ ও আমাদের চিন্তাধারার ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডে দেশের অন্যান্য সংগঠনের যত গ্রাণাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনের গ্রাণাগারের সঙ্গে পশ্চিমী গ্রাণাগারের তুলনা করা বুদ্ধিবৃত্ত নয় কারণ উদ্বেগ ও কার্যক্রমের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বেশী। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রাণাগারের কার্যপ্রণালী ঠিক করা হয়—কারণ এটাই তাঁদের চিন্তাধারার পরিণতি।

দ্বিতীয়তঃ গ্রাণাগার সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত আলোচনাই হয়েছে লোকাত্মীয় মাধ্যমে তবুও আমরা চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে।

১৯৭৫ সালে যখন একদল ব্রিটিশ গ্রাণাগারিকের চীন ভ্রমণের প্রায় ওঠে তখন চীনের ততকাল থেকে নিষিদ্ধার গ্রহণ করা হয় এবং ভারতীয় কলপ্রতি হ'ল এই রিপোর্ট। মহান সর্গহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছাপ সমাজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রত্যাব বিস্তার করেছে এবং গ্রাণাগার ব্যবস্থার পূর্ণ গঠনের কাজ ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। গত তিন বছরে এ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়েছে এবং চীনের গ্রাণাগারিকরা বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করে অভ্যন্তর দেশের গ্রাণাগার ব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

II গ্রাণাগার ব্যবস্থা II

আমরা চীনে পৌঁছে প্রথমে জাতীয় গ্রাণাগারের ডিরেক্টর শাও চেং ফু সঙ্গে দেখা করেছিলাম। প্রথম সপ্তাহে আমরা চীনের গ্রাণাগারিকদের সঙ্গে তিনটি আলোচনার মিলিত হয়েছিলাম। প্রথম আলোচনার চীনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রাণাগার বিভাগের বিশেষী কমিটির সভাপতি লিউ চি পিং। তিনি তাঁর বক্তব্যে চীনের গ্রাণাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরেন।

এখানে একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীনের প্রত্যেক সংগঠনই বিশেষী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কমিটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও পার্টির সদস্যদের থেকে গঠিত হয় এবং সংগঠনের প্রশাসনিক কাজে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল। আকস্মিক পার্টি শাখার নির্দেশ প্রত্যেক যিনি কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। দুইটি নীতির ভিত্তিতে এই সব কমিটি গঠিত হয়। প্রথমতঃ “একের মধ্যে তিন নীতি” যার অর্থ হ'ল সমস্ত সংখ্যার মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের সংখ্যার ভারসাম্য ঠিক রাখা। দ্বিতীয়তঃ পুরুষ ও নারী সমস্ত সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য রাখা।

ডাইরেক্টর লিউ চি পিং তাঁর বক্তব্যের মধ্যে চীনের গ্রাণাগার ব্যবস্থার তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক যুগ যখন গ্রাণ সংগ্রহের দিকে

লক্ষ্য রাখা হ'ত, অর্থাৎ রাজারা ভারত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নিজেদের স্বার্থে পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। দ্বিতীয় পর্যায় আধা সামাজিক আধা উপনিবেশিক পন্থারই প্রয়োগ। চিং যুগের পর (১৮৪০ সাল) থেকে এ পর্যায় শুরু হয়েছে চীনের স্বাধীনতা পর্বত (১৯৪৯ সাল)। লিউ বলেছিলেন এই পন্থার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ ১৯২৪-২৭ এই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ধারণা এই ভূমিকার শুরু ১৯০৩ সাল থেকেই। কারণ এই সময় থেকেই মাছুয়ের বইয়ের চাহিদা যেটানোর অস্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। এই ধরনের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশে প্রথম থেকেই সাহায্য করেছে। তৃতীয় পর্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। বিপ্লবের পরেও সামাজিক ও ধনতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব থাকার ফলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেও সংশোধনবাদী চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়।

৪. সংশোধনবাদ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও গ্রন্থাগার।

জুনের ১৯৭৬এ চীনের গ্রন্থাগার অথবা যে কোন বিষয়েই আলোচনা করা হোক না সংশোধনবাদের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক এবং আলোকপাত করাও বাছনীয় যদিও আমরা গ্রন্থাগারে এর ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞ।

ইস্যাবেল হিলটন পিকিং ও সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ছাত্র। তিনি সানডে টাইমস; উইকলি রিভিউতে লিখেছেন “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক বিভাগের পাঠক্রম শেষ হওয়ার পরেই ছাত্রছাত্রীরা তত্ত্বের সুযোগ পেত এবং শিক্ষাগত মানের ওপর জোর দেওয়া হত। চীনে শহরগুলো ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের তারতম্য ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করত। কনফুসিয়াসের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ধারক হিসেবে “সহজাত প্রবৃত্তির” কথাও চিন্তা করত।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার ওপর আক্রমণ করেছিল এবং সমাজে প্রমিত কৃষকের প্রয়োজনীয়-

তার দিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংশোধনবাদ বহুশতাব্দের ওপর দুইয়ের ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক মানোন্নয়ন ঘটায়— যা কনফুসিয়াস ও লিন শিয়াও এর চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭২ সাল থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দেশের প্রত্যেক স্তরে ছড়িয়ে দেবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার সুফলও উপভোগ-ধরনের আন্দোলন থেকেই।

ডিয়েনসিনের ইংরাজী সাহিত্যের অবলম্ব প্রাপ্ত একজন অধ্যাপক গ্রামের পথে একটা পোস্টারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন “সামাজিকত্বের আগে যৌথ ব্যবস্থার, যৌথ ব্যবস্থার আগে সামাজিকত্ব নয়”। তিনি বলেছিলেন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল মূল সংগ্রাম। অবশ্য এর অর্থ এই নয় চীনায় সামাজিকত্বের বিরোধী—বরং তারা মনে করে প্রমিত কৃষকের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তার প্রয়োগ হওয়া উচিত। বিদেশী শিক্ষা ও সাংস্কৃতির থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত কিন্তু নির্ভরশীলতা কোন অংশেই কাম্য নয়।

ডাইপেটের লিউ এর মতে;

“সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী। বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই সংগ্রামের নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। বর্তমান অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে যদিও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগের ও পরের অবস্থার মধ্যে তারতম্য আছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংশোধনবাদী প্রবণতা ছিল, যার ফলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়েছিল বিপর্যয়। আমরা সমাজতান্ত্রিক পঠন কার্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সমালোচনা ও সংগ্রামের পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।”

অর্থাৎ লিউ এর বক্তব্য অস্বাভাবিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সকল রকমের গ্রন্থাগারেই সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭০

মালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পথের পরিবর্তন হয়েছিল।

তিনি আরও বলেছিলেন “অতীতের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় কিছু গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক বোঝা (Burden) ছিল।” এর অর্থ হ’ল প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি ভূমি মতবাহ লবণিত গ্রন্থের আগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে এই পুঁথিগুরুগুলি সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে— কারণ, “অতীতের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা” এই পদ্ধতি অত্যাধুনিক অতীতের ইতিহাস অধ্যয়ন ও সমালোচনা প্রয়োজন। আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা উপনিবেশিক পর্যায়ের কিছু গ্রন্থাগারে বোঝা (Burden) আছে। শিকিৎসা এবং জাতীয় গ্রন্থাগার এত সময়ের প্রতীকিত হয়েছিল। বিপ্লবের পরে প্রথম পর্ষায় যদিও কিছু সংস্কার হয়েছিল কিন্তু মূলতঃ সেগুলি সংশোধনবাদীদের প্যারাই প্রভাবাধিত ছিল। সেইজন্যই সামগ্রিক ব্যবস্থার পূর্ণগঠন প্রয়োজন ছিল।”

বর্তমানে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে চারটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা হয় :

(১) গ্রন্থাগার অমিক, কৃষক ও সৈনিককে সাহায্য করতে। সর্বসাধারণ রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপ্লবকে সমর্থিত করার কাজে সাহায্য করতে। অবশ্য গ্রন্থাগার শেষ বিজ্ঞানে পাঠ্য কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের যাত্রা অমিক কৃষক ও সৈনিকদের প্রয়োজনে কর্মরত আছেন।

(২) গ্রন্থাগার মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ ও মার্কসের চিন্তাধারার প্রচারের কাজে সাহায্য করতে। গ্রন্থাগারের কর্মীরা এই প্রচারের পুস্তক প্রচারের জন্য পাঠ্য কববে এবং বিভিন্ন ভাববাহী চিন্তাধারার পুস্তক সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করবে—যা তাদের যিপনিত দর্শনের পরিচিতির কাজে ও সমালোচনার সাহায্য করতে।

(৩) গ্রন্থাগার বিপ্লবের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে—শ্রেণী সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং উৎপাদন।

পূর্বমানে এই সংগ্রহ করতে হবে নতুন মতাবলম্বী নতুন বইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রচারের কাজে। বিদেশী যে লক্ষ্য বই দেশ গঠনের প্রয়োজনে লাগবে সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থাগার কর্মী ভৈরী করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী অমিক, কৃষক ও পাঠ্যর মধ্যে থেকে গড়তে হবে যাত্রা শুধুমাত্র উৎপাদন কাছের অংশ গ্রহণ করবে না, পরিচালন ব্যবস্থার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। নিউ পরিষেবে জানালেন,

আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিকীকরণের সাহায্য গ্রহণ করব যা কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। আধুনিকীকরণের দিকে চীনের গ্রন্থাগার বিদেশের থেকে শিখিয়ে আছে কিন্তু কিছু নতুন পদ্ধতি আমরাও গ্রহণ করছি।

নিউ এর বক্তব্যের উপরোক্ত সার্য সংক্ষেপ অসম্পূর্ণ। যদিও আমরা আশা করি এ নিবৃতি কোন ভুল ভ্রান্ত্য পরিবেশন করছে না। আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে যেখানি তাঁর মন্তব্য অনেক কিছুই আমাদের কাছে নতুন। তাঁর মতে চীনের গ্রন্থাগার কর্মীরা একটি বিশেষ মন্তব্য প্রবক্তা ও লক্ষ্য রাজনৈতিক কর্মী হবেন। কিন্তু ব্রিটেনের ক্ষেত্রে পাঠ্যকরণের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোশলগুলি আরম্ভকরন করতে পারলেই গ্রন্থাগার কর্মী হতে বাধ্য নেই। নিউ বলেন গ্রন্থাগার কর্মীরা জনগণের কাছে যখন রাজনৈতিক প্রচারে যাবে তখন শুধুমাত্র বক্তব্যই রাখবে না- বরং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে ওরাকিবহাল হতে হবে যা রাজনৈতিক চেতনা, পরিষেবা ও উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করবে।

৪ সংগঠন।

ভাবিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা নীচে দেওয়া হ’ল। চীনে ছয়

রক্ষকের গ্রন্থাগার দেখা যায় এবং প্রত্যেক ধরনের গ্রন্থাগারই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়।

১. সাধারণ গ্রন্থাগার : শিকিং জাতীয় গ্রন্থাগার, পৌর, প্রাদেশিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে কমিউনের বিভিন্ন বাহিনীর (Brigade) গ্রন্থাগারকে এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে State Administrative Bureau of Museums and Archaeological Data'র ওপর। অন্যতম প্রাদেশিক ও পরিচালন ব্যাপারে সকল সংস্থাট বরংশাসিত।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার : বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভাণ থাকে শিক্ষা মন্ত্রকের ওপর।

৩. ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প শ্রমিকদের গ্রন্থাগার : প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপস্থান করে সাহায্যের জন্য একটি গ্রন্থাগার ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধরনের গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সমত্বরাণ ব্যবহার করেন। এই গ্রন্থাগারে কারিগরী বিজ্ঞান পুস্তক বাণীত সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য সাহায্য সংক্ৰান্তি পত্র পত্রিকাও সংগ্রহ করা হয়।

৪. বিজ্ঞান ও গবেষণা গ্রন্থাগার : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা কার্যে সাহায্যের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ ও আয়াকাতমী অক স্পরেন্সেল এর গ্রন্থাগার এই পর্যায়ভুক্ত।

৫. কেন্দ্রীয় ও অঞ্চল প্রশাসনিক গ্রন্থাগার : ব্রিটেনের সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের গ্রন্থাগারের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। চীনে কেন্দ্রীয় বাণীত প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক তিনটিতে প্রশাসনকার্যের সহায়তার জন্য এই ধরনের গ্রন্থাগার আছে।

৬. সৈনিকদের গ্রন্থাগার : প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের

অধীনে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে শুরু করে প্রত্যেক বাহিনীর গ্রন্থাগার আছে।

আমরা উপরোক্ত যে ছয় প্রকারের গ্রন্থাগারের কথা আলোচনা করলাম প্রত্যেকটিই পাঠীর অধীনে থাকে, কিন্তু প্রশাসনিক দপ্তর ভিন্ন। অন্যতম প্রত্যেক ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যেই সাপ্তা লক্ষ্য করা যায়, যদিও আঞ্চলিক প্রচেষ্টা ও পরিচালন কার্যের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। আমরা চীনের মূলতঃ ১ থেকে ৪ এই ধরনের গ্রন্থাগার এবং বিশেষতঃ ১-২ ধরনের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছিলাম।

চীনের প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওয়েং চিন্তাধারা অধ্যয়নের জন্য পাঠকের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত পাঠকক মার্কস, লেনিন ও মাওয়ের ওপর বিভিন্ন দেশী বিদেশী লেখা পুস্তকে সমৃদ্ধ। পাঠকের গ্রন্থাগার-করা এই রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রত্যেক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠে সাহায্যের জন্য পত্র-পত্রিকাও অংশ বিশেষ (News clipping) সংগ্রহ করে। পাঠকের প্রবন্ধ রচনার উৎসাহ দেওয়া এবং গ্রন্থাগারের বাইরে আলোচনাচক্র সংগঠিত করার জন্য গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব থাকে। বিজ্ঞান ও কারিগরী গ্রন্থাগারের পাঠকে দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকাও সংগ্রহ উচ্চমানের।

গ্রন্থাগারের সমস্ত চরকার নিয়মে পার্থক্য আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই গ্রন্থাগারের সভ্য ভূত্রে পারেন, অন্যতম বিশেষ অন্তরঙ্গি নাপেক্ষে পাঠকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার সকলেই ব্যবহার করতে পারেন। জাতীয়, পৌর ও প্রাদেশিক এই সকল বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সভ্য লক্ষ্য সীমিত রাখা হয়। অন্যতম এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু সমত্বরাণ দেওয়া হয় (Group borrowing) সেই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা গ্রন্থাগার মত সেই স্থযোগ গ্রহণ করেন। চীনে যৌব পাঠ ব্যবহার ওপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বই-পত্র

শিল্পশ্রমিকদের এক দলের জন্ত বেওয়া হয়। ডাক ব্যবহার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিনিময় ব্যবহার প্রচলন আছে।

১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমান চীনে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অভাব দেখা দিয়েছে। চীনের রাজ্য দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে—পিকিং ও উহান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর দুই বৎসরের পাঠক্রম চালু আছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পাঠ শেষ করে বড় গ্রন্থাগারের কাজে নিয়োজিত হ'ন। চীনের প্রত্যেক শিক্ষাণ্টেই কলকারখানার বা কৃষকদের সঙ্গে দু-তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিগত শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিককে সাহায্যের জন্য অনেক ছেঁচাকর্মী থাকেন। গ্রন্থাগার ব্যবহার এই সকল নীতি প্রয়োগের অর্থই শিক্ষার স্বাভাব্য বজায় না রেখে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। যারা পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হবেন তাঁদের কমপক্ষে দুই বৎসর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কৃষি খামারে কর্মরত থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন বৎসরের কমপক্ষে দুইমাস গ্রামে গিয়ে কৃষক, শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে ছয়মাস কোন বিভাগে থাকলবাদ; লেনিনবাদ ও মাওজের চিন্তাধারায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রচারকাণ্ডে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে।

II. প্রকাশনার কাজ II

গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নতি ও ত্বরান্বিত হওঁ প্রকাশনার পরিমাণ ও পরিকল্পনার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রকাশনার কাজ ব্যাহত হয়েছিল এবং এখনও পূলমাজার পৌছোয়নি। বর্তমানে নতুন গ্রন্থাগারেও এর ফলে সংগ্রহের পরিমাণ বেশী নয়, শিল্প কারিগরী ও কৃষি বিভাগ বইয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম নয় কিন্তু অত্যন্ত বিধরে প্রকাশনার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। লেখার কাজে উৎসাহ বেওয়ার জন্ত

গ্রন্থাগার লেখক, কলা কুশলী সন্মেলন (workshop) ও সাহিত্যপাঠের আদায়ের আয়োজন করে। আমরা এই বছর কিছু অল্পটানে উপস্থিত ছিলাম—গ্রন্থাগারিকদের সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনার কাজ প্রাশংসার যোগ্য।

চীনের জাতীয় গ্রন্থপত্রী Chuan-kuo Wsin Snu Mu ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭২ সাল থেকে আবার জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রকাশনার কাজ বন্ধ আছে। এই অবস্থায় সংস্কৃত মন্ত্রক প্রকাশিত নতুন বইয়ের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করে।

আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অল্পখারী চীনের গ্রন্থাগারের অবস্থা জানার জন্তে কিছু গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছিলাম, আমরা এর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য লিউ-চি-পিং চীনের গ্রন্থাগার ব্যবহার চিহ্নটুকু সঙ্গে আলোচনার সময় তুলে ধরে ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে মূল ব্যবহার কিছু পার্থক্য আছে—এ সম্পর্কে আমরা বিশেষ গুরুত্ববাহুল্য নয় কারণ আমাদের চীন ভ্রমণের সময় ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

II. পিকিংয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার II

পিকিংয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অবশ্য বর্তমান গ্রন্থাগার ভবনটি ১৯০৮ সালে তৈরী হয়। চীনের এটিই সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার পুস্তক সংখ্যা ২১ লক্ষ [একাধিক খণ্ড বিশিষ্ট বসনাবলী ও সংখ্যার এক হিসেবে বরা হয়] এবং কর্মীর সংখ্যা ৭০০। চীনের স্বাধীনতার (১৯৪৯) পর থেকেই গ্রন্থাগারের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে—কারণ ১৯৪৯ সালে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ। চিং ও মিং রাজাদের সংগৃহীত গ্রন্থই এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের প্রাথমিক ভিত্তি [অটোপন শতাব্দীতে চিয়েন লুং এর পৃষ্ঠপোষকতার লিখিত Ssu-ku-ch'nan-shu গাভুলিপি এখানে সংরক্ষিত আছে] এ ছাড়াও Tunhauug এর sung গাভুলিপি ও আইন

সত্যার [Nei-ko ta ku] সংগ্রহও এখানে সংরক্ষিত আছে। বিদেশী গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়, অবশ্য এই সমস্ত কিছুই বাধীনতার পূর্বে সংগৃহীত। প্রাচীন সংগ্রহকে লিউ চি-পিং অতীতের বোঝা [Burden of the Past] বলে সম্বোধন করেছেন।

চীনে সর্বস্বাধীনতার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোকে সমস্ত কিছু আলোচনা করা হয় সেই কারণে ১৯৬৬ সালের পর থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে পর্বেপকণ ও পূর্বন্যায়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি চারটি নির্দেশের কথা লিউ আমাদের জানিয়েছিলেন আমরা প্রয়োগ পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাওজের চিন্তাধারা অধ্যয়নের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে এবং জনগণের সবে এই ধরনের রচনাবলীর দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য আসবাব ব্যবস্থা (open access) ও লম্বাকালীন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের প্রদর্শনীর [আমরা প্রবেশ কক্ষে লু-লুনের ওপর সাম্প্রতিক প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী দেখেছিলাম] আয়োজন করা গ্রন্থাগারে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়—ক্যাপিটাল টেলিভিশনের এমন একটি সত্যার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৮,০০০। এই সব দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার প্রচারকার্যে এক বিশেষ ত্বরিত গ্রহণ করে এবং শ্রমিক, কৃষক সৈনিককে তাত্ত্বিক দিকে সম্বন্ধ করে তোলে।

আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারে আরেকটি প্রদর্শনী দেখেছিলাম—প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা ওপর নীতিবাহীত্বের সংগ্রাম ও চীনের প্রাচীন বিজ্ঞান ও কারিগরী ব্যবস্থা। সাংহাইয়ের পৌর গ্রন্থাগারও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশম-বার্ষিক উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

আমরা গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক প্রকাশিত বইয়ের লেখক-দের নিয়ে আলোচনার কথা লিউ এর মুখে শুনেছিলাম—

কার্বনঃ বেখলার সাংহাই মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ও ডিয়েন-সিন শিপলস গ্রন্থাগারে। ডিয়েনসিনের এই দফায় একটি আলোচনাচক্রে লেখক এবং ২০ জন জোতা উপস্থিত ছিলেন।

সাংহাই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আমাদের জানানেন এই দফায় আলোচনাচক্র গত বৎসরে ৩৮টি অত্রটি হয়েছে এবং কোন কোন আলোচনাচক্রে ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওজের চিন্তাধারা আলোকে প্রত্যেকটি গ্রন্থের মূল্যায়ন করা হয় এবং পরবর্তী-কালে গ্রন্থের মাধ্যমে [সাম্প্রতিক ৩০০টি গ্রন্থের সাংহাই মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে আছে] পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়। গ্রন্থক সকল সংকলন আকারে পাঠককে থাকে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ৩০টি হল (Unit) জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি নতুন বগীকরণ পদ্ধতির জন্য সমন্বিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের আগে চীনের জাতীয় গ্রন্থাগারেই পুস্তক বগীকরণের জন্য দশটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল [আধা-সামাজিক আধা উপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায়]। বর্তমানে নতুন বগীকরণ পদ্ধতি [৪০,০০০ লিটারের বুক] চীনের সমস্ত গ্রন্থাগারেই প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও বড় গ্রন্থাগারে পুরানো বইয়ের পূর্ববগীকরণ এখনও করা চলনি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের আর একটি কাজ প্রকাশিত পুস্তকের সূচীকরণের অত্রলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুযায়ী পাঠান। পৌর ও প্রাথমিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিজ নিজ অকলে এই নীতি অনুসারে কাজ করে, সূচীকরণের অত্রলিপি চীনা ভাষার ছাড়াও গোমায়ী দ্বারাও পাঠান। জন-সাধারণের কাছে নতুন বইয়ের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে সূচীকৃত অত্রলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে লাকানো থাকে।

II. গ্রন্থাগারিক শিক্ষা।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা দেশের পাবনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বোচ্চ স্তরে। চীনের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগারিক

সিনিকার বিভিন্ন বিভাগ আছে। বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ তাদের প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ শাখার পুস্তক সংগ্রহ করে, এবং প্রয়োজনানুযায়ী কটোকপি অথবা আন্তঃগ্রন্থাগার কণের মাধ্যমে পাঠককে বই ব্যবহারের সুযোগ দেয়। পুস্তক ক্রয়ের কাজে বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। পুরানো বইয়ের জন্য যৌথ সূচী (Union Catalogue) আছে এবং নতুন বইয়ের ক্ষেত্রে যৌথ তালিকা (Union list) সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ আরো বেশী সময়ের জন্য গবেষক ছাত্র শ্রমিক, কৃষক ও মৈনিকদের জন্য খোলা থাকে এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে প্রচার ও সমালোচনার কাজকে অক্ষর রাখা এবং গবেষক ও ছাত্রদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

বার্ষিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপক উন্নতি হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠকদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের লন্ডান দেওয়ার কাজে সবসময় সাহায্য করে এবং নির্দেষ্ঠ (Index) ও গ্রন্থতালিকা (Bibliography) সংকলন করে। পরিশেষে উল্লেখ্য গ্রান্ডাত্মিক সিনিকার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৪০, ১০, ০০০। এই পরিধির একটি সুস্থান সংগ্রহ চীনা জনগণের জান বিজ্ঞানে অগ্রগতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছে।

গবেষণাকেন্দ্রগুলির বেশীর ভাগ পুস্তকই বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার লেখা কিন্তু চীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বিদেশী ভাষার দক্ষ কর্মীর অভাব আছে—প্রশংসন: এই অভাব পূরণের জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন। পিকিং ও ক্যান্টনের চুংসান মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিদর্শনকালে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এই ধরনের গ্রন্থাগার মূলত: রাস্তা ঘেরীর ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যের কাজে সর্বস্বই ব্যস্ত থাকে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে শিকাগো কনফারেন্সে যেভাবে দেখা হয়েছে এবং পিকিং প্রলেতারীর রাজনীতির

সেবার নিয়োজিত করা ও উৎসাহনশীল প্রেরণ সঙ্গে স্কট করার মাওদের চিন্তাধারাকে সকল কর্মীর কাজে গ্রন্থাগারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গ্রন্থাগারটি ১৯৭৫ সালের ১লা মে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে। এই বৃহত্তম ভবনটিতে ২৪০০টি আসন সহ ৩১টি পাঠকক আছে এবং পুস্তকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ এর মধ্যে বিদেশী পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৮ লক্ষ। আমরা সাময়িক পত্র বিভাগ ও অতিরিক্ত গ্রন্থ বিভাগের সংগ্রহ দেখেও বিস্মিত হয়েছিলাম।

আমরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাশ্রয় গ্রন্থ বিভাগটি আমাদের তৃতীয় পরিদর্শনে দেখেছিলাম। সংগৃহীত গ্রন্থাগার প্রকাশনার ইতিহাসের একটি চিত্র ও সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে। আমরা সাংছাউ ও ফ্যাংচাউ এর ছাত্রাশ্রয় গ্রন্থ প্রদর্শনী দেখেছিলাম সেখানেও সংরক্ষণের বিষয়ে নিপুণতা পরিপক্ক হয়েছিল।

যদিও আমাদের প্রতিনিধি দলের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু সকলেই “জনগণের গ্রন্থাগার” প্রকল্পের দ্রুত উন্নতি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, যা কলকাতার খেত খামারে [সাহিত্য, কারিগরী বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্য পরিবেশন করে] এবং গ্রামসহরের বসতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রদেশ অস্থায়ী বিভিন্নতা সঙ্গেও প্রশংসনীয় একথা বললে অত্যুক্তি হলে না।

জিহেইনিকাং

Bishop, Enid. University libraries in China: Some personal observation. Australian Academic and Research Libraries, 5 (supplement), 1974, 25-28.

Brewer, J G. Libraries in China: A comparative view. Libr. Ass. Rec., 70 (5) May 1968, 124-127.

- Fang, Josephine R. Chinese libraries carry out Chairman Mao's dictum: Serve the people. *Wilson Libr. Bull.*, June 1976, 744-749.
- Fang Josephine R. Library developments in the People's Republic of China. *Bowker Annual of Library and Book trade information*, 21st ed. New York, 1976, 362-387.
- Goldberg, Birgitte. Libraries and mass communication in the People's Republic of China. *Scandinavian Public Library Quarterly*, 8 (2) 1975, 62-71.
- Howard, Roger. Libraries in the People's Republic of China. *Assistant Librn.*, 67 (4) 1974, 54-57.
- Kno, Thomas C. The state of current library operation in China. *Association of Research libraries center for Chinese Research Materials News letter*, 20, 1976, 1-11.
- Pellissier, Roger. Les bibliothèques en China, première moitié du xxe. siècle. Mouton, Paris and La Haye, 1971.
- Proett, PAB. A history of libraries in the People's Republic of China, including some aspects of college and University library development, 1949-1974. Ed. D. Thesis. George Washington University, 1974.
- Wan, weiyang. Libraries in the Peoples Republic of China: A first hand report. *University of Michigan Librarian*, 8 (22) 1976, 1-9.
- Wang, SW. Impressions of Chinese libraries and the Chinese book market. *Australian Academic and Research Librarian*, 5, 1974, 19-24.
- Wang, Chi. Library and publishing activities in China: Personal observation from a visit to the People's Republic of China. *Foreign Acquisitions News letter*, 38, 1973, 1-5.
- Wang, Chi. Report of visit to China, June 1-18, 1972. *Libr. Cong. Inf. Bull.*, 31 (39) 1972, A 169-173.
- Wu, E. Recent developments of Chinese publishing. *China Quarterly*, 52, 1973, 134-138.
- Yu, P K. Bibliographic control in the People's Republic of China, 1949-1972: Paper presented to the XXV Annual Meeting of the Association for Asian studies, Chicago, 1973.

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী

গ্রন্থাগার যে জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের অন্ততম উপাদান এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এখনকার দিনে তো বটেই প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ছিল;—তখনীলা; নালন্দা, বিক্রমীলা, সোমকুশী বিহার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নাম পাওয়া যায়। সেকালে গ্রন্থাগারিকের স্থানও সমাজের অতি উচ্চে ছিল। “নাগইব শিলালেখ থেকে জানা যায় যে সেখানে অধ্যাপকদের যেমন রাজস্বরূপে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং অধ্যাপকগণ যেমন রাজস্ববর্ণের কাছ থেকে ভূমিদান পেতেন, গ্রন্থাগারিক-গণও অনুরূপ সম্মানে ভূষিত হতেন। এই লিপি থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক অধ্যাপকদের সম পরিমাণ জমি বা ৩০ খণ্ড জমি রাজস্বরূপে থেকে পেয়েছেন। তখন-কার দিনে গ্রন্থাগারিকের উপাধি ছিল সম্রাটের তাত্ত্বিক” মুসলমান আমলেও গ্রন্থাগার ছিল এবং ইংরেজ আমলে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। জেলা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিস আদালতের কাজ শুরু হয় এবং এ জেলার আসতে থাকেন এই শিক্ষিত লোক। তাঁরা এ জেলার এলে আবার অজ্ঞতব করলেন মেলামেসার স্থান এবং সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারের। যেটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে, জলপাইগুড়ি সহরে প্রথমে একটি ছোট গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় বীনবাজার পোষ্ট অফিসের কাছে ১৮৯০ সালে একটি কাঠের ঘরে। বর্গীর বীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম গ্রন্থাগারিক। ১৯১২ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৪ সালে জলপাইগুড়ি সহরে

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি প্রাথমিক স্কুল ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। আলফ্রিড স্মিথার স্ত্রী ছিলেন গ্রন্থাগারিক। তবে সেটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। ১৯০৬ সালে ভারতীয় পাড়ার কালীমোহন নিরঙ্গীর বাড়িতে বহুতল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক কর্মীদের একটি ছোট পাঠাগার স্থাপিত হয়। বছর দুই বাহে এটি লোপ পায়। এই ১৯০৬ সালেই বর্তমান গুরুজংকোন্ডা কালাল যেখানে উঠেছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ক্লাব নামে এই বিরাট গ্রন্থাগার। সঙ্গে ছিল ব্যায়াম শিকার ব্যবস্থা। বর্গীর শরণচন্দ্র সেন ছিলেন প্রথম গ্রন্থাগারিক। এখানে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে বক্তৃতা হতো। ১৯১২ সালে এটি উঠে যায় এবং বইপত্রগুলি নিয়ে শশী কুমার নিরঙ্গীর বাড়িতে গড়ে ওঠে আর একটি গ্রন্থাগার। অনেক দিন পরে এটি স্থানীয় শ্রীহামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর সঙ্গে মিশে যায়।

বঙ্গদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৭ সালে আর্থানাটা সমাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গ্রন্থাগার। জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হবার পরে গ্রন্থাগারটি আর্থানাটা সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। এটি এখনও আছে। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ ও এক্স-স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার; ১৯১৮ সালে শশী কুমার নিরঙ্গীর প্রচেষ্টায় এটিকে নিয়ে জলপাইগুড়ি বিভিন্ন ক্রম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় চাকর সমিতি এই পাঠাগারটি পরিচালনা করছেন। ১৯১৮ সালে জলপাইগুড়ি ইনস্টিটিউটে এক পাঠাগার স্থাপিত হয়। এখন এটি খে, ওয়াই, এবং-এর সঙ্গে মিশে গেছে। ১৯০১ সালে জলপাইগুড়ির বর্তমান কংগ্রেস অফিস গৃহে কংগ্রেস

পাঠাগার নামে এক পাঠাগার স্থাপিত হয়। ১৯৪২এর আন্দোলনের সময় পুলিশী তৎপরতার এটি লোপ পেরে যায়। এর ভিতরে ১৯৩৯ সালে দিনবাজার কল্লোপুলের কাছে গড়ে ওঠে শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার। এরপর থেকে ধীরে ধীরে অনেক পাঠাগার স্থাপিত হতে থাকে।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস পাঠাগার উঠে গেলেও ১৯৪৫ সাল থেকে পাঠাগার আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের “জনমত” পত্রিকার লেখা হয়—“জলপাইগুড়িতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু কোনটির অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ভাল ভাল পুস্তক একটু দামী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা রাখার ব্যবস্থা না করিলে গ্রন্থাগার রাখারই বা লাভ কি। এখানকার গ্রন্থাগার সমূহের এই দুর্ব্যবহার মূল কারণটাই আমার যতদূর মনে হয় অধাভাব।...সবগুলো গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ যদি এসোসিয়েশন করিয়া এ বিষয়ে একত্রিত হইয়া আলোচনা করেন একটিকে খুব বড় করিয়া অল্প ভালোতে পাখা হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও হয়ত কতকটা কাজ হইতে পারে।...এখানকার গ্রন্থাগার কয়টির কর্তৃপক্ষগণ এটিকে চিন্তা করেন এবং একটি ভাল গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলুন।”

এই আবেদনে সুকল পাওয়া যায় ১৩৫১ সালের ৬ই কার্তিক তারিখের “জনমত” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ “সম্প্রতি Babupara Boys Library ও Friends Library নামক কিশোর পরিচালিত লাইব্রেরীর একত্র মিলিত হইয়া ‘বাবুপাড়া’ নাম গ্রহণ করিয়াছে। উভয় লাইব্রেরী প্রাক্তন কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ হইতে বর্তমান লাইব্রেরীর কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।” ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আজাদ হিন্দ পাঠাগার। ১৯৫০ সালের ১০ই জুলাই তারিখের “জনমত” পত্রিকার প্রকাশ ১৯৪৯ সালে আজাদ হিন্দ পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৫৭০ খানা। ১৯৪৯ সালে ছিল ৭৪৯ খানা এবং ১৯৫০ সালে ১৩৪৯ খানা; এই সময়ে পাঠাগারের সমস্ত

ছিল ১৭০ জন। বর্তমানে “আজাদ হিন্দ পাঠাগার” জেলার অন্ততম বৃহৎ গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই “আজাদ হিন্দ পাঠাগার” এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব করে আসছে। ১৯৪২ সালের পূজা সংখ্যা “জনমতের” সংবাদের প্রকাশ “গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য গত ৩১শে আগস্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগার সমগ্র পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তৎকালীন আজাদ হিন্দ পাঠাগারে যথাযোগ্য পরিবেশের মধ্যে গ্রন্থাগার সমগ্র উৎসাহিত হয়।”

পাঠাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক দিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ১৩৫৯ তারিখের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের “জনমত” এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রকাশিত হয়।

“জলপাইগুড়ি মহরে কয়েকটি পাঠাগার আছে। অধিকাংশ পাঠাগার হইতে দেখা যায় কেহ কেহ পুস্তক লইয়া আর কেহও যেন না। Caution money দাখা করা থাকে তাহা অতি লাম্বাক। ভিন-চার মাসের টাকা বাকী রাখিয়া এবং পুস্তক কেহও না দিলে পাঠাগারের প্রকৃত কতি হয়। এইরূপ সত্য এক পাঠাগারের পুস্তক ও টাকা বাকী রাখিয়া আবার অন্য পাঠাগারে তক্তি হইতেছেন। যাহাতে কোন পাঠাগার কতিগ্রস্ত না হয় তৎক্ষণ জলপাইগুড়ি মহরে সমস্ত পাঠাগার মিলিয়া “জলপাইগুড়ি পাঠাগার সমিতি” গঠন করা আবশ্যিক। এ জন্য আমরা আগামী ৩০শে নভেম্বর বৈকাল ৫-৬টিকার বাবুপাড়া পাঠাগারে আলোচনা সভা দ্বিগুণ করিয়াছি। আশাকরি বিভিন্ন পাঠাগার হইতে অন্ততঃ দুইজন করিয়া উপরোক্ত সভাতে যোগদান করিয়া বিভিন্ন পাঠাগারের বাহাতে কোনরূপ কতি না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে সহায়তা করিবেন।”

যথা সময়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হইল। ১৩৫৯ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের “জনমত” প্রকাশ উক্ত সংমিলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল—

“বিভিন্ন পাঠাগারের মধ্যে বিনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন এবং পাঠাগার সমূহের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার

জন্ম এবং জলপাইগুড়ির প্রত্যেক পাঠাগারের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা লইয়া 'জলপাইগুড়ি পাঠাগার সমিতি' গঠিত হইল। যাহাতে কোন সভ্য এক পাঠাগারের পুস্তকাদি আত্মসাৎ করিয়া এবং ঐ পাঠাগারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অন্য কোন পাঠাগারে সভ্যরূপে প্রবেশলাভ করিতে না পারেন সে সম্বন্ধে একটি সুস্থিতিত কর্মপন্থা গ্রহণ এবং সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

"এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত সর্বসম্মতি-ক্রমে স্থির করা হইল যে আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে বিভিন্ন পাঠাগার আপন আপন ব্যবস্থার পক্ষে কৃত্তিকারক বলিয়া বিবেচিত এইরূপ সভ্যগণের এক তালিকা অপর পাঠাগারের অবগতির এবং ভবিষ্যত সতর্কতার জন্ত তাহারিগের নিকট প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে হাখিল করিবেন এবং কোন পাঠাগার নূতন সভ্যগ্রহণের পূর্বে ঐ তালিকাদুটে কথ্যযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" মনে হয় এই প্রস্তাব বর্তমানে অচল হয়ে গেছে। কারণ কোন পাঠাগারের বর্তমানে এই বিধান চালু আছে বলে জানিনা।

এর পর ১৯৫৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর জেলা গ্রামাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এই জেলায় গ্রামাণ্ডার আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ঘটনা। জেলা গ্রামাণ্ডারের প্রেরণায় জেলায় পাঠাগারের

সংখ্যা প্রকৃত পরিমাণে বেড়েছে। জেলায় মোট গ্রামাণ্ডারের সংখ্যা ১১২টি-এর মধ্যে ৩৪টি সরকারি পুঁঠপোষিত এবং ৭৮টি প্রতিষ্ঠানগত উভয়ে স্থিতি। এদের মধ্যেও কোন কোনটি সরকারী সাক্ষাৎ পেয়ে থাকে। এই সাহায্যের পরিমাণ একহাজার টাকা থেকে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া জেলাগ্রামাণ্ডারের সঙ্গে যারা বার্ষিক ২৫ টাকা দিয়ে যারা যুক্ত হয়েছেন সেই সব পাঠাগারকে ৫০ খনি করে বই হ'মাল পর পর বেণ্ডরা হয়ে থাকে। এর ফলে যে সকল পাঠাগার আর্থিক কারণে বই কিনতে পারেন না, তাঁদের উপকার হয়ে থাকে।

এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রামাণ্ডার আন্দোলন। ইংরেজ আমলে যে সহযোগিতা ছিল দুর্লভ বর্তমানে জনপ্রিয় স্বাধীন সরকারের আত্মকুলো তা হয়েছে সহজলভ্য এবং উৎসাহ বাজক। তবু এখনও অনেক কিছু করার আছে। তথ্যাত্মক সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে নিজেদেরও এগিয়ে যেতে হবে এবং দুর্লভ বইগুলি যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রামাণ্ডারিকের উপাধি যেখানে ছিল "সরস্বতীভাগারিক", গ্রামাণ্ডারিকগণ যাতে সত্যিকারের সরস্বতীর সেবক হতে পারেন সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের লিখিত নিয়মের। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রামাণ্ডারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরনের গ্রামাণ্ডার কণ্ঠপককে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে টিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) লব্ধি একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রেরমালা সংগ্রহ করতে অহ্বোধ করা যাচ্ছে।

অক্ষয় রায়
আল্লামারক
ডাইরেক্টরী উপদলিতি

পুস্তক আলোচনা

রাজত হার—চলচ্চিত্রের প্রচার (১৮৯৫-১৯৭৬)। ১ম খণ্ড।

কলকাতা, সমসাময়িক প্রকাশন, ১৯৭৭। ৪০০০ টাকা।

চতুর্থ দশকের স্বাক্ষরিত, যখন বর্তমান সমালোচক
সব কৈশোরের চৌকাঠ পেয়েছে, এক পরিবার দুঃখ
বেলায় সে তার ভাইয়ের সঙ্গে স্বঃস্বরের এক সিনেমাসুহে
একটি সিনেমা দেখছিল। ছবিটির নাম ছিল “বীক অফ
বাগদাদ”। ছবিটির দৃশ্যে দেখানো হচ্ছিল একটি
তীব্র দর্শন জ্ঞান একটি প্রকাণ্ড খাঁড়া দিয়ে তৎকালীন
জনপ্রিয় অভিনেতা সাবুর গলা কাটতে উদ্ভট। হাঁড়িকাঠে
আটকানো সাবুর গলার উপর যখন খাঁড়াটি নেমে আসছিল
তখন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার আতঙ্কে বর্তমান সমালোচক
চোখ বুজে কেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের তাকে চোখ
খুলতেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখতে পেলে সাবুর গলা
কাটা যায় নি। কে একজন, বোধহয় আরেকজন জনপ্রিয়
অভিনেতা জনহল, একটি উদ্ভট কারণেই উপর থেকে
তীব্র ছুঁড়ে খাঁড়াটিকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে, সাবুর একলাকে
উদ্ভট কারণেই উপর উঠে পড়েছে, দর্শকসমূহী উল্লাসে
কেটে পড়েছে।

সময়ের শেষে এসে, শুধু কিশোর-কিশোরী কেন,
আমাদের মতো অনেকেরও চলচ্চিত্র দেখতে হারণা একই
রকম একটা মনগড়া সারারাত জাগতের সুখদুঃখ অস্তিত্ব করা
প্রয়োজনে সিনেমা দেখা। অবশ্য ইতিমধ্যে “পথের পাচালী”
সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সোলাইটিগুলির জন্ম হয়েছে, কতশত
চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে। লাভিতা বা শিল্পের অভ্যন্তর
বিভাগগুলিতে যেমন বা কোক একটা চেতনা বা কটির
প্রকাশ দেখা যায় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু ঘটে নি।
সংস্কৃত বিক থেকে চলচ্চিত্র তৈরী হয় প্রচুর, সিনেমা দেখার
কথা শুনেলে আমাদের অনেকের মনে জল আসে, একটা
“কই” মনে খরলে আকর্ষণ পিকিত মধ্যবিত্তরা টেবিল
চাপকাই। কিন্তু শিল্পের বিক থেকে একটা স্বাক্ষরিত মন
চলচ্চিত্রের প্রকাশে সৃষ্টি হওয়া কখনো হুলত হয়ে উঠেছে।

এমন নয় যে শিল্পসাহিত্যের অভ্যন্তর বিভাগগুলিতে স্বাক্ষর
কিছু ঘটছে। তবে চলচ্চিত্রের অবস্থা একটু বেশী খারাপ।
যেমন উচ্চমানের প্রচার তথা সৃষ্টির অভাব, তেমন অভাব
বুদ্ধিমান ও দৃষ্টি দর্শকের বা বিশ্লেষণী ও তথ্যসম্পন্ন
আলোচনা সমালোচনার। চলচ্চিত্র যে সংস্কৃতির একটা
অঙ্গ এ-রকম সাধারণ চেতনার অভাবের ফলে পরসার জোরে
অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এ-রকম
হবেই। আধা-সাম্প্রতিক, আধা-উপনিবেশিক সংস্কৃতি
পুঁজিবাদী সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির এটাই ঐতিহাসিক
পরিণতি।

এই অপসংস্কৃতির জোয়ারের বিকক্ষে কথো দাঁড়ানো কিছু
প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন কেউ কেউ। অন্ততঃ সাংস্কৃতিক
চেতনার উদ্বেগ খটানোর কাজে। রাজত হার তাঁদের মধ্যে
একজন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে—বাংলা ভাষার তো খটেই,
অন্ততঃ ভারতীয় ভাষাতেও—তিনি প্রথম এ-রকমের বই
লিখলেন। এই বইটি ১৮৯৫ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কাল খণ্ডের
মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশের ৮০ জন চলচ্চিত্র প্রাণী
সম্প্রদিত প্রয়োজনীয় তথ্য চার খণ্ডে পরিবেশিত করবে।
বর্তমান খণ্ডটিতে ১৭ জনের কথা আছে। এই পক্ষেই জন
কালক্রমে স্থানীয় প্রাচুর্য, জল মেলি, এতউহন পোটার,
ভেঁকিত জর্জার গ্রিফিথ, রবার্ট ব্রীন, রবার্ট স্মার্টে, এরিখ
কন স্ট্রোহাইম, গের্গে প্যাক্সট, ফ্রেডরিট মুরনাউ, কার্ল ড্রেয়ার,
চালি চ্যাপলিন, ফ্রিটস ব্যাঙ্ক, আর্থার লুইসন, জোসেফ কন
স্টারবার্গ, জন কোর্ড, লিও কুলেশন, সের্গেই আইজেন-
স্টাইন। এঁদের কথা বলতে গিয়ে লেখক তথ্যের উপর
ভিত্তি করে এঁদের সময়কাল সামাজিক, অর্থনৈতিক,
সাম্প্রদায়িক অবস্থার কথাও কিছু বলেছেন। এই অবস্থার
পটভূমিকায় এঁদের শিল্পীজীবনের সৃষ্টিভূমি, পরিণতি
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই গ্রন্থের উপযোগিতা

বেড়ে গেছে কয়েকগুন, নিছক ভাষাপটী হয়ে দাঁড়ায় নি। তুমিকাতে মৃণাল সেন ঠিকই বলেছেন : “তিনি...চলচ্চিত্রের গোটা ইতিহাসকেই বিখ্যত করেছেন অসংখ্য তথ্যের ভিত্তিতে।...পাঠককে লেখক চাকলাকর নানা খবর দিয়েছেন। তুমি তুমি তথ্য জুগিয়েছেন, চলচ্চিত্রের সহঃ ইতিহাসের আদ্যাক দিয়েছেন। কাজটি অবশ্যই বড়ো কম নয়।” এই কাজটিও বড় বইটি বেকারেল বই হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এটিও কম কথা নয়। এদেশের ছোট্ট বেকারেল গ্রন্থের দলে একটি উচ্চমানের সংযোজন হলো।

এই একটি বই থেকে আমরা জানতে পারলাম কলকাতার প্রথম চলচ্চিত্র গ্রন্থপটী হয় ১৮২৭ সালে—লুবিয়েরের দ্বারা; পোটার ১৯০১ সালে “সাকুলার প্যানোরামা অফ ইলেকট্রিক টাওয়ার” ছবিতে প্রথম কামেরা প্রদান করান; গ্রিকিথের “বার্থ অফ এ নেশন” ছবিতে নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাওয়া লক্ষ্যে—যা আইজেনস্টাইনের খুব খারাপ লেগেছিল—লেনিন গ্রিকিথকে সোভিয়েত রাশিয়ার এসে চলচ্চিত্র প্রযোজনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়ে থাকিগত পত্র দিয়েছিলেন; ১৯২৩ সালের পরে “বোরানা” ছবি তৈরীর সময়ে রাসগটি প্রথম অথোক্রোম্যাটিক কিম্বা বাভিল করে প্যানক্রোম্যাটিক কিম্বা ব্যবহার করেন; এই সময়ে “গ্রীড” ছবিতে স্ট্রোহাইম প্রথম প্রদান সিকুয়েন্স রীতি ও ভীণ কোকাসের প্রচলন করেন; সত্যজিৎ রায় ভীণ কোকাস যে বেনোয়ার আবিষ্কার বলেছেন, তা ভুল; তার পরের বছর দুবনাউ এবং মেয়ার “দি লাস্ট লাক” ছবিতে প্রথম কামেরাকে সত্যজিৎ সত্যো চলাকেরা করার ও ইয়াক কবোভাভের প্রচলন করেন; এই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার খাত ও অর্থনৈতিক সংকটের কালে একটুকরো কাঁচা কিম্বা হাতে না পাওয়ার কুলেশত অল্প ছবি থেকে কিম্বা কেটেফুটে উইদাউট কিম্বা বা কুলেশত একেটের জন্ম বিলেন, যা হলো এক নতুন সত্যজিৎ রীতি; জালিন-বিরোধীরা বাই প্রচার করে থাকুক না কেন, জালিনের লকে আইজেনস্টাইনের একাধিকবার সোভিয়েত সমাজে চলচ্চিত্রের তুমিকা লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছিল যাতে ভুল

বোকাভুক্তিও জান হিত না। এই তথ্যগুলি যে আমরা এ-বই থেকেই থেকে পাইনি বা পেজার না, তা নয়। আসল কথা হচ্ছে এক জায়গায় একোভলি তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে বখানানে বখালময়ে লে-গুলি হাতের কাছে পাওয়ারানোর ব্যবস্থা করা। এ-টি গ্রন্থের আশ্রয়সাধ্য। লেখক পেশায় প্রোগামারিক এবং বেকারেল প্রোগামারিক হিসেবে নিপুণতা থাকার জন্যে কাজটি উচ্চমানের হয়েছে।

যেমন হয়েছে সংলগ্ন গ্রন্থপটীটি। চলচ্চিত্রের উপর প্রথমতঃ ইংরেজী ভাষার ১৮০০-র উপর, বই-এর প্রোগামারের নাম, গ্রন্থের নাম, অন্তর্ভুক্ত অথবা সম্পাদকের নাম, প্রকাশের স্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থপটীতে। বইগুলিকে বোলাটি বিষয়ের অন্তর্গত করে সাজানো হয়েছে বর্ণাক্রমে লেখকের নাম অনুসারে। ৪৭টি চলচ্চিত্র পত্রিকা একটি পৃথক তালিকাকৃত করা হয়েছে। চলচ্চিত্র-বিষয়ক বাংলা বই ও পত্রিকার একটি গ্রন্থপটীও অন্তর্ভুক্তভাবে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থপটী দুটির একটি করে নির্ধারিত দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রন্থের নাম, বিষয় ও সহ-প্রকারের নাম বর্ণাক্রমে সাজানো হচ্ছে। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বলে মোট তিন হাজার বই-এর একটি গ্রন্থপটী পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে যদি লেখক কোনদিন বিভিন্ন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে সংযোজিত করতে পারেন তাহলে সেটি ইংরেজী ভাষার সীমার মধ্যে থেকেও, বিশ্বের বেকারেল বইয়ের জগতে একটি অনন্ত অবদান হয়ে থাকবে। বর্তমান সমালোচক বতস্বর জানে, নিউইয়র্কের বিউজিয়ার অফ বডার্ণ আর্টের “কিম্বা ইনভেন্ট” প্রকাশিত হবার পর আর চল্লিশ বছর হতে চলল চলচ্চিত্রের উপর ব্যাপক কোনো গ্রন্থপটী ইংরেজী ভাষার কোথাও প্রকাশিত হয় নি, এমনকি ভারত বাহর করতে পারে নি।

যদিও এই বই-এর নাম একটা বেশী যে তা বখাবিত চলচ্চিত্র হিসেবে অসংকল্পতার কাছের, তবু প্রোগামারগুলি যদি কইটিকে ভালমতে সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে পাঠকের প্রস্তুত উপকাহ হবে।

বার্ষিক পত্রিকা : পরিচিতি ও রচয়িত্রী

ফুলীল দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(৫)

৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

৫৬৪. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১-৭।
৫৬৫. নাদী ও চিত্রকর (ক)—চিত্তব্রজ দাস ; পৃ ৮-২।
৫৬৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ১০-২৩।
৫৬৭. জীবন পথে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২৪-২৫।
৫৬৮. দ্বাদী সাহিত্য (প্র)—শশীকুমোহন সেন ; পৃ ২৬-৩২।
৫৬৯. ভুবনেশ্বর (প্র)—গুরুদাস সরকার ; পৃ ৩৩-৪৪।
৫৭০. রঘুকাকা বড় কিসে? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৪৫-৫০।
৫৭১. প্রেমের অভিযান (ক)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ৫১-৫৪।
৫৭২. জেল কেবল (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ৫৫-৬৩।
৫৭৩. নীতারাম কালের মনসা বঙ্গল (প্র)—ভারপ্রসাদ ভট্টাচার্য ; পৃ ৬৪-৬২।
৫৭৪. অবতার বাঘ (সমা)—বলভদ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ ৭০-৭৮। [আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'ধর্ম রাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মহত্ব' নামক প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচনা।]
৫৭৫. 'সমালোচনা—সমোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৭৯-৯০।
৫৭৬. উত্তর-রায়-চরিত-বহন্য (ছায়া বহন্য)—নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী ; পৃ ৯১-৯৮।

৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৫।

৫৭৭. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯৯-১০৯।
৫৭৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ১১০-১২৫।
৫৭৯. ভুবনেশ্বর (প্র)—গুরুদাস সরকার, পৃ ১২৬-১৩৭।
৫৮০. পথ ভ্রষ্টা (গ)—সমোজনাথ ঘোষ, পৃ ১৩৪-১৪৬।
৫৮১. উত্তররায় চরিত-বহন্য (প্র)—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পৃ ১৫৭-১৬২।
৫৮২. নদীমানগরের লংকারের প্রবন্ধ (প্র)—ব্রজমোহন দাস ; পৃ ১৬৩-১৬৯।
৫৮৩. রঘুবংশে বাল্যলীলা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৭০-১৭৬।
৫৮৪. প্রাচীন পরীক্ষা (প্র)—শশীকুমোহন সেন, পৃ ১৭৭-১৮৩।
৫৮৫. সমালোচনা।—ঐ—পৃ ১৮৪-১৮৯।
৫৮৬. বাঙ্গলা মাদিকে গোবিন্দচন্দ্র দাস
৫৮৭. নিব (?)—সমালোচনা : ঐশ্বর্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ : ?
৫৮৮. অবেশ (ক)—চিত্তব্রজ দাস, পৃ ২০।
১. কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত নবমচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গলার প্রাণ ও বাঙ্গালীর সাহিত্য' প্রবন্ধের সমালোচনা।

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মার্চ ১৩২৫।

৫৮২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১১-২০৪।
৫৮৩. সাধারণ ও অসাধারণ (প্র)—নগিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ২০৫-১৬।
৫৮৪. বৈষ্ণব কবিতার কুচি (প্র)—বিদ্যনন্দন পাণ্ডা ; পৃ ২১৭-২৩।
৫৮৫. নিকশা (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ২২৪-৩৬।
৫৮৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজানন্দর রায় চৌধুরী ; পৃ ২৩৭-৪৬।
৫৮৭. উদ্ভব-রামচরিত-রহস্য (প্র)—নগিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৪৭-৫১।
৫৮৮. আচার না ধর্ম (গ)—সরোজননাথ ঘোষ ; পৃ ২৫২-৬৬।
৫৮৯. স্বামী সাহিত্য (প্র)—শশীকুমার সেন ; পৃ ৬৭-৭০।
৫৯০. সমালোচনা।—শ্রী :—পৃ ২৭১-৭২।
৫৯১. বাঙ্গলা মাসিকে, শ্রীকবিকল্প—
৫৯২. চুমন (ক)—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ; পৃ ৮০।

৬ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৫।

৬০০. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৮১-২৪।
৬০১. সালাম (প্র)—ভেটটরত্নম মুদেলিয়ার ; পৃ ২২৫-২৮।
৬০২. রাজপুত্র চিত্রকলা (প্র)—স্বধীরচন্দ্র রায় ; পৃ ২২২-৩০৬।
৬০৩. সমস্যা সমাধান (গ)—সরোজননাথ ঘোষ ; পৃ ৩০৮-১৪।
৬০৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজানন্দর রায় চৌধুরী ; পৃ ৩১৫-২২।

৬০৫. বামের ছেলেবেলা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩২৩-৩২।
৬০৬. স্বামী সাহিত্য (প্র)—শশীকুমার সেন ; পৃ ৩৩৩-৩৭।
৬০৭. ঠাকুরের মৃগ্য (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৩৩৮-৫৪।
৬০৮. শীতল (ক)—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ; পৃ ৩৫৪।
৬০৯. সমালোচনা।—শ্রী—পৃ ৩৫৫-৬৮।
৬১০. শ্রী শ্রীরত্ন মণ্ডল ও বর্দ্ধমানের রাজবংশ—ব্রজমোহন দাস
৬১১. দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ ও মহাপ্রভুর জীমন্দির—

৬ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৫।

৬১২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৬২-৮০।
৬১৩. সালাম (প্র)—ভেটটরত্নম মুদেলিয়ার ; পৃ ৩৮১-২১।
৬১৪. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রবীন্দ্রমোহন সেন ; পৃ ৩৯২-৪০৫
৬১৫. বাসবসজ্জিতা (ক)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ৪০৬-৮।
৬১৬. রঘুংশে প্রেম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৭-২০।
৬১৭. শাওরার প্রাক্কিত্ত (প্র)—অগস্ত্য দেবী ; পৃ ৪২১-২৩।
৬১৮. স্বহৃদাস (গ)—সত্যেন্দ্রকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৪২৪-৫২।
৬১৯. সমালোচনা।—শ্রী—পৃ ৪৫০-৫৮।
৬২০. বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬।

৬২১. সত্যগ্রহ (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাস; পৃ ৪৫২-৫১।
 ৬২২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; পৃ ৪৬২-৬৯।
 ৬২৩. সালোম (প্র)—ডেবটরত্ন মুদ্রেন্দ্রিয়র; পৃ ৪৭০-৭৭।
 ৬২৪. প্রহিযোগী (গ)—সরোজনাথ ঘোষ; পৃ ৪৭৮-৯৮।
 ৬২৫. কুব্জপিনী (সমা)—রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী; পৃ ৪৯৯-৫০৭।
 ৬২৬. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—বেবতীমোহন সেন; পৃ ৫০৮-১৪।
 ৬২৭. মায়ার অধিকাংশ (গ)—নারায়ণচন্দ্র তর্কট্যায়; পৃ ৫১৩-২৭।
 ৬২৮. সমালোচনা—ঈ—পৃ ৫২৮-৪১।
 ৬২৯. নদীয়া ও ফুলিয়া—ব্রজমোহন দাস
 ৬৩০. আমি বিবেকানন্দ ব্রহ্ম কি না?—সহোদরনাথ মজুমদার
 ৬৩১. বাঙ্গালয় উন্নয়ন শাস্ত্রী

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬২২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; পৃ ১-১৩
 ৬৩০. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল; পৃ ১০-২০।
 ৬৩৪. পাগলের কাণ্ড (গ)—নারায়ণচন্দ্র তর্কট্যায়; পৃ ২১-২২।
 ৬৩৫. যদুবংশে প্রেম-বিচর (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৩৩-৩৬।
 ৬৩৬. সালোম (প্র)—ডেবটরত্ন মুদ্রেন্দ্রিয়র; পৃ ৩৭-৪৫।
 ৬৩৭. জীবন নাট্য (গ)—সরোজনাথ ঘোষ; পৃ ৪৬-৬০।
 ৬৩৮. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—বেবতীমোহন সেন; পৃ ৬১-৭৩।

৬৩৯. সমালোচনা। ঈ: [গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী]; পৃ ৭৪-৮৬।
 ৬৪০. ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ; [আভ্যুত্থান মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা]।
 ৬৪১. পুরাতন ও নতুন বাঙ্গালী সাহিত্য—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।
 ৬৪২. ইব্রাহিম? সাহিত্য :—। মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা।]

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৬।

৬৪৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; পৃ ৮৭-৯৪।
 ৬৪৪. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল; পৃ ৯৫-১০০।
 ৬৪৫. কমালিনী (গ)—সরোজনাথ ঘোষ; পৃ ১০১-১১০।
 ৬৪৬. সালোম (প্র)—ডেবটরত্ন মুদ্রেন্দ্রিয়র; পৃ ১১১-২১।
 ৬৪৭. ভাগ্যহীনা (গ)—গিরিবালা দেবী; পৃ ১২২-৩৩।
 ৬৪৮. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—বেবতীমোহন সেন; পৃ ১৩৪-৪৬।
 ৬৪৯. মহাশি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী; ১৪৭-৫৫।
 ৬৫০. সমালোচনা—ঈ—পৃ ১৫৬-৬৮।
 ৬৫১. ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব—কাশীচন্দ্র ঘোষাল (বক্তৃতা)।
 ৬৫২. বাঙ্গালয় তুষ্টি—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।
 ৬৫৩. বাঙ্গালীর সেবা বর্ষ " "

১. গত ২০ শে চৈত্র ১২৫, সত্যগ্রহ সংকলনের বিরাট জন সংঘের সম্মুখে, কলকাতা গড়ের মাঠে, সম্পাদক কর্তৃক কথিত।

এম বর্ষ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬৫৪. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৬২-৭২।
 ৬৫৫. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ১৮০-২০।
 ৬৫৬. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিশ্বিনন্দ্র পাল ; পৃ ১২১-২৮।
 ৬৫৭. সংসারের প্রভাব (গ)—সরোজনামা ঘোষ ; পৃ ১২২-২১২।
 ৬৫৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাপদর রায় চৌধুরী ; পৃ ২১৩-৩২।
 ৬৫৯. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যো-
 পাধ্যায় ; পৃ ২৩৩-৪১।
 ৬৬০. প্রতিদ্বন্দ্বি (প্র)—শ্রদ্ধাশ্রম সরকার ; পৃ ২৪২-৪৮।
 ৬৬১. সমালোচনা—সরোজনামা মজুমদার ; পৃ ২-৫৪।
 ৬৬২. প্রবর্তকের আদর্শ—

এম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৬।

৬৬৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৫৫-৬৪।
 ৬৬৪. সাহিত্যিকের অদৃষ্ট (গ)—সরোজনামা ঘোষ ; পৃ ২৬৪-৭৬।
 ৬৬৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাপদর রায় চৌধুরী ; পৃ ২৭৭-২১।
 ৬৬৬. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যো-
 পাধ্যায় ; ২২২-২৬।
 ৬৬৭. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ২২৭-১০।
 ৬৬৮. ইংরাজী শিক্ষা, আদৈনিকতা ও আদীন চিন্তা
 (প্র)—শ্রী—পৃ. ৩১১-১৬।
 ৬৬৯. সমালোচনা—শ্রী—পৃ ৩১৭-২০।
 ৬৭০. কবি অক্ষয়কুমার বড়াল—

এম বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৬।

৬৭১. আগমনী (বাল্যকাল প্রাচীন গান)—গিরিজাপদর
 রায় চৌধুরী (সহ) ; পৃ ৩২১-২৬।
 ৬৭২. গদ্যধর মুখোপাধ্যায়ের গান [পুথিবাসী বলে...]
 —ঐ ; পৃ ৩২৪-২৬।
 ৬৭৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩২৭-
 ৩৪২।
 ৬৭৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাপদর রায়
 চৌধুরী ; পৃ ৩৫০-৬৫।
 ৬৭৫. কেবলী (গ)—সরোজনামা ঘোষ ; পৃ ৩৬৬-৮৩।
 ৬৭৬. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ
 ৩৮৪-২২।
 ৬৭৭. জীবন প্রহসন (প্র)—জগদম্বা দেবী ; পৃ ৩৯৩-২৫।
 ৬৭৮. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যো-
 পাধ্যায় ; পৃ ৩৯৬-৪০৬।

এম বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্তিক ১৩২৬।

৬৭৯. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৭-
 ১৭।
 ৬৮০. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ
 ৪১৮-২১।
 ৬৮১. পতিত শিবনামা শাস্ত্রী (প্র)—গিরিজাপদর রায়
 চৌধুরী ; পৃ ৪২২-২২।
 ৬৮২. মাতৃমৃত্তি (গ)—সরোজনামা ঘোষ ; পৃ ৪৩০-৩৮।
 ৬৮৩. উপপদ্য (প্র)—শ্রদ্ধাশ্রম সরকার ; পৃ ৪৩২-৪৫।
 ৬৮৪. নবীনচন্দ্রের কাব্যো নারী চরিত্র (প্র)—বঙ্গলামোহন
 দাসগুপ্ত ; পৃ ৪৪৬-৫১।

১. হারমোহন পুস্তকাগারের কলম বাৎসরিক অবি-
 বেশন উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি
 স্যার উক্ত মহোদয়ের অভিবাদন।

৬৮৫. বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বি কি প্রতিবাদ
(প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ৪৫২-৪৬।
৬৮৬. সংকীৰ্ত্তনামৃত (প্র)—দীনবন্ধু হাল প্রণীত-ভাবা-
প্রসন্ন তট্টাচার্য্য ; পৃ ৪৫৭-৬৫।
৬৮৭. একখানি প্রাচীন পুঁথি (প্র)—জীবেন্দ্রকুমার কল ;
পৃ ৬৬৬-৭২।
৬৮৮. নিয়ান বা বোম্বয়ান (প্র)—উমেশচন্দ্র বিহারী ; পৃ
৪৭৩-৮০।
৬৮৯. সমালোচনা। - জী-পৃ ৪৮১-৯২।
৬৯০. পূৰ্ণবল্লভের কড় -

୬ର୍ଥ ବର୍ଷ ୧ମ ଥର ୧ମ ମାସର ଅଗ୍ରହାରଣ ୧୭୨୬ ।

৬২১. সম্পাদকের নিবেদন (প্র)—চিন্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১-২ ।
৬২২. বেপেয় মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩ ১৮ ।
৬২৩. মায়ী (গ)—অম্বা সিংহ ; পৃ ১৮-২৫
৬২৪. মহা প্রহান ঠাকুর হরিদাস (প্র)—দেবভীষোহন সেন ; পৃ ২৫-৩১ ।
৬২৫. নাকালার হুত ও রূপ (প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ বসুমদার ; পৃ ৩২-৩৬ ।
৬২৬. ঘোয়াইল ঢাকা (প্র)—বিজ্ঞেননাথ রায় চৌধুরী ; পৃ ৩৬ ৪৮ ।
৬২৭. গৌরী (গ)—গিরিবালা দেবী ; পৃ ৪২ ৫৭ ।
৬২৮. চণ্ডীদাসের পদাবলী (প্র)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী ; পৃ ৫৮-৬৫ ।
৬২৯. কালিদহে (ক)—কুমারদাস রায় চৌধুরী ; পৃ ৬৫-৬৯ ।
৭০০. মহাবি কেবলেনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিআশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ৬৯-৮০ ।

৭০১. 'কবিরাজ অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য
প্রতিভা (প্র) — নবোদয় নাথ লাহা ; পৃ ৮১-১০৪
৭০২. উপক্ৰান্ত সাহিত্যে শব্দচলন চট্টোপাধ্যায় : কিরণ-
মণী ; — নবোদয় নাথ মজুমদার ; পৃ ১০৫-১২১ ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৬।

୧୦୩. ବାକଳୀର ରୂପ (ପ୍ର)—[ଗିରିଜାଳୟର ସ୍ଥାନ ଚୌସୁଦ୍ଧୀ]; ପୃ ୧୧୭-୧୧୮ ।
୧୦୪. ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର (ପ୍ର)—ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଷ୍ଠୀ; ପୃ ୧୧୭-୧୧୮ ।
୧୦୫. ଅବିଧାନ (ଗ)—ସରୋଜନାଥ ଶୋଷ; ପୃ ୧୧୭-୧୧୮ ।
୧୦୬. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ (ପ୍ର)—ନିଧିକାର ବ୍ୟବସାୟ; ପୃ ୧୧୮ ୫୫ ।
୧୦୭. ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସାୟ ୭ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥାନ (ପ୍ର)—ପୂର୍ବରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ; ପୃ ୧୧୮-୫୫ ।
୧୦୮. ଜାତି (ଗ)—ଗିରିବାଳା ଦେବୀ; ପୃ ୧୧୮ ୧୧ ।
୧୦୯. ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଏବଂ ଆସାଦେର ବର୍ତ୍ତମାନ (ପ୍ର)—ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ ସେନ; ପୃ ୧୧୮-୧୧ ।
୧୧୦. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ (ପ୍ର)—ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥା; ପୃ ୧୧୮-୧୧ ।
୧୧୧. ଆଲୋଚନା (ଗ)—[] ; ପୃ ୧୧୮-୧୧ ।
୧୧୨. ସମାଲୋଚନା : ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାହୁଁଥିବା ଅବସ୍ଥା (ପ୍ର)—[]—ପୃ ୧୧୮-୧୧ ।

୬ର୍ଥ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟ ୧୩୨୬ ।

৭১৩. বান্দালী, জাগ (প্র)—ঐ [গিরিজাশঙ্কর দাস
চৌধুরী] ; পৃ ২১৫-১২।

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অধ্যুষিত ৮কবিবর
স্বতন্ত্র সভার লেখক কর্তৃক পঠিত
২. গিরিবি ব্রহ্ম সম্মানে পঠিত।

৭১৪. ব্রহ্মোত্তম (প্র)—মধুসূদন গোস্বামী ; পৃ ২২০-২৮।
 ৭১৫. বেগু (গ)—সরোজ চৌধুরী ; পৃ ২২৮-৩৮।
 ৭১৬. “নীতাঙ্গলি” ও “অম্বাধার্মী” (প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ
 মজুমদার ; পৃ ২৩৮-৪৩।
 ৭১৭. কবিরাজ মহাশয় (গ)—ইন্দ্রলোচন চক্রবর্তী ;
 পৃ ২৫৩-৬৫।
 ৭১৮. অবাক (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২৬৫-৬৬।
 ৭১৯. চীনা-পাড়া (প্র)—শ্রীকবির— ; পৃ ২৬৬-৭৫।
 ৭২০. তত্ত্বের মূল-তত্ত্ব (প্র)—নগিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ২৭৬-
 ৮২।
 ৭২১. পৌষ-পার্বণ (প্র)—[বাঙ্গালী ১লা মাঘ বৃহস্পতি
 বার ১৩২৬ হইতে উদ্ধৃত] পৃ ২৮২-৮৬।
 ৭২২. সমাপোচনা : রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ড ও ছন্দ (প্র)—
 শ্রী — ; পৃ ২৮৬-১৪।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা কাঙ্ক্ষন ১৩২৬।

৭২৩. বাঙ্গালীর আদর্শ (প্র)—শ্রী [গিরিজানন্দর দায় চৌধুরী] পৃ ৩১৫-২৩।
 ৭২৪. পত্র ও চিত্র (প্র)—বিলিনচন্দ্র পাল ; ৩২৪-৩৪।
 ৭২৫. রাম গোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৩৩৫-
 ৪৮।
 ৭২৬. বাকা-পাঠে (প্র)—শান্তিকুমার দায় চৌধুরী ;
 পৃ ৩৪২-৭৫।
 ৭২৭. সহ ধর্মিনী (গ)—সরোজ নাথ ঘোষ ; পৃ ৩৭৬-৮৮।
 ৭২৮. সংগ্রহ ; পৃ ৩৮৮-৪০১।
 ৭২৯. জনগণ বাক্য, দেববাক্য [নায়ক এই মাঘ ১৩২৬]
 ৭৩০. প্রজাপ্রজাগরণ, [বাঙ্গালী ১৪ই মাঘ ১৩২৬]
 ৭৩১. টিঙ্গনী [নায়ক, এই মাঘ ১৩২৬]
 ৭৩২. ক্রমে উঠে দেশ উঠে [হিন্দুস্থান ২২শে পৌষ ১৩২৬]
 ৭৩৩. কলিকাতা ইউনিভার্সিটি [নায়ক, ২শে পৌষ
 ১৩২৬]

৭৩৪. জাভিনঃরালা বাগ দ্বিতী [বঙ্গবাসী, ৩রা মাঘ ;
 ১৩২৬]
 ৭৩৫. মহালক্ষ্মী (ক)—কালিদাস দায় ; পৃ ৪০১-৩।
 ৭৩৬. সমাপোচনা :
 বিবাহ বৌ ; পৃ ৪০৪-৫।
 নীলাদর ; পৃ ৪০৫-৮।
 বিবাহ বৌ ; পৃ ৪০৮-১২।
 নীতাঙ্গর ; পৃ ৪১২।
 মোহিনী ; পৃ ৪১২-১৩।
 উপসংহার ; পৃ ৪১৩-১৪।
 প্রবর্তক (পত্রিকা)—পৃ ; ৪১৪-১৮—সত্যেন্দ্র নাথ
 মজুমদার।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৬।

৭৩৬. বাঙ্গালার কথা (প্র)—[গিরিজানন্দর দায় চৌধুরী] ;
 পৃ ৪১২-৪০০।
 ৭৩৭. বিধবা (গ)—বীবেকনাথ দত্ত ; পৃ ৪০০-৪৩।
 ৭৩৮. প্রণাম (গ)—কেন্দ্রমোহন সেন ; পৃ ৪৪৪-৪২।
 ৭৩৯. ভূনন্দবরের তারক্যা ও উদ্ভিদ্ধার শিল্প কলা (প্র)—
 গুরুদাস সরকার ; পৃ ৪৪২-৭০।
 ৭৪০. রামগোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৪৭১-
 ৭৬।
 ৭৪১. সঙ্গীত-সংগ্রাম (প্র)—শরৎচন্দ্র সিংহ ; পৃ ৪৭৬-৮১।
 ৭৪২. অলকা (গ)—গিরিবালা দেবী ; পৃ ৪৮২-২০।
 ৭৪৩. পত্র ও চিত্র (প্র)—বিলিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৪২১-৫০০।
 ১. হাটখোলা ‘মনীষ লাইব্রেরীতে’ ‘হাটখোলা
 সাহিত্য সত্য’ পত্র অধিবেশনে লেখক
 কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্তিতভাবে
 লিখিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিবাহ
 বৌ।

৭৪৬. ব্রহ্ম সর্কার (গ)—সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৫০০-১৮ ।

৭৪৭. সমালোচনা (প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ৫১২-২২ ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৭ ।

৭৪৬. নববর্ষ (প্র)—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৫২০-২৫ ।

৭৪৭. নিবেদন (১২০৮-২০)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৫২৬-২ ।

৭৪৮. পত্র ও চিঠি—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫৩০-৪০ ।

৭৪৯. অপরাধের টান (ক)—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৫২০-৪১ ।

৭৫০. ঠিকে কুল (গ)—গিরিবালা দেবী ; পৃ ৫৪১-৫১ ।

৭৫১. অরবিন্দ (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৫৫১-৫৮ ।

৭৫২. শ্রী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব (প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ৫৫২-৬৭ ।

৭৫৩. মায়ের কথা (প্র)—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৭৫৪. রামগোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৫৭০-৮৭ ।

৭৫৫. ব্রজ গোপাল (ক)—ক্ষেত্রলাল সাহা ; পৃ ৫৮৭ ।

৭৫৬. জেরাও জয়ী (গ)—সৌরেন্দ্রনাথ বসু ; পৃ ৫৮০-২৭ ।

৭৫৭. বাক (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ৫৮৮ ।

৭৫৮. নাট্যরূপের নিকট যিনি [পুস্তক সমালোচনা] পৃ ৫৯২-৬১০ ।

৭৫৯. জয় অপরাধী (উ)—শৈলবালা ঘোষদাসী ; পৃ ৫৯২-৬০০ ।

৭৬০. কাজী (না) বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ৬০০-৬১০ ।
নিরীক্ষাশব্দে দ্বায় চৌধুরী সম্পাদিত ।

৭৬১. আত্মজের কথা (প্র)—পৃ ৬১৪-১৬ ।

৭৬২. সামাজিক ও জীবন (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৬১৬-১৮ ।

৭৬৩. অরবিন্দের কিশোর বয়সের ছবি (চিত্র)—পৃ ৬১৮ ক ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ।

৭৬৪. চাতক (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৬১২-২২ ।

৭৬৫. বাঙালির বনিয়াদ (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ৬২০-২৮ ।

৭৬৬. স্বয়ম্ভুত (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ৬২৩ ।

৭৬৭. সম্মতীর্থে (গ)—শিববাণী দেবী ; পৃ ৬৩০-৩৭ ।

৭৬৮. শিল্পকলার কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৬৩৭-৪৬

৭৬৯. বাণিকা,—যমুনাতে (ক)—অরুণচন্দ্র ঘটক ; পৃ ৬৪৬-৪৭ ।

৭৭০. অরবিন্দের পত্র (পত্র)—অরবিন্দ ঘোষ ; পৃ ৬৪৮-৫৫ ।

৭৭১. পত্র ও চিঠি (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; ৬৫৫-৬২ ।

৭৭২. কর্ণালা ভোমার রেহ (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৬৬২-৬৩ ।

৭৭৩. দীপান্তরের কথা (স্মৃতি কথা)—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ. ৬৬৪-৭৬ ।

৭৭৪. বিশ্বমানবের একতা (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৬৭৭-৮০ ।

৭৭৫. 'গান [তা' যি সে যে গো……]'—অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৬৮৪ ।

৭৭৬. প্রত্যক্ষ পথ (প্র)—সত্যবালা দাসী ; পৃ ৬৮৫-৮৮ ।

১. হিন্দুধর্ম-বৃহস্পতিবার ৭ই কাশ্বণ ১৩২৬ এর
সম্পাদকীয় এর সমালোচনা ।

২. অরুণচন্দ্র মথোপাধ্যায় কর্তৃক স্মৃত ।

৭৭৭. নারায়ণের নিকষ-মণি। পৃ ৬৮-৯৩।
৭৭৮. লীলা—
৭৭৯. নতুন রূপ-কথা—স্বপ্নেশ চন্দ্র চক্রবর্তী
৭৮০. মধবায় একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র
৭৮১. নারায়ণের সাজি— পৃ ৬৯৩-৭০৪।
৭৮২. Games Cousin এর অরবিন্দ প্রসঙ্গ [২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ এর সংখ্যা The Far East হইতে]
৭৮৩. পারস্যের বাহাই ধর্মে নারীর স্থান [১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালের সংখ্যায় The Far East হইতে]
৭৮৪. নারায়ণের হরকরা বঙ্গদেশে জলকটে/শিকার কথা/রাজবন্দীর মুক্তি/পারস্য সংস্কৃতির মধুচক্র।
৭৮৫. সামাজিকত্ব ও জীবন (প্র)—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৭০৫-১৪।
৭৮৬. প্রোফে কবি (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ১১৫-১৬।
৭৮৭. মায়ের শৃঙ্খল (প্র)—বাগীন্দ্র কুমার ঘোষ ; পৃ ১১৭-২২।
৭৮৮. নীরব উৎসব (ক)—জ্যোতিষ্ময়ী বসু ; পৃ ৭২৩।
৭৮৯. ইউরোপে সমাজবিপ্লব (প্র)—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৭২৩-৩১।
৭৯০. অপেক্ষায় (ক)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৩২।
৭৯১. বীণাসুরের কথা (কথিত কথা)—বাগীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ৭৩৩-৩৮।
৭৯২. সামাজিকত্ব ও জীবন (প্র)—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৭৩৮-৪৪।
৭৯৩. আদি ও জুনি (ক)—স্বপ্নেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ৭৪৫-৪৬।
৭৯৪. অনন্তানন্দের পত্র (প্র)—অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী ; পৃ ৭৪৭-৫১।
৭৯৫. পথের মোড়ে (গ)—উদ্যানাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৭৫২-৫৮।
৭৯৬. গৌরী পানে (ক)—কেতলাল সাহা ; পৃ ৭৫৮।
৭৯৭. দেশের কথা (প্র)—নীলম্বরকন মজুমদার ; পৃ ৭৫৯-৬৫।
৭৯৮. ভাঙা বীণার গান (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৭৬৫-৬৬।
৭৯৯. সাধন সময়ে (গ)—নীলম্বরকন মজুমদার ; পৃ ৭৬৭-৬৮।
৮০০. নবাত্মের প্রতিষ্ঠা (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৭৬৯-৭৬।
৮০১. মিলিয়ে নাও (ক)—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ৭৭৬।
৮০২. নারায়ণের নিকষ-মণি ; পৃ ৬৭৭-৮০।
৮০৩. নারীর উক্তি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী।
৮০৪. উত্তর বেদ ও পরম পদ—কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
৮০৫. নারায়ণের সাজি ; পৃ ৭৮০-৮২।
৮০৬. আমেরিকায় শিক্ষার ব্যবস্থা ;
৮০৭. এক কি ম্যাসেচুসেটসের ঔষধ ;
৮০৮. ভগবান্ স্বরূপ দ্বয়বারি ;
৮০৯. বিনাভারের ধবংস ;
৮১০. ছবিতে পরিমিতি ;
৮১১. শিশুদের কুল ;
৮১২. ক্লার্ক নিরীক্ষণাগার ;
৮১৩. নারায়ণের হরকরা। পৃ. ৭৮২-২৪
৮১৪. রাম গোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৭৯৫-৮১০।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রাবণ ১৩২৭।

৮১৫. পাগলের খেয়াল (গ)—[আমার পাগল বলে উড়িয়ে...] মলিনীকান্ত সরকার; পৃ ৮১১-১২।
৮১৬. বাকলার প্রাণ (প্র)—বারীজকুমার ঘোষ; পৃ ৮১৩-১৫।
৮১৭. সংসার ও ভগবান (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ ৮১৫-১৫।
৮১৮. অনন্তানন্দের পত্র (প্র)—অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী; পৃ ৮২৫-৩০।
৮১৯. অস্তাগা (ক)—প্রভুজয়দেবী; পৃ ৮৩০-৩১।
৮২০. বীণাসুরের কথা (কথিত কথা)—বারীজকুমার ঘোষ; পৃ ৮৩১-৪৭।
৮২১. হৃৎ-বহন (ক)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়; পৃ ৮৪৮-১১।
৮২২. প্রেমে কত প্রেম (গ)—শিবরানী দেবী; পৃ ৮৫১-৬৭।
৮২৩. বাকালীর দিবার ধন (প্র)—বারীজকুমার ঘোষ; পৃ ৮৬৮-৭৮।
৮২৪. পল্লীর মার্গের পথে (ক)—প্রভুজয়দেবী; পৃ ৮৭২-৮১।
৮২৫. বর্ষের বাধা (প্র)—অতুলচন্দ্র দত্ত; পৃ ৮৮২-২০।
৮২৬. নারায়ণের নিকটস্থিতি; (সহা) পৃ ৮২০-২৫।
৮২৭. ধূপ—নিকর্ণমা দেবী;
৮২৮. বেজাচারী—বিকৃতিভূষণ ভট্ট;
৮২৯. নারায়ণের সাজি। পৃ ৮২৫-২০০।
৮৩০. ভিনটি নবমুগের মেয়ে।
৮৩১. জাপানের আদর্শ।
৮৩২. আমেরিকা আবিষ্কার।
৮৩৩. মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। পৃ ২০০-২।

৮৩৪. এসিরান দিভিউ।

৮৩৫. মোসলেম ভারত।

৮৩৬. বাগো স্বামী হীন (ক)—হুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য; পৃ ২০২-৬।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

৮৩৭. শ্রোতবিনীত লক্ষ (গা)—[আমি চলেছি আজ...] মলিনীকান্ত সরকার; পৃ ২০৭-৮।
৮৩৮. নারী-বাতঙ্গা (প্র)—মলিনীকান্ত গুপ্ত; পৃ ২০৮-১৪।
৮৩৯. ব্রহ্মলীলা (প্র)—নীলদেবদেবী বসুদেবী; পৃ ২১৫-১৭।
৮৪০. মুক্তি (ক)—চাকচন্দ্র দত্ত; পৃ ২১৭-১৮।
৮৪১. অনন্তানন্দের পত্র (প্র)—অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী; পৃ ২১৮-২৫।
৮৪২. বীণাসুরের কথা (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ ২২৫-৩৭।
৮৪৩. স্বাক্ষর (ক)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ ২৩৮-৪০।
৮৪৪. নারী জাতির প্রতি (প্র)—বীরা দেবী; পৃ ২৪১-৫২।
৮৪৫. হৃৎ-বহন (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত; পৃ ২৫২-৬২।
৮৪৬. বংশী মৃদা (ক)—গিরীজমোহিনী দাসী; পৃ ২৬৩-৬৪।
৮৪৭. স্বাধিকার সাধনা (প্র)—সত্যবান দেবী; পৃ ২৬৪-৭১।
৮৪৮. বাঙালীর আদর্শ (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার; পৃ ২৭৬-৮০।
৮৪৯. পল্লী পত্র (প্র)—চাকচন্দ্র দত্ত; পৃ ২৮০-৮৩।
৮৫০. জীবন বাজা (ক)—আততোষ মুখোপাধ্যায়; পৃ ২৮৩-৮৮।

৮৫২. সৈনিক-সীমন্তিনী (প্র)—বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৮৫-২২ ।
৮৫৩. স্বপ্নলিপি (প্রোতবিনীত পকল্প) নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ২২৪-২৫ ।
৮৫৪. নারায়ণের নিকষ মণি ; পৃ ২২৫-১০০১ ।
৮৫৫. জাতিভেদ - দ্বিগিন্ধনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ।
৮৫৬. চতুর্দশ-বিভাগ—ঐ
৮৫৭. শূত্রের পূজা ও বেদাধিকার—ঐ
৮৫৮. জগৎ চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার—ঐ
৮৫৯. ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরণ্যচল মিশন—ঐ
৮৬০. মোলপেম ভারত—মাসিক পত্র ।
৮৬১. উপাসনা নব পর্ধ্যায়—
৮৬২. নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ পৃ ১০০১-২ ।
৮৬৩. অরবিন্দের তাবকণা—
৮৬৪. পাত্র আবিষ্কার
- ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১ নং সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৭ ।
৮৬৫. হাসিয়ে দিলে (ক)—কিরণচন্দ্র দয়বেশ ; পৃ ১০০৩-৪ ।
৮৬৬. গোষ্ঠবিহারী (প্র)—প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী ; পৃ ১০০৫-১০২০ ।
৮৬৭. নন্দোৎসব (ক)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১০২১-২৩ ।
৮৬৮. স্বপ্নের স্বপ্ন গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১০২৩-১০৩৫ ।
৮৬৯. বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তি (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১০৩৬-৫০ ।
৮৭০. পতিভা (ক)—স্ববোধচন্দ্র দায় ; পৃ ১০৫১-৫৪ ।
৮৭১. দেশের কথা (প্র)—নীলদয়কর মজুমদার ; পৃ ১০৫৪-৫৭ ।
৮৭২. স্নেহের টান (গ)—যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ১০৫৮-৬২ ।
৮৭৩. অন্তর্ধানে (ক)—সাকিনী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১০৬২-৬৩ ।
৮৭৪. আয়ল'ডে ইংরাজাধিকার (প্র)—উ.পদ্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১০৬৪-৭৩ ।
৮৭৫. প্রেমের জোয়ার (গ)—[আদিকে প্রেমের জোয়ার ...]—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১০৭০-৭৪
৮৭৬. সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত শুভ ; পৃ ১০৭৪-৮৬ ।
৮৭৭. ভুল (ক)—প্রফুল্লমণী দেবী ; পৃ ১০৮৩-৮৪ ।
৮৭৮. জোনাকীয় গরব (প্র)—বাবীজকুমার ঘোষ ; পৃ ১০৮৪-৮৭ ।
৮৭৯. স্বপ্নলিপি (প্রেমের জোয়ার)—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১০৮৭-৮৮ ।
৮৮০. পঞ্চপ্রদীপ—পৃ ১০৮২-২৩ ।
৮৮১. নারায়ণের নিকষ-মণি (সমা)—পৃ ১০২৩-২৫ ।
৮৮২. বস্ত্রিকা—কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮৮৩. ধান লোক—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
৮৮৪. পতাকা বাহার—সাংগাহিক পত্রিকা
৮৮৫. তারে নয়নেতে যায় গো চেনা (প্র)—বাবীজ-কুমার ঘোষ ; পৃ ১০২৫-২৮ ।
- ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২ নং সংখ্যা কা্তিক ১৩২৭ ।
৮৮৬. অপূর্ণ আগমনী (ক)—কালিদাস দায় ; পৃ ১০২৯
৮৮৭. বর্তমান বাঙলা সাহিত্য (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১১০০-১১০৪ ।
১. বিভিন্ন সংবাদ
২. কলিকাতা 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে লেখক কর্তৃক পঠিত ।

২২৭. মোড় ফিরাও (গা)—[অত যতন করে...]—নলিনী
কান্ত সরকার ; পৃ ২২-২৩ ।
২২৮. স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ২৩-৩২ ।
২২৯. তার মন কথা (ক)—বারীজকুমার ঘোষ ; পৃ ৩২-৩৩
২৩০. শিল্প (প্র)—অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৩৩-৪২ ।
২৩১. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতি কথা)—উপেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪৩-৪৯ ।
২৩২. চির-অস্তিত্ব (ক)—কানিন্দাস রায় ; পৃ ৪২-৫০ ।
২৩৩. বিবেকের দরবারে ভারত (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ;
পৃ ৫০-৫৩ ।
২৩৪. অনন্তানন্দেব পত্র (প্র)—অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী ;
পৃ ৫৩-৫৮ ।
২৩৫. তেয়ার হাসি (ক)—নির্মলচন্দ্র বড়াল ; পৃ ৫৮ ।
২৩৬. সাহিত্যে অক্ষুতি (প্র)—রামপদ মজুমদার পৃ ৫৯-৬৭
২৩৭. একটি রাতের পরিচয় (ক)—স্বপ্নাধিকার রায় ;
পৃ ৬৮-৬৯ ।
২৩৮. গুরুদেব (গ)—বীণাপাণি দেবী ; পৃ ৬৯-৭২ ।
২৩৯. কে আসি! (ক)—দরবেশ ; পৃ ৭২-৭৩ ।
২৪০. কাঁচার কোঠা (প্র)—বারীজকুমার ঘোষ, পৃ ৭৪-
৭৭ ।
২৪১. অন্ধর ঘনি (ক)—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ; পৃ ৭৭-৭৮ ।
২৪২. মনোহারী সভ্যতা (প্র)—নীলকরচন্দ্র মজুমদার ;
পৃ ৭৮-৮১ ।
২৪৩. গান [(আজ) যুগের পথে ঘরকে...]—নজরুল
ইসলাম ; পৃ ৮১ ।
২৪৪. আত্মজাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও
সভাবনা (প্র)—অক্ষয়বরেন দাসগুপ্ত ; পৃ ৮২-৮৮
২৪৫. মর ও বেদনা (ক)—প্রসাদ ; পৃ ৮২ ।
২৪৬. নারায়ণের পক্ষ প্রদীপ ; পৃ ৯০-৯৫ ।
২৪৭. গত কংগ্রেস—
২৪৮. কংগ্রেসের স্বরূপ—
২৪৯. প্রথম প্রধান ঘটনা—
২৫০. দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—
২৫১. সর্ব প্রধান ঘটনা—
২৫২. বিচার—
২৫৩. ভোট—
২৫৪. উপসংহার—
২৫৫. বাধন-হারী—মোসলেম ভারত—ভাড়া ।
২৫৬. নারায়ণের নিকষমণি ; পৃ ৯৬-১০১ ।
২৫৭. মোসলেম ভারত—(পত্রিকা)
২৫৮. উপাসনা—(পত্রিকা)
২৫৯. পদচারণ (ক)—প্রমথ চৌধুরী
২৬০. প্রবর্তকের নতুন বই ।
২৬১. ধর্ম ও জাতীয়তা মূল্য—১। দেড়টাকা
২৬২. The Renaissance in India (ভারত জাগরণ)
২৬৩. গীতা—একটাকা চার আনা ।
২৬৪. সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় । পৃ ১০১-৮ ।
২৬৫. এক সত্যে হিন্দু-মুসলমান—মহম্মদ খলিল রহমান
২৬৬. হাসির তোড়া—মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য
২৬৭. মহাজন-সখা—সত্যোবনাথ শেঠ
২৬৮. রাজা সলোমনের রত্নাগার—স্বপ্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬৯. ঘর ও পথ—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭০. স্বদেশ-রেণু—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭১. কর্ণের পথে—বানী বরুণানন্দ
২৭২. ভাগ ও ভোগ (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ ১০৪-১০ ।
২৭৩. চিত্র (গ)—অনাথনাথ বসু ; পৃ ১১০-১২ ।

২৭৪ মিছি (ক)—সীলা দেবী ; পৃ ১১২ ।

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৭ ।

২৭৫ মিলন (গা) [স্মৃতি ভূমি ভোমার চাই]—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১১৩-৪ ।

২৭৬ চক্রে দেশ বাঁচবে (প্র)—বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ১১৪-১৮ ।

২৭৭ কবির সাধ (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ১১৯-২০ ।

২৭৮ কেরানীবাঁ (গ)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১২১-২৩

২৭৯ কব-শোধ (ক)—হরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ১২৪-২৫ ।

২৮০ সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১২৫-৩৩ ।

২৮১ তদগত (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ১৩৩ ।

২৮২ নারীর সমান অধিকার (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ১৩৪-৩৮ ।

২৮৩ সহজ দান (ক)—হরেন্দ্রচন্দ্র রায় ; পৃ ১৩৮-৩৯ ।

২৮৪ নিক্সাসিতের আত্মকথা (ব্যতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৩৯-৪৫ ।

২৮৫ ব্রাহ্মণ (ক)—সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৪৫-৪৭ ।

২৮৬ প্রতিবাদ (প্র)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১৪৭-৫৬ ।

২৮৭ জীবন-ভরী (ক)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১৫৬-৫৭ ।

২৮৮ সিনকিনের জন্মকথা (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৫৭-৬১ ।

২৮৯ বিলাপবিধুগা (ক)—গোবিন্দলাল মৈত্রেয় ; পৃ ১৬২-৬৩ ।

২৯০ সাহিত্যে অজুত (প্র)—রামপদ মজুমদার ; পৃ ১৬৩-৭২ ।

২৯১ প্রত্যতে (ক)—সরোজকুমার সেন ; পৃ ১৭৩

২৯২ স্বপ্নের স্বপ্ন গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১৭৬-৮৩ ।

২৯৩ বাণী (ক)—স্বধাকান্ত রায়চৌধুরী ; পৃ ১৮৪-৮৫ ।

২৯৪ আত্মজাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও সম্ভবনা (প্র)—স্বকুমারচন্দ্র দাসগুপ্ত ; পৃ ১৮৫-৯২ ।

২৯৫ পথ (ক) শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ ১৯২ ।

২৯৬ শব্দসাহিত্যে মাতৃভাষা (প্র)—উষাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১৯৩-২০৬ ।

২৯৭ নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃ ২০১-২০ ।

২৯৮ সহজিয়া—বিকৃতিভূষণ ভট্ট [উপাঙ্গনা-অগ্রহারণ]

২৯৯ দুঃস্বপ্ন—[নবদ্বয়]

১০০০ নারায়ণের নিকট-মণি ; পৃ ২২১-২৩ ।

১০০১ ছনিয়ার বেনা—হেমলতা দেবী ।

১০০২ পল্লীবাণী—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ।

১০০৩ সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় ; পৃ ২২৩-২৪ ।

১০০৪ রামমোহন রায় ও হিন্দুধর্ম—স্বকুমার হালদার ।

১০০৫ পাশ্চাত্যধর্ম ও বর্তমান সত্যতা—স্বকুমার হালদার

১০০৬ নাটক ও নাটকের অভিনয়—কেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ।

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৭ ।

১০০৭ দুখিনীর ঘন (ক)—সরলাবালা দাসী ; পৃ ২২৫-২৮

১০০৮ আটের সমাজধারি (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১২৯-৩৫ ।

১. 'ভারতবর্ষ' আশ্বিন ১৩২৭ পত্রিকার অগমনকরায় মহাশয়ের 'তো' ভকত' প্রবন্ধের সমালোচনা ।

২. কলিকাতা 'নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও হৃদয় লাইব্রেরী' হইতে 'বর্ণনাম পদক' পুরস্কার প্রাপ্ত ।

১০০৯. তিলেক যদি টান হতো (ক)—দয়বংশ ; পৃ ২০৫-৩৬ ।
১০১০. তুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ২০৭-৪৬ ।
১০১১. গণিকার সিদ্ধি (ক)—বায়ীকুমার ঘোষ ; পৃ ২৪৭-৪৮ ।
১০১২. আচ্ছান (প্র)—সত্যাবাসী দেবী ; পৃ ২৪৮-৫৫ ।
১০১৩. শ্যাম বিচনে (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ২৫৬ ।
১০১৪. নির্ধাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—পৃ ২৫৭-৬৪ ।
১০১৫. বীণা (ক)—অশীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ২৬৫-৬৬ ।
১০১৬. পরৎসাহিত্যে মাতৃভাব (প্র)—উষাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ২৬৭-৭৫ ।
১০১৭. বিদায়-চাতনি (ক)—কলীকলাধর রায় ; পৃ ২৭৫-৭৬ ।
১০১৮. স্মৃতি (গ)—বনমতা দেবী ও বীণাপাণী দেবী ; পৃ ২৭৬-৮৫ ।
১০১৯. অপূর্ণ আক্ষেপ (ক)—নিকপমা দেবী ; পৃ ২৮৫-৮৬ ।
১০২০. সমাজের কথা (প্র)—নগিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ২৮৭-২৬ ।
১০২১. ডাক (ক)—নিখিলচন্দ্র বড়াণ ; পৃ ২৯৬-২৭ ।
১০২২. দৈথিয়া শিখির কি ঠাকুরা শিখির (প্র)—বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর ; পৃ ২৯৭-৩০২ ।
১০২৩. উদ্বোধন (ক)—আত্মভাব মূখোপাধ্যায় ; পৃ ৩১০-১২ ।
১০২৪. জীবনের পথে (প্র)—অনাথনাথ মূখোপাধ্যায় ; পৃ ৩১৩-১৬ ।
১০২৫. নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ ; পৃ ৩১৭-২৩ ।
১০২৬. ধর্ম ও রাজনীতি—[সংস্কৃতি, পৌষ]
১০২৭. সাধকের প্রায়—[প্রবর্তক]
১০২৮. নারায়ণের নিকষ-মণি ; পৃ ৩২০-২৯ ।
১০২৯. বামুনের মেয়ে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০৩০. ভাব-সমর (প্র)—নীলময়কন মজুমদার ; পৃ ৩২০-৩৩ ।
১০৩১. ছায়ানট (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ ৩৩৩ ।
১০৩২. সাক্ষিপু পুস্তক পরিচয় ; পৃ ৩৩৪ ।
১০৩৩. বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
১০৩৪. নিখিল নারায়ণ—রাধাকমল মূখোপাধ্যায়
১০৩৫. স্বরলিপি (গণিকার সিদ্ধি)—বায়ীকুমার ঘোষ কথ্য ; পৃ ৩৩৫-৬ ।
১০৩৬. স্রব ও স্বরলিপি (গণিকার সিদ্ধি)—নগিনীকান্ত সরকার । পৃ ৩৩৫-৬ ।
- ৭৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা কালভ্রম, ১৩২৭ ।
১০৩৭. বঙ্গভূমি (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ৩৩৭ ।
১০৩৮. বাঙ্গালার সাধনা (প্র)—উষানাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৩৩৮-৪১ ।
১০৩৯. নির্ধাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৩৪১-৪৭ ।
১০৪০. শিশুর ভিত্তি (ক)—হরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৩৪৮-৫০ ।
১০৪১. তুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৩৫০-৫৭ ।
১০৪২. দুই প্রণয়ী (ক)—কেদারলাল সাহা ; পৃ ৩৫৮ ।
১০৪৩. বৈদিক ভাবের স্বর-স্মৃতি (প্র)—বনমতা মূখ্য চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৩৫৮-৬৬ ।
১০৪৪. পথের গান (ক)—নিকপমা দেবী ; পৃ ৩৬৮ ।
১০৪৫. প্রতিকার প্রার্থনা (প্র)—প্রহ্লাদময়ী দেবী ; পৃ ৩৬৯-৭২ ।

১০৪৬. কোমল মনের বল (গ)—বনলতা দেবী ও বীণা-
পানি দেবী ; পৃ ৩৭২-৭৭।
১০৪৭. প্রত্যতে (ক)—বিজনবালা দেবী ; পৃ ৩৭৭-৭৮।
১০৪৮. সিনকিনের পরিণতি (প্র)—উপেক্ষনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ; পৃ ৩৭৩-৮৫।
১০৪৯. জড়বিজ্ঞান ও জীবাত্মা (প্র)—প্রতুল চন্দ্র দত্ত ; পৃ
৩৮৬-২২।
১০৫০. যমুনার (ক)—গিরিশ চন্দ্র আচার্য্য কাব্যবিনোদ ;
পৃ ৩৩৩।
১০৫১. শিকার নবীন সৃষ্টি (প্র)—বারীজকুমার ঘোষ ;
পৃ ৩২৪-২৩।
১০৫২. খেরাল (ক)—শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী ; পৃ ৪০০-
১।
১০৫৩. 'নারীর উক্তি' (প্র)—স্বদেশচন্দ্র চক্রবর্তী ;
পৃ ৪০২-১৪।
১০৫৪. মুক্তি পাখা (ক)—স্ববোধ চন্দ্র রায় ; পৃ ৪১৫-১৬।
১০৫৫. নারায়ণের নিকষ-মণি ; পৃ ৪১৭-২৪।
১০৫৬. মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—স্বয়ংনাথ ঘোষ।
১০৫৭. ধর্ম্মহুতান—ছট্ট গোপাল ভট্টাচার্য্য।
১০৫৮. বাহ্য ও শক্তি—পূর্ণচন্দ্র রায়।
১০৫৯. রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—স্বয়ংনাথ ঘোষ।
১০৬০. নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ। পৃ ৪২৪-৪২।
১০৬১. বাঙ্গালী পেক্ট্রিটিস—প্রমথ চৌধুরী ; [সবুলপত্র,
অগ্রহায়ণ]।
১০৬২. সত্য কি ?—[প্রবর্তক]।
১০৬৩. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, পৌণ]।
১০৬৪. বর্তমানের সমস্যা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ
৪৪২-৪৮।
১০৬৫. ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৭।
১০৬৬. টঙ্ক (ক)—দয়বেণ ; পৃ ৪৪৩।
১০৬৭. বিবল কমল (গ)—বিভূতিভূষণ ভট্ট ; পৃ ৪৫০-
৫৩।
১০৬৮. পেটের দায় (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ৪৫৪-৫৫।
১০৬৯. জড় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা (প্র)—অতুলচন্দ্র দত্ত ;
পৃ ৪৫৫-৬০।
১০৬৯. আহ্বান (ক)—জ্যোতিষ্ময়ী ; পৃ ৪৬০।
১০৭০. পরীক্ষিত, কি অনশন সত্য (প্র)—বারীজকুমার
ঘোষ ; পৃ ৪৬১-৬৪।
১০৭১. বধু-দয়মণে (ক)—ভুজঙ্গরায় রায় চৌধুরী,
পৃ ৪৬৬-৬৮।
১০৭২. চিত্রিত প্রজ্ঞ (গ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৪৬৮-
৭৮।
১০৭৩. নিকক্ষেপের যাত্রী (গ)—[নিকক্ষেপের পথে
যেদিন ...]—নজরুল ইসলাম পৃ ৪৭৮-৭৯।
১০৭৪. বর্তমানের সমস্যা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ;
পৃ ৪৭৯-৮৬।
১০৭৫. গুরু ও শিষ্য (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৪৮৭-৮৮।
১০৭৬. স্বপ্নের স্বপ্ন গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৪৮৮
২৬।
১০৭৭. যাত্রী (ক)—সাহাবাৎ হোসেন, পৃ ৪৯৭-৯৯।
১০৭৮. ফক্কনী ও বর্তমান সমস্যা (প্র)—শৈলেন্দ্রনাথ
গুহরায় ; পৃ ৪৯৯-৫০৪।
১০৭৯. উম্মাদিনী রাই (ক)—জ্যোতিষ্ময়ীনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ; পৃ ৫০৪-৫।
১০৮০. নির্দাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেক্ষ-
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৫০৫-১২।
১০৮১. নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ। পৃ ৫১২-২৩।
১০৮২. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা-মাঘ]।
১০৮৩. শিকার 'উট' আদর্শ—প্রফুল্লময়ী রায়দাস।
১০৮৪. মিলন (ক)—কীর্ত্তিপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ
[জ্যৈষ্ঠী]

- ১০৮৫ নিগ্ৰো সমস্তা (প্র)—[এসিয়ান রিভিউ-
জাহুয়ারী ১২১১]
- ১০৮৬ বিরহে (ক)—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।
- ১০৮৭ নাগায়ণের নিকষ মণি। পৃ ৫২৩-৩৭
- ১০৮৮ মোসলেম ভারত—পৌষ।
- ১০৮৯ সাহিত্যিকা—নলিনীকান্ত গুপ্ত।
- ১০৯০ শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত—হেমলতা দেবী
- ১০৯১ রূপম - চতুর্থ সংখ্যা।
- ১০৯২ শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি—
- ১০৯৩ হুয় ও বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত; পৃ ৫৩৮-
৩৯। [নজরুল ইসলাম রচিত : পথিক ওগো
চন্দ্র.....]
- ১০৯৪ চাক্রের ছুটি (গ)—উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়; পৃ
৫৪০-৪৭।
- ১০৯৫ রূপকথা (ক)—হুয়েনচঙ্গ চক্রবর্তী; পৃ ৫৪৭-
৫০।
- ১০৯৬ বুদ্ধ (উদ্ধৃতি)—সত্যবালা দেবী; পৃ ৫৫১-৫৩।
- ১০৯৭ জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা (প্র)—অরবিন্দ
ঘোষ; পৃ ৫৫৪-৫২।
- ১০৯৮ নিমুচে (ক)—হুয়েনচঙ্গ ঘটক; পৃ ৫৬০।
- ৭ম বর্ষ ডব্লিউ ল খ্যা বৈজ্ঞানিক ১৫২৮।
- ১০৯৯ প্রভাস মিশনে গোপবালা (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী;
পৃ ৫৬১-৬২।
- ১১০০ ধর্ম ও জীবন (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;
পৃ ৫৬৩-৬৮।
- ১১০১ বাণিতা (ক)—দোবিকলাল মৈত্রের; পৃ ৫৬৮-
৬৯।
- ১১০২ নন্দ-কো-অশায়েশন (গ) প্রফুল্লময়ী দেবী; পৃ
৫৬৯-৭৩।
- ১১০৩ বাণরী (ক)—হুয়েনচঙ্গ চক্রবর্তী; পৃ ৫৭৩-৭৪।
- ১১০৪ সুখের বর গড়া (উ)—অতুল চন্দ্র দত্ত; পৃ ৫৭৫-
৮২।
- ১১০৫ জুং-সাধনা (ক)—নিকপমা দেবী; পৃ ৫৮৩।
- ১১০৬ হুয় ও বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত; পৃ ৫৮৪-
৮৭।
- ১১০৭ নির্দাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ ৫৮৭-৯৪।
- ১১০৮ ডাক (ক)—সরসীকান্ত দত্ত; পৃ ৫৯৪।
- ১১০৯ জাতীয়তা ও দেশ (প্র)—মোহিনীমোহন
মুখোপাধ্যায়; পৃ ৫৯৫-৯৮।
- ১১১০ মায়েয় পরিচয় (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী;
পৃ ৫৯৯-৬০০।
- ১১১১ অতীত ও বর্তমান নারী (প্র)—সত্যবালা দেবী;
পৃ ৬০১-৬।
- ১১১২ বহুমতঙ্গি (ক)—দয়বংশ; পৃ ৬০৬-৮।
- ১১১৩ এক চেবুয়া (গ)—বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী; পৃ ৬০৮-
১৫।
- ১১১৪ একাকী (ক)—হুয়েনচঙ্গ চক্রবর্তী; পৃ ৬১৫।
- ১১১৫ সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত; পৃ ৬১৬-
২১।
- ১১১৬ শিব-স্মৃতি (ক)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়;
পৃ ৬২১-২৩।
- ১১১৭ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তিপ্রসাদ বিজা-
বিনোদ; পৃ ২৩৩-৩৮।
- ১১১৮ বিকল নিশীথে (ক)—কালিদাসী দেবী; পৃ ৬৩৮-
৪০।
- ১১১৯ নাগায়ণের পঞ্চপ্রদীপ; পৃ ৬৪০-৪৮।
- ১১২০ বরাজ ও বরাজা—[প্রবর্তক, মাঘ ৩য় সংখ্যা]।
- ১১২১ মহাজিয়া—বিত্তিত্ত্ববৎ ভট্ট [উপাসনা, কাঙন]।
- ১১২২ কর্ণের আনন্দ—[আর্ঘ্য]।

১১২৩. পত্নী ও জনপদ সংক্ষেপে—নীলবরুণ বসুস্বামী ।
১১২৪. দ্বীপ (ক)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ ;
[কালী] ।
১১২৫. নারায়ণের নিকট-মণি ; পৃ ৬৫২ ।
১১২৬. মহম্মদ—নলিনী কিশোর গুহ ।
১১২৭. অকাজের কাজ—বিভূতিভূষণ ভট্ট ।
১১২৮. পদ্মবাস—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ।
১১২৯. চরকা শিল্পিকা প্রণালী—কুমুদিনী সেন ।
১১৩০. ত্রয়ী—বিমলা দাসগুপ্তা ও প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস ।
১১৩১. মহন-মালা (ক)—নন্দকল ইসলাম, পৃ ৬৬২ ।
১১৩২. শিকার নবীন সপ্ত (প্র)—বায়নকুমার ঘোষ ;
পৃ ৬৬২-৬৬৬ ।
১১৩৩. গান [ভাঙ্গুর রক্তিম তরু...]—দীপা দেবী ;
পৃ ৬৬৬ ।
১১৩৪. চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৬৬৬-
৬৮ ।
- ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ।
১১৩৫. গান [আমার হন চাহাণ...]—হরেনচন্দ্র রায় ;
পৃ ৬৬৭ ।
১১৩৬. সঙ্গ, সার (গ)—বনলতা দেবী ও বীণাপানি দেবী ;
পৃ ৬৭০-৭৭৪ ।
১১৩৭. শমন-ভূত (ক)—দয়বোধ ; পৃ ৬৭৪-৭৭৫ ।
১১৩৮. বেহনার বান (প্র)—বিভূতিভূষণ ভট্ট ; পৃ ৬৭৫-
৭০ ।
১১৩৯. বিশ্ব সন্ন্যাসী (ক)—সাবিত্রী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ ৬৯৩-৭৯৪ ।
১১৪০. ধর্মের বনোয়ার (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৬৯৫-
৭০২ ।
১১৪১. বিনিময় (ক)—হেমলতা দেবী ; পৃ ৬৯২ ।
১১৪২. চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৭০০-
৭০৭ ।
১১৪৩. অস্ত্রমণ (ক)—হরেনচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৭০৭-৮ ।
১১৪৪. দেশের কথা (প্র)—নীলবরুণ বসুস্বামী ;
পৃ ৭০৯ ১১ ।
১১৪৫. দীপলক্ষীর আবাহন (ক)—নিকুণ্মা দেবী ;
পৃ ৭১২-১৩ ।
১১৪৬. নির্দাসিতের আত্মকথা (কৃতকথা)—উপেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৭১৩-১২ ।
১১৪৭. আমরা না দামড়া (গা)—[নৃতন সাজে...]
...নিবিড়ানন্দ নকল নবীন ; পৃ ৭২০ ।
১১৪৮. সাত্বিক চূর্ণোৎসব (নজ্জা)—নলিনীকান্ত সরকার ;
পৃ ৭২২-৭২৮ ।
১১৪৯. জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা (প্র)—অরবিন্দ
ঘোষ ; পৃ ৭২৮-৩২ ।
১১৫০. প্রায় রূপ (ক)—বীন্দ্রনাথ মৈত্র ; পৃ ৭৩২ ।
১১৫১. পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞান-
বিনোদ ; পৃ ৭৩৩-৪৭ ।
১১৫২. হাজির (ক)—প্রসাদ পৃ ৭৪৮ ।
১১৫৩. হুথের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ ৭৪৯-
৫৫ ।
১১৫৪. নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ পৃ ৭৫৫ ।
১১৫৫. মহাজির—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, চৈত্র]
১১৫৬. কর্মের আনন্দ ।
১১৫৭. চিত্র-পরিচয় [গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনাতনীশাচ
বা কল্যাণী বিয়ে]
- ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ।
১১৫৮. দাম্পত্য-বন্ধনের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ;
পৃ ৭৬২-৭৬৪ ।
- ভারতবর্ষ থেকে সংকলিত ।

১১৫৩. আমি (ক)—স্বপ্নচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৭৭৪-৭৬ ।
১১৬০. নারায়ণ (প্র)—উদ্যানাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৭৭৬-৮০ ।
১১৬১. গান [কুল বালা লয়ে...]—নির্মলচন্দ্র বসু ; পৃ ৭৮০-৮১ ।
১১৬২. যোগ বিরোধ (প্র)—রাজকিশোর রায় ; পৃ ৭৮১-৮৮ ।
১১৬৩. উৎস (ক)—আশাভদ্রা সেন ; পৃ ৭৮৮-৮৯ ।
১১৬৪. স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৭৮৯-৯৪ ।
১১৬৫. আবেশ (ক)—জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৭৯৫-৯৬ ।
১১৬৬. স্বপ্নবেদের সময়ে তারত : মানবের (আবিষ্কার) আবিষ্কার (প্র)—অতুলচন্দ্র গঙ্গো ; পৃ ৭৯৭-৮০৭ ।
১১৬৭. আনন্দের শিশু (ক)—অবনীমোহন চক্রবর্তী ; পৃ ৮০৮-৯ ।
১১৬৮. নিরাসিতের আত্মকথা (স্মৃতি কথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৮০৯-১৫ ।
১১৬৯. অসময়ে (ক)—নলিনীবালা ঘোষ ; পৃ ৮১৫-১৬ ।
১১৭০. পতিতার শিশু (উ)—কীর্ত্তীমোহন বিজা-বিনোদ ; পৃ ৮১৬-৩১ ।
১১৭১. মনোহর (ক)—প্রিয়দর্শনা দেবী ; পৃ ৮৩১-৩৩ ।
১১৭২. নারায়ণের নিকট-রনি ; পৃ ৮৩৩ ।
১১৭৩. ওপারের আলো—হীনেশচন্দ্র সেন ।
১১৭৪. পূর্ণপুট—
১১৭৫. বসন্তী—
১১৭৬. স্বপ্ন বসন্ত—
- কালিদাস রায় ।
১১৭৭. জাগৃতি (ক)—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ; পৃ ৮৩৮-৩৯ ।
১১৭৮. চিত্রিত্ত স্বপ্ন (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৮৩৯-৪৬ ।
১১৭৯. শান্ত বিচার (ক)—ব্রজবল ; পৃ ৮৪৭ ।
১১৮০. নারায়ণের শব্দ-প্রবীণ ; পৃ ৮৪৭ ।
১১৮১. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, বৈশাখ]
১১৮২. চাই স্বপ্নাধা—[প্রবর্তক]
১১৮৩. প্রিয় (ক)—ককবদল বহু ; পৃ ৮৬০ ।
১১৮৪. পতিচারীর পদ (প্র)—বাকীচন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৮৬১-৬৩ ।
১১৮৫. আশার রাখালরাজ (ক)—স্বপ্নাররজন দাশগুপ্ত ; পৃ ৮৬৩-৬৪ ।
- ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রাবণ ১৩২৮ ।
১১৮৬. প্রাবণে (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৮৬৫-৬৬ ।
১১৮৭. বাঙলা কাব্যে একটি নতুন স্বর (প্র)—হেমন্তকুমার সন্ন্যাস ; পৃ ৮৬৭-৭৯ ।
১১৮৮. স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৮৭৫-৮৫ ।
১১৮৯. অকুলের আত্মনা (ক)—জ্যোতির্ময়ী ; পৃ ৮৮৫-৮৬ ।
১১৯০. ধর্মের বনিয়াদ (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৮৮৬-৯২ ।
১১৯১. বিশ্ববিজয় বিদায়-নীতি (ক)—স্বপ্নাধর রায় ; পৃ ৮৯২-৯৫ ।
১১৯২. চিত্রিত্ত স্বপ্ন (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৮৯৬-৯০৭ ।
১১৯৩. নিশ্চিত (ক)—বিজয় সেনগুপ্ত ; পৃ ৯০৬ ।
১১৯৪. 'উত্তো' স্বপ্নাধর—প্রিয়রজন সেনগুপ্ত ; পৃ ৯০৮-৯১০ ।
১. তাৎপর্যক স্বপ্নাধর হইতে কথাসী পতিত শিল্পী সৌভাগ্য অল্পবাক ।

১১২২. বিহে (ক)—কালীপদ ঘোষ ; পৃ ২১০-১২ ।
১১২৩. পতিভার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ ; পৃ ২১০-২৭ ।
১১২৪. কৃপা-হান (ক)—জয়শঙ্কর ঘটক ; পৃ ২০৭-৩৮ ।
১১২৫. নির্ঝালিতের আত্মকথা (স্থিতি কথা)—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২০৮-৪৪ ।
১১২৬. তৃতীয় লুটি (ক)—লীলাদেবী ; পৃ ২৪৫ ।
১১২৭. কপ্তব্দের সময় ভারত : বেদে কৃত্ত্ব ও বৈদিক জনপদ সমূহের স্থিতি নির্দেশ (প্র)—অতুল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ২৪৫-৫০ ।
১১২৮. অশান্তি (ক)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ; পৃ ২৫১ ।
১১২৯. নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ ; পৃ ২৫২-৫৮ ।
১১৩০. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট : [উপাঙ্গনা]
১১৩১. উর্দু ও বাংলা সাহিত্য—[বকীর মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা]
১১৩২. নারায়ণের নিকবরণি ; পৃ ২৫৮-৬০ ।
১১৩৩. ব্যক্তি ও সমাজ—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৩৪. জাঙ্গানির বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অতিব্যক্তি—কিতিপ্রনাথ ঠাকুর
১১৩৫. পুস্তককার—মুরজমোহন বসু
১১৩৬. পথের সাথী—স্বামী বঙ্গপানন্দ
১১৩৭. পুস্তক জয় (ক)—স্বর্গীর চন্দ্র বার ; পৃ ২৬০ ।
- ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৮ ।
১১৩৮. মতা ও সৌন্দর্য্যবোধ-রামপদ বসুস্বামী ; পৃ ২৬১-৬২ ।
১১৩৯. এই রাস্তা পোহুদিতে (ক)—জয়শঙ্কর চক্রবর্তী ; পৃ ২৬২-৭১ ।
১১৪০. চিরদিন তবু বউ—শ্রীজনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ২৭১-৭২ ।
১১৪১. নীরবে (ক)—প্রমুদময়ী দেবী ; পৃ ২৬০-৬১ ।
১১৪২. শাক্ত দর্শন কি ক-বিষয় ? (প্র)—উপেন্দ্রকুমার কর ; পৃ ২৬১-২০ ।
১১৪৩. বর্ষায় গান (ক)—ননিগোপাল ঘোষ ; পৃ ২৬০-২১ ।
১১৪৪. পতিভার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ ; পৃ ২৬২-১০০২ ।
১১৪৫. কথির-রঙে কোর্টা (ক)—শশীকুমার চৌধুরী ; পৃ ১০০-১০১ ।
১১৪৬. অস্তরের পাগল (প্র)—সত্যাবালী দেবী ; পৃ ১০১১-১৬ ।
১১৪৭. অনাদৃত (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ ১০১৭ ।
১১৪৮. নির্ঝালিতের আত্মকথা (স্থিতি কথা)—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১০১৮-২৩ ।
১১৪৯. তুমি যদি যত কাছে (ক)—নির্মলচন্দ্র বড়াল ; পৃ ১০২৪ ।
১১৫০. নরনারায়ণ (প্র)—বারীকুমার ঘোষ ; পৃ ১০২৫-২৮ ।
১১৫১. স্বাক্ষানে (ক)—শৈলেন্দ্রকুমার মলিক ; পৃ ১০২৮ ।
১১৫২. স্বপ্নের স্বপ্ন গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ ১০২৯-৩৪ ।
১১৫৩. নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ ; পৃ ১০৩৫-৫৫ ।
১১৫৪. যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি—নিলীকান্ত গুপ্ত [প্রবাসী, জীবন] ।
১১৫৫. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট : [উপাঙ্গনা] ।
১১৫৬. স্বরাজ-কাহার রাজ ? বা, কোন্ রাজ ? (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১০৫০-৫০ । [স্বাভাবিক]
১১৫৭. রূপান্তর—[প্রবর্তক]

১২৩১ নারায়ণের নিকবমণি ; পৃ ১০৫.—

১২৩২ রূপম (পত্রিকা ; ২য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা)

১২৩৩ বিপ্লবী (ক)—শীলা দেবী ; পৃ ১০৫৬।

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৮।

১২৩৪ আগমণী (ক) কালিদাস রায় ; পৃ ১০৫৭-৫৮।

১২৩৫ সত্য ও মৌল্যবোধ (প্র)—রামচন্দ্র মজুমদার ;
পৃ ১০৫৮-৬৮।

১২৩৬ গোপন কথা (ক)—গিরিজাকুমার বসু ; পৃ
১০৬৮-৬৯।

১২৩৭ স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ ১০৬৯-
৭৫।

১২৩৮ স্বপ্ন (ক) স্বপ্নচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ১০৭৫-৭৬।

১২৩৯ জগদ্বজ্র উজ্জ্বল (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ;
পৃ ১০৭৭-৮০।

১২৪০ শালগ্রাম (ক)—স্বপ্নচন্দ্র রায় ; পৃ ১০৮৪-৮৫।

১২৪১ খোয়াপা (প্র)—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; ১০৮৬-
১১০৬।

১২৪২ পূর্ণতা (ক)—শীলা দেবী ; পৃ ১১০৪।

১২৪৩ নির্বাসিতের আত্মকথা (প্র) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ; পৃ ১১০৪-১১১০।

১২৪৪ অকণ্ঠ শিয়া (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ
১১১০।

১২৪৫ মনস্তত্ত্বের দিক (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ
১১১০-১১১।

১২৪৬ রাজা সন্ন্যাসী (ক)—সাবিত্রী প্রসন্ন চৌ পাধ্যায় ;
পৃ ১১১৮-১২।

১২৪৭ চিঠির গল্প (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ
১১২০-১১৩৩।

১২৪৮ নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ ; পৃ ১১৩৩।

১২৪৯ সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাঙ্গনা, প্রাণ]

১২৫০ ভূমি (ক)—চাকবালা দলগুপ্তা ; পৃ ১১৩৮।

১২৫১ আগমণী : হর ও স্বরলিপি—মোহিনী
সেনগুপ্তা ; পৃ ১১৩৯-৪০।

১২৫২ পতিভায় শিখ (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজা-
সিনোহ ; পৃ ১১৪১-৪২।

১২৫৩ নারায়ণের নিকবমণি ; পৃ ১১৪২।

১২৫৪ ইয়ানী উপকথা—স্বপ্নচন্দ্র চক্রবর্তী ;

১২৫৫ নীরবলের ডিম্বী—প্রমথ চৌধুরী।

৭ম বর্ষ ১২ম সংখ্যা কার্তিক ১৩২৮।

১২৫৬ বর্জমান সমস্তা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ
১১৫৩-৬০।

১২৫৭ লীলা (ক)—কৃষ্ণদাস বসু ; পৃ ১১৬০।

১২৫৮ সমাজ সংস্কারের ভূমিকা (প্র)—অক্ষয়নাথ দাসগুপ্ত ;
পৃ ১১৬১-৭৪।

১২৫৯ মুক্তিগাথা (ক)—স্বপ্নচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ১১৭৫-
৭৭।

১২৬০ চিঠির গল্প (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ
১১৭৭-৮৬।

১২৬১ দুর্গোৎসব (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ১১৮৭-৮৮।

১২৬২ মাদ্রাসা ও অষ্টম-তম (প্র)—বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
পৃ ১১৮৮-১২০১।

১২৬৩ বিচারক (ক)—শশীভূষণ চৌধুরী ; পৃ
১২০১-২।

১২৬৪ স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ ১২০৩-১৫

১২৬৫ হারা-মণি (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ;
পৃ ১২১৬-১৭। (ক্রমঃ)

১. কালিদাস রায়ের আগমণী কবিতার হর ও
স্বরলিপি।

গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে প্রবীর রায়চৌধুরী

পটভূমিকা :

অবিত্তক বাংলাদেশে এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে, গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধাবং নিরুত্তর আইন-ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। পরবর্তীকালে পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিও এই আন্দোলনে পটভূমির প্রধান সহযোগী। পশ্চিমবঙ্গের বামশ্রম সন্থার তামের নির্বাচনী প্রতিক্রিয়ার মধ্যমা বন্ধার জন্ত গ্রন্থাগার আইনের একটি খলড়া বচনা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সন্ধে বৃহত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে (ডি, পি, আই) সত্মাপতি এবং উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) কে সচিব করে, দলজনের একটি কমিটি গঠন করেন। এট কমিটি ইতিমধ্যে সরকার নিদিষ্ট তারিখের পূর্বেই এই রাজ্যে বিনা টাকার হুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত গ্রন্থাগার আইনের একটি খলড়া রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর বিবেচনার জন্ত পেশ করেছেন। আশা করা যায় যে রাজ্য সরকারের বিবেচনার পর এই আইনটি নীতাই বিধানসভার পেশ করা হবে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এই প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য ও তামর্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বক্তব্য পেশ করা।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা :

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত হাজারের মত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ জনসাধারণের দান, প্রম ও উত্তোগের ফলে গড়ে উঠেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কালে রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে কিছু তামনা চিন্তা শুরু করেন। -এবই ফলপ্রসূতি হিসেবে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা জন্ম লাভ করে। বিগত দুই দশকে কিছু সাধারণ গ্রন্থাগারকে এই স্পনসর্ড প্রথার আন্তর্য আনা হয়। এই প্রথার কর্মীদের বেতন ও আর্থিক খরচ (কমিউজেশনী) বাবদ ব্যয়ের (পরিমাণে খুবই অল্প) দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। গ্রন্থাদি প্রেরণ জন্ত যে অল্পদান দেওয়া হয় তার থেকে এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারগুলিকেও গ্রন্থ-অল্পদান দেওয়া হচ্ছে, যদিও অল্পদানের পরিমাণ খুবই কম। স্পনসর্ড প্রথার অধীনে ১৯০০র মত সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও ৮টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের পরিচালনাধীনে। এই স্পনসর্ড ও সরকারী প্রথার বাইরে প্রায় ছয় হাজারের মত গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ জনসাধারণের দান, প্রম ও উত্তোগের দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই আর্থিক সমস্যা দ্বারা জর্জরিত এবং এদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার অত্যন্ত আনিয়মতভাবে জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগ থেকে সামান্য পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে এই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ত্রুটিগুলি হল : (ক) এই গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায় না। যে সব দেশে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ইউনেস্কো নির্ধারিত সঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে সাধারণ গ্রন্থাগার এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা দ্বারা সমাজের সর্বক্ষেত্রীয় মাত্রের কাছে উন্মুক্ত থাকবে এবং যেখানে প্রবেশের জন্ত টাকা বা ভিপোজিটের

কোন বাধা থাকবে না। যে প্রতিষ্ঠান যাহাযে চিত্র বিনোদনে সাহায্য করবে না, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, গণ-তান্ত্রিক চিন্তাধারার উন্নয়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গ্রন্থাগার এবং তথ্য সরবরাহ করে এক অনন্ত ভূমিকা পালন করবে। অধিকাংশ দেশেই এই ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের নিম্নতম আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয় নি। (খ) এই রাজ্যে যে তথ্যাক্ষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, এমন কি প্রত্যাক্ষ-ভাবে সরকারের পরিচালনা ও স্পনসর্ড প্রকার অধীনে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার পিছনে কোন হুঁ ও হুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এর ফলে একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় অসম ও অসম্পূর্ণ বিকাশ, অপরদিকে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে স্থলংঘরতা, সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকার ফলে এবং যথাযথ প্রশাসনিক বিধির অভাবে খটেছে সম্পদ ও অর্থের চরম অপচয়। সুযোগ ও সম্ভাবনার ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। (গ) সমাজ শিক্ষা বিভাগের হাতে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় অনতিজ্ঞতা প্রসূত পরিকল্পনাবিহীন কর্মপ্রচেষ্টা, অপরদিকে সার্বিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে যারা প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারে সেই গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্ম-উদ্যোগের প্রতি দেখানো হয়েছে চরম অবহেলা, উপেক্ষা ও অসম্মান। সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রশাসকদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় লক্ষ্য, তৎপর ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সত্য উপলব্ধি না থাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ও বিকাশ আশাহত হইয়াছে। (ঘ) স্পনসর্ড প্রকার অস্তিত্ব অতিশয় হ'ল: চরম আর্থিক অপ্রতুলতা ও অর্থ সরবরাহের অনিশ্চয়তা, কর্মী বাহিনীর অপ্রতুলতা ও তাদের শোচনীয় অবস্থা, প্রশাসনিক বিধি ও নিয়মকানূনের অভাব, ইত্যাদি (ঙ) স্পনসর্ড প্রকার একটি প্রধান ত্রুটি হল, এই ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারের হলেও এই গ্রন্থাগার-

গুলির উপরে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ধরনের বৈষম্য শাসনের ফলে হুঁ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে না, অনেক ক্ষেত্রে অর্থের চরম অপচয় ও অপব্যবহার ঘটেছে এবং নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে।

অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থাগার আইন :

রাজ্য সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটির বিবেচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়াটি পেশ করেছে এবং যে খসড়া আইনটি কিছু সংশোধন সহকারে গৃহীত হয়ে উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে, তা নিম্নলিখিত আইন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরী করা হয়েছে : (ক) মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৪৮ (খ) অন্ধ্রপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬০ (গ) মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৬৫ (ঘ) মহারাষ্ট্র সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৭ (ঙ) মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৬৩ (ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির [১৯৫২] সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তৎকালীন শিক্ষা সচিব ডঃ ডি এম, সেনের নেতৃত্বে এই বিলটি রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন) (চ) ভারত সরকারের যোজনা কমিশন নিয়োজিত "গ্রন্থাগার ওয়াকিং গ্রুপ" প্রণীত মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৬৫ (ছ) আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ধে সনদ ভারত পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনারে (ব্যাঙ্কালোর, এপ্রিল, ১৯৭২) প্রস্তুত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রজনাতন কর্তৃক উপস্থাপিত মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৭২ (জ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনের নব্বীন (১৯৫৮) ও উত্তরপাড়া (১৯৬৩) অধিবেশনে গৃহীত গ্রন্থাগার আইনের দুটি খসড়া বিল (ঝ) বর্তমানে কয়েকটি রাজ্য সরকার ও বিধানসভার বিবেচনাবীন গ্রন্থাগার আইনের কয়েকটি বিল (ঞ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনের বেদীনীপুর (১৯৭৮) অধিবেশনে গ্রন্থাগার আইনের উপর আলোচনার দ্বারা বিবরণী ও সুপারিশ নম্বর (ট) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মীদের বীর্ষবিনের অভিজ্ঞতা।

ଘୋଷାବିତ ଘୋଷାପାଠ ଆଇନେର କରେକଟି ମୌଳିକ ହିକ :

ଘୋଷାବିତ ଘୋଷାପାଠ ଆଇନେ ନିୟମିତ ମୌଳିକ ହିକଗୁଣି ଗୁରୁତ୍ବସହକାରେ ବିବେଚନା କରା ହରେହେ ।

(କ) ବିନା ଟୀକାର ସ୍ବୟଂବଦ୍ଧ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର କଥା ବଳା ହରେହେ :

ଏହି ଧରଣେର ଏକଟି ନିଃସ୍ବଦ୍ଧ ସ୍ବୟଂବଦ୍ଧ ଆଇନ ଡିସ୍ଟିକ୍ଟ ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହଲେ ତା ଯେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସହରେର ଲୋକେର ସନ୍ଧ୍ୟା ନିରାବଦ୍ଧ ଧାକବେ ତା ନୟ, ଦୃଷ୍ଟ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟାକ୍ଷେପେର ସାହାସେର ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହବେ, ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ସ୍ବୟଂ ବିକାଶ ଘଟବେ । ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥେ ଏସନ ଏକଟି ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ଗଢ଼େ ଉଠିବେ ଯା ହୁଏ ଉପାରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଧ ଓ ଧ୍ୟା ସାଂସ୍କୃତିକ ସାନ ଉତ୍ସାହନ, ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତା-ଧାରାର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ସାହନ ପ୍ରଭୃତି କାଜେ ଅସୀମ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୂମିକା ପାଲନ କରବେ । ଟୀକା ଏବଂ ଡିମୋକ୍ରେଟିକ୍ସ ବାଧା ଅନୁସାରିତ ହଲେ ଏହି ଧରଣେର ଏକଟି ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷିତ ସାହାସେର କ୍ଷେତ୍ରେ ନୟ, ସତ୍ତ୍ବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ସାହାସେର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନେ ଓ ନାନା ଓପାଦାନି ସରବରାହ କରାର ଗୁରୁ ଓପାଦାନି କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବେ କାଜ କରବେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣେ ଜନଗଣେର କନ୍ୟଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବେ । ଘୋଷାପାଠ ହରେ ଉଠିବେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥେ ଜନଗଣେର ବିଶ୍ବବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସିଲନ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଖ) ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ବ ପୂର୍ବକ ଡାହାଣ୍ଡେଟ୍ରେଟେର କଥା ବଳା ହରେହେ : ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ସେକେ ନୁକ୍ତ କରେ ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତ୍ବ ପୂର୍ବକ ଏକଟି ଡାହାଣ୍ଡେଟ୍ରେଟ ଗଠନ କରାର ଶିକ୍ଷନେ ନିୟମିତ ସ୍ବିକ୍ଷିତଗୁଣି ବିବେଚନା କରା ହରେହେ :

(୧) ସମାଜ ଶିକ୍ଷାର ନୁକ୍ତ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ସନିଟି ନୁକ୍ତ ଧାକଲେ ଓ ଉତ୍ସାହେର କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ନୟ । ସମାଜ ଶିକ୍ଷାର

କାଜ ଛାଡ଼ାଓ, ସନ୍ଧ୍ୟାସେର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହନସ୍ବଳ କାଜେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାଡ଼ାଓ ଓ ଛାଡ଼ାଓ ଶିକ୍ଷା, ପତ୍ତାପାଳନ, ସାହା, ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ ଓ ସହରେର ଉତ୍ସାହନ ପ୍ରଭୃତି କାଜେ ସାହାସା କରାଓ ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ନୁକ୍ତ । ଏହାଡ଼ା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ଅଜ୍ଞିତ ଶିକ୍ଷା ନୁକ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସାନ ଉତ୍ସାହନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଗ୍ରଗତି, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଭୃତି କାଜେ ନାନାବିଧ ଘୋଷାପାଠ ଓ ଓପାଦାନି ସରବରାହ କରା ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ନୁକ୍ତ । ଜନଗଣେର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ବିକାଶେ ସାହାସା କରବେ ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର । ତାହି ଘୋଷାପାଠେର କାଜ ଗୁରୁତ୍ବ ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ କାଜେ ସାହାସା କରା ଏହି କଥା ବଳାଓ ଅର୍ଥ ଘୋଷାପାଠେର କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ନିରାବଦ୍ଧ କରା ।

(୨) ବର୍ତ୍ତମାନେ ସାଜା ସନ୍ଧ୍ୟାସେର ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ହାତେ ଛାଡ଼ାଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ ଆହେ : ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନା । କାଜିହି ସ୍ବୟଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅତିଗୁରୁତ୍ବ ଆଲୋକେ ଦେଖା ଗେହେ ଯେ ଏହି ଛାଡ଼ାଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ ଏକଟି ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ହାତେ ଧାକାର ଉତ୍ସାହ କାଜିହି ଅବହେଳିତ ହରେହେ । ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ସାହ ସ୍ବୟଂବଦ୍ଧତାବେ ହରାନି ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣେର କାଜେ ପଶ୍ଚିମବଦ୍ଧେର ସାନ କ୍ରମାବେର ଶିକ୍ଷା ସାହାସା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ ଯେ ଏହି କାଜ ଓ ଅବହେଳିତ ହରେହେ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ସାଜା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାସେର ଉତ୍ସାହେ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ କାଜେର ଉତ୍ସାହ ସାହାସା ଗୁରୁତ୍ବ ଦିରେହେନ । ଏହି ଧରଣେର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଟି କାଜେର ସାହାସା ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ହାତେ ଧାକା ଉଠିବେ । ଘୋଷାପାଠ ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନାର ସତ୍ତ୍ବ ଆହେ ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ଅଧୀନେ ଦେହେର ହଲେ ତା ପୂର୍ବେର ସତ୍ତ୍ବ ଅବହେଳିତ ହବେ ।

(୩) ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ କାଜ ଏବଂ ଘୋଷାପାଠେର କାଜେର ଗୁରୁତ୍ବ ଛାଡ଼ାଓ ଗୁରୁତ୍ବ ଡାହାଣ୍ଡେଟ୍ରେଟ ହଲେ କାଜେର ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖା ଦେବେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ବିକ୍ଷିତ ନୟ । ସମାଜିକାନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ତ୍ରପ୍ତେର ଉତ୍ସାହେ ଯେ ନିରକ୍ଷରତା ବିରୋଧୀ ଅଭିଧାନ ଚଳବେ ତାତେ ଘୋଷାପାଠେର ସହଯୋଗିତାର ସାହା କୋଷାର ? ସତ୍ତ୍ବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଓପାଦାନି ନବନୁ ଶିକ୍ଷାକେ ଅବାହତ ସାହାସା ଗୁରୁତ୍ବ ଦେହନ

গ্রন্থাগারের আশ্রয় নেবেন, তেমনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন। সরকারের দুটি দপ্তর পারস্পরিক কাজ সহযোগিতা করতে পারবে না এই আশঙ্কা অমূলক।

(৪) বিগত দুই দশক ধরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকার কালে কোন স্থপতিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়নি, প্রকৃত অর্থে সুসংবদ্ধ, সমুন্নত, সন্তোষজনক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। অর্থ ও প্রেমের অপ্রচুর, প্রশাসনিক জটিলতা, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ ভূমিকা পালনে, বাধাধীন, দুর্নীতিমূলক কাজের প্রসার এই সব ঘটনা ঘটেছে। সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রশাসক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রশাসকদের অধিকাংশের গ্রন্থাগার পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা না থাকার কালে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত আইনে গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার বুদ্ধিভুল অতিজ্ঞ কর্মীরা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর কালে শুধু প্রশাসনিক জটিলতা ও মানসিক তিক্ততাই দূর হবে না, স্থপতিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সন্তোষজনক সম্ভব হবে।

(৫) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে সেখানে এবং অন্যান্য দেশেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক একটি ডাইরেক্টরেট বা ডিপার্টমেন্ট আছে।

(গ) স্পনসর্ড প্রচার অবসান ঘটিয়ে এই গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলা হয়েছে—স্পনসর্ড প্রচার গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকারের অর্থ এই গ্রন্থাগারগুলির উপর কোন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেকক্ষেত্রে সরকারী অর্থের অপ্রচুর, বৈধ শালনের কালে প্রশাসনিক জটিলতা, কর্মজীবনে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব এই সব স্পনসর্ড প্রচার কুফল, তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং স্থপতিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সন্তোষজনক কথ্য বিবেচনা করে তদু কর্মী, গ্রন্থাগার এবং আর্থিক খরচের জন্য কিছু আর্থিক অর্থায়ন দিলেই হবে না, এই ধরনের একটি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যে সব যেচ্ছাসেনী কর্মীরা এই গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তুলেছেন তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হবেন। রাষ্ট্রের হাতে তাদের স্টল সংস্থাটির আর্থিক ও প্রশাসনিক নিশ্চয়তা আসবে। অধিকন্তু তাদের এই ভূমিকাও বর্ণ্য করা হচ্ছে না। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারকারী ও সংগঠকদের নিয়ে তৈরী হবে একটি উপদেষ্টা কমিটি। এই কমিটি গ্রন্থাগারিক ক্রম এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মী ও সরকারকে নানা পরামর্শ দেবে।

(ঘ) রাজ্য শিক্ষা বোর্ডের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের সুপারিশ করা হয়েছে—বর্তমানে রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করে থাকেন, যা রাজ্য শিক্ষা বোর্ডের শতকরা এক ভাগের কিছু কম। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যোজনা কমিশনের লাইব্রেরী গ্রুপ সুপারিশ করেছে যে রাজ্যের শিক্ষা বোর্ডের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার খাতে এই বিনিয়োগের কল সুদূরপ্রসারী হবে—সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হবে। এর কালে স্থপতিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সন্তোষজনক সম্ভব হবে। রাজ্যের সমগ্র অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুব্যবস্থার বিকাশ ঘটবে। গ্রন্থাগারের দ্বারা আশ্রয় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে—রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থপতিকল্পিত ও সুব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সন্তোষজনক পরিকল্পনার কথা এই প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে।

(৬) প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের মূল কাঠামো—গ্রন্থাগার আইনের বক্ষা দিলে যে কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রধান বিকল্প হল :

(ক) শিক্ষা দপ্তরের অধীনে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি পৃথক ডাইরেক্টরেটের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে যে সব গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন সেই সব গ্রন্থাগারের কর্মী এই ডাইরেক্টরেটের কর্মী হবেন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং গ্রন্থাগারের কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি ডাইরেক্টর অব লাইব্রেরী সার্ভিস পদে নিযুক্ত হবেন। তিনি পদাধিকার বলে স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সচিব হবেন। সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক দায়িত্ব এই অফিসারের উপর অর্পিত হবে।

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নীচে রেখে এবং জেলা, মহকুমা, শহর, আঞ্চলিক, গ্রামীণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে গোড়াবাসী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো তৈরী করা হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্পদের যৌথ ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের চাহিদা পূরণে সক্ষম নানাবিধ কার্যক্রম এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

(গ) রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিল গঠিত হবে। এর কাউন্সিল জনপ্রতিনিধি (এম, এল, এ), শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সরকারী প্রশাসক, জেলা লাইব্রেরী বোর্ডের প্রতিনিধি বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সংস্থার প্রতিনিধি প্রভৃতির নিয়ে গঠিত হবে। এই কাউন্সিল রাজ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিষদ এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ দেবে। এর ভূমিকা হবে অনেকটা বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত উচ্চকক্ষতা সম্পন্ন উপদেষ্টা কমিটির মত। কাউন্সিলের পরামর্শগুলি ডাইরেক্টরেট বিবেচনা করে দেখবেন।

(ঘ) জেলা স্তরে জেলা শাসককে সভাপতি করে এবং ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসারকে সচিব করে একটি জেলা লাইব্রেরী বোর্ড গঠিত হবে। জেলা লাইব্রেরী বোর্ড জনপ্রতিনিধি, স্বাচ্ছন্দ্যশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মী সংস্থার প্রতিনিধি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালক বতীরা প্রতিনিধি প্রভৃতির নিয়ে গঠিত হবে।

জেলা স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ, গ্রন্থাগারগুলির অধিগ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই বোর্ড পরামর্শ দেবে।

(ঙ) জেলা স্তরের নীচে আর কোন বোর্ড বা কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়নি। এর নীচে বোর্ড গঠিত হলে কাজের জটিলতা ও প্রশাসনিক অসুবিধা বেধা যাবে। বর্তমানেও জেলা মহাপ্রশাসিকা উপদেষ্টা কাউন্সিলই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ সমস্যা বিবেচনা করে থাকেন। সমগ্র জেলার সুসংবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুশাসনিকভাবে ক্ষেত্র একটি বোর্ডই থাকা প্রয়োজন।

(চ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জনগণের উদ্ভোগ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারের সমস্ত, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠাতা সমস্ত, বিশেষজ্ঞ, প্রভৃতির নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সচিব করে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি গ্রন্থাগারিক এবং নানা উন্নয়নমূলক কাজে গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগার বোর্ডকে পরামর্শ দেবে।

(ছ) বর্তমানে স্পনসর্ড হওয়া এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে গ্রন্থাগারগুলি আছে—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা, মহকুমা, শহর, আঞ্চলিক, গ্রামীণ, গ্রন্থাগারসমূহ এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান মর্যাদা ও কর্মপরিধি কমবে না তো বটেই, আরো বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা জনগণের দাবী :

গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী। এই গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, পূর্বতন রাজ্য সরকার সমূহের নেতৃবৃন্দ একাধিকবার স্বীকার করেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার এই আইন প্রবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি বৈতনিক ও স্বৈচ্ছন্দ্যের কর্মী রাজ্য সরকারের এই উদ্ভোগকে সমর্থন জানিয়েছেন। বিধানসভার মাননীয় সভ্যদের নিকট আমাদের অনুরোধ আপনাতা খলদা বিলটা বিবেচনা করে, প্রয়োজন যোগে সংশোধন করে, বিলটিকে আইনে পরিণত করুন এবং এই রাজ্য নিযুক্ত সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করুন।

৯ বকীর গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন (৫ আগস্ট ১৯৭০) উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের প্রতি একটি আবেদন

পরিষদের কার্যক্রমকে সুবিস্তৃত এবং সকল করার উদ্দেশ্যে, এবং সেই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে জেলাগুলিতে বসবাসকারী গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সহজতর এবং সম্ভব করার উদ্দেশ্যেই রাজ্যের জেলা সমূহে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী। রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎসাহবাহক পরিবেশে রাজ্যের তেরটি জেলার পরিষদের নিজস্ব জেলা শাখা কমিটি গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে (বীরভূম, ২৪ পরগণা ও কলকাতা) অদূর ভবিষ্যতে শাখা স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার আধারা জানি—জেলার শাখা স্থাপনই শেষ কথা নয়। সেই শাখাগুলি বাঁচিয়ে রেখে তার মাধ্যমে নানাবিধ কার্যসূচীর রূপায়ন এবং সেই উদ্দেশ্যে জেলা শাখার সঙ্গে সদস্যবৃন্দের সংযোগ সাধন প্রয়োজন সবাত্রে। জেলার, জেলার বসবাসকারী পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ স্ব-স্ব জেলা শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জেলার গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীদের সমস্যা, দাবী দাওয়া নিয়ে স্থলগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অংশ নিয়ে পরিষদকে কার্যকর তাবে

সাহায্য করতে পারেন। জেলার জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশা ও চাকুরীগত অসুবিধা সমূহ নিয়েও জেলা শাখার মাধ্যমে যেটুকু করা সম্ভব সেই কাজগুলি করে পরিষদকে মূল্যবান সাহায্য দেওয়া যায়। আশা করি, মাননীয় সদস্যবৃন্দ অগ্রগ্রহ করে পরিষদকে তার জেলা শাখাগুলি সক্রিয় রাখার কাজে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবেন।

জেলা শাখা বা তার সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অসুবিধা থাকলে অগ্রগ্রহ করে জানাবেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এবিষয়ে সাহায্য করা যাবে। পরিষদের জেলা শাখা বিষয়ে সদস্যদের প্রতিটি প্রস্তাবই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হবে। কোনও স্থপাশি থাকলে অগ্রগ্রহ করে আজই পাঠিয়ে দিন।

শশীন্দ্র বাগচী

আঞ্চলিক,

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৭ই জুলাই, ১৯৭৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭ই সেপ্টেম্বর '৭৮ বিকেল ২-৩০ মিঃ সময়ে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত যাদের চাঁদা দেওয়া আছে এবং যারা ১৯৭৮-৭৯ সালে সদস্য হয়েছেন তাদের সকলের কাছে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি পাঠান হয়েছে। যে সব সদস্যের সদস্যপদ ১২ মাসের অধিক এক যাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের চাঁদা দেওয়া আছে কেবল মাত্র তাঁরাই নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন এবং কোন নির্বাচন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তাই পরিষদের সদস্যদের কাছে আবেদন যে অবিলম্বে যেন তাঁরা ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত চাঁদা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

প্রবীর রায় চৌধুরী

কর্মসচিব

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

। হুগলী ।

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) তারিখে জিবেনী হিতসাধন সমিতি গ্রন্থাগার ভবনে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলা শাখার পরবর্তী সভা ১৯শে মার্চ (১৯৭৮) তারিখে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার-এ শ্রীঅনিল দত্ত মহাশয়ে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পরিষদের হুগলী জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। শাখা কমিটিতে আছেন—

সভাপতি—শ্রীঅনিল দত্ত, গ্রন্থাগারিক, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার। সহ-সভাপতি—স্বর্গী ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলন; বীনবন্ধু ঘোষ, শরণ্যুতি পাঠাগার, দেবানন্দপুর; এবং ভারাপদ ঘোষ, সার্বজী মনোরমা পাঠাগার, ইটাহুপা। সম্পাদক—শ্রীমণিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জিবেনী হিতসাধন গ্রন্থাগার, জিবেনী। সহ-সম্পাদক—স্বর্গী শৈলেন্দ্র নাথ পাল, বগরা প্রগতি সংঘ এবং সুশীল দাস, জিবেনী। সদস্যবৃন্দ—স্বর্গী অরুণ ভট্টাচার্য্য, পাণ্ডুরা সাধারণ পাঠাগার; অগবন্ধু হুতু, বাপবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, অসীম কুমার চৌধুরী, ডিলক সাধারণ পাঠাগার, ভাতার হাটি, বাধাগোবিন্দ কক, মহানন্দ সাধারণ পাঠাগার; শঙ্কর প্রসাদ ভট্ট। বামরুপ আশ্রম পাঠাগার, তিব্বা; জুজান মহাশয়, বিধান চন্দ্র কলেজ, তিব্বা; চিত্তব্রজ বেরা, হীরালাল পাল কলেজ; দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বামরুপাছি সুভদ্রেশী সাধারণ পাঠাগার; অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপাল সাধারণ পাঠাগার; বলরাম চক্রবর্তী, দোখারী বালিশাড়া সাধারণ পাঠাগার; শঙ্কর পাল, ভারকেশ্বর সুব সঙ্ঘ; লক্ষ্মণ

নায়েক, মণিনান শ্রীমামরুপ আশ্রম গ্রন্থাগার; সম্পাদক, শ্রীমামরুপ সাধারণ পাঠাগার এবং বাগাটী রায় গোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়, বগরা।

সভা জুটিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীশশীত বাগাটী উপস্থিত থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার বাধ্যতাব্য বর্তমান পটভূমিকার পরিষদের শাখা কৃষিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

। কুচবিহার ।

১৩ই জুন, ১৯৭৮ কুচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কুচবিহার জেলা শাখার উদ্বোধনে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগারবর্ষীয় এবং সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে সম্মেলন শুরু হয় প্রায়ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞা নিবেদনের পর। শহীদবেষ্টিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, জেলা শাখার শ্রীশ্রীপেন চন্দ্র এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীঅরুণ সরকার।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীশশীত বাগাটী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমলকান্তি গুহ। সভার উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন জেলার বিশিষ্ট গণসঙ্গীত শিল্পী শ্রীগৌরবরতন রায়। বিহারী সম্পাদক শ্রীশ্রীপেন চন্দ্র জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে শ্রীবিবল বসু, এম. এল. এ, শ্রীমতী অপরজিতা গোস্বামী এম. এল. এ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীঅরুণ সরকার, উত্তরবঙ্গ কৃষ পত্র-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপেশ্বর

দ্রষ্ট, জেলা সমাজশিক্ষা বোর্ডের সদস্য শ্রীশৈলেন মিত্র ও অত্যাধিকারী গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ও সহকারী কর্মসচিব শ্রীরাধকৃষ্ণ সাহা গ্রন্থাগার আইনের দাবীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন।

জেলা সম্মেলনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, সহ-সম্পাদক শ্রীরাধকৃষ্ণ সাহা এবং সংগঠনের ও সমন্বয় উপদেষ্টাঃ আছারক শ্রীশশীক বাগচীর উপস্থিতিতে পরিষদের কুচবিহার জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। জেলার কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন :

সভাপতি—শ্রীদীপেন চন্দ্র, সহ-সভাপতি—শ্রীরাধকৃষ্ণ শীল, শ্রীজবলচন্দ্র সাহা, শ্রীনিতাইচন্দ্র সাধবা, সম্পাদক—শ্রীবিমলকুমার -বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীজীবন্তোষ দাস, সহ-সম্পাদক—শ্রীঅরুণব্রজ বিশ্বাস, সদস্য—শ্রীমতী কমলা চক্রবর্তী, সর্বশ্রী পঞ্চকোষ কর, অমল মজুমদার মনোব্রহ্মন দে, পূর্ণেন্দ্র চন্দ্র কর, বিনয়ভূষণ সরকার, মাধবচন্দ্র রায়।

মোট ১৪ জনকে লইয়া জেলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠনের পর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে জেলা সংগঠনের কাজের সুবিধার্থে Co-opt member করা যাবে।

II. কার্জিলিং II

গত ১৩ই জুন পরিষদের কার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি)-এ

চতুর্থ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং রাজ্য সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীরাধকৃষ্ণ সাহা ও শশীক বাগচী বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—অধ্যাপক অক্ষকুমার শিকদার এবং শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোতির্ময় রায়।

উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কার্জিলিং জেলা শাখা কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় :

সভাপতি—শ্রীদীপেন বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি। সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী হরেন্দ্র এ্যাংল, দেশবন্ধু জেলা গ্রন্থাগার, কার্জিলিং, স্থানীয় যোষ, বাগডোগরা গুরাই, এম, এস, এ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার; তপন গুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; পুষ্পা ছেতী, কার্জিলিং; কলমারী বিশ্বাস, স্মৃত দেবগুপ্ত, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বঙ্গবীরহাট। সম্পাদক—শ্রীবীর্জেন কুমার চন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীহরেন্দ্র মজুমদার, শিলিগুড়ি গভঃ স্পনসর্ড কলেজ, শিলিগুড়ি। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী স্বপনকুমার বাগচী, নবীনমোহন রায়, নিত্যব্রজ গুপ্ত, জুজিত চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, অবনী যোষ, অশোক কুমার হাতী, জে, এল দেওয়ান, বিমল বিহারী চৌধুরী, বিমল চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র সাহা, বীপ্তি দেবগুপ্ত, গোপী সিং বুলেট, এবং স্থানীয় কুমার কুহু।

জন্ম সংশোধন

পরিষদের মালদহ জেলা শাখার কার্যনির্বাহক সমিতিতে গত হিসেবে প্রাপ্তি নব (কবিশ্রী)কে বৃহত্তর হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম জেলা শাখার নামের তালিকায় বাঁধ পড়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

। বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার ।

গত ১ই জুলাই ১৯৭৮, বিবিয়ার বেলা ২-৩০ মিনিটে গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় বিতর্ক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা ৬-৩০ মিঃ-এ একটি প্রবর্ণনী বিভকে বিভাগিকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভার বিতর্ক বিষয় ছিল "সভার মতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সমূহকে শাসনকাব্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে।"

।। চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সভা ।

গত ২৫শে জুন, ১৯৭৮ সন্ধ্যার নবনির্মিত ভবনে "Positive Health Centre" সম্বন্ধে একটি স্থলর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সুব্রাহ্মণ্যম সুখোপাধ্যায়। আলোচনার অংশগ্রহণ করেন সর্বস্বামী গণেশ নন্দী, করুণা দীপ, তপন ভট্টাচার্য, সুধান্ত মুখার্জী, অমির নন্দী, মতি মণ্ডল, অনাথ দাস, শিবরাম বর, মলিন জানা প্রভৃতি। সভার সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশঙ্কু ঘোষ।

।। নৈহাটী বঙ্গীয়া পাঠাগার, ২৪ পরগণা ।।

নৈহাটী বঙ্গীয়া পাঠাগারের উদ্বোধন মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গোপকূল মন্ত্রণালয় দ্বারা সাহিত্য সমিতি বঙ্গীয়া চক্রের ১৪১-তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়াচক্রের বাসভবনে বঙ্গীয়া স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাগ্যান করা হয় ও সন্মতি বাসকর্মে সরকার বঙ্গীয়াচক্রের বাসভবন অধিগ্রহণের যে আশ্বাস দিয়েছেন তাকে বাস্তবতায় পরিণত করেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ অমূল্যচরণ দে প্যারী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ভাব ভাবনা প্রচারে, অংশগ্রহণ করে, এই সঙ্গীয়া সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে

বঙ্গীয়াচক্রের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সংস্থার সভা ও সভাপতি কর্তৃক জাতীয় স্মৃতি সঙ্গ্রহণের লক্ষ্য (বঙ্গোপকূল) পরিবেশন করা হয়। এই সভার বহু ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী বহল উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিদ্যনাথ মুখার্জী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

।। বেলায়েৎ আলী স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী ।।

১৮ই জুলাই, ১৯৭৮ বঙ্গাব্দে সভা ৬ ঘটিকার বেলায়েৎ আলী স্মৃতি পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীহরিনারায়ণ দেবদাসের সভাপতিত্বে পাঠাগার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার ১৯৭৭-'৭৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী তিন বছরের জন্য পাঠাগারের কর্মসমিতির গঠিত হয়।

সভাপতি—হরিনারায়ণ দেবদাস, সহ-সভাপতি—বীনবন্ধু ঘোষ ও অমিত সাহা, সম্পাদক—কলীপকুমার হালদার, সহ-সম্পাদক—অমিত্য সরকার, কোষাধ্যক্ষ—পাঁচকড়ি বসু, গ্রন্থাগারিক—প্রদীপকুমার দাস, সভ্য—সমীর কুমার সুখোপাধ্যায়, শোভন দাস এবং দেবানন্দপুর অঞ্চল পকারেত মনোনীত ২ জন।

।। পরিষদের হাওড়া জেলা শাখা সংবাদ ।।

বিগত ২০/৭/৮ তারিখে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সমিতি অধিবেশনের বিবরণী :-

জেলা শাখার সভাপতি শ্রীহরিনাথ সুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার দ্বিঃ হয় যে জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের যে আইনী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সংখ্যার

প্রতিকারের দাবীতে হাওড়া জেলা শাসকের কাছে ডেপু-টেশন দেওয়া হবে

এই সভার আরও স্থির হয় যে জেলা সবার শিক্ষা অধিকারিকের এক তরফা এই কেনার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং হাওড়া জেলা শাখার প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতিতে অস্তিত্ব ক্রিয়াকারী সভার দাবী করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্ব দেব কাছে পাঠান হবে এবং এই প্রস্তাবের অস্থলিপি জেলা উপদেষ্টা পার্ব দেব ও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতির সকলকেই দেওয়া হবে ।

॥ সংস্কৃতির নজরুল স্মৃতি উৎসব ॥

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহাসিকী সংস্থা [গ্রন্থাগার সহ] সংস্কৃতি গত ২০শে জুলাই সংস্থা অঙ্গনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কবি নজরুল ইসলাম ও কবি হুমায়ূন ভট্টাচার্যের জন্মোৎসব পালন করেন । অহুটানে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য কবি নিমাই রায়া । অহুটানে আবৃত্তি, আলোচনা, সংগীত, কবিতা পাঠে অংশ নেন উত্তর সাহা, নিমাই রায়া, সময় পাত্র, তৈয়ব কোলে, গোপাল রাণা, সনৎ কীড়া, কালী বেয়া, শশধর পাখীজা প্রমুখ । সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কবি অরুণ সাহা অহুটানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ।

॥ কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার, বঙ্গবাসিনী ॥

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের কাছাকাড়ী সমিতি বহীরা গ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো” বিশদভাবে আলোচনা ও পাঠ করে এই

অভিযুক্ত প্রকাশ করে যে মহকুমা গ্রন্থাগারের স্থান একান্ত তাৎবে আবশ্যক । সুতরাং তাঁরা সর্বসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গ “গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়ন” কমিটি সভ্যবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানায় যে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনে যেন মহকুমা গ্রন্থাগার অবলোপ না করা হয় ।

॥ পরীভারতী, মুগকল্যাণ, হাওড়া ॥

হাওড়া জেলার মুগকল্যাণ গ্রামে পরীভারতীর গ্রন্থাগারের নবতিতম বর্ষপূর্তি উৎসব মার্চ-এপ্রিল (৭৮) দুই মাসব্যাপী নানা অহুটানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় ।

মার্চ মাসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় । শিশু বিভাগের আবৃত্তি, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অহুটিত হয় ।

মূল অহুটান অহুটিত হয় ৩০শে এপ্রিল । অহুটানের সভাপতি ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীকৈশোর বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী ও প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জ্ঞান ও কল্যাণ বণ্ডের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নিকপা চট্টোপাধ্যায় ।

॥ আন্দামানে গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রন্থাগারিকরা একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করেছেন ।

প্রতিবেদন : অসিত্যাক্ত দ্বাশ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

যাঁরা ১৩৮৪ সনের টাকা এখনো দেন নি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে সত্বর টাকা পরিষদের অফিসে জমা দেবার অন্তে । টাকা দেওয়া না হলে, তাঁদের কাছে আর ‘গ্রন্থাগার’ পাঠানো সম্ভব হবে না ।—সম্পাদক গ্রন্থাগার ।

বার্তা বিজ্ঞা

॥ ২৪ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

বাংলাদেশের গান্ধী স্মারক নিধিতে ২০শে জানুয়ারী থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী ২৪ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রীমোখিন্দ নায়ায়ন। সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী টি আর জহাঙ্গীরন। আই. এল. এর সভাপতি শ্রী ডি. আর. কালিয়া ও অধ্যাপক টি. কবেনও সভায় বক্তৃতা দেন।

ইন্সডকের পরিচালক শ্রী টি. এন্. রাজাগোপালন "ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সম্পদ বন্টন" অধিবেশনেটি পরিচালনা করেন।

॥ পরলোকগন্ত মিঃ মূলে ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই. এম. মূলে তাহার নাগপুর বাসস্থিত ভবনে গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ পরলোকগমন করেছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নর্প পদক প্রাপ্ত। লণ্ডন থেকে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের স্পেশাল অফিসার, উপ গ্রন্থাগারিক ও পরে গ্রন্থাগারিক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব লভে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি আবার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ভাষাশাস্ত্র বিব্লিওগ্রাফীর সম্পাদনা করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁহার প্রতি প্রকার নির্যাস ছিলবে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ১ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

॥ দিল্লীতে হুজুপ্য বইয়ের প্রদর্শনী ॥

লোক সভার অধ্যক্ষ মিঃ কে. এন্. হেগড়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ লোক সভার পার্লামেন্ট হুজুপ্য ও শিল্প কলা বইয়ের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এক হাজার হুজুপ্য পুস্তক পার্লামেন্ট লাইব্রেরীর সহায়তায় লোক সভার সভ্যদের জানাৰ্বে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

॥ শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের অধ্যাপক পদে যোগদান ॥

ডি. আর. টি. সি. র প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য মাহাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১লা ডিসেম্বর '৭৭ থেকে যোগদান করেছেন। তাঁহাকে লায়দা বন্দনাথন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

॥ কাউলা পুরস্কার ॥

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ লণ্ডনের এক সভায় মুক্তনাজো নিযুক্ত ভারতবর্ষের হাইকমিশনার বি. কে. নেহেরু মিঃ বার্নাট আই পামারকে প্রকেন্সর কাউলা স্নর্প পদক দেয়। মি. পামার ১৯৭৫ সালের এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন।

॥ আই. এক. এল. এ. কমিটিতে ইয়াসজিকের সভ্যত্বের নির্বাচিত ॥

ইয়াসজিকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমোহেনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও ইয়াসজিকের সভ্য শ্রীমতী বিদ্যাং খাণ্ডেকরলা ইন্টারভাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী এ্যাপোসিয়েশনের এশিয়ান আকলিক দ্বারী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদন : অসিতাঙ্ক দাস

বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার
(সমগ্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)

মূল্য—৩৫.০০

“গ্রন্থ অগতঃ সমস্তে এতো তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আমার দৃষ্টিভূত পূর্বে কখনো হয়নি।” —বেলিকোস্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

“আমার আশা ও বিশ্বাস, বীরেনবাবুর এই বইখানা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রসারের একটি নতুন পথের সন্ধান দেবে।”—নীহারকেন দাস।

বি. এড ও সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা।

“গ্রন্থালয়”

ডঃ জীবুভদ্রনাথ দাস

Prajñā

C/o BLOCKMAN

77/1, M. G. ROAD

Calcutta-700 009

কাফেলা [মূল্য ১৬.৫০]

সৈয়দা মোতাহেরা বাণু প্রদীপ্ত এবং ডঃ অমলেন্দু
দে সম্পাদিত।

ভূমিকা : ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য।

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, দাখরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক মূল্যায়ন, সত্যায়ন, গণনাক্রম ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

• • •

আমরা নতুন ও পুরাতন বই স্বল্প সহকারে সরবরাহ
করে থাকি।

• • •

গ্রন্থাগারে দাবতীয় সরঞ্জাম—ঘণ্টা, ক্যাটালগ কার্ড,
বুক পকেট, বুক কার্ড, বুক লেবেল, কার্ড কেবিনেট
ইত্যাদি—ও সরবরাহ করি।

যোগাযোগ করুন :

প্রান্তিক

২৬৫/এম, গোপাল লাল ঠাকুর রোড,

কলিকাতা-৭০০০৩৬

পরিষদ কথা

সভা, সাক্ষাৎকার, স্মারকলিপি

(১লা মার্চ, ১৯৭৮ থেকে ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৮)

১ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক
মন্ত্রী এবং উপ-শিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা)
সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন বিষয়ে স্মারকলিপি
পেশ—

আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পাণ্ডে দে
এবং উপ-শিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা) সঙ্গে বেশ
কয়েকবার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সাক্ষাৎকারের
সময়ে যে সব বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা হল :
(ক) আগামী বিধান সভার অধিবেশনে গ্রন্থাগার আইনের
খসড়াটি উপস্থাপন করা (খ) গ্রন্থ, আসবাব পত্র ইত্যাদি
ক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকার প্লানসর্ট গ্রন্থাগারগুলিকে যে
অনুদান দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন জেলায় ডি.এস.টি.এ.
বিভিন্ন বকম ব্যাখ্যা করার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে
তার অবসান (গ) প্লানসর্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের অ্যাডভক-
বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী নির্দেশনামাত্র কয়েকটি বিষয়
অনুলেখ থাকার ফলে কিছু কর্মী উচ্চতর হারে অ্যাডভক-
পে না পাওয়ার আশঙ্কা (ঘ) প্লানসর্ট গ্রন্থাগারে ২৪ ঘণ্টা
ডিউটি প্রণয়ন অবসান (ঙ) রাজ্য রাসমোহন বার লাইব্রেরী
কাউন্সেল এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অর্বে বিগত ৫, ৬
বছরে গ্রন্থাদি ক্রয় সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছে সে
সম্পর্কে তদন্ত করা (চ) জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পথের
জেলা গ্রন্থাগারিক এক বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ
প্লানসর্ট গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ (ছ)
প্লানসর্ট গ্রন্থাগারে নিয়োগের জন্য ডিক্রুটমেন্ট কল প্রণয়ন,
নিয়োগ স্থানিত স্থানীয় আবেদন প্রত্যাখ্যান, উচ্চতর পদে
নিয়োগ কালে কর্তৃত্ব বোধ্যতা সম্পন্ন প্লানসর্ট কর্মীদের

আবেদন পত্র বিবেচনা করা (জ) প্রতাপচন্দ্র মহাবীর
মেমোরিয়াল লাইব্রেরী খোলার ব্যয়বস্ত করা এবং এই
গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন, ডি.এ. প্রকৃতি বেকার
ব্যয়বস্ত করা (ঝ) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর ভবন
কর্মীর ক্ষেত্রে কনসলিডেটেড বেতন ক্রয়ের অবসান এবং
যথাযথ বেতনক্রম প্রবর্তন (ঞ) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি
পুনর্গঠন কালে জেলা গ্রন্থাগারিককে সহস্র হিসেবে গ্রহণ করা
(ট) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে
গ্রহণ করা (ঠ) বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত
সার্টিফিকেট কোর্স যে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তা
জানিয়ে জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের কাছে সাক্ষীর
পাঠানো (ড) প্লানসর্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে অবসর
তথা মৃত্যুকালীন সুযোগ সুবিধার (পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি)
প্রবর্তন (ঢ) শিল্পক্ষেত্রে অবস্থিত বকীর সাহিত্য পরিষদ
মহকুমা গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হিসেবে
ঘোষণা করা (ণ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত মতাবর্তন
বৃদ্ধির সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন জেলার প্রচার (ত) আমতা
মহকুমা গ্রন্থাগার, তন্ত মালদা বাণী তবন টাউন লাইব্রেরী
এবং মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বেতন
সংক্রান্ত সমস্যা (থ) যে সব কর্মীরা এ্যাডভক-বেতন বৃদ্ধির
স্বাক্ষতার আসেননি (লাইব্রেরীরান্সিপিং ট্রেনিং সেন্টার,
অতিথি হিন্দুস্থান ইউনিটস্ ইত্যাদি) সে সব কর্মীদের
সমস্যা।

এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ২৩শে জুন, ১৯৭৮ তারিখে
বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পঃ বঃ প্লানসর্ট কর্মী সমিতির
পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট এক যুগ ডেপুটেশন
বেতনীয় হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয় (বিপর্যয় বিষয়পত্র
অন্ত গ্রন্থাগার, ১৩৮৫, আবার সংখ্যা ৫৫৭)। এই বিষয়-

গুলি নিয়ে ১৬ই জুলাই, ১৯৭৮ তারিখে আবার গ্রাণাগার বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। এছাড়াও মালদা জেলা গ্রাণাগারের ড্রাইভারের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা, ঢাকী সহকারী জেলা গ্রাণাগারের কর্মরত গ্রাণাগারিকের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা এবং উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রাণাগারের গ্রাণাগারিকের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

২৭শে জুন ১৯৭৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার অর্জিত হয় এবং ঐ সময় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা, সন্মতি রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কলেজ গ্রাণাগারের স্টাক প্যাটার্ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। (স্টাক প্যাটার্ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্মারকলিপিটির অন্ত গ্রাণাগার, ১৩৮৫, আবার সংখ্যা প্রেরণা)।

৩ স্বাভাবিক উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

৩রা আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শঙ্কু ঘোষের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার হয় এবং ১২-৯-১৯৭৭ এবং ৬-২-১৯৭৮ তারিখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তার কোন জবাব না হওয়ার পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখা হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পুনরায় বক্তব্য শোনে এবং সহ-শিক্ষা সচিব মহাশয়কে তাকে বিষয়গুলি নিয়ে পরিষদের সঙ্গে কথা বলতে একা একটি রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করতে নির্দেশ দেন।

২ই আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখে সহ-শিক্ষা সচিব মহাশয়ের সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে পুনরায় কথা বলা হয়। সহ-শিক্ষা সচিব পরিষদের বক্তব্য শোনে এবং জানান যে এই বিষয়গুলি

সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট তিনি শীঘ্রই শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পেশ করবেন।

৩রা আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সন্মতি রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কলেজ গ্রাণাগারের স্টাক প্যাটার্ন সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয়।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয় এবং ডি ডি সি আইসি (এন জি সি) নিকট উত্তরগাড়া কলেজ, মেধিনীপুর কলেজ, কাঁচড়াপাড়া কলেজ, জিহাঙ্গড় কলেজ, হুগলী উইমেন্স কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রাণাগারিক ও সহকারী গ্রাণাগারিকদের ইউ জি সি বেতনক্রমের কিঙ্কসন, বকেয়া বেতন, ইত্যাদি নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

১২-৭-৭৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্যের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার হয়। ঐ সময় বি. লি. এল. সি কোর্সে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দাবি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন এই সব বিষয় নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

৫ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও ইউ জি সি'র চেয়ারম্যানের নিকট পত্র প্রেরণ

আমাদের দেশের গ্রাণাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণাগার কর্মীদের অন্ত ঘোষিত ইউ জি সি বেতনক্রমের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে স্মারকলিপি ৩-১২-৭৭ তারিখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয় তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়।

অনুরূপভাবে ইউ জি সি'র চেয়ারম্যানের কাছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণাগার কর্মীদের বেতনক্রম ও অন্ত

সংগঠিত বিষয় নিয়ে যে আয়কলিপি পেশ করা হয় তার কথা
শ্রবণ করিয়ে দিয়ে এবং এই সম্বন্ধে ইউ জি সির সিদ্ধান্ত
জানতে চেয়ে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়।

উক্ত চিঠিই কোন উক্ত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৬ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিলমের
রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির আহ্বানকথের
পরিষদ সভায় পরিচর্যন এবং আলোচনা।

রাজ্য রায়মোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিলের রাজ্য
পরিষদ্বারা কমিটির আহ্বায়কতা ২৩শে মে পরিষদ্ব ভবনে
আলেন এবং তাঁদের চা চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। অহুঠানে
সভাপতিত্ব করেন পরিষদ্বের সভাপতি শ্রীকনিদূষণ রায়।
পরিষদ্বের কর্মসচিব রাজ্য রায়মোহন রায় লাইব্রেরী
কাউন্সিলের কার্যধারা এবং পুস্তককর নীতি সম্পর্কে বক্তব্য
দাখেন। রাজ্য পরিষদ্বনা কমিটির কয়েকজন আহ্বায়ক
তাঁদের নিজস্বের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য
দাখেন।

৭ বিভিন্ন কর্মোৎসব সমন্বিত মিলে আনন্দমণি

আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কিছু কবীর
বেডন, ডি. এ. ও পুস্তকখানা নিয়ে বিভিন্ন স্তরের কঠোর
নিকট স্বাক্ষরিত দেওয়া হয়।

॥ পরিবহের আହম্মার পূର୍ବগঠন ॥

বকীর গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারে গৃহীত গ্রন্থ ও পত্র-
পত্রিকার পুস্তক সন্ধান, সূচী করণ, বঙ্গীকরণ ইত্যাদি
কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিষদের গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে

ଆକାଶ ଛାଉଛାଉଣୀର ଗପ ୧୦ଟି ଲେଖକ, ୧୯୭୭ ଥିକେ ଏହି କାଳେର ହାସିଆ ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

পরিবহের গ্রন্থাগার ইকুইপমেন্ট লেন থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই গ্রন্থের পুস্তক সন্ধান গণনা (stock taking) করা হয়। পরিগ্রহ সংখ্যা (Accession Number) অস্থায়ী মোট পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২,৬৩৮ হলেও, গণনার পর দেখা যায় গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২,২৯৩। অর্থাৎ ৩৪৫টি পুস্তকের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি।

বক্তা ও প্রেক্ষাগৃহে গণিতের প্রাচীন উদ্ভাবন। এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছেন গণিত ৩-শে বর্ষ, ১৯৭৮। এই সময় প্রকল্পে মোট ১৫০০ খানি পুস্তকের স্টাটী, বন্টীকরণ, পুস্তক ভালিকা ইত্যাদি বাবতীর কাজ শেষ করা হয়।

চলতি বৎসরে গ্রন্থাগারে আরও ২২৪টি বই সংযোজন করা হয়। কলে পরিষদের ছাত্র, শিক্ষক ও লব্ধনের কাছে পরিষদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে পরিষদের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও এই গ্রন্থাগার বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতেন।

এই পুনর্গঠনের কাজে যীশু সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে সব্বশ্রী অনিত্যক দাস, অশোক মিত্র, চক্রপাণি মজুমদার, চন্দনা চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুবিকা দাস, পিনাকী সুখোপাধ্যায়, দেবানীষ সুখোপাধ্যায়, কুমার দাস, মারা বে ও শীলা ভট্টাচার্যের নাম সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগারের বোধ্য বই—

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা [প্রতি খণ্ড টাঃ ২৫.০০]

তারশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

৩ খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) । [প্রতি খণ্ড টাঃ ৪০.০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

২ খণ্ডে সমগ্র রচনা । ১ম—উপভাস (১৪) [২০.০০]

২য়—সাহিত্য [২২.০০]

মধুসূদন রচনাবলী

১ খণ্ডে ইংরেজি ও চিঠিপত্রসহ সমগ্র রচনা । [২২.০০]

[প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আন্দোলিত]

- চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃত্তান্ত [১০.০০]
- স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে [২০.০০]
- প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য [২৫.০০]
- বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১৫.০০]
- কালিকট থেকে পলাশী [৬.৫০]
- বাংলার কীর্তন ও কীর্তনোন্নয়ন [১০.০০]
- সংস্কৃত নাটকের গল্প [৮.০০]
- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি [১০.০০]
- ঠাকুরবাড়ীর কথা [১২.০০]
- রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী [৪.৫০]
- বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেন [১০.০০]
- উদাত্ত [১০.০০]

সা হি ত্য স ং স দ্ধ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০২

। গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিও ।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন কেবল আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারস্বত্বাধীনের কাছে পত্রিকা নিরবিত্ত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে

| বিজ্ঞাপনের হার | | |
|----------------|--------|--------|
| বিজ্ঞাপন | সাধারণ | বিশেষ |
| সংখ্যা | সংখ্যা | সংখ্যা |
| (টাকা) | (টাকা) | (টাকা) |
| প্রথম : ১০ দিন | ৩০০ | ৪০০ |
| ২য় : ১০ দিন | ২৫০ | ৩৫০ |
| ৩য় : ১০ দিন | ২০০ | ২০০ |
| ৪য় : ১০ দিন | ১২৫ | ১০০ |
| ৫য় : ১০ দিন | ১০০ | ৮০ |
| ৬য় : ১০ দিন | ৮০ | ৬০ |
| ৭য় : ১০ দিন | ৬০ | ৪০ |
| ৮য় : ১০ দিন | ৪০ | ২০ |
| ৯য় : ১০ দিন | ২০ | ১০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১০৪, সি আই টি বীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬০

। পত্রিক প্রকাশিত করেকটি কই ।

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য ২০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র গ্রন্থাগার গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan - Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য ২.০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩.০০

মাকিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৫.০০

আড়াই হাজারের বেশি নির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল বসু—বঙ্গীয় সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য ২.০০

ডঃ অমিত্য ওহরেকার—গ্রন্থবিজ্ঞ। মূল্য ৪.০০

বাঙ্গী বসু (সহঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য ৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাহিত্যিক পত্রের গ্রন্থাগার তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের দ্বার্ষিক জরুরী সংখ্যা ১৯৬২।

মূল্য ৫.০০ [ব্যাখ্যান ৮.০০]

খ্যাতিমান কৃষ্ণকুমারী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর ঘটনার সম্বন্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পত্রিকা

পি-১০৪ সি. আই. টি. বীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1.50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 4

August 1978

GRANTHAGA

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers
should be addressed to :

The Editor, Granthaga
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudrance
131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

প্রত্যাশার

বঙ্গীয় প্রত্যাশার পরিষদের মূখ্যপত্র

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৮-৬

ভাঙ্গ-আশ্বিন, ১৩৮৭

মুঠা

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| সম্পাদকীয় | ১১০ |
| শ্রদ্ধাঙ্গণের ৮টি | |
| —অদিত্য দাস | ১১১ |
| প্রত্যাশার আইনের সম্বন্ধে ও প্রবন্ধের দাবীতে | |
| ৬ই ফেব্রুয়ারি মহাকরণ অভিমান | ১১৫ |
| নবোদয় পত্রিকা : পরিচিতি ও বচনাপত্র (৬) | |
| —জননীল দাস | ১১৭ |
| সত্য, সমিতি, সাক্ষাৎকার | ১১৮ |
| প্রত্যাশার সংবাদ | ১১৯ |
| ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১ম কার্টিজাল সভা | ১২০ |
| A notice of Grant of Interim Dearness Allowance to the staff of the non-Govt. Educational (Aided/ Sponsored) Institutions and staff of the Univer- sities etc. | ১২১ |
| English Abstracts by Gouri Banerjee and Dipak Kumar Roy | ১২২ |
| সংবাদ | ১২৩ |

১২৩

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রন্থাগার সংগ্রহশালার কর্মী ও জেলাশাসী সম্মুখ
সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে।

সাম্প্রতিক অক্টোবর ৬ তারিখের দ্বারা বিপুল অর্থ কতিব মতো এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালা-
গুলিও পড়েছে। এ কতিব ক্রিচালে কতখানি পূরণ বর যাবে তা আমাদের ধারণায় বাইরে। এখন পর্যন্ত যা অবস্থা
আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে কতিব পরিমাণ বিপুল। বহু যুগাবান পুস্তক সংগ্রহ, অনেক প্রাকৃতিক সংগ্রহ
আমরা সংগ্রহে।

যাইহোক, এটি অবস্থার মধ্যেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এখনও নষ্ট হয়নি, তা পুনরুদ্ধার করা। আর যা
নষ্ট হয়েছে তা কতিবপূরণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

আমরা সমগ্র কতিবগ্রন্থ গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা; গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থ কতিব বিপুল বিবরণ
পরিষদ অফিসে পাঠানোর অনুরোধ রাখছি আর এই সংগে পরিষদের জেলাসভা সম্মুখে এটি সমগ্র অর্থ কতিব হিসাব
সংগ্রহের বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যদি জেলাশাসী সমগ্র এটি সমগ্র অবস্থার সংগ্রহ করে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বক্ষণ
পেশ করব।

প্রবীর দাস চৌধুরী

সম্পাদক

(নিম্নলিখিত সংবাদ সমগ্র পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান)

- ১। প্রতিমানে নাম/ঠিকানা
- ২। কতিবের গ্রন্থাগার/সংগ্রহশালা
- ৩। অর্থ কতিব বিবরণ ;
 - ক। অর্থ কতিব সংক্ষিপ্ত বিবরণ—
 - খ। মোট অর্থ কতিব আর্থিক পরিমাণ
 - গ। গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা, ও অন্যান্য সংগ্রহের কতিব পরিমাণ
 - ঘ। গ্রন্থাগার/সংগ্রহশালা কতিব পরিমাণ
 - ঙ। আসবাবপত্র ও অন্যান্য আর্থিক নিমিত্তের কতিব পরিমাণ
 - চ। গ্রন্থাগার (Mobile van) এর কতিব পরিমাণ
- ৪। কতিবগ্রন্থ কর্মীর কতিব প্রকৃতি ও পরিমাণ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণ

সম্পাদক : অক্ষয় রায়

সহযোগী শাখা : অসিতা ভদ্রা

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৫-৬

ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

সম্পাদকের দায়িত্বগুলির মধ্যে নিম্নমিত্ত কয়েকটি বের করা, ভাল লেখা জোগাড় করা, ভাল চাপান চিন্তা কর্তব্যের সঙ্গে সম্পাদকীয় লেখার কাজটিই অসম্ভব। নতুন সম্পাদক হিসাবে সে দায়িত্ব অঙ্গীকার করার মিশন মনে

এই বঙ্গ বিপ্লব দলিত বাংলায় চারদিকে আশি মাতৃষের চাংকাব আর দীর্ঘশ্বাস জাড়া, এট মূর্ছতে আর কিছু বড় মনো, আমর এসময় জানিনা কতজন গ্রন্থাগার কর্মীর সঠিক কাজ করি হয়েছে, জানিনা কত বইপত্র ফলে মিলে নর হয়েছে, কত অমূল্য পুঁজি চিরদিনের মত মানব সভ্যতার ঐতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সবটুকু কি প্রকৃতির কদ বোঝে। আমর মাত্রম, সঙ্গীর জেট জীব, যাব কল্পন থেকে নিববিকল্পভাবে লড়াই চালিয়ে আসছে প্রকৃতির সঙ্গে—আমর তাকে কষ্টটুকু মকল তর্জিত। প্রথম মনে আসা স্বাভাবিক আমর কি সঠিক পরিকল্পনা করে এসেছি

চীনদেশের হোয়াংহো নদীকে তেঁা “চীনের দুঃখ” বলে কহে—কই আজ আমর তেঁা “জানিনা” সেট নদীর বজ্রব কথা। এটা কি স্বাভৌতিক আলোচনা হয়ে যাচ্ছে? তবে

বঙ্গ গ্রন্থাগার যদি তেঁা কেজ হয় তবে গ্রন্থাগারিকে তেঁা স্বাভৌতিক স্রবের উদ্ভব মনে হবে নিশ্চয়

বঙ্গের মত সাপেক্ষের মিলে মিশে, সম্পাদক গ্রন্থাগার কর্মীর যুগ্মময়ীর বজ্রবৎ কঠিনে তেঁা তাকা মনে পেরেছিলে পরিষদ সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আবেদন করেছেন অর্থ সাহায্যের জন্য, সেটা তেঁা মনো সাপেক্ষ হয়েচে, তা শীঘ্র গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি সাপেক্ষ করেছেন তেঁা তেঁা তাকান যুগ্মময়ীর হাত কঠিনে কমা দেয় হয়েচে। সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আবেদন আরম্ভ সাহায্য মিলে। গ্রন্থাগার কর্মীকে তেঁা আমর চরিত্র পূরণে সহায়ক করতে পারি তার চেটা করা আমাদের স্বাভাবিক সামাজিক স্বাভৌতিক কর্তব্য। সবকালের কাছে আমাদের আবেদন আশা করি যেমন মাতৃষের প্রাচ্যাত্তিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার চেটা করবেন তেঁা মিলে। গ্রন্থাগার তেঁা সমগ্র কর্মীর মিলে মিশে বজ্রব সাহায্য মকল তর্জিত করে পুনর্গঠিত হয়ে আমাদের মিলে মিশে সঠিকভাবে চাড়াতে পারে

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই

অমিতাভ দাস

বোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭৮-এর Summer Session-এর Admission Test-এ একটা প্রশ্ন এসেছিল। প্রশ্নটা ছিল, পথের পাটলীর লেখক কে? অনেকেই উত্তর দিয়েছিল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই যে কামাহীন অজ্ঞতা, এর জন্য দায়ী কে? অনেকেই তাদের দায়ী করলেও আমি দায়ী করব আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে। ছোটবেলা থেকে বই পড়ার অভ্যাস বা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাদের করে দেওয়া হয়নি। ফলে তারা যে ভিম্বিরে ছিল, সেই ভিম্বিরেই রয়ে গেছে।

এই অব্যবস্থা বাতে বেশীদিন না চলতে পারে সেইজন্য পূর্বের জায় এয়ারও (১৯৭৭) ২০শে ডিসেম্বর “গ্রন্থাগার দিবস” উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো দাবীর সঙ্গে এই দাবীও জানানো হয় “শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই, ভালো ভালো বই চাই”। কিন্তু শুধু দাবী জানানোই হবেনা, শিশুদের গ্রন্থাগার ও তার ব্যবস্থা কিরকম হবে সে সবচেয়ে মোটামুটি একটা হাল্কা ধারণা থাকা দরকার।

শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদীকার সাহায্যে সম্পূর্ণ মাত্ৰব করে তোলা, দেশের ভাতীর সরকারের কর্তব্য। শিশুগাই দেশের ভাবী নাগরিক ও পরিচালক। অথচ অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় এই রকম সব জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তিগতভাবে বা সম্ভবতভাবে দেশের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন, যখন সরকার থেকেছেন নীরব। পাঠাগারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই আজ সকলের চেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারের। তাকেই এগিয়ে এসে এই বিশাল সংখ্যক শিশুকে অজ্ঞতার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের সবুজ যমকে

জাগিয়ে তুলতে হবে পাঠাগারের মাধ্যমে।

শিশুদের সঙ্গে যদি বই-এর একটা আভাবিক আকর্ষণ পড়ে না ওঠে, অথবা এই সম্পর্কটি যদি শুধু বিদ্যালয়ের কঠোর, পঙ্কীয় পাঠ্য পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে শিশুদের বা কতি হয়, তা কোন ক্রমেই পূরণ করা সম্ভব নয়। সময়ের হুত্তর পারাবারে শিশুরা সবেমাত্র তাদের জীবনন্তরী ভাসিয়েছে, তাদের এই যাত্রা সকল করে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের দিতে হবে বহুত: জীবন সংগ্রামে এঁদের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সম্যকভাবে উপলব্ধি না হলে কখনও গ্রন্থ পাঠের জন্য যথোচিত আগ্রহ জন্মতে পারেনা। গ্রন্থ-পাঠ যে শুধু অবসর সময়ের চিত্ত বিনোদনের উপায় নয়—এটা: অবসরবিহীন কর্মব্যস্ত লোকেরও সাকল্য অকনের অন্ততম প্রেরণা। এই শিক্ষাটা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করা উচিত। আর সারা জীবনের অভ্যাস ব্যতীত গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত অহরহা গজান সহজ নয়। তাই সলাপ, সামাজিক ব্যবহার প্রকৃতি যেমন বাল্যেই শিক্ষণীয় তেমনি বাল্যকাল হতে গ্রন্থাহরণও অর্জন করবার চেষ্টা উচিত।

প্রায়শ:ই দেখা যায়, শিশুরা অপরিমিত কৌতূহল নিয়ে একের পর এক বই পড়ে বাচ্ছে। এবং এর জন্য তারা গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়। গ্রন্থাগার থেকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন ধরনের বই-ই নিতে পারে; এবং তাৎকালে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়—এই জেলীর বইও তারা পড়ে। হতে পারে এই বইগুলি নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বা শিশুদের বিকৃতি ও ক্ষতিকর মনোবিকারের কারণ। বহুত: রোমাঞ্চ কাহিনী, অসংযত পত্রিকা—বেঙলির

বাইয়ের একটা আকর্ষণীয় চটক আছে—সেগুলো শিশুদের তুণু কতিই করে। যদি আমরা এই কতি বন্ধ করতে চাই এবং শিশুদের সত্যিই উপকার করতে চাই তবে তাদের শিশু-মনের গল্পস্পৃহা খোঁজা কঠিন। তবে শিশুদের জ্ঞত, সম-মিক দিয়ে তাদের উপযোগী সমস্ত বই তাদের সরবরাহ করতে হবে। এবং তা একমাত্র সম্ভব উন্নততর বই-এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গিত ভালো শিশু গ্রন্থাগারের সাহায্যে।

দুটি উপাদেশিতরা অগ্রসর হতে পারে—নিজের পারি-পার্শ্বিক সম্বন্ধে সকল জ্ঞান তাকে আহরণ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার গঠনস্পৃহা বাড়ানো ও পাঠের অহীনালন। যে মনে পরিপুষ্ট হয়ে শিশুদের এই পৃথিবীর যোগ্য হতে হবে। তাদের এই পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য সর্বাঙ্গের অধিক প্রয়োজন একটি পাঠাগারের। যে পরিচালন পুস্তক শিশুদের চাহিদা মিটাতে পারে, খুব কম লোকই ব্যক্তিগতভাবে তা শিশুকে দিতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় অনেক গ্রাণ্ডবরক লোকও তাদের পক্ষে বড়টা জানা ও পড়াশুনা করার প্রয়োজন ছিল, তা করেন না; এবং তার অন্ততম কারণ উপযোগী ও পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাব। মুষ্টি-মের কয়েকজন অবশ্য পারেন নিজের বই-এর সংগ্রহ রাখতে কিন্তু শিশুদের পক্ষে একটি দুটি সম্ভব হলেও বেশী বই কেনা সম্ভব নয়। আর কিনতে পারলেও তার নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই একজন গ্রাণ্ডবরক অপেক্ষা একটা শিশু পক্ষে হৃদয়, স্পর্শকল্পিত পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। লেখান থেকে সে তার শিশুদের আবহাওয়ার খোঁজা পাবে এবং তার মনের বিকৃতি খটে নানা জ্ঞেয় পুস্তকের সংস্পর্শে এসে, বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের দ্বারা সম্ভব নয়।

হৃদয়ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কয়েকটি ভিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, সরকার এই গ্রন্থাগারের ব্যয়ভার বহন করবে ও বলা বাহুল্য সব শিশুই এটা বিনা ভর্তুকি ব্যবহার করতে পারবে। সবাই ধর্ম ও নীতি—নির-পেক্ষভাবে সমানভাবে বই পড়ার সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়তঃ,

শিশু গ্রন্থাগার শিশুদের, তাদের অভিভাবকদের এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী কর্মীদের একই সঙ্গে শিকা দেবে। বিভিন্ন প্রকার মানস গঠন অহুদারী দ্বারা একা একা অহুদালন ও চিন্তা করতে ভালবাসে, অথবা দ্বারা সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দ্বারা শিকার সম্প্রদায়ণ চায়—প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখানে থাকবে। তৃতীয়তঃ শিশু গ্রন্থাগারও যে সমগ্র জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ তা মনে রাখতে হবে। বক্তৃতা শুধু যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, তার বেশী সুযোগ সুবিধা ছোটদের দিতে হবে। চতুর্থতঃ, যদিও পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার দ্বারা সব মাইলকে শিকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবুও আমাদের দেখতে হবে, দ্বারা সহজে থাকে এবং দ্বারা হৃদয় গ্রামে থাকে—সবাই বেন পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পায়। এর জন্য সময় ও অর্থ দুইই প্রয়োজন। তবু এই পরিকল্পনাকে ক্রটিপূর্ণভাবে উপস্থিত করতে হবে।

শিশুগণ বেখানে বলে বই পড়বে—তার পরিবেশটি অতি হৃদয় দণ্ড দণ্ডকার। এখানে ছোটদের আঁকা নানারকম চিত্র থাকতে পারে। তাছাড়া দেশের মনীষীদের চিত্র ও বাণী পাঠাগারের সৌন্দর্য ও মধ্যমা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। শিশু পাঠাগারের প্রাচীর চিত্র এমন হবে যে, তা বেন ছোটদের কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করার কাজে সাহায্য করতে পারে।

গ্রন্থাগার বৃদ্ধি করার প্রথম পদ্য হচ্ছে গ্রন্থাগারের বইয়ের সংগ্রহের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নতুন বইগুলি একটা আলো তাকে গ্রন্থাগারে ঢোকার মূহে রাখা যেতে পারে অথবা বইয়ের মলাটগুলি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের পড়ার ঘরের সামনে একটা বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

অবশ্য বইয়ের বিবরণবস্তুর দিকে আকর্ষণ করার সময়েই ভাল উপায় হচ্ছে বইয়ের গল্প কথা (Book Talk)। 'বুকটক'-এর প্রধান উদ্দেশ্য বইয়ের বিবরণ সম্বন্ধে পাঠকের উৎসাহ সৃষ্টি করা। বইয়ের বর্ষা মূল্য নির্ধারণ করা এবং

পন্থ্যাকভাবে পাঠকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

শিক্ষা গ্রন্থাগারে যেমন গ্রন্থের ব্যবস্থা থাকবে, যেমন তাহাদের সুবিধাজনক অভ্যাস আয়োজন থাকবে, তেমনি গ্রন্থাগারে শিক্ষণের বাতে আগ্রহ জন্মে তারও বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণের গল্প বলতে হবে, তাদের গান গুনতে দিতে হবে, তাদের প্রশ্ন করতে দিতে হবে, শিক্ষণের গল্প বলতে উৎসাহিত করতে হবে, তাদের অভিনয়, আবৃত্তি, আলোচনার সুযোগ রাখতে হবে। এককথার শিক্ষণের গ্রন্থাগার হবে শিক্ষণের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে শিক্ষণের আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন, আপনাকে বিকাশ এবং প্রকাশ করার বিচিত্র সুযোগ ও ব্যবস্থা পাবে।

শিক্ষা-গ্রন্থাগার সংগঠনের একটি বিশেষ বিষয় যেন রাখতে হবে যে, শৈশবেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে। কেমন করে পুস্তকখানার হতে পুস্তক নাগাতে হয়—পুস্তকের কাগজগুলি যদি ঘটনাক্রমে কাটা না হয়ে থাকে, তবে গুটা কেমন করে কাটতে হয়, হাতে থুথু লাগিয়ে পাতা উন্টোবার দোষ, পঠিত অংশে পাতা মুড়ে রাখার কতি, গ্রন্থাগারে নীরব থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা পাঠাগারে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া কেমন করে গ্রন্থ-পুঠী (catalogue) হতে পুস্তকের হুচনা বার করতে হয়, কোষগ্রন্থ (Encyclopaedia) হতে কিতাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, এই সব শিক্ষাও এই সময় হতে দেওয়া উচিত।

অন্য ক্ষেত্রে শিক্ষণের চুটো ভিনিস শেখালেই যথেষ্ট,—বইয়ের বন্ধ এবং গ্রন্থাগারে চলাকোরার নিয়ম। একটু বড় শিক্ষণের উপযোগী এই সময় শিক্ষা ছাড়াও আরও কয়েকটা ভিনিসপত্র অগোছাল করা, ঝগড়া করা, টেটিয়ে কথা বলা, হুড়ের হাতিয়ার হিসেবে বই ব্যবহার করা ইত্যাদি লুপ্তাসগুলি সর্বদা সচেতন করতে হবে। এক কথার পাঠাগার ব্যবহার করতে হলে যে সময় নিয়ম পৃথল্য পালন করা উচিত তা এই সময় হতে শিক্ষণে অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীপ গ্রন্থাগারিকের সুবিধেযত ছাত্রছাত্রী-দের গ্রন্থাগার বেধাতে নিয়ে বেতে পাবেন। ছোটদের গ্রন্থাগার বেধানোর উদ্দেশ্য বইপত্রের ঠিকমত ব্যবহার শেখান। ছোট থেকেই তাদের জানা উচিত গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থের আগার নয়, হাতে লেখা পুঁথি, আলোক-চিত্র, গ্রামাকোন বেকর্ড, নানান ধরণের সংবাদপত্র এবং পত্রিকার ভাণ্ডারও বটে।

শিক্ষা গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কোন শিক্ষণ ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রতিটি শিক্ষণ মানসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বই নির্বাচন করা আবশ্যিক। সঠিকভাবে বই নির্বাচনের জন্য শিক্ষণের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কি ধরণের বই পড়ার জন্য দেওয়া উচিত তা ভাল করে জানা সরকার। বলাবাহুল্য অভ্যাস সাহিত্যের মতো শিক্ষা-সাহিত্যেও কিছু সংখ্যক অনভিজ্ঞদের ভীড় জমে উঠেছে। বার বার কেবলমাত্র শিক্ষা গ্রন্থাবলীর ব্যক্তি সংখ্যা গুলই বেড়ে উঠেছে, কিন্তু শিক্ষণমোহাবোগী সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। কি ধরণের বই শিক্ষণমকে আকৃষ্ট করবে, কোন্‌ রচনা ছোট শিক্ষণ উপযোগী হবে, গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সরকার।

নির্বাচিত বই-এর মানকে শিক্ষণ মানসিক অগ্রগতির সাথে সাথে ভাল রেখে চলতে হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষণ পাঠা-গ্রন্থের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। নির্বাচিত বই অবশ্যই শিক্ষণ নিকট বোধগম্য ও সহজ পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক বই সাহিত্যমূল্য এবং পুষ্টিকর হওয়া সরকার। বস্তুত: শিক্ষণের উপযোগী বই হুল'ত। প্রচুর ছবি বহিন রঙের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণমকে আকৃষ্ট করার মত পুস্তক আদ্যের মেনে প্রায় প্রকাশিত হয়না। কোন কোন বইয়ের মলাটের ওপর যদিও বা ভাল ছবি থাকে, কিন্তু তেতরের কাগজ বড়বড় সম্ভব নিকটই হয়ে থাকে। শিক্ষণের পুস্তকের অক্ষর বড় হরকের হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষণের পুস্তকে বিষয়বস্তুর সহিত যথেষ্ট কল্পনার কেন্দ্রও থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণের জন্য কল্পনাকার পুস্তক না হওয়াই উচিত। শিক্ষণের বই

হওয়া প্রয়োজন একাত্তাবেই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। অবশ্য একবা সভ্য তাত্ত্বিক আলোচনা শিল্পমনের উপযোগী নয়—বরঞ্চ যে অবস্থায় তখনটি আবিস্কৃত হল সেই কাহিনী তাদের পক্ষে কঠিন ও উপযোগী। তাই নির্বাচিত বইয়ের বিবরণ বহু বেন কখনই শিল্প বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতাকে ছাপিয়ে না যায়। শিল্পের জন্য নির্বাচিত বই-এর ভাষা তার মানসিক গঠনের সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারে শিল্পমনের বই নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অবশ্য প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হবে। শিল্পমনের এই সাহায্য এমনভাবে করতে হবে যাতে তারা না বুঝতে পারে। কেননা এই ধরনের প্রচেষ্টা তাদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করলে শিল্পমনের জ্ঞানবাহর ইচ্ছাকে গমিয়ে দেবে।

শিল্প গ্রন্থাগারে সবক্ষেত্রেই অবাধ অধিগম্যতা (Open access) থাকা প্রয়োজন। কারণ শিল্পের কোন বিশেষ ধরনের চাহিদা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসে না। সব কিছু হাতের কাছে পেলে সে তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত বই অনেক সময় বেছে নিতে পারে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীরও দায়িত্ব আছে। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিল্প মনের গতি ও আগ্রহ কোন্ দিকে তা বুঝে তাকে উপযুক্ত বই সরবরাহ করা। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও দেখান উচিত। শিল্প গ্রন্থাগার পরিচালনার দীর্ঘদিনীতিনিষ্ঠা সফল ও সহজ হওয়া উচিত, যাতে প্রয়োজন হলে শিল্পরাই বেন নিজেরাই তা পরিচালনা করতে পারে।

এবার শিল্প গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা কিরকম হয়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। শিল্পমনের গ্রন্থাগারিকদের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাক' দরকার। শিল্প গ্রন্থাগারিকদের সর্বদা শিল্পমনের মধ্যে থেকে তাদের জন্য কাজ করতে হয়। ছোটরা বড়বড় ছটকটে, চকল, তারা একবারগার বেনীক্ষণ বসে থাকবে না, এটা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাই শিল্পমনের সঙ্গে বড়ার পর বড়ী ঠাণ্ডা মেজাজে কাজ করার জন্য সহিষ্ণু ও বৈধনীয় ব্যক্তি চাই। সেজন্য এ কাজে ছেলের চেয়ে মেয়েদের বেশী উপযুক্ত মনে হয়। শুধু

শিল্পমনের সঙ্গে মিশলেই হবে না, সহায়কত্বের সঙ্গে শিল্পমনের খৌজ-খবর নিতে হবে। তবেই উপযুক্ত শিল্প গ্রন্থাগারিক হওয়া বাবে। এ ছাড়া তাঁকে গ্রন্থাগার গঠনের এবং পরিচালনার আধুনিকতম দীর্ঘদিনীতিনিষ্ঠা সম্বন্ধে ওদাকি-বহাল হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারিককে বই সম্বন্ধে বাবতীয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে হবে, যেমন, বই নির্বাচন, কেনাবেচা, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি। গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে।

তৃতীয়তঃ, তাঁর নিরন্তর জ্ঞান ও জ্ঞাত নিদাত পৌজানোর ক্ষমতা থাকা চাই। আমাদের দেশে শিল্প গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বিশেষ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার যার মাধ্যমে শিল্প গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা শিল্প মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। আমার ধারণা, শিল্প গ্রন্থাগারিকরা যদি মন্টেনারী ট্রেনিং নিয়ে নেয় তবে মনে হয় শিল্প গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে সুবিধা লাভ করবে।

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে চলে আমাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়ে শিল্পমনের প্রতি অধিক-তর দৃষ্টি দিতে হবে। শৈশব থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আমাদের শিল্পরা একদিকে যেমন বলিষ্ঠ, কর্মসল, জ্ঞানবান ও সুশীল হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমন বেনীলংখ্যক শিল্পমনের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক হওয়ার আমাদের গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা বর্তমানে বেড়ে বাবে। তাই জাতির বার্ষিক জন্য, অধিকতর জ্ঞানপিপাসার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্য আমাদের শিল্পমনের জন্য গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করতে হবে।

সেজন্য দেশ গড়তে ধারা মাত্র জ্ঞান, বিশুদ্ধতা দূর করতে ধারা উৎসুক তাঁরা আগামী দিনের দিকে চেয়ে বর্তমান শিল্প ও কিশোরদের শিল্প গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দৃষ্টি ও সফল মন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসুন।

॥ গ্রহাগার আইনের সম্বন্ধে ও প্রশ্ননের দাবীতে ৬ই সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযান ॥

রাজ্য সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহাগার আইন প্রশ্ননের অল্প বে উত্তোগ নিয়েছেন তা সার্থক করে তোলার জন্য এবং রাজ্যের বিধানসভাকে এই আইন গ্রহণের অজরোধ জানাবার জন্য বঙ্গীর গ্রহাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রহাগার কর্মী সমিতি দুজনে ৬ই সেপ্টেম্বর (বুধবার) ১৯৭৮ তারিখে বেলা ৩টার সময় কলেজ স্কয়ার থেকে মহাকরণ অভিযানের আয়োজন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই অভিযান কলেজ স্কয়ার থেকে বিধানসভা অবধি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক উপলক্ষে বিধানসভার অধিবেশন মূলত্ববী থাকায়, পরে স্থান পরিবর্তন করে মহাকরণ অভিযান করা হয়। এই অভিযান সার্থক করে তোলার জন্য জাতীয় গ্রহাগার এবং এসিয়াটিক সোসাইটি কর্মী সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং মিছিলে অংশ গ্রহণ করে।

গ্রহাগার কর্মী ও সমর্থীরা নিম্নের অবগত আছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনী ইচ্ছাহারা এই রাজ্যে জনস্বার্থমুখী নিঃশুল্ক আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রহাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীকে একটি সার্বিক আইন প্রশ্ননে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে শিলা অধিকর্তা (D.P.I.)-এর নেতৃত্বে গ্রহাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। বঙ্গীর গ্রহাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই কমিটির বিবেচনার জন্য একটি খসড়া বিল পেশ করা হয়। উক্ত কমিটি ঐ বিলটি বিচার বিবেচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন। রাজ্য সরকার এই বিলটি বর্তমানে বিবেচনা করে দেখছেন এবং শীঘ্রই বিধানসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :

১ নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রহাগার ব্যবস্থার স্থাপন

প্রস্তাবিত আইনটির প্রধান বিষয় হলো সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিনা টাকার সুসংবদ্ধ গ্রহাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ধরনের গ্রহাগার ব্যবস্থা সমগ্র রাজ্যের জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার প্রসার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

২ গ্রহাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট

সমগ্র রাজ্যে নিঃশুল্ক গ্রহাগার ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি পৃথক 'ডাইরেক্টরেট' এর স্থাপন করা হয়েছে।

৩ সাধারণ গ্রহাগার ব্যবস্থার বর্তমান ভিত্তি

গ্রহাগারগুলিতে উন্নততর কার্যধারার প্রবর্তন এবং পরিচালন ব্যবস্থার যৌক্তিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সনত স্পনসর্ড গ্রহাগারগুলিকে পুরোপুরি সরকারী আওতার নিয়ে আলাদা বিশেষ প্রয়োজন।

৪ রাজ্য শিলা বাজেটের শতকরা ১৫ ভাগ সাধারণ গ্রহাগারগুলিতে ব্যয় করতে হবে

বর্তমানে রাজ্য শিলা বাজেটের শতকরা এক ভাগেরও কম গ্রহাগারে ব্যয় করা হয়। এই অল্প পরিমাণ অর্থ

উপযুক্ত গ্রহাগার পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত কম। উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বসড়া গ্রহাগার বিলে রাজ্য শিক্ষা বোর্ডের শতকরা ২.৫ ভাগ ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫ পরিচালার কাঠামো : জিহ্বার ব্যবস্থা

বসড়া আইন অনুসারে গ্রহাগারগুলির উপর রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও গ্রহাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে জিহ্বার বিশিষ্ট উপদেষ্টা মণ্ডলীর সুপারিশ করা হয়েছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলীই গ্রহাগার এবং গ্রহাগার ব্যবহার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য সামগ্রিকভাবে সুপারিশ করবেন। এই গুরুত্বগুলো হলো :—

ক। প্রত্যেক গ্রহাগারের জন্যে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী

খ। জেলা গ্রহাগার বোর্ড

গ। রাজ্য গ্রহাগার কাউন্সিল

৬ বর্তমান জন-পরিচালিত টাঙ্গা ভিত্তিক গ্রহাগারগুলির কৃমিকা

অল্পসংখ্যক গ্রহাগারকে গ্রহাগার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসাধারণকে সেবা করার মত অবস্থা এসেছে নেই। একজন 'বিলে' জন-পরিচালিত টাঙ্গাভিত্তিক গ্রহাগারগুলিকে (সংখ্যা ৪১০০), গ্রহাগার আইনের আওতার আনার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়াও এই ধরনের গ্রহাগারগুলিকে নিরমিত অর্থ ও অত্যন্ত সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে তারা জনসাধারণকে উন্নততর পরিষেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।

৭ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রহাগারের কৃমিকার উপর গুরুত্ব

প্রস্তাবিত বসড়া বিলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রহাগারটির গুরুত্বপূর্ণ কৃমিকা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি গ্রহাগারটিতে সমগ্র রাজ্যে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা জমা হবে আইনগতভাবে, এর কলে রাজ্যজন্মে তথ্য সমাবেশ ও তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার এবং এই সেপ্টেম্বর প্রাকৃতিক হুঁসিগহেতু আশা করা দিয়েছিল, আশঙ্কিত সমাবেশ হবেন। কিন্তু সমস্ত ধারণা ভেঙে গিয়ে দেখা যায়, বহু গ্রহাগার কর্মী, পাঠক ও গ্রহাগার দরদী মিছিল ও সমাবেশে বোগ দেওয়ার জন্য বন্যা ও প্রাকৃতিক হুঁসিগকে উপেক্ষা করে কলেজ ছোড়ারে জমায়েত হন। কলেজ ছোড়ারে জমায়েত গ্রহাগারকর্মী ও দরদীদের সামনে গ্রহাগার আইনের সমর্থনে বক্তৃতা দেন মহঃ শাহেজুজা এম. পি. জিহ্বিত কনক মুখোপাধ্যায় এম. পি. এবং টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সঙ্গত জিহ্বনীল বহু। তাঁরা বলেন, এই রাজ্যের জনসাধারণের গ্রহাগার আইনের দাবী বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। রাজ্যে নিরক্ষরতা হ্রাসকরণের দ্বারা ১০ শিকা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে গ্রহাগার আইন খুব তাড়াতাড়ি চালু হওয়া দরকার।

এরপর গ্রহাগার কর্মী ও দরদীদের একটা বিরাট মিছিল গ্রহাগার আইনের সমর্থনে বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে এল্যান্ডেট ইট-এ এসে জমায়েত হয়। এখানে গ্রহাগার কর্মী, পাঠক ও গ্রহাগার দরদীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন বঙ্গীয় গ্রহাগার পরিষদের কর্মসচিব জিহ্বাবীর হারচৌধুরী। তিনি বলেন; সাধারণ গ্রহাগার আইন জনসাধারণের একটা দীর্ঘ দিনের দাবী। রাজ্য সরকারের সহায়তায় সেট আইন প্রবর্তন হতে চলেছে বলে তিনি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান।

এরপর সমাবেশে উপস্থিত হন রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রহাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব মে। তিনি বলেন, এই রাজ্যে গ্রহাগার আইন বাস্তবে হয় সে ব্যাপারে তাঁরা খুব সচেতন। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বন্যাজনিত পরিস্থিতির জন্য হয়তো এটি মুহূর্তেই রাজ্যে গ্রহাগার আইন প্রণয়ন করা বাস্তবে না। কিন্তু বাস্তবে খুব তাড়াতাড়ি গ্রহাগার আইন চালু করা যায় সে ব্যাপারে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এও প্রতিশ্রুতি দেন যে, গ্রহাগার আইন প্রণয়নের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রহাগার পরিষদ, বিভিন্ন গ্রহাগার সমিতি ও গ্রহাগার দরদীদের পরামর্শ নেওয়া হবে। এই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাজ্ঞাপ জহবিলে দেবার জন্য 'পানসড়' গ্রহাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে লগুণীত ৫০০, (পাঁচশত এক টাকা) শিকামন্ত্রী পার্শ্ব মেহর হাতে দেওয়া হয়।

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি রচনাপত্রী

দ্বিতীয় দাল

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(৬)

- ১২৬৬ নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১২১৭।
- ১২৬৭ স্বপ্নাক (ক)—লীলা দেবী ; পৃ: ১২২৪।
- ১২৬৮ আটত্রিশ জাতি—শিল্পীর একজন (প্র)—বাসীপ্র-
কুমার ঘোষ ; পৃ: ১২২৫-২৮।
- ১২৬৯ মহানৃত্য (ক)—মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় ;
পৃ: ১২২৯-৩২।
- ১২৭০ নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃ: ১২৩২-৩৬।
- ১২৭১ সহজিয়া—বিকৃতিভূষণ ভট্ট (উপালনা, ভাঙ্গ)
- ১২৭২ নারায়ণের নিকমমণি ; পৃ: ১২৩৬।
- ১২৭৩ ঐক্যবৃত্তি তবসায়—রাধানাথ কাবাসী।
- ১২৭৪ আর্জ (ক)—সাবিজী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ১২৩৭-৪২।
- ১২৭৫ জিউজিৎস (প্র)—হেম সেন ; পৃ: ১২৩৯-৪১।
- ১২৭৬ আমকের বিদায় (ক)—ঐকমর্ক ; পৃ: ১২৪১-৪২।
- ১২৭৭ শিল্প ও বদেনী (প্র)—নীরদবরুণ মজুমদার ;
পৃ: ১২৪২-৪৮।
- ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৮**
- ১২৭৮ গাওতের আত্মজানি (প্র)—চিত্তবরুণ দাশ ; ১-৩।
- ১২৭৯ শিকার বিবোধ (প্র)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ৩-১৪।
- ১২৮০ অঙ্গর যন্ত্র (ক)—ববীন্দ্রনাথ মৈত্র ; পৃ: ১৪-১৫।
- ১২৮১ জগদন ও গড়ন (প্র)—হুমুয়ারবরুণ দাশ ;
পৃ: ১৬-২৪।
- ১২৮২ কোকিল দাশ (গ)—প্রিয়কুমার গোস্বামী ;
পৃ: ২৪-৩২।
- ১২৮৩ উজ্জ্বলিত: কাণ্ডাত (প্র)—উদ্বিলা দেবী ; পৃ: ৩৩-৩৫।
- ১২৮৪ বাংলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ;
পৃ: ৩৫-৩৭।
- ১২৮৫ ঈশ্বর বিবোধ (ক)—কুমলধর রায়চৌধুরী পৃ: ৩৮-৪২।
- ১২৮৬ স্বপ্নের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ: ৪২-৪৮।
- ১২৮৭ হাকিমের কাব্য-বহুত (প্র)—মোহিনীমোহন
মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ৪৮-৫৭।
- ১২৮৮ প্রেমের পাশা (ক)—সাবিজী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ৫৭-৫৯।
- ১২৮৯ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিনোবিনোদ ;
পৃ: ৫৯-৬৮।
- ১২৯০ প্রেম-মৃদা (ক)—কীর্ত্তনকুমার দত্ত ; পৃ: ৬৯-৭৩।
- ১২৯১ রাজনীতি ও ধর্ম (প্র)—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
পৃ: ৭৩-৭৬।
- ১২৯২ বন্দীজীবন (স্মৃতিকথা)—শচীন্দ্রনাথ সাত্তাল ;
পৃ: ৭৬-৮২।
- ১২৯৩ তাই এত ভালবাসি (ক)—চাকুলাল দত্তগুপ্তা ;
পৃ: ৮২-৮৩।
- ১২৯৪ চন্দ্রাবাই (গ)—হুমুয়ারবরুণ দাশ, পৃ: ৮৪-৯৫।
- ১২৯৫ নারায়ণের নিকমমণি ; পৃ: ৯৫-৯৬।
- ১২৯৬ বেহার চিত্র—বজ্রীন্দ্রমোহন গুপ্ত
- ১২৯৭ লেনিন—কণিকৃষ্ণ ঘোষ
- ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৮।**
- ১২৯৮ স্বপ্নাক সাধনা (ক)—মেঘকুমার রায়চৌধুরী ;
পৃ: ৯৭-১০১।

১২২২ শিকার কিরোণ (প্র)—নবমুদ্র চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ১২-১০৫ ।

১০০০ কুমারী (গ)—হেমন্তকুমার লবকাব ; পৃ: ১০৫-১১ ।

১০০১ হাকিমের কাব্য-বহুত (প্র)—মোহিনীমোহন
সুখোপাধ্যায় ; পৃ: ১০৭-১৪ ।

১০০২ অচেনা (ক)—কিরণটোল দত্তবেশ ; পৃ: ১১৪-১৩ ।

১০০৩ বর্তমান ভারত ও স্বাধীনতা (প্র)—সত্যজিৎ
বাসু ; পৃ: ১১৮-১৩ ।

১০০৪ কুশের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ: ১১৩-১০ ।

১০০৫ তামিল সাহিত্য (প্র)—বলকুমার চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ১৩০-৪০ ।

১০০৬ ঐশ্বর্য মিলনে (ক)—কুমারের বায়টোপুত্রী ;
পৃ: ১৩১-৪৩ ।

১০০৭ নারীর ভাগ্য (গ)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ: ১৪৫-৫৭ ।

১০০৮ পাকী ও সেনিন (প্র)—কবিকৃষ্ণ ঘোষ ;
পৃ: ১৫৮-৬৩ ।

১০০৯ মানী (ক)—কুমারকন মল্লিক ; পৃ: ১৬০-৬৪ ।

১০১০ বন্দী-জীবন (স্মৃতিকথা)—শচীজনাথ সাত্তাল ;
পৃ: ১৬৪-৭৪ ।

১০১১ পতিতার সিঁড়ি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ;
পৃ: ১৭৫-৭২ ।

১০১২ আত্মন (ক)—লীলা দেবী ; পৃ: ১৮০ ।

১০১৩ সঙ্গীত (প্র)—মহেন্দ্রচন্দ্র সেন ; পৃ: ১৮০-৮৬ ।

১০১৪ আবার আবার বলে ডাকি (গা)—জিৎজিৎলাল বাসু ;
পৃ: ১৮৬ ।

১০১৫ আবার আবার বলে ডাকিই—বরলিপি ; মোহিনী
সেনগুপ্তা ; পৃ: ১৮৬-২০ ।

১০১৬ নারায়ণের নিকটবাসি ; পৃ: ১৯১-৯২ ।

১০১৭ যোবার, ১৪—স্বাধীনতা যৈছে ।

১০১৮ ভারত ললনা—স্বাধীনতা পুস্তক ।

১০১৯ বায়ক্ক মিশন সেবাস্থল, কনকল, হরিদ্বার বিংশ
বাৎসরিক বিবরণী ।

১০২০ বায়ক্ক মিশন—অনুষ্ঠানস্থল ।

১০২১ ভাগ্য লেখা—লালা মোলকটাক ডিবাতি নীমানক

১০২২ স্বর্গীয় সঙ্গীত—১ম—প্রকাশক এম, কে, বাস

১০২৩ জাহ্নবী—শশিনেত্রের বাস ।

১০২৪ দেশের ডাক—নবপ্রকাশনা চক্রবর্তী ।

৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৮ ।

১০২৫ বানীবন্দনা (ক)—হাবিলদার কাজী নজরুল
ইসলাম ; পৃ: ১২৩-২৪ ।

১০২৬ হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের বিশেষত্ব (প্র)—অতুলচন্দ্র বসু ;
পৃ: ১২৪-২০২ ।

১০২৭ মুক্তি (প্র)—কুমারের বসন্ত রাস ; পৃ: ২১০-১৭ ।

১০২৮ শান্তি সংগ্রাম (ক)—কীর্ত্তনকুমার বসু ; ২১৭-১৮ ।

১০২৯ বাজলার জাতীয় সাহিত্য (প্র)—মোহিনীমোহন
সুখোপাধ্যায় ; পৃ: ২১৩-২৩ ।

১০৩০ দেশের কথা (প্র)—নীলমণ্ডল মজুমদার ;
পৃ: ২২০-২২২ ।

১০৩১ কুশের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ: ২৩১-৪০ ।

১০৩২ পাগল (ক)—কীর্ত্তনচন্দ্র বাসু ; পৃ: ২৪০-৪১ ।

১০৩৩ রেবা (গা)—মোহিনীমোহন সুখোপাধ্যায় ;
পৃ: ২৪১-৪৭ ।

১০৩৪ বন্দীজীবন (স্মৃতিকথা)—শচীজনাথ সাত্তাল ;
পৃ: ২৪৭-৪৬ ।

১০৩৫ পতিতার সিঁড়ি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ;
পৃ: ২৪৬-৩০ ।

১০৩৬ স্বদেশ বোধন (ক)—প্যারীমোচন সেনগুপ্ত ;
পৃ: ২৬৩-৬৫ ।

১০৩৭ নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ ; পৃ: ২৬৬-৭১ ।

১০৩৮ জীবিকা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা (প্র)—অজিত দেবী

১০৩৯ নারীর আর্থিক স্বাধীনতা—নলিনীকান্ত গুপ্ত

১০৪০ ডালি পৃ: ২৭২-৭৪ ।

১০৪১ এশিয়ার নারীশক্তির ভাগস্বত্ব—নীলমণ্ডল মজুমদার
(Asian Review)

- ১৩১২ ভারতবর্ষীয় সন্নীত (প্র)—বোম্বেশিক্ষণের স্বকিত ; পৃ: ২৭৪-৭৬ ।
- ১৩১৩ চন্দ্রশেখর গান (তুমি যে হে ...)—কিত্তিলাল দাস ; পৃ: ২৭৭
- ১৩১৩ক চন্দ্রশেখর গান—বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃ: ২৭৭-৮০ ।
- ১৩১৩ খারতবর্ষীয় সন্নীত (প্র)—বোম্বেশিক্ষণের স্বকিত ; পৃ: ৩৫৫-৬১ ।
- ১৩১২ 'চন্দ্রশেখর' গান [আরও বসন্ত তোম...] কিত্তিলাল দাস ; পৃ: ৩৬২ ।
- ১৩১৩ 'চন্দ্রশেখর' গান—বরলিপি মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃ: ৩৬০-৬৪ ।

৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা কালক্রম ১৩২৮ ।

- ১৩৪৪ স্বাধীনতা বরণ (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাস ; পৃ: ২৮১-৮২
- ১৩৪৫ কবির প্রতি (ক)—নরবেশ ; পৃ: ২৮২-৮৪ ।
- ১৩৪৬ মনের লীলা (গ)—সুকুমার রঞ্জন দাস পৃ: ২৮৪-৮২
- ১৩৪৭ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ: ২৮২-২২ ।
- ১৩৪৮ নির্ভরতা (প্র)—প্রকৃষ্ণচন্দ্র বোম্বে ; পৃ: ২২২-২২ ।
- ১৩৪৯ যাতাপূজ (ক)—সুবোধ দাস ; পৃ: ২২৪-২৭ ।
- ১৩৫০ ত্রাবিক জাতীয় ধর্ম্মাঙ্গন (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ: ২২৭-৩০৭ ।
- ১৩৫১ যথেষ্ট বর পড়া (উ)—অতুলচন্দ্র লস্কর ; পৃ: ৩০৭-৩১৬ ।
- ১৩৫২ উদ্বোধন (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ: ৩১৭ ।
- ১৩৫৩ কুলভাঙ্গা (গ)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ৩ ৮-২৪ ।
- ১৩৫৪ বন্দীজীবন (দ্ব) শচীন্দ্রনাথ সান্ডাল ; পৃ: ৩২৫-৩৮ ।
- ১৩৫৫ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তনপ্রসাদ বিলাসিনোদ ; পৃ: ৩৩২-৪৪ ।
- ১৩৫৬ জালি । পৃ: ৩৪৪-৪৭ ।
- ১৩৫৭ স্বাধীনতা—মোহনলাল কনসল্টেবল দাসী (young India)
- ১৩৫৮ নাহারুলের পঞ্চ প্রবীণ ; পৃ: ৩৪৭-৪৪ ।
- ১৩৫৯ জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও আরোহণ ; বোম্বে চন্দ্র চৌধুরী [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা]
- ১৩৬০ প্রাচীন ভারতে পশতর (প্র)—হাফিজ চট্টোপাধ্যায় ; (ইতিহাস ও আলোচনা)
- ১৩৬১ নাহারুলের নিকষমনি ; পৃ: ৩৬৫-৬৬ ।
- ১৩৬২ মানসী—সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী ।
- ১৩৬৩ স্বরাজ সাধন—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ।
- ১৩৬৭ বাজী (ক)—বুদ্ধদেব বসু ; পৃ: ৩৬৬ ।
- ১৩৬৮ 'সত্য ও মিথ্যা (প্র)—সুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ: ৩৬৭-৬৮ ।
- ১৩৬৮ ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৮ ।
- ১৩৬৯ আলোর উদ্বেগ (ক)—নরবেশ ; পৃ: ৩৬৯ ।
- ১৩৭০ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ: ৩৭০-৭৪ ।
- ১৩৭১ অসম্পূর্ণ (গ) স্বনীতি দেবী ; পৃ: ৩৭৪-৮৩ ।
- ১৩৭১ তত্ত্বমাসের সংকলিতদার (প্র)—অতুলচন্দ্র লস্কর ; পৃ: ৩৮৩-৩৪ ।
- ১৩৭৩ প্রেমের কব (ক)—শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ; পৃ: ৩৯৫-৩৬ ।
- ১৩৭৪ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিলাসিনোদ ; পৃ: ৪৩৬-৪০৩ ।
- ১৩৭৫ রূপকথা (প্র)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ৪০৪-৮ ।
- ১৩৭৬ সৌভাগ্যবুদ্ধ (প্র)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ; পৃ: ৪০২-১৬ ।
- ১৩৭৭ মায়ের তাক (গ)—সত্যকুমার মল্লিক ; পৃ: ৪১৬-৩৪ ।
- ১৩৭৮ বন্দীজীবন (তত্ত্ববোধ)—শচীন্দ্রনাথ সান্ডাল ; পৃ: ৪৩৫-৪১ ।
- ১৩৭৯ স্বকর্ম্মের গান (ক)—কালিকান্ত লস্কর ; পৃ: ৪৪১-৪২ ।

১০৮০ সত্য ও বিশ্বাস (গ্রন্থ)—নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ৪৪২-৪৫।

১০৮১ হৃদয়ের বহনপত্র (উ)—অতুলচন্দ্র বসু ; পৃ: ৪৪৬-৪৮।

১০৮২ তালি—পৃ: ৪৪২-৪২।

১০৮৩ ও কাহ্নার Idials of the East পৃ: ৪৪২-৪২।

১০৮৪ নবায়নের পক্ষ প্রদীপ ; পৃ: ৪৪২-৪৬।

১০৮৫ বীর ভাবের কথা—নলিনীকান্ত গুপ্ত [প্রবর্তক]

৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৯।

১০৮৬ মহাশক্তি (গ্রন্থ)—নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ৪৪৭-৪৪।

১০৮৭ বন্দীজীবন (ক)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ;
পৃ: ৪৪৮-৭০।

১০৮৮ অরুণা (ন)—সুনীতি দেবী ; পৃ: ৪৭০-৮৩

১০৮৯ বাঙ্গালা ও তামিল উচ্চারণ (গ্রন্থ)—বসন্তকুমার
চট্টোপাধ্যায় ; ৪৮৩-২৬।

১০৯০ বৃক্ষ পথ (ক)—তোলানাথ সাহা ; পৃ: ৪২৬-২৮।

১০৯১ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস (গ্রন্থ)—হেমন্ত কুমার
সহকার ; পৃ: ৪২৮-৪০।

১০৯২ পতিভার মিছি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ
বিদ্যাবিনোদ ; ৪০১-১২।

১০৯৩ কলাশিল্পে সত্য (গ্রন্থ)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ;
পৃ: ৪১২-১৬।

১০৯৪ অবসার (ক) - নৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ; পৃ: ৪১৬-১৭।

১০৯৫ বন্দীজীবন (স্থতিকথা)—শচীন্দ্রনাথ সাত্তাল ;
পৃ: ৪১৮-২৫।

১০৯৬ হৃদয়ের বহন পত্র (উ)—অতুলচন্দ্র বসু , ৪২৬-৩৫।

১০৯৭ তালি—পৃ: ৪৪২-৪০

১০৯৮ পাতিলী জীবন বাঙ্গালী [পাতী বিদ্যান প্রবন্ধের
অনুবাদ—]পৃ: ৪৪১।

১০৯৯ চন্দ্রকান্তের গান [বসন্ত কখন সপন পড়ে...]
বিক্রম লাল দাস পৃ: ৪৪১।

১০৯০ চন্দ্রকান্তের গান—কবিকল্পিত—মোহিনী সেনগুপ্ত ;
পৃ: ৪৪১-৪৪।

১০৯১ লোক সংবাদ [কীর্ত্তন কুমার দত্ত]

৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

১০৯২ জালিমান ওয়ালবাগ, স্থিতি (ক)—হুমায়ূন চন্দ্র দাস ;
পৃ: ৪৪৫-৪৬।

১০৯৩ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস (গ্রন্থ)—হেমন্তকুমার
সহকার। ৪৪৭-৪১।

১০৯৪ পতিভার মিছি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ;
পৃ: ৪৪১-৪০।

১০৯৫ হৃদয়ের ভাষা (ক)—হুমায়ূন চন্দ্র দাস পৃ: ৪১০-৪১।

১০৯৬ বাঙ্গালা নাটকের প্রথম দৃশ্য (গ্রন্থ)—মোহিনীমোহন
মুখোপাধ্যায় ; ৪০১-৪২।

১০৯৭ আকাশের পৌসাই (ন)—হেমন্তকুমার সহকার ;
পৃ: ৪৪৩-৭২।

১০৯৮ পৌষদ্রুত (গ্রন্থ) জানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ; পৃ: ৪৭৬-৭২।

১০৯৯ ভারত মঙ্গল (না) [বঙ্গ ভর বঙ্গ ভর]—প্যারী-
মোহন সেনগুপ্ত ; ৪৭৩-৮০।

১১০০ লোক শিকা (গ্রন্থ)—জুবীকেশ সেন ; পৃ: ৪৮০-৮৪।

১১০১ জাতীয় শিকার উৎসব (গ্রন্থ) - হুমায়ূন চন্দ্র দাস ;
পৃ: ৪৮৫-২১।

১১০২ অবসার (ক)—কুমারদাস দাসগৌরী ৪০১-২৬।

১১০৩ বন্দী জীবন (ন)—শচীন্দ্রনাথ সাত্তাল ;
পৃ: ৪১৭-৪০১।

১১০৪ তালি/আইরিন জাতীয় জীবন ও কবি এই
(কর্ত্তব্য হাস্য) পৃ ৪০২-৭।

১১০৫ নবায়নের পক্ষপ্রদীপ/দায়না ও মিছি প্রবন্ধের দাস
[প্রবাসী] পৃ: ৪০৭-১৫।

১১০৬ চন্দ্রকান্তের গান (চতুর্থ গীত) বিজয়লাল দাস ;
পৃ: ৪১৬।

১৪১৭ চন্দ্রশেখর গান বহনিনি—মোহিনী সেনগুপ্ত ; ১৪৩৫ সেবা ও সাধনা—মাসিক—পদ্ম জ্যোতির্প্রসাদ
পৃ: ৬১৬-২০। বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুজিতা দাস স:

১৪৩৬ আলমগীর (না)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ

৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৯।

১৪১৯ দেশের কথা (প্র)—বালকী দেবী ; পৃ: ৬২৬-৩০।

১৪২০ লতা (গ)—উদ্বিলা দেবী ; ৬৩০-৩২।

১৪২১ অবেশণ (ক)—কৃষ্ণধর দাস চৌধুরী ; ৬৪০-৪০।

১৪২২ নারী : আর্থার সোপেন হাউয়ের হইতে—মোহিনী
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৬৪০-৬১।

১৪২৩ গান [টানের তুমি ধরছ আক...] জীবেন্দ্রকুমার
দত্ত ; ৬৬১-৬২।

১৪২৪ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ ;
পৃ: ৬৬২-৭৪।

১৪২৫ লঙ্কত ভাষার জাবিজী শব্দ (প্র)—হেমন্তকুমার
চট্টোপাধ্যায় পৃ: ৬৭৫-৮২।

১৪২৬ বাঙ্গালার ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার
সরকার পৃ: ৬৮৩-৮৮।

১৪২৭ নাট্যরূপের পঞ্চ প্রদীপ/প্রদ্যোজ্ঞাস (ক)—কাজী-
নজরুল ইসলাম [প্রবাসী] পৃ: ৬৮০-২১।

১৪২৮ ভারতবর্ষের সমীচ (প্র)—যোগেন্দ্র কিশোর বসু
পৃ: ৬৯১-২৭।

১৪২৯ বন্দীজীবন (দ্ব)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; পৃ: ৬৯৮-৭০৫

১৪৩০ ডালি/বাহীনতার ভিত্তি (টেবুল ম্যাকহুউনি)
পৃ: ৭০৬-১১।

১৪৩১ নাট্যরূপের নিকরমণি পৃ: ৭১১-১২।

১৪৩২ জীৱক হাসলীলা—নীলাকান্ত গোস্বামী অঙ্ক:

১৪৩৩ ব্যাখ্যার দান (গ)—কাজী নজরুল ইসলাম

১৪৩৪ দেওনারাদী (উ)—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ম বর্ষ ৯ সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৯।

১৪৩৭ দেশের অসহা (প্র)—শব্দরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পৃ: ৭১৩-১৪।

১৪৩৮ চির শিশু (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; ৭১৪।

১৪৩৯ প্রদয় বিবরণ (ক) স্বকুমারবসন্ত দাস ; পৃ: ৭২।

১৪৪০ লতা (গ)—উদ্বিলা দেবী ; পৃ: ৭৩১-৩০।

১৪৪১ বিদায় (ক)—জীৱক আমল ; পৃ: ৭৩১-৩২

১৪৪২ কথাবাত্তা (আইতান টুর্গেনিভ হইতে) মোহিনী-
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৭৩২-৩৫

১৪৪৩ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি (প্র)—বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ;
পৃ: ৭৩৪-৩২।

১৪৪৪ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ
পৃ: ৭৪০-৪২।

১৪৪৫ বাঙ্গালার ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার
সরকার ; পৃ: ৭৪২-৪৭।

১৪৪৬ কহ আহ্মান (ক)—সাবিত্রীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ;
পৃ: ৭৫৭-৫২।

১৪৪৭ দেশে যাব কর্ত্তা (গ)—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃ: ৭৫২-৭১।

১৪৪৮ বিবর্তন ও আবর্তন (প্র)—কুবীকেশ সেন ;
পৃ: ৭৭১-৮৮।

১৪৪৯ ডালি/ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ (টেবুল
ম্যাকহুউনি) পৃ: ৭৮৮-২৩

১৪৫০ নাট্যরূপের নিকরমণি—পৃ: ৭৯৩-৯৪।

১৪৫১ কন'মন্দির (উ)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪৫২ উনপকানী (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪৫৩ বন্দীর ভাষাবী (দ্ব)—হেমন্তকুমার সরকার।

১৪৫৪ আঁধি (উ)—মৌরীজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. আসাম মহিলা সমিতির অধিবেশনে গঠিত হইবার
অন্য নিষিদ্ধ অভিভাষণ। সরকারের চওনীতির কল্যাণে
আমাদের কর্মীপন প্রত্য হওবার সভার অধিবেশন হয় নাই।

৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ভাষা ১৩২৯।

- ১৪৫৫ নায় কীর্তনীয়া (ক)—বহুবচন : পৃ: ১২৫-২৬।
- ১৪৫৬ শিক্ষার সাফল্য (প্র)—বলাই দেবশর্মা ;
পৃ: ১২৬-৩২
- ১৪৫৭ কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্র)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
পৃ: ৮০৩-৬।
- ১৪৫৮ অসহযোগী (ক) কুমুদময়ী মল্লিক ; পৃ: ৮০৭-১০।
- ১৪৫৯ হারা মানিক (প্র)—বিবর্তনময়ী দেবী ;
পৃ: ৮০৭-১০।
- ১৪৬০ বাজার ভাষার ইতিহাস (প্র)—কুমুদময়ী
মল্লিক ; পৃ: ৮১০-১৫।
- ১৪৬১ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ ;
পৃ: ৮১৬-২৭।
- ১৪৬২ প্রভাসের অস্তিত্ব (ক)—বলাই দেবশর্মা ;
পৃ: ৮২৮-৩০।
- ১৪৬৩ কুমারিকা (গ) ভক্তেন্দ্রনাথ বসু ; পৃ: ৮৩১-৩২।
- ১৪৬৬ ইংরেজ ও বাঙ্গালা অল্পবয়সী সাহিত্য (প্র)—
মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ: ৮৩২-৪৮
- ১৪৬৭ বর্ষ-বিশিষ্ট (ক)—কুমুদময়ী দেবী ; পৃ: ৮৪২।
- ১৪৬৮ বন্দী-জীবন—শতাব্দীর সাক্ষ্য পৃ: ৮৫০-৫৫।
- ১৪৬৭ অল্পবয়সী নারায়ণ (প্র)—বায়ী চন্দ্রবনানন্দ ;
পৃ: ৮৫৫-৫৮।
- ১৪৬৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ (ক)—কুমুদময়ী সাহিত্য
৮৫০-৬১।
- ১৪৬৯ ভেলি পেন্সিওনের তাইরি (গ)—কুমুদময়ী মল্লিক
পৃ: ৮৬১-৭১।

- ১৪৭০ ভাসি/একখানি খোলা জিটি (টেক্সেল ম্যাকসিমিউম
জরীকৃত লিখিত) পৃ: ৮৭১-৭৫
- ১৪৭১ নারায়ণের নিকম্বনি পৃ: ৮৭৬।
- ১৪৭২ বিদ্যাপদ ও অল্পবয়সী খোলা—গোপালচন্দ্র বোম্বা
শাস্ত্রী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
- ১৪৭৩ প্রাথমিক বাঙ্গালা শিক্ষা—সত্যেন্দ্র নাথ শেখা।
- ১৪৭৪ পঞ্চদশি—কুমুদময়ী মল্লিক
- ১৪৭৫ অল্পবয়সী কাণ্ড—বীণেশ্বর সেন

৮ম বর্ষ—১১-১২ সংখ্যা আখ্যায়িক-কালিক ১৩২৯

- ১৪৭৬ অল্পবয়সী (ক)—কুমুদময়ী মল্লিক ;
পৃ: ৮৭৭-৮২।
- ১৪৭৭ অল্পবয়সী (ক) — অল্পবয়সী মল্লিক পৃ: ৮৮২-৮৭।
- ১৪৭৮ বর্ষ-বিশিষ্ট উপমালিকা (প্র)—মোহিনীমোহন
মুখোপাধ্যায় ; ৮৮৬-৮৯।
- ১৪৭৯ গায়ক (ক)—শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক ; পৃ: ৮৮৬-৮৯।
- ১৪৮০ ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী (প্র)—মহেন্দ্রনাথ বসু ;
পৃ: ৮৮৭-৯৫।
- ১৪৮১ পতিতার সিদ্ধি (উ)—কীর্ত্তন প্রসাদ বিজ্ঞান-
বিনোদ ; ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮২ হাণ্ডা-প্রভাস (ক)—কুমুদময়ী মল্লিক ; পৃ: ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮৩ কুমারিকা (গ)—ভক্তেন্দ্রনাথ বসু ; ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮৪ কবি (গ)—কুমুদময়ী মল্লিক ; পৃ: ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮৫ বিবিসিগায়ক বাঙ্গালা ভাষা—পৃ: ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮৬ ভাসি/অধিকার ও কর্তব্য (Mazzini-duties of
Man হইতে) পৃ: ৮৮৬-৯৫।
- ১৪৮৭ নারায়ণের নিকম্বনি পৃ: ৮৮৭
- ১৪৮৮ বিপদা (উ)—কুমুদময়ী মল্লিক মুখোপাধ্যায়।

৮ম সংখ্যায়

মোহিনীমুখের অধ্যক্ষ ৫৫ তম বর্ষীয় প্রকাশনা সম্বন্ধে যোগদানকারী প্রাধিকার নামের ভাসিগায়ক বর্ণনায়
কেন্দ্র প্রকাশনার প্রতিনিধি গোপীনাথ সেনগুপ্তের নাম বাচ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হুঁত।

সভা, সমিতি, সাক্ষাৎকার

(১৩ই আগস্ট, ১৯৭৮ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পর্যন্ত)

১) অর্থ-বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ অশোক মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারক-লিপি পেশ।

ক) ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত পয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিশ্রকে স্পনসর্ড গ্রাহাগার কর্মী, লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং সেন্টার এবং অডিও ভিওগ্রাম সেন্টারের কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অগ্রদূত এককালীন সাহায্য (Ex gratia grant) দেওয়ার এবং এই সম্পর্কে অবিলম্বে রাজ্য সরকারের নির্দেশনামা প্রচারের অনুরোধ জানান হয়।

খ) ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে বঙ্গীয় গ্রাহাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি মণ্ডলী অর্থবিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী ডঃ অশোক মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে গ্রাহাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ বিভাগের অনুরোধন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতিনিধি মণ্ডলীর বক্তব্য খৈরী সহকারে শোনেন এবং বিষয়টি সহায়কৃতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

২) শিক্ষা ও গ্রাহাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের সাক্ষাৎকার।

২৩শে আগস্ট ১৯৭৮, ৩০শে আগস্ট ১৯৭৮, ২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে বঙ্গীয় গ্রাহাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শিক্ষা এবং গ্রাহাগার বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকট যে সব বিবরণ বক্তব্য রাখা হয় তা হল: গ্রাহাগার আইন প্রবর্তন, স্পনসর্ড গ্রাহাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট ফল প্রবর্তন, প্রায়তনক বেতন বৃদ্ধি (১৫ টাকা ও ২৫ টাকা) সম্পর্কে বর্ণনা ব্যাখ্যা দান, সম্মতি প্রাপ্তি প্রাপ্তি ডি এ সম্পর্কে সরকারী

নির্দেশনামা প্রচার, গ্রাহাগার কর্মীদের জন্য এককালীন সাহায্য (ex gratia grant) প্রদান, ২৩শে জুলাই বঙ্গীয় গ্রাহাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় সে সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদি।

৩) ফলতা গ্রামীন গ্রাহাগারের গ্রাহাগারিক ও পিওনের পুননিয়োগ সম্পর্কে চিঠি।

ফলতা গ্রামীন গ্রাহাগারের গ্রাহাগারিক ও পিওনের পুননিয়োগ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ২৪-পরগনা জেলা সমাজ শিক্ষা পর্যায়ের সমস্তের কাছে বঙ্গীয় গ্রাহাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক চিঠি ২৪-৮-৭৮ তারিখে পাঠানো হয়।

৪) শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাহাগার কর্মীদের বেতন ও পরমর্শনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ৩০ আগস্ট ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পশু ঘোষের নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই স্মারকলিপিটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে উল্লিখিত বিষয় ব্যাখ্যা করা জুলাই ১৯৭৮, ৩০-৮-৭৮ এবং ৮-৯-৭৮ তারিখে উপ-শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং বক্তব্য রাখা হয়। উপ-শিক্ষাসচিব জানান যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর বর্তমান উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে সবর জানিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা এবং সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছে।

৫) ৰাজ্য শিক্ষা গ্ৰহাগাৰ পৰিকল্পনা কমিটিৰ সচিবৰ নিকট চিঠি

ৰাজ্য গ্ৰহাগাৰ বিবৰণ বহী মহোদয়ের নিৰ্দেশে ৰাজ্য শিক্ষা পৰিকল্পনা কমিটি পূৰ্ণগঠিত হয়েছে। গ্ৰহাগাৰ ব্যবহার সম্বন্ধিত ও সম্প্রসাৰণের কয়েকটি প্ৰশ্ন বিবেচনার জন্য পৰিষদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি ২৩শে সেপ্টেম্বর পাঠানো হয়।

৬) কলেজ গ্ৰহাগাৰিকের সম্মেলন।

বিস্তৃত ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার বিজ্ঞানাগাৰ কলেজে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কলেজ গ্ৰহাগাৰ কৰ্মীদের এক সভা অহুত্বিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নিৰ্মালা বাগচী। সভায় সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক সত্যনাথন চক্ৰবৰ্তী সভাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গীয় গ্ৰহাগাৰ

পৰিষদের কৰ্মগতিৰ উপবীৰ্য্য হাৰচৌধুৰী কলেজ গ্ৰহাগাৰ কৰ্মীদের আন্দোলনের বৰ্তমান পরিস্থিতি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত বেতনক্রম প্রবর্তনের বৰ্তমান অবস্থা এবং হুসংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

ঈহবেকক বসু, যশন বাগচী, হৰীৰ ঘোষ, মনয় ভট্টাচাৰ্য কণা ব্যানার্জী, কৃষ্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ কলেজ গ্ৰহাগাৰিকরা বক্তব্য পেশ করেন। বঙ্গীয় গ্ৰহাগাৰ পৰিষদের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন সৰ্বজীৱামক্ক সাহা, সভাপতিত্ব দেন, শশাক বাগচী, দীপক দায় ও হুচিঞা গজোপাধ্যায়।

AIFUTO—আকাদমিক সম্পাদক অধ্যাপক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঁৱের সংগঠনের পক্ষ হতে আন্দোলনের সহায়ত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় তথ্যবাত্ত কৰ্মপত্ৰা নিয়ে এক প্রস্তাব গ্ৰহণ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পৰিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্ৰেৰী ডাইৰেক্টরীৰ তৃতীয় সংস্কৰণ প্ৰকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইৰেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধৰণের গ্ৰহাগাৰগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধৰণের গ্ৰহাগাৰ কৰ্তৃপক্ষকে পৰিষদের সাধাৰণ কাৰ্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সহস্বিঃ একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্ৰেৰমালা সংগ্ৰহ করতে অনুরোধ করা যাবে।

অক্ষয় ৰায়

আহ্বায়ক

ডাইৰেক্টরী উপসমিতি

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

॥ সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবাগিয়া, হাওড়া ॥

গত ২৩শে আগষ্ট ১৯৭৮ শনিবার গ্রন্থাগার ভবনে বেলা ২ ঘটিকায় গ্রন্থাগারের বর্তমান সভাপতি জঃ অজিত কুমার মাইতি'র সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট ইত্যাদি আলোচনা ও পাশ করা হয়। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টাচি মার্কলের উদ্যোগে গত ২২শে সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃৎসন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃৎসনলক অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃৎসন তহবিলে পাঠানো হয়।

॥ ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী ॥

গত ৩০শে জুলাই, ১৯৭৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬টার পাঠাগারের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঠাগারের ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব, সম্পাদকীয় বিবরণ ও বাজেট ইত্যাদি আলোচনা ও পাশ করা হয়। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

॥ চন্দননগর পুস্তকাগার, হুগলী ॥

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে পুস্তকাগারের বিশেষ বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। এই বিভাগের পুস্তক সংখ্যা এক হাজার। পঞ্চম জেলী থেকে নবম জেলীর ভাষা-ভাজীরা এই বিভাগের সমস্ত হওয়ার যোগ্য।

॥ ইয়াস্লিক ॥

১৯৭৮-এর ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইয়াস্লিকের পরিচালনার "ইন্ডেক্সিং সিস্টেম"-এর ক্লাস হবে। উৎসাহী ব্যক্তিগণ ইয়াস্লিকের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা শাখা ॥

গত ২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমার গ্রন্থাগার ভবনে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে একটি নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আইনের সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নুপেন বহু।

প্রতিবেদক : অসিতান্ত রায়

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিষদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৭-২-৭৮ তাং পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যায়ী সভাপতি ঐকনিকুণ রাই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার কার্যক্রম শুরু হয় আগে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের প্রতি প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয় ১ মিনিট নিরবতা পালন করে।

সভাপতি ও কর্মসচিব পশ্চিমবঙ্গের ভরাবৎ বস্ত্র কতিগ্রন্থের সাহায্যের জন্য সকলের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন।

এরপর বিগত বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভার কাগ বিবরণী গঠিত ও অনুমোদিত হয়।

সভায় সাংসদিকভাবে সভার বিবেচনার জন্য বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন কর্মসচিব।

১৯৭৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে ১ম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রীমতী সীতাপাধ্যায়কে “সুনার সুনীন্দ্রের দ্বার মহালয়” দ্বারক পত্রক দেয়া হয়।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতী সেন ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন।

১৯৮৪ সালে “গ্রন্থাগার” পত্রিকার প্রকাশিত জ্যেষ্ঠ প্রবন্ধ-কার হিসেবে শ্রীমতী গুপ্ত (ছদ্ম) তথা শ্রীমতী বোম্বকেন মাতিলি “তিনকড়ি বস্ত্র দ্বারক পত্রক লাভ করেন।

নূর কর্মসচিব ও সহ-কর্মসচিবের পক্ষে কোন মনোনয়ন পত্র না পড়ায় পরিষদের কর্মসচিব জানান, ঐ পত্র দুটি পত্র থেকেই নির্বাচন করা হবে। এর পরে সভা থেকে সর্কার-সম্মতিক্রমে নূর কর্মসচিব ও সহ-কর্মসচিব পক্ষে স্বাক্ষর দ্বারক পত্র ও সভার বাপ্তী নির্বাচিত হয়।

এরপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার অংশগ্রহণ করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ—সর্কারী সৌভাগ্যমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, বিবরণী তত্ত্বাচার্য, শিবেন্দু মাস্তা, নির্মলেন্দু মুখার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, সত্যানন্দ মজুমদার অমলাভ সেনগুপ্ত, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বাধীনাত্মক রাই।

এই সভায় ১টি প্রস্তাব আনা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি আনেন এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টরনাথ গুপ্ত ও দ্বিতীয় প্রস্তাবটি রাখেন জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক অমিতেন তত্ত্বাচার্য। প্রথম প্রস্তাবটি গৃহীত হয় কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় না। প্রথম প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সর্কারী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যানন্দ সেন, স্বাধীনাত্মক মুখোপাধ্যায়, কনিকুণ রাই ও প্রবীর দ্বারকোদুহী।

তদবর্ত্তিতে কর্মসচিব সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে, পরিষদ বর্ষক প্রস্তুত প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি লিখা বিভাগের অঙ্গমোদন লাভ করেছে। আশা করা যায় এ বছরের শেষে বিধানসভায় আসতে পারে। আগামী ডিসেম্বর মাসে বিধান সভায় একটি গণ ডেপুটেশন দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ের একটি সেমিনার করা প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে ও একটি সেমিনার হবে। বিভাগে, যেখানে ১২ জন চালু আছে সেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সরকারের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসচিব গ্রহণ করতে হবে।

এরপর যে আলোচনা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন সর্কারী সীতা চ্যাটার্জী, প্রদীপ চৌধুরী, সোমনাথ মুখার্জী,

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, জিৎস্নানাথ গুপ্ত, পিনাকী মুখার্জী, সত্যানন্দ মজুমদার, অরুণ সরকার ও রামকৃষ্ণ সাহা।

এরপরে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন—

সভাপতি—শ্রীকনিষ্করণ দাস

সহ-সভাপতি—সর্বাঙ্গী অমির বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, বিজয়নাথ মুখার্জী, রায়ব্রজ ভট্টাচার্য ও পুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কর্মসচিব—শ্রীপ্রবীর দাসচৌধুরী

মুদ্র কর্মসচিব—শ্রীহামকৃষ্ণ সাহা

সচঃ কর্মসচিব—শশাঙ্ক বাগচী

কোষাধ্যক্ষ—সত্যব্রত সেন

সম্পাদক ‘গ্রন্থাগার’ : শ্রীঅরুণ দাস

গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅশ্বিনীকৃষ্ণ ব্যানার্জী।

কাউন্সিল সদস্য : সর্বাঙ্গীঅমলাংশু সেনগুপ্ত, আশীষ নির্যোগী, বিজয়পদ মুখার্জী, দীপককুমার দাস, হিরণকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ, কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ মজুমদার, যিনতি চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র সাহা, প্রমোৎকুমার বসুচৌধুরী, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বপনকুমার বাগচী ও তপনকুমার সেন।

প্রতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য :—

বীজুড়া—ব্রহ্ম সংহতি (বালসী) ; বীরভূম—পঞ্জীসেবা নিকেতন গৌরীবালা গ্রাম্য গ্রন্থাগার (বরগ্রাম) ; বর্ধমান—জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ; কলিকাতা—মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার ; বাগবাজার বিজি লাইব্রেরী ; কুচবিহার—নেতাজী বৃষ্টি পঞ্জী পাঠাগার (নাজিরহাট) ; দার্জিলিং—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাব-ভিভিশনাল লাইব্রেরী (শিলিগুড়ি) ; হুগলী—হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ (হুঁহুকা) ; জিবেনৌ হিতসাধন সমিতি সাধারণ গ্রন্থাগার ;

হাওড়া—ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী ; কলপাইগুড়ি—চালসা পালবনী সঙ্গ গ্রন্থাগার (চালসা) ; মালদহ—প্রগতি সন্থ (কবিপুর) ; মেদিনীপুর—জেলা গ্রন্থাগার (ভদ্রমুক) ; তুমার বৃষ্টি ব্রহ্ম নিকেতন (শ্রীকৃষ্ণপুর) ; আলাপনী সাব-ভিভিশনাল লাইব্রেরী (কাড়গ্রাম) ; মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর থানস কলেজ ; নদীয়া—শ্রী বঙ্গ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এন্ড প্রিন্টিং এ্যাসোসিয়েশন, নদীয়া জেলা শাখা ; পুন্ডিয়া—বিবেকানন্দ পাঠাগার শ্রীহামকৃষ্ণ তারকমঠ (কেতিকা) ; পশ্চিম দিনাজপুর—শ্রী দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার।

কাউন্সিল সভা

বিগত ১লা অক্টোবর, ১৯৭৮ নবনির্বাচিত কাউন্সিল সভা অত্রস্থিত হয় পরিষদ ভবনে। মোট ১৬ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তাভ্যন্তিত পরিস্থিতিতে অনেক সদস্য সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের সঙ্গে অত্রান্ত বিষয় সমূহ আলোচিত হয় এবং কাঁধ নির্বাহক সমিতি ও অত্রান্ত সাব কমিটি সমূহ নির্ধারণ ও নির্বাচন করা হয়।

সংবিধানের ২৭ নং ধারা অত্রহারী সংশ্লিষ্ট গোপিকা ঘোষ, অরুণ আদিত্য ও বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাউন্সিলে মনোনীত করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাঁধ নির্বাহক সমিতির সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হন : সংশ্লিষ্ট হিরণকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ সাহা, দীপককুমার দাস, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও আশীষ নির্যোগী।

শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিককে কাঁধনির্বাহক সমিতিতে ভারী আমন্ত্রিত হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত হয়।

কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর দাসচৌধুরী মোট নয়টি উপসমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। (প্রথা অত্রহারী পরিষদের কর্ম সচিব, কোষাধ্যক্ষ ও ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার সম্পাদক সমস্ত উপসমিতি সমূহের সভ্য এবং গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

লিকা উপসমিতিৰ সন্মত) এই গ্ৰন্থাৰ সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে গৃহীত হয়।

(১) গ্ৰন্থাগাৰ বিজ্ঞান লিকা

সভাপতি শ্ৰীপ্ৰমীলচন্দ্ৰ বহু, সচিব শ্ৰীহৰিশ্চন্দ্ৰ কুমাৰ দত্ত।
সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী অমিতকুমাৰ বোষ, বৰুণ মুখোপাধ্যায়,
ৰামকৃষ্ণ সাহা হনীলবিহাৰী বোষ, তপনকুমাৰ সেনগুপ্ত,
প্ৰীতি মিত্ৰ, তৰুণ মিত্ৰ, অশোক বহু, বিজয়লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়।

(২) অৰ্থ বিহয়ক ও গ্ৰন্থাগাৰ ভবন

সভাপতি শ্ৰীপূৰ্ণেন্দ্ৰ প্ৰামানিক, সচিব শ্ৰীসত্যজিত সেন
সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী বিমলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ৰামকৃষ্ণ সাহা,
সৌৰেন্দ্ৰমোহন গজোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন উপসমিতিৰ সচিব
বৃন্দ।

(৩) পৰিষদ গ্ৰন্থাগাৰ

সভাপতি শ্ৰীএম-এন. নাগৰাজ, সচিব শ্ৰীহৰিশ্চন্দ্ৰ
বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী অশোক বহু, কৃষ্ণেন্দ্ৰ মজুম-
দাৰ, কালীপ্ৰসাদ, প্ৰীতি মিত্ৰ, তপন সেনগুপ্ত, কুমাৰকান্তি
সাত্তাল।

(৪) গ্ৰন্থাগাৰ পত্ৰিকা ও প্ৰকাশন

সভাপতি শ্ৰীসৌৰেন্দ্ৰমোহন গজোপাধ্যায়, সচিব শ্ৰীঅৰুণ
বাহু। সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী প্ৰদীপ চৌধুৰী, দীপককুমাৰ বাহু,
মিনতি চক্ৰবৰ্তী, ৰামকৃষ্ণ সাহা, অমিতাভ দাস, পিনাকী
মুখাৰ্জী, দিলীপ ভট্টাচাৰ্য, কীৰ্ত্তিময় বাহু, কল্যাণী মুখাৰ্জী।

(৫) সাধাৰণ গ্ৰন্থাগাৰ

সভাপতি শ্ৰীবিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়, সচিব শ্ৰীমতি
বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। সৰ্বশ্ৰী অমলেন্দ্ৰ সেনগুপ্ত, অনিল
কুমাৰ দত্ত, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন মল্লিক, শশী
বাগচী, সত্যজিত চট্টোপাধ্যায়, সৌৰেন্দ্ৰমোহন গজোপাধ্যায়,
তপনকুমাৰ সেন এ সকল প্ৰতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সন্মত।

(৬) শিক্ষানুষ্ঠান ও বিশেষ গ্ৰন্থাগাৰ

সভাপতি শ্ৰীশান্তিনন্দ ভট্টাচাৰ্য, সচিব শ্ৰীদীপককুমাৰ
বাহু। সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী অৰুণকুমাৰ আমিতা, অশোক বহু,
বিদ্যনাথ সাত্তাল, চক্ৰবৰ্তী সেন, চিত্তবৰ্জিত বোষ, বিজয়লক্ষ্মী
মুখোপাধ্যায়, বিদ্যনাথ কাঁড়াল, প্ৰদীপ চৌধুৰী, মনোজেন
চক্ৰবৰ্তী, জ্ঞানকৃষ্ণ সৰখেল, কনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কীৰ্ত্তিময়
চক্ৰবৰ্তী, প্ৰদীপ দে, প্ৰবোধকৃষ্ণ বিদ্যাস, ৰামকৃষ্ণ সাহা,
হৰিচন্দ্ৰ গজোপাধ্যায়, হৰীপ্ৰনাথ মিত্ৰ, অমলনাথ চাট্টাৰ্জী।

(৭) সংগঠন ও সমন্বয়

সভাপতি শ্ৰীহৰিশ্চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, সচিব শ্ৰীশশী কুমাৰ
বাগচী। সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী অমিত কুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-
মল ভট্টাচাৰ্য, গণেশ নন্দী, কেশবলাল চক্ৰবৰ্তী, মন-
মোহন মল্লিক, পিনাকী মুখাৰ্জী, কল্যাণ দে (জলপাইগুড়ি)
তপন দাসগুপ্ত, (বিশ্বভাৰতী), কৃষ্ণেন্দ্ৰ মজুমদাৰ, বিদ্যলক্ষ্মী
মুখাৰ্জী আবহুল মমিন মিৰ্জা এবং জেলা শাখা সমূহৰ
সম্পাদক বৃন্দ।

(৮) ডাইৰেক্টৰী

সভাপতি শ্ৰীতৰুণ মিত্ৰ, সচিব শ্ৰীঅৰুণ বাহু।
সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰীঅসীম ঠাকুৰ, চন্দ্ৰনা চক্ৰবৰ্তী, দেবদাস
চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দ্ৰ মজুমদাৰ, পৰেশচন্দ্ৰ সাহা, প্ৰভাত বহু
চৌধুৰী, তপতী বড়ুৱা, বিনয়কৰ মুখাৰ্জী, ভাস্কৰনাথ সাহা-
পোন্ধাৰ, তপন কুমাৰ সেন, বীণা বাহু, বিদ্যনাথ বোষ।

(৯) ছাত্ৰ সংযোগ

সভাপতি শ্ৰীকুমাৰকান্তি সান্যাল, সচিব শ্ৰীপ্ৰভাত বহু-
চৌধুৰী। সদস্যসকল সৰ্বশ্ৰী অমল দে, বৃন্দা বহু, বুলবুল নাগ,
চন্দ্ৰনা চক্ৰবৰ্তী, অজয়ে ভট্টাচাৰ্য, কুমাৰ দাস, দিলীপ দাস,
পৰেশ সাহা, বিনয়কৰ মুখাৰ্জী, জয়া বোষ, ভাস্কৰনাথ সাহা
পোন্ধাৰ, তপনকুমাৰ সেন।

প্রকাশিত হই—

ভাষ্যের কথা

সতীশ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভাষ্য ও বিভিন্ন সাধন-মার্গের সহজবোধ্য আলোচনা।

১০'০০

অজ্ঞান্য বই

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ—গৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত হই দেশের পরিব্রাজকবৃন্দের ইতিহাসগত আলোচনা। এক্ষেপটি বিরল প্রাচীন মানচিত্র।

১০'০০

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক ভাষ্যনিষ্ট বিশদ আলোচনা।

১০'০০

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংস্কৃত-সহ প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্যগুলির আলোচনা।

১৫'০০

সাহিত্য সংসদ

৩২৩ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড। কলিকাতা-২

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে

এ পর্যন্ত যে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তা হল :

- ক) ৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দেব হাতে ৫০১.০০ টাকা দেওয়া হয়।
- খ) ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দেব হাতে ৬৪৫.০০ টাকা দেওয়া হয়।
- গ) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে ৮০৬.০০ টাকা ১৬ই ১৯৭৮ তারিখে জমা দেওয়া হয়।
- ঘ) কুচবিহার জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা ৩৪৫.০০ টাকা জমা দেন। এই জেলার স্পনসর্ড কর্মীরা একদিনের বেতন দান করেন।

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেকে সংস্থার মাধ্যমে বক্তা ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ চলছে। পরিষদের কার্যালয়ে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার তালিকা পরে 'গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হবে।'

Government of West Bengal Education Department

Budget Branch,

No. 335 (4) Edn (B)

Calcutta, the 21st June, 1978.

From : B. De, Deputy Secretary
to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Grant of Interim Dearness Allowance to the staff of the non-Govt. Educational
(Aided/Sponsored) Institutions and staff of the Universities etc.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that after careful consideration of the Interim Recommendations of the Pay Commission on Dearness Allowance submitted on 25th May, 1978, the Governor is pleased to sanction subject to the existing terms and conditions in addition to the existing Dearness Allowance, Payment of Interim Dearness Allowance, to all whole time teaching and non-teaching employees of aided/sponsored educational institutions/universities as detailed in the enclosed statement at the following rates with effect from 1st April, 1978 and until further orders.

Class of Employees

Rates of Interim
Dearness Allowance.

(1)

(2)

1. Employees drawing Basic pay
between Rs. 100/-per month and
Rs. 500/-per month.

8% of Basic Pay subject to a
minimum of Rs. 25/-per month.

2. Employees drawing Basic pay
above Rs. 500/-per month

6% of Basic pay subject to a
minimum of Rs. 40/-p.m. and a
maximum of Rs. 60/-per month.

Enclosure to Memo No. 335 (4) dn (B; dated 21st June, 1978.

- | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. | *** | *** | *** |
| 8. | *** | *** | *** |
| 9. | Employees of Libraries | | |
| 16. | Staff of the Audio-Visual and Community Centres. | | |
| 20. | *** | **. | |

Sd/-B. De,
Deputy Secretary.

English Abstracts

Editorial :—Problems of the Sponsored libraries of the West Bengal

The sponsored libraries came into existence in the year 1955-56. At present there are 761 such libraries in this state. Their expenditure is borne by the west Bengal government which is very meagre in comparison to their needs. The employees of these libraries are very poorly paid. Besides the payment of salary, there are various other heads of expenditure which are met by these libraries. From this it can be seen how difficult for them to perform the function of the general public library.

The related expenditures are as follows:—

- a) Village libraries are given Rs.50/- per month.
- b) In case of town and subdivision libraries Rs. 1200/1800 are paid as subsidy for related expenditures.

The libraries are beset with various problems owing to paucity of purse. Some of the problems are mentioned below:—

- 1) Town libraries are to pay the municipal taxes. Owing to the increase cost of electricity and Kerosene and journals, verysmall amount is spent for the purchase of books. The rate of subscription has to be increased gradually which hampers the regular collection of subscription. The result is the decline of the number of readers.

- 2) After crying hoarse over the Want of fund, the System of subsidy payment during the last three or four years has been introduced.
- 3) There is no proper link among the libraries. Each library maintains its independent existence.
- 4) No uniform rules is maintained regarding the recruitment of the sponsored library workers.
- 5) At present the lowest and the highest paid among the six categories of sponsored library workers get Rs 40/- and Rs 250/- respectively less than the similar state government employees.
- 6) Among the retirement benefits, only the contributory provident fund benefit scheme has been introduced in the year 1974. Due to this delay, those who retired earlier, they went home empty handed.
- 7) There are also employees who are still drawing consolidated monthly salary.
- 8) Besides, there is no system for the regular monthly payment of the employees. Moreover moneyorder commission or 50 rupees subsidy deduction is taken for other related expenses of the libraries.
- 9) There are neither recruitment rules nor service rules for the employees. Nor is

there any prospect of promotion. Complete anarchy prevails there.

(10) The administrative control lies with the registered society or with the trust Committee or sometimes with the ad hoc committee. Elections of these committees seldom take place. So vested interest grows in course of time.

(11) During the last 22 years no assessment of work of the sponsored library workers has been done. The state authority lacks persons of such calibre to judge the quality of work of those persons.

Two demands of the sponsored library workers are to be accepted by the West Bengal Government for the massive enlightenment of the general public.

(i) The introduction of the public library law is essential for the improvement of the library system and maintaining discipline in the library administration.

(ii) The pay and status of the sponsored library workers should not be neglected. They should be made at par with those of the State Government employees.

Biographical Dictionaries : by Probodh Bhattacharjee.

Every student of library science knows how great is the importance of the "Who's who" or biographical dictionaries for a reference library

The most well renowned biographical dictionary which needs to be mentioned, is the "Who's who" published yearly from London. It was first published in 1849. Only living persons are entered there. Dead persons find entry in "Who was who".

Foreign biographical dictionaries are abundant in number. But paucity persists in

the field of high grade indigenous biographical dictionary.

We learnt from "Indian Reference publication, a bibliography" compiled by Sri Amitava Chatterjee and Sri Nimai Ghose that the number of biographies published in different Indian languages is 66 upto 1974. Among these books, the number published in English is 45, in Bengali is 5, in Hindi is 4 and in Marathi is 3 only. Besides, there are two books in Punjabi and Tamil, one in Assamese. Biographies have been published even in Gujarati, Telegu and Malayalam languages. Subject classification of these biographies reveals that there are 13 books in philology, 11 in History, 10 in Literature, 7 in general subjects 3 each in commerce, Education, Science and Engineering, 2 in Medicine and 1 each in Juvenile literature, Agriculture, Psychology, Astrology and life science.

Besides, there are two biographies on library science personnel. Viz :-

(1) Directory of libraries and who's who in library profession in Delhi edited by Sri N K. Goel.

(2) Men of library science and libraries in India edited by Sri R. K. Khosla and M. K. Kaur.

This exhibits the paucity of publication of biographical reference tools on various Indian regional languages. The Bengal library Association should come forward and fill in the gap.

Massive youth unemployment and the library movement : by Sasanka Kumar Bagchi.

Massive youth unemployment is one of the great problems of the country today. This is also present in massive form in West Bengal as in other States of India. Though different

steps have been taken to solve the problem, yet still there are more than 13 lakhs unemployed youths.

There are various reasons of the problem of unemployment. The writer of this article however, tries to throw some light on the solution of the problem in his own way. He says that the problem can be solved to some extent by the actualisation of library movement. By library movement he means to connect library successfully with the public life by the expansion of library system. With the extension of library system the two other great problems would arise. And already many public libraries are facing these problem. These are paucity of money and the lack of requisite number of qualified and efficient workers. In this respect he may not see eye to eye with the Bengal library Association or with any other organisations.

The elite of the society has realized this to some extent but a portion of them has over-emphasised the need of eradication of illiteracy rather than the importance of the spread of library service. Their argument is that the library service without education is putting the cart before the horse. So they are not in favour of further extension of library service.

No doubt illiteracy is there but the same time the importance of library service cannot be done away with, as these two problems are inextricably connected with each other. Besides, the extension of library service will create avenues of employment for many unemployed youths. They can be also absorbed in the sponsored libraries of the state. Further libraries should be opened in the schools also

and there by many people will get employment. Appointments should be made to college, university and other institutional libraries. Besides, like "special cadre teachers" special cadre of librarians should be created. This, of course, presupposes the possession of money. The Government should step in, and take the financial burden to solve the problems of unemployment. The 10 p.c. of the financial held rendered by the U. G. C. for the purchase of books can be spent for the recruitment of staff. Besides Government can create pressure for recruitment in the various institutional libraries. Thus it is seen that spread of library movement can solve the unemployment problem to a great extent.

Library Day Celebration.

The Bengal library Association convened a meeting at the Indian Association Hall on December 20, 1977 under the presidency of Sri Phani Bhusan Roy. Chief Minister Jyoti Basu and education Minister Partha Dey were the Chief guests.

On behalf of the Association Sri Prabir Roy Chowdhuri stressed the role of library in fulfilling the various demands of the people and the economic and financial development of the country. He discussed the condition of libraries during the last thirty years and demanded the subscription free library service in the state. He congratulated the present leftist Government for the inclusion of the demand for the introduction of library legislation in the election manifesto and requested the Government to form committee consisting of the representatives of the different bodies connected with the library movement to expedite the task.

Chief Minister Jyoti Basu said, the present Government is the Government of the people and as a representative of the people he wants to fulfil the demands of the library workers with his limited resources. Several demands such as 1) eradication of illiteracy, expansion of primary education and social and cultural development were placed in that meeting. Subscription free library system should be introduced throughout the state immediately and the libraries should be treated as centres of learning.

2) 2.5 p.c. should be allotted in the budget to remove the present financial stringency and to introduce better library system.

(3) Trained librarians should be employed at each high and higher secondary school.

(4) According to the recommendation of the Education Commission 6.5 p.c. of the budget of different bodies should be allotted for the regular purchase of books and journals and for the development of libraries.

5) Revision and recognition of pay and status of the library workers at all levels are urgently needed.

Library day was also celebrated in different places of the state.

English Abstracts : Gouri Banerjee and Dipak Kumar Roy

বিজ্ঞপ্তি

- ১) বাংলা ১৩৭৭ সনের টাঙ্গা এখনো বেননি, তাঁদের অঙ্কবোঝ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে টাঙ্গা দেবার কথা। টাঙ্গা ভাষা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্ৰন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।
- ২) কোন সমস্ত 'গ্ৰন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অঙ্কবোঝ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিপিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অঙ্কলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অঙ্কলিপিভাবে লিপিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

॥ সংবাদ ॥

Yearbook of world Problems and Human Potential. 1st. ed. Brussels: Union of International Associations and Mankind 2000 1976: Without pagination (19, 5×25×5. Cm.)=UIA Publ. No 232, ISBN 92-8341232×ISSN 0304-0089.

পাখিৰ জগতে মানুহৰ কি আছে? সমস্যা কি? এবং সমাধান কোথায়? এই প্ৰসঙ্গে একটি আকৰ গ্ৰন্থ বেৰিয়েছে ক্ৰসেলস থেকে। ১৯৭২ সালে James Wellesley-Wesley এবং Anthony Judge একত্ৰ গুৰু কৰেছিলেন বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল এই আকৰ গ্ৰন্থ সন্ধান দেবে।

- (১) সমস্ত ভাগতিক সমস্যা।
- (২) সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিভীৰি ও সাংগঠনিক প্ৰচেষ্টা।
- (৩) সমস্যার মূল্যায়ন ও প্ৰচেষ্টা।
- (৪) মানব সমাজের বিকাশের পদ্ধতি।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে ভেঁৰটি অধ্যায়ে এই আকৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হয়েছে। প্ৰত্যেকটি অধ্যায় একটি বড় হাতের রোমান হৰকে নিৰ্দেশিত হয়েছে যেমন A=International Agencies and associations, M=Multinational Corporations ইত্যাদি। প্ৰত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং গ্ৰন্থের সামগ্ৰিক বিস্তার পদ্ধতি অবিনাস্ত কিন্তু নিৰ্ধৰ্পণীয় স্বকীয়তা সম্ভাব্য অনুসন্ধান সাহায্য কৰবে।

প্ৰসঙ্গত: UIA এবং Mankind 2000 সংস্থাৰ বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ব্যবস্থার আন্ত: সম্পর্কটুকু পরিচয় কৰিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য কৰছে। UIA ১৯০৭ সালে La fontaine এবং Paul Otlet প্ৰতিষ্ঠা কৰেছিলেন যাঁরা IIB-র প্ৰতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। •UIA-র প্ৰকাশনার মধ্যে মুখ্যত: Yearbook of International Organisation প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰেছে। ১৯৭৬ সালের বোড়শ সংস্করণে ৪০০০ এরও বেশী সংস্থার নিশানা দিয়েছে।

সত্যব্রত ঘোষাৰ

। গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিত :।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারসাহায্যকারীরা কালে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকর পুস্তক নিবাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের তার

| কোন পৃষ্ঠার | সংখ্যা | বিশেষ |
|-----------------------------|--------|--------|
| ক ৫১ | সংখ্যা | সংখ্যা |
| | টাকা) | (টাকা) |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ১৫ মলাট | ৩০০ | ৪০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ২৪ ৮ ৩৪ মলাট | ২৪০ | ৩৫ |
| অন্য পৃষ্ঠা : ৫ | ১০৫ | ২০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : সাধারণ | ১০০ | ৩০০ |
| অন্য পৃষ্ঠা : ৫ | ১০০ | ২৫০ |
| ই পৃষ্ঠা : ৫ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ডাল কাগজের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

নি. ১০৪, সি. আই. টি. কীম ৪২

কলিকাতা-৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

। পরিষদ প্রকাশিত বইয়ের বই ।

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য—২০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য
সংলিষ্ট একমাত্র গ্রন্থাগার গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality &
Library Bill for West Bengal. মূল্য—২.০০

Library Service in India To day. মূল্য—৩.০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা

চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫.০০

আড়াই তাকারের বেশি অনুবর্তিত বাংলা
বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য—৩.০০

ডঃ আদিত্য চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থবিজ্ঞান।

মূল্য—৪.০০

বাণী বসু (সহঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ৬ : ৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের স্তূর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১।

মূল্য—৫.০০ [বিধানো ৮.০০]

প্যাটিমাঃ ভুক্তিগুলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক
শিল্পীর বচনায় সংকলন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

নি. ১০৪ সি. আই. টি. কীম—৫৭

কলিকাতা—৭০০০১৪

বার্ষিক দাম—১৫.০০

প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs. 15 00
Single Issue Re. 1'50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 5-6

August—October 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700073

All correspondence and for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd.
26, Patalidanga Street, Calcutta—700009

Editor : Arun Ray

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme
Calcutta-700014.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৭

কার্তিক, ১৩৮৭

সূচী

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| সম্পাদকীয় | ৫০৬ |
| বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্থান | ৫০৮ |
| — অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিতা কুণ্ড | |
| অধ্যাপক কুমারনাথন : একটি প্রতীক | ৫১৫ |
| — প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় | |
| নাট্যরূপ পত্রিকা : পরিচিতি ও বর্তমানাবস্থা | ৫৮১ |
| — ভূমীস দাস | |
| কবীর গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন | ৫৮৮ |
| শোক সংবাদ | ৫৯০ |
| বার্জা বিজ্ঞান | ৫৯১ |
| — অমিতা কুণ্ড | |
| গ্রন্থাগার : প্রবন্ধ | ৫৯৬ |
| কবীর গ্রন্থাগার পত্রিকা | ৬০২ |
| English Abstracts | ৬০৬ |
| সূচী | ৬০৮ |



২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে
কেন্দ্রীয় জনসভা
স্থান—ট্রুডেন্টস্ হল
(কলেজ স্কোয়ার)
সময়—সন্ধ্যা ৬টা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিদপ্তর মুদ্রণ

সম্পাদক : অরুণ হাট

সহযোগী সম্পাদক : অমিত্য হাট

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৭

কার্তিক, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

বস্তার তাগব এবারের মত লাগু হয়ে এসেছে, ফলে
য়েথ গেকে বিপুল ধনসের চিক। অনেক কুঃখ, হতাশা আর
বস্তার মধ্যেও আমাদের আবার চেষ্টা করতে হবে, আগামী
বিশ্বস্তিকে স্মরণ করে গড়ে তুলতে।

এখন পর্যন্ত আমরা যে সময় খরচ করেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১১০০ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান;
প্রায় ৫০০ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সব সংবাদ
এখনও আমরা পেয়ে উঠিনি। অল্প ভবিষ্যতে কম কতিব
বিবরণ আমরা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশ করব।

সমাজ জীবনের অনাতম অঙ্গ এই গ্রন্থাগারগুলিকে
আমরা নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। আমাদের সামর্থ
বতই সীমিত হোক না কেন, আন্তরিকতার কোন অভাব
হবেনা।

এই সময় কতিপয় গ্রন্থাগারগুলির পুনর্গঠনের জন্য
আমরা ইতিমধ্যেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, গ্রন্থাগার
বিবরণ যাত্রী জীর্ণার্থ মে ও যুগ্মযাত্রী জীর্ণোতি বহু অভাব
বহু নিয়ে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন ও রাজ্য সরকারের
সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন।
কিন্তু আমরা জানি শুধুমাত্র সরকারী সাহায্য এই পুনর্গঠনে
থেকে হবে মনে করার মত অবস্থা নেই। তাই আমরা

আবেদন রেখেছি রাজ্যের সময় শিকা ও সংকুতিগ্রেবী
যাত্রের কালে তাঁদের কল্যাণ হত নিয়ে এগিয়ে আসার
জন্য।

গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত বহু কৃতি ব্যক্তিই প্রবাসে
আছেন, যাঁরা জীবনেও প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কাছে আমাদের
আবেদন—আপনারা সাহায্য পাঠান, যাতে আমরা
আপনারদের সহযোগিতায় বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারি।

পরিষদ সকল গ্রন্থকার, প্রকাশক ও গ্রন্থগ্রেবী মাতৃদের
কাছে আবেদন করেছেন গ্রন্থানের ক্ষত।

আমরা বিশ্বাস রাখি সময় সংবেদনশীল রাজ্যের সক্রিয়
সহযোগিতায় আবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে
নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে পারব যাতে করে আগামী
দিনে রাজ্য ও তার চিন্তাশক্তি বিকাশের পথে, যত জীবন
বোধকে বাচিয়ে রেখে এক অগ্নান জীবনে উত্তরণ করতে
পারে।

আমরা সবাই, আমরা হাত লাগাই পড়ার কাজে।
ফলে গেকে, তাই কুঃখে যেন মৃত্যমান হবে না পণ্ডিত, ঐক্যবদ
চেষ্টার এ সাময়িক কতি আমরা যেনে নেব না—নতুন করে
গড়ে তুলবই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

বঙ্গীয় কতিগ্রন্থ গ্রন্থাগার সমূহের জন্য গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা দান করণ

পশ্চিম বাংলায় তদাবহ ও অতীতপূর্ব বঙ্গীয় কলে সহস্রাধিক গ্রন্থাগার গুরুতরভাবে কতিগ্রন্থ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কতিগ্রন্থ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আলবাব-পত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নূতন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ক্রয় করে কতি-পূরণ করা বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অসম্ভব।

গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের শিকা ও সংকতি কপ্তের মেরুণও বহু। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপন চেষ্টা করা সমাজ সচেতন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেক গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছেন যে তাঁরা যেন সহায়ত্বভূক্তিরূপে মনোভাব নিয়ে সাধ্যমত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দান করে দুর্গত গ্রন্থাগারগুলির পাশে এসে দাঁড়ান। এই গ্রন্থগুলি পরিষদের সাহায্য কার্যালয়ে (পি. ১৩০ সি. আর্ট. টি. ডিম নং-৫২, এটালী পল্লপুত্র, কলিকাতা-১৪/কোন নং—৪৪-৮৫৬৩) অথবা জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বাংলা গ্রন্থাগার (কুচবিহার), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এবং যাত্যেয় বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছেও জমা দেওয়া যাবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের
অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

তারিখ—বুধবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮

সময়—সন্ধ্যা ৪-৩০ টা

স্থান—স্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়ার)

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্থান

অবসরলাভ চট্টোপাধ্যায় : অমিতা কুহু

সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যার প্রচলন ছিল। কারণ সে সময় লিখন পদ্ধতির প্রচলন হয়নি। ক্রমে লিখন পদ্ধতির প্রচলন এবং লেখার সমস্তরূপ আবিষ্কৃত হলো। ধীরে ধীরে মুদ্রণব্যয়ের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা স্পষ্টতর হতে লাগলো। ফলশ্রুতি হিসেবে জ্ঞান ভাণ্ডার সংগঠন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্তাগুলি একে একে দেখা দিতে লাগলো। প্রাচীন যুগের যুগে গুরু শিল্পকে আবিস্কারী (গুরুর ছবির সজ্জিত) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা মুগ্ধ করতে সাহায্য করতেন। সে যুগের সাহিত্যকে বলা হ'তো 'প্রতি'। বৈদিক যুগে ও তৎপরবর্তী কিছুকাল পুস্তকের অবস্থিতি ছিল কোন গ্রন্থাগার নয়, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ছাত্রদের কাছে। পুঁথির যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণের এক সম্ভবনীয় ঐতিহ্য বহন করে আসছে সে সময় যক্ষির বিহারগুলিতেই মূলত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বলা যেতে পারে বৌদ্ধরাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত ও পরিচালিত করেছিল। বিভিন্ন চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার উন্নতির এক বিশিষ্ট সোপানে আরোহণ করেছিল। এমনকি প্রাচীন নিরেন্ডের ইঙ্গিতও গ্রন্থাগারের চেয়েও সেগুলি সন্নিবিষ্টপালী ছিল। মূলতঃই রাজস্বকালেও ভারতে বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের উদ্ভব পাওয়া যায়। মোটের ওপর দেখা যায় যে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন এবং প্রসারের আগেও দেশেও জ্ঞান চর্চার গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। অবশ্য আধুনিক কালের বহু সে যুগে গ্রন্থাগারের বহুলা নবসংস্থাপনের কল্প উদ্ভূত ছিল না।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে চর্চার প্রকাশ্যেই মূল জনসাধারণের আবির্ভাব এবং ইংরেজী

শিক্ষার প্রচলনকে স্থান দিতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শুরু হয় হংগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শকের উল্যোগে বামবেড়িয়ায়, সেটা ছিল ১৯০৪ খ্রীঃাব্দ। ১৯০৫ খ্রীঃাব্দে কলিকাতার ইন্সটিটিউট লাইব্রেরিতে (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) ভারত সরকারের উল্যোগে ৬ মাসের একটা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শক, কলিকাতা, বর্ধমান, বালেশ্বর, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বহুলা সাময়িক যিশন বালকাজয়, কলিকাতার ইন্সটিটিউট অফ লাইব্রেরীয়ানশিপ, কালিঙ্গা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। (এইগুলির মধ্যে একমাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কয়েক বৎসর ধাবৎ বন্ধ আছে।) এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান, নিলেবাসের সামগ্র্য বা প্রাপ্ত অভিজ্ঞান পত্রের মূল্যায়ন আমাদের উদ্বেগ নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির উল্লেখের জন্য জানালায়। মূল কথা হ'ল এই সকল শিক্ষণ গ্রন্থের জন্য প্রতিবৎসর দ্বারা আসেন তাদের অধিকাংশই বাঙালী ছাত্র এবং কৃতকার্য ছাত্রদের অধিকাংশের কর্মস্থল হয় পশ্চিমবঙ্গের কোন না কোন গ্রন্থাগার। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম চিরাচরিত ইংরেজী থাকার জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই-এর চাহিদা একেবারেই নেই বলে মনে হয়। যদিও সার্বিকক্ষেত্রে পরীক্ষার ইংরেজী ও বাংলার মধ্যে যে কোন একটি ভাষার উত্তর পত্র লেখার সুযোগ আছে তথাপি বিশ্ববিদ্যালয় তরফে ডিগ্রী পরীক্ষার ইংরেজী-বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য অধিকাংশ ছাত্রই প্রথম থেকে ইংরেজীর সাহায্যে পড়াসোনা করে। এটাই বাক্যের দিক বলে আমাদের ব্যস্ততা। আর

এই কলকর্তি বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই-এর অভাব। অবশ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিভাষার অভাবটাও একেবারে উপেক্ষা করা যায়না। এমনকি কোঠারী কমিশনের হুগারিশ অফিসারী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ‘আকস্মিক ভাষার পুস্তক প্রদর্শন’-এর জন্য অর্থ মঞ্জুর করা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন বাংলা বই প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা আদর্শ হলো গ্রন্থাগার পরিচালনার তার বাতে বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের ওপর জ্ঞান হ্র এবং সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা হুস্পট ধারণা করা, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া। বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের কর্মজীবনের সঙ্গে লগতি থাকে এমন শিক্ষার আদ্য একান্তই প্রয়োজন। ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজেশ্বর শিক্কা দত্তের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আবদুল হামিদ ভাষণ উল্লেখ করে বলা যায়, বৃষ্টিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদ্যও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের মনের কথা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের জীবনানন্দ সাহা। ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ‘বিজ্ঞান অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য’... গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার বড় গ্রন্থাগারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ হয়।” যে প্রসঙ্গে জি সাহা উপরোক্ত বক্তব্য রেখেছেন সেটা হ’লো ৩৪তম সম্মেলন উপলক্ষে জি বিজয়ন মুখোপাধ্যায়, জীবন্তী প্রীতি মিত্র ও জীবনল প্রসাদ সিংহ রচিত বিশেষ প্রবন্ধ গ্রামীণ উন্নতিতে জনগণের গ্রন্থাগারের নৃজন কৃষিকা ও কয়েকটি গ্রাম ‘১ গ্রন্থাগার চৈত্র, ১৩৬৪ : ১। উক্ত প্রবন্ধের ৩নং প্রতিবেদনে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন”...গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার জনগণের তথ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজন বোধে কাজের মাধ্যমে এই নৃজন হারিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত করার প্রয়োজন থাকছে :”

“আজ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টি

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাক্তভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দিকটাও বিবেচনা করা উচিত। কোন শিক্ষাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না যদি তা জীবন ও চিন্তার সঙ্গে একাত্ম না হয়। শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির প্রতি আগ্রহবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষারীর সংখ্যা খুবই কম; আমাদের অধিকাংশের ধারণা পাশ করলে চাকরি পাওয়া হবে এইমাত্র। কলে আমাদের শিক্ষার মধ্যে শুধুমাত্র পাশ করার এবং সেই সঙ্গে ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টাই থাকে। আর সেই কারণে আমাদের পুষ্টিগত বিচার বহর অধিক হলেও সাধারণের কাছে সহজভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে নিজের ভাষার কিছু বলতে পারিনা। এর একমাত্র কারণ বিবেচী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ, যে শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতার চেয়ে পাশ করার আগ্রহই বেশী। কিন্তু অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে হুস্পট ধারণা কল্পনোর জন্য চাই মাক্তভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত কর্মী বাহিনী আর তারই জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথমলিক টংরাজী শিক্ষার প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, গ্রন্থাগার সম্পর্কে বাঙালীর চিন্তা থাকলেও বাংলার বিশেষ কোন লেখার বোঝ পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে গ্রাম্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাই বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার চর্চার প্রথম নিদর্শন বলে জানা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরী নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ গ্রন্থাগারের বঙ্গ সম্পর্কে জবাবদ্বক চিন্তা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের ৪তম সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘The Function of Library’ (তাঁর অল্পপরিচিত জীবীয়েজেনাথ কল কর্তৃক পঠিত) পরবর্তীকালে ‘লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য’ নামে বাংলার অফিসার ও প্রচার পাঠ। তাঁর সেই অনবদ্য ভাষণ গ্রন্থাগার

সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে এক দ্বিতীয় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রথম মুদ্রিত বই বলতে হুশীলকুমার ঘোষের 'লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার' (১৩৩৭) এর নামই করতে হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রথম বাংলা বই হিসেবে অবশ্য হুশেন চট্টোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার পরিচালনা' (১৯৬৮) বইটির নাম উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে কুমার হুশীলকুমারের 'গ্রন্থাগার' (১৯৩৭) ও 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার' (১৯৩৮), প্রমীল বসুর 'গ্রন্থকার নামা' (১৯৩২) ছাড়া আর কোন বই এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই মশকই বাংলা দেশের বাইরে বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চার নিদর্শন হিসেবে বারানসী থেকে প্রকাশিত সতীশচন্দ্র গুহ'র 'প্রাচ্য বর্ণীকরণ পদ্ধতি' (১৯৩৩) বইটির নাম উল্লেখযোগ্য। সতীশ গুহ'র নাম আজ গ্রন্থাগার বৃত্তি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং গ্রন্থাগার প্রেমী অনেকের চরিত্রবিশিষ্ট অথবা অজ্ঞাত। তাঁর বইটির সন্ধানও কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা অন্যায় হবে যে রজনীধরের পূর্বে বর্ণীকরণের একটি নতুন পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। বার্ষিক ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দিকে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের কিছু আগ্রহ দেখা যায়। বর্তমানে সেটি অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন তরল।

এ ধারণা প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' (১৯৪৭) বইটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। বইটি ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জিহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞান বিষয়ে বলভাষায় প্রকাশিত বৎসরের খোঁজ বই হিসেবে নথিভুক্ত হাল আগরগুয়ালা পুস্তকালয় অর্জন করে। অতিরিক্ত সংযোজনে মেলডিল ডিউই এর ৩৭মিক বর্ণীকরণের ভারতীয় বিকল্পের বিভাগ-সম্প্রদায়ের জন্য হুস্তরাট্টের ওয়াটসন কাউন্সিল ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ওয়াটসন পুস্তকালয় প্রদান করেন। এই প্রথম বাংলা ভাষার তথা ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার

কোন বই ভারতীয় আন্তর্জাতিক পুস্তকালয় তুলিত হ'লো।

এই প্রবন্ধের শেষে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্কিত বইএর একটি তালিকা দেওয়া হ'ল। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে বাংলা ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই এর সময়সীমার প্রকৃত অবস্থাটি কি রকম। একটু লক্ষ্য করলে আরও একটি বিষয় সহজেই চোখে পড়বে যে 'অনুলয় সেবা' (Reference Service)র বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বাংলা বই এখনো প্রকাশিত হয়নি। অথচ জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা হুস্তাট্ট ধারণা জন্মানোর জন্য 'অনুলয় সেবা' বিষয়টির ওপর বাংলা বই এর চাহিদা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভিত্তির কাছেই নয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী সকল পাঠকের কাছেই আছে। বাংলা ভাষার ভাষার সম্পর্কে হাঙ্গের সংকল নেই, বাংলা একটু চিন্তা করলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ওপর বই প্রকাশ করতে পারেন, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন (গ্রন্থাগার, অগ্রহারণ ১৯৬৩) প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অস্বত্ব করছি'—পরিবর্তন গ্রন্থাগারিক শিক্ষা শিক্ষণ শিথির পরিচালনা কবিতা থাকেন এ প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ধাবন শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর ছোট ছোট পুস্তক ও পুস্তিকাও বিশেষ প্রয়োজন—বৃহৎ প্ৰাথমিক পুস্তকের ত কথাই নেই। এই প্রয়োজন মিটানো অবধি গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা অনেকাংশেই উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইবে না'।

বাংলা বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বইএর প্রয়োজন অস্বত্ব করেন তাঁদের কথা চিন্তা করে কয়েকটা বিশেষ গ্রন্থাগারের নাম তালিকার উল্লেখ করা হলো। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বাংলা বইয়ের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ আছে সেগুলোই কেবল হাল উল্লেখ করলাম, গ্রন্থাগারগুলির কোনরূপ জ্ঞানীবিভাগ

বা মূল্যায়ন করে নয়। প্রতিটি বইএর বিবরণের শেষে গ্রন্থাগার এর ক্রমিক সংখ্যা নিম্নোক্ত ভাবে দেওয়া হয়েছে।

- ১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার
- ২ জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা
- ৩ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
- ৪ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
- ৫ বহুভাষা জিলা গ্রন্থাগার
- ৬ উত্তরপাড়া সরকার সাধারণ গ্রন্থাগার

এর থেকে আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দাও, এ পর্যন্ত প্রকাশিত মাত্র ৪২ খানি বইও কোন একটা গ্রন্থাগারে নেই। আমরা আশা করবো পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলো বাংলা ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর লিখিত বইগুলো সংগ্রহের প্রাতি আগ্রহশীল হবে।

পরিশেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করলে বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানেও একই চিত্র পরিদৃষ্ট হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার চেতনার উদ্ভবের প্রথম মুখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন পত্রিকা ছিল না। সাধারণ পত্রিকাতেই গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু নিবন্ধ থাকতো। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিষয়ক বাংলা পত্রিকা বলতে 'পাঠাগার' ই প্রথম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় বাসিন্দা ইনস্টিটিউট থেকে পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯১১-১৩)। বর্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার' ও নদীয়া জিলা গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার কর্মী' নামক মাসিক পত্রিকা দু'টিই নিয়মিত প্রকাশিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থদ্রুতী থেকে পাওয়া এ বাৎসর বাংলা ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার একটা তালিকা দেওয়া হলো। পত্রিকাগুলো চান্দুর না দেখার জন্য বিশদভাবে এ বিষয়ে উল্লেখ করতে পারলাম না বলে আমরা ক্ষুণ্ণ।

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| পাঠাগার | কলিকাতা | ১৯১১-১৩ | পাক্ষিক |
| গ্রন্থাগার | " | ১৯১০- | মাসিক |

| | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------|
| গ্রন্থাবলী | " | ১৯১৪-১৮ | বিমাসিক |
| প্রজ্ঞা | কলকাতা, ১৯১৪-১৮ | ১৯১৩ | বার্ষিক |
| গ্রন্থালোকে | ত্রিপুরা | ১৯১৩-১৪ | ত্রৈমাসিক |
| পাঠাগার | বীরভূম | ১৯১১-১২ | ত্রৈমাসিক |
| গ্রন্থাগার কর্মী | নদীয়া | ১৯১১- | মাসিক |
| লাইব্রেরিয়ান | বাহুবপুর | ১৯১২- | বার্ষিক |

বাংলা ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আন্দোলনের বই-এর তালিকা (প্রকাশকাল অনুযায়ী সজ্জিত)

১। হুম্মিল কুমার ঘোষ

লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৩৭ (১৯৩০)

২। সত্যীশচন্দ্র গুপ্ত

গ্রাণ্ড বর্ণীকরণ পদ্ধতি বেনারস, ১৯৩২,

৩। মুনীন্দ্র দেবসায়

গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৪৪ (১৯৩৭)

৪। —

দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী ১৯৩৮

৫।

৬। হুশেন চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার পরিচালনা ১৯৩৮

৭।

৮। প্রবীলচন্দ্র বসু

গ্রন্থকার-নাম: কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৩৮

১, ২, ৩, ৪, ৫,

৯। অনিল কুমার হাজারী

মজীত সাহিত্যের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৩৮

কালিক]

গ্রন্থাগার

৮। বীণেন্দ্রনাথ বসু ও কাজিকুল পাকড়াই
লাইব্রেরী সংকলন। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
পরিষদ, ১৯৪০

১, ২, ৩,

৯। বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৩।

১, ২, ৩, ৪,

১০। কুমুদরঞ্জন সিংহ
সহক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৯৪৪

১, ২, ৩, ৪,

১১। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার পরিচালনা এ বইয়ের বস্তু। কলিকাতা,
বুক স্টোর, ১৯৪৫।

১, ২, ৪,

১২। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার এ লোকলিখিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
পরিষদ, ১৯৪৬

১, ২, ৩, ৪, ৬,

১৩। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার : কর্মী এ পাঠক। কলিকাতা টেলিফোন
আনসোসিস্টেটেড, ১৯৪৬

১, ২, ৩, ৪, ৫,

১৪।—

জনসংখ্যাবোধের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন। কলিকাতা,
ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৪৬।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১৫। কুমার তটীচাঁদ
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, মেঘনদ, ১৯৪৭।

১, ২, ৩, ৪, ৫

১৬। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জহনাম শীল দত্ত)
গ্রন্থাবলী, কলিকাতা শান্তি লাইব্রেরী ১৩৬৪ (১৯৪৭)

১ম পর্ব।

৩

১৭। নিখিল সেন
পুস্তকো বই। কলিকাতা, এ. সুবাস্তী, ১৩৬৪ (১৯৪৭)

৩, ৪,

১৮। প্রবীণ কল
পাঠাগার আন্দোলনে মুম্বাইবাসীর ভূমিকা। বাগদা,
নিরীক্ষা প্রকাশনী, ১৯৪৭।

২

১, ৩,

১৯। আশুতোষকুমার ওরফেদার
গড়বিদ্যা কালক ও মন্ত্রণ। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
পরিষদ, ১৯৪৮

১, ৩

২০। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার পরিচালনা এ পুস্তকের বস্তু। ২য় সং,
কলিকাতা, শ্রীশ্রী লাইব্রেরী, ১৯৪৮।

১, ২, ৩, ৪, ৬

২১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা-গুরু বঙ্গীকরণ। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক,
১৯৪৯।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

২২। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার। কলিকাতা, গুরুভবন, ১৯৪৯।

১, ২, ৩, ৬

২৩। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় [জহনাম শীল দত্ত]
গ্রন্থাবলী, ২য় পর্ব। কলিকাতা, এভারেস্ট বুক স্টোর,
৩

২৪। বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগারের রূপ এ বিকাশ। কলিকাতা, স্বীকার্য করণ,
১৯৬০।

১, ২, ৩, ৬

২৫। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক। ২য় সং। কলিকাতা,
ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৬১

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

২৬। বিমল কুমার দত্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
পরিষদ ১৯৬০

১, ২, ৩, ৪, ৫,

২৭। আদিত্য কুমার ওহঙ্কোষ

গ্রন্থবিজ্ঞা, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬০
১, ৫

২৮। কুমার তট্টাচার্য

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী। বহুভা, দেবচন্দ্র, ১৯৬৩
১

২৯। —

বিষয় শিরোনাম, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
১৯৬০।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩০। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার, কলিকাতা, কেনারেল প্রিন্টার্স এ
পাবলিশার্স, ১৩৭০ (১৯৬৩)
৪, ৫,

৩১। হাজি কুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান। কলিকাতা, ওয়াল্ড প্রেস
১৯৬০,

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩২। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থবিজ্ঞার ক্রমবিকাশ। কলিকাতা, ওয়াল্ড প্রেস,
১৯৬৫।

১, ৩, ৪, ৫,

৩৩। হাজি কুমার মুখোপাধ্যায়

কুল-ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা। কলিকাতা,
বিভোদর লাইব্রেরী, ১৯৬৫।

১, ২, ৩, ৪, ৫

৩৪। হুমায়ুন কুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ২য় ভাগ। কলিকাতা, ডি. এম.
লাইব্রেরী, ১৯৬৬।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,

৩৫। বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার, কলিকাতা, কেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলি-
শার্স, ১৯৬৮।

১, ৪, ৫

৩৬। কুনাল সিংহ

প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ; পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন
গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কলিকাতা, ওয়াল্ড প্রেস
১৯৭২।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩৭। সত্যব্রত সেন

গ্রন্থাগারে পুস্তক বর্ণনাকরণ তত্ত্ব প্রসঙ্গ। কলিকাতা,
প্রকাশ ও প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১৯৭২

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩৮। বিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থমুচীকরণ। কলিকাতা, বিজ্ঞানভাষ্যতী, ১৯৭৩।
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩৯। জীমূতবাহন দ্বার

গ্রন্থাগার সঞ্চালন, কলিকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়,
১৯৭৪।

১, ২, ৩, ৪,

৪০। সত্যব্রত সেন ও অনিল কুমার দত্ত

গ্রন্থাগার: স্বরূপ ও সংগঠন। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
গভর্নমেন্ট লাইব্রেরী গ্রন্থাগার: সমিতি, ১৯৭৫।

১, ৫, ৬,

৪১। বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর, বুকস এণ্ড পিরিগতিভ্যাস
(পাবলিশিং হাউস) ১৯৭৭।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৪২। জীমূত বাহন দ্বার

গ্রন্থাগার। কলিকাতা, প্রজা, ১৯৭৮,

(অন্যত্র প্রকাশিত)

গ্রন্থকার ও আখ্যা সূচী (বর্ণানুক্রমিক)

অনিল কুমার বসু ৪০
 অনিল কুমার হাফিজুজ্জী ৭
 আদিত্য গুপ্তাবসার ১৯, ২৭
 কান্তিকুমার পাকড়ানী ৮
 কুনাল সিংহ ৩৬
 কুমারকমল সিংহ ১০
 কুমার ভট্টাচার্য্য ১৫, ২৮, ২৯
 গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ৪১
 গ্রন্থকার নামা ৬
 গ্রন্থকার্য্য ১৬, ২৩
 গ্রন্থবিজ্ঞা ১৭
 গ্রন্থবিজ্ঞা কাগজ ও মুদ্রণ ১৯
 গ্রন্থবিজ্ঞার ক্রমবিকাশ ৩২
 গ্রন্থ সূচীকরণ ৩৮
 গ্রন্থাগার ৩, ২
 গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী ২০
 গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ২৫
 গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা ১৩
 গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক ১৩
 গ্রন্থাগার পরিচালনা ৫
 গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পুস্তকের বস্তু ২০
 গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের বস্তু ১৩
 গ্রন্থাগার প্রচার ২২
 গ্রন্থাগার বিভাগ ৩৫
 গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ৩৪
 গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান ৩১
 গ্রন্থাগার : স্বরূপ ও সংগঠন ৬০
 গ্রন্থাগারে পুস্তক বর্ণীকরণ তত্ত্ব প্রসঙ্গ ৩০
 গ্রন্থাগারের ভূমি ও বিকাশ ২৪
 গ্রন্থালয় ৪২
 গ্রন্থালয় সঞ্চালন ৩২
 চিত্রকলন বক্ষ্যোপাধ্যায় ১৬, ২৩, ৩০

জনসংসদার্থের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন ১৪
 জীবিত বাহন দ্বারা ৩৯, ৪২
 জেন ক্রিমেলের গ্রন্থাগার ৪
 নিখিল সেন ১৭
 পাঠাগার আন্দোলনে মুনিবাবারের স্থান ১৮
 পুরানো বই ১৭
 প্রফুল্ল গুপ্ত ১৮
 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২১
 প্রমীল চন্দ্র বসু ৬
 প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ৩৬
 প্রাচী বর্ণীকরণ পদ্ধতি ২
 বাংলা গ্রন্থ বর্ণীকরণ ২১
 বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ১৫
 বিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায় ১৩
 বিমল কুমার বসু ৯, ২৪, ২৬, ৩৬
 বিশ্বনাথ বক্ষ্যোপাধ্যায় ৩২
 বিষয় শিরোনাম ২৩
 বীরেন্দ্র চন্দ্র বক্ষ্যোপাধ্যায় ৩৫, ৪১
 মীনেন্দ্রনাথ বসু ৮
 মুনীন্দ্র দেবদাস ৩, ৪
 ববীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ২৬
 স্বাক্ষরকুমার মুখোপাধ্যায় ১১, ১৩, ১৪, ২০, ২২, ২৫, ৩১, ৩৩
 লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষাবিত্তার ১
 লাইব্রেরী সংরক্ষণ ৮
 লতাকান্ত সেন ৩৭, ৪০
 লক্ষ্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১০
 লক্ষ্মী ও গ্রন্থাগার ৩০
 লক্ষীত সাহিত্যের গ্রন্থাগার ৭
 লক্ষীপ চন্দ্র বসু ২
 হরেন চট্টোপাধ্যায় ৫
 হরোদ কুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩
 হুম্মীল কুমার ঘোষ ১
 ফুল কলসের গ্রন্থাগার পরিচালনা ৩৩

অধ্যাপক রজনাক্ষন : একটি প্রদর্শন

প্রবোধ ভট্টাচার্য

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৭শে সেপ্টেম্বর একটি শোকাবহ দিন। আজ থেকে ছয় বছর আগে এই দিনে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অস্তিত্ব সংগ্রামী পুরোধা অধ্যাপক রজনাক্ষন পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু ভারতের তথা বিশ্বের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা অপূরণীয় ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। রজনাক্ষনের মতো নিজ পেশার এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুব কম ভারতীয়ই লাভ করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তিনি একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক Sayers সে সময়টিকে বর্ণনা করে 'রজনাক্ষনের যুগ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৮৯২ সালের ১ই আগষ্ট মাস্ত্রাজের তাজোর জেলার শিওয়ালিতে রজনাক্ষনের জন্ম হয়। বিদ্যালয় 'কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়' জীবনে তিনি গ্রন্থাগারকে কিতাবে পেয়েছিলেন, গ্রন্থাগারই বা তাঁকে কতটা অঙ্গপ্রাণিত করেছিল এগুলির বিস্তৃত বিবরণ তিনি তাঁর বিখ্যাত 'রেকার্ডেল সার্ভিস' গারটিতে অবশ্য ভাবে ভুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটিতে রজনাক্ষনের জীবন ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। জীবন কাহিনী অবলম্বনে এমন জীবন্ত 'রেকার্ডেল সার্ভিস' পাঠ্যপুস্তক রচনা করার নজির বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। কলে গ্রন্থটি সহজেই ছবির স্পর্শ করে। এই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে রজনাক্ষন লিখেছেন :

“ভাত্রাজীবনে বিদ্যালয়ে আমি কখনও গ্রন্থাগারে প্রবেশের সুযোগ পাইনি” কারণ বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার ছিল না। একটা সর্বদা ডালাবদ্ধ ঘরে কিছু নতুন পাঠ্যপুস্তক থাকত। এই ঘরটি কখনো আমাদের সামনে খোলা হত, এমন কি আমাদের শহরেও কোন গ্রন্থাগার ছিল না।..... বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সে সময়ে কোন বিদ্যালয়ে

কোন গ্রন্থাগার ছিল না। সত্যি বলতে কি আমার সময়ের ছাত্ররা কখনও কারো কাছে 'গ্রন্থাগার' শব্দটিই শোনেনি।

সে সময় কোন রেকার্ডেল গ্রন্থ ছিলনা। বিদ্যালয় জীবনে সংকুচিত শিক্ষক ছিলেন রজনাক্ষনের জীবন্ত রেকার্ডেল গ্রন্থ। তাঁর কাছে রজনাক্ষন যে রেকার্ডেল সার্ভিস পেয়েছিলেন তার প্রভাব ছিল মূহুর প্রসারী। কলেজ জীবনে রজনাক্ষন কোনও প্রকার রেকার্ডেল গ্রন্থের সংস্পর্শে আসেন নি। একটা নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কলেজ গ্রন্থাগার হতে বই নেওয়ার ও ফেরৎ দেওয়ার জন্য রজনাক্ষন অপেক্ষা করে থাকতেন। সে সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি নির্বাচনের জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু ছিল না। উদ্দেশ্যহীন এই নির্বাচনের তত্ত্ব বইটি হোত অশাঠা; কখনও বা এতই উচ্চমানের যে তার অনন্বিত্য অর্থ বোধগম্য হতো না। আবার কখনও দৌড়াগাবশত: মনের মতো গ্রন্থ পেয়ে যেতেন।

পরর্তীকালে মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় বোল দিয়ে দেখলেন যে গ্রন্থাগারে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেকার্ডেল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অথবা তাঁর অভাবে গ্রন্থাগারের পাঠক উপস্থিতি অথবা ব্যবহার যে খুবই নগণ্য হতে পারে এ বিষয়ে সে সময়ে কেউই অবগত ছিলেন না; কিংবা বলা যায় কারও কোন মাথাব্যথা ছিল না। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের তারপ্রাপ্ত ছজন কর্মীর শিকাগো যোগ্যতা মাত্র প্রবেশিকা ওর পর্যাপ্ত থাকার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উচ্চমানের গ্রন্থগুলির উপস্থিতির বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে সময়ে রজনাক্ষন মনে মনে একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা পোষ করতেন। পরবর্তীকালে এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পরিকারভাবে

প্রকাশ করেছেন : " I wish I could get some reference service from a reference librarian in the choice of suitable books for reading and finding the information needed to satisfy my curiosity about many things." পরবর্তীকালে এই জীবন অভিজ্ঞতাই শিক্ষক রজনাক্ষনকে বেকারেল সার্ভিসে অঙ্গপ্রাণিত করেছিল। একাধারে শিক্ষকতা ও অপরদিকে ছাত্রদের বেকারেল সার্ভিসের মাধ্যমে তিনি একটা অনিচ্ছনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে বেকারেল সার্ভিসই গ্রন্থাগারিকের সত্যিকারের কর্তব্য। বর্ষা ছাত্রকে বর্ষা সময়ে বধ্যবতাবে গ্রহ নিৰ্বাচনে সহায়তা করাই চল গ্রন্থাগারিকের একমাত্র ভ্রত।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ব অভিজ্ঞতার রজনাক্ষনের ধারণা ছিল যে গ্রন্থাগারিকের পেশা খুব নীচু স্তরের নীচ, খাদ্যিক ও বক্ষণাবেক্ষণ জাতীয় হাতে শিক্ষা, বুদ্ধি অথবা মানবিক মূল্যবোধের কোন প্রয়োজন নেই। এ ভুলই ভট্টনিক শিক্ষক বন্ধুর অস্ত্রবোধে প্রথমে রজনাক্ষন গ্রন্থাগার পেশার যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে বন্ধুর ক্রমাগত উপদেশে মাত্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পূন্যপথে তিনি আবেশন করেন এবং ১৯২৬ সালের কাছাকাছি মাসে এই পথে নিৰ্বাচিত হবার পর তারাকান্ত ফুলের শিক্ষকতা হতে গ্রন্থাগারিক পথে যোগদান করেন। সেই মুহূর্তে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারিকতা মূলতঃ অভিন্ন—অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে এবং গ্রহ নিৰ্বাচনে সহায়তা করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। সেদিন তারাকান্ত ফুলের যে পেশার তিনি যোগ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে সেই পেশার তিনি পেয়েছিলেন অসুস্থ প্রেরণা, অস্থির আনন্দ ও বিশ্বাস বীৰ্য্য। তারাকান্ত ফুলের যে পেশার তিনি যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর যোগদানের দিন থেকেই শুরু হয় ভারতীয় গ্রন্থাগারিকতার নব যুগের সূচনা। পরবর্তীকালে মাত্রাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁর কর্তব্যে বানাক্ষরিত হয় বধ্যবতাবে বেনাক্ষরিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধুরি কবিশন ও পরিবেশে অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র বহলা-
নবীশের আমন্ত্রণে ১৯৩৩ সালে বাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন
হিলার্স ট্রেনিং সেন্টারে। একাত্তা INSDOC, IASLIC,
IST প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ সংস্থানসূহের সঙ্গে তার নিবিড়ভাবে
যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি
পদে তিনি দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। FID, UNESCO,
IELA, LA, ALA প্রকৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থানসূহের
সঙ্গেও তাঁর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ছিল। FID-তে
সাধারণ বর্গীকরণ কমিটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা
এবং এই কমিটিতে তিনি প্রায় দীর্ঘ দশ বছর কখনও
সম্পাদক কখনও বা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে রজনাক্ষন কি ভূমিকা
নিয়ন্ত্রিতলেন তার একটা নিখুঁত ছবি রজনাক্ষন Herald
of library Science পত্রিকাটিতে প্রকাশিত A
Librarian Looks Back ধারাবাহিক রচনাটিতে
অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। এই রচনাটিতে গ্রন্থাগারিক
রজনাক্ষনের যত্ন, তৃষ্ণা ও সাক্ষ্য কিতাবে ভারতের গ্রন্থাগার
আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে
তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রজনাক্ষন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন একজন অত্যন্ত
লেখক ও চিন্তাবিদ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে
তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সহু ও প্রাচল। একটা সচা
উৎসাহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক
নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। তাঁর
বিশ্বব্যবহার আবিষ্কার কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা একদিকে যেমন
পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগারিকের নতুন চিন্তা
ভাবনার সত্য নিয়োজিত রাখছে; অপরদিকে তেমনি
উন্নয়নশীল ও অগ্রহত দেশগুলির গ্রন্থাগারের হানীত বিষয়-
গুলি বধ্যবতাবে বর্গীকরণ করবার একটা উজ্জল সভাবনা
এনে দিয়েছে। রজনাক্ষনের ৭৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন
উপলক্ষে জীলতার লাকনা সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক
K. Manikavasagar বধ্যবতাবে বলেছিলেন "...Without
having studied and applied colon classification,

it is wrong to decide hat the existing Schemes of classification are inadequate to classify books on Indology and still worse to devise improved method to classify them." বাস্তবিকই রজনাক্ষনের Analytico—Synthetic Scheme বর্ণীকরণ চিন্তাধারায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই বর্ণীকরণ ব্যবস্থার বুল কথাটা হোল বাস্তব জগতে বিভিন্ন বিষয়গুলির সম্বন্ধের বহুমুখী বিনিময় বসাবসাব্যভাবে প্রতিফলিত করা। শিক্ষকতাকালে রেকার্ডেল সার্ভিসের মাধ্যমে যে রজনাক্ষন নিজের অভ্যন্তরে গ্রন্থাগারিকতা পেশায় প্রবেশ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাই তাকে একটা বাস্তবোচিত বর্ণীকরণ ব্যবস্থা প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার তিনি বুঝেছিলেন যে বর্ষা ও ক্ষত রেকার্ডেল সার্ভিস একটা বর্ণীকরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর শীল। সে কারণেই D.J. Foskett তাঁর Science, Humanisun and libraries গ্রন্থে লিখে-
ছিলেন : "...that classification can progress and through the Criticisms of librarians with experience of reference Service. They alone can pinpoint its faults because they see how the System fails to lead them to all the right material...what we have to do is to see whether we can improve classification System, along the lives indicated by the needs of reference and information Service. রেকার্ডেল সার্ভিসে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রজনাক্ষন যে বর্ণীকরণ ব্যবস্থার প্রণয়ন করলেন সেটা যেমন অভিনব তেমনই কার্যকরী। আধুনিক গবেষণার বিষয়গুলির বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির বসাবসাব্য যোকাবিলা করতে এই বর্ণীকরণ ব্যবস্থার সৃষ্টি প্রয়োণ পূর্বের সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থাকে হান করে দিয়েছে। বর্ণীকরণ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা আগামী দিনের বর্ণীকরণ তাত্ত্বিকদের নব নব উদ্ভূত কটিলতার সমাধানে যোগ্যে নিরুত্ত প্রেরণা।

বাস্তবিকই তাঁর উদ্ভাবিত ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গভাবে অস্বাভাবিক নয় বরং যুক্তি এবং যৌক্তিক। রজনাক্ষনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আর একটি নবতম সংযোজন। যে কোন গ্রন্থাগারের সামগ্রিক ব্যবস্থাটি এই পঞ্চম গ্রন্থা পরিচালিত। বর্তমানে Systems Analyst-রা গ্রন্থাগারের প্রতিটি কার্যকলাপের যে cost effectiveness বা মূল্যায়ন করে থাকেন—তা রজনাক্ষন বহু পূর্বেই এ ধরনের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর পঞ্চম গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রতিটি পাঠকের জন্য বই, প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক ইত্যাদি সৃষ্টির বসাবসাব্য উপায় গ্রন্থাগারের সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। রজনাক্ষনের classified catalogue code দীর্ঘদিনের একটা সমস্যার সমাধানে আর একটা উল্লেখযোগ্য অবদান। এই গ্রন্থটি রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রজনাক্ষন নিজের এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : " The classified catalogue code owes itself to the sense of revolt induced in the mind while learning cataloguing in 1924-25 in the School of library of the University College in London." মার্কিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গবেষক Donald Lehnus তাঁর Milestones in Cataloguing গ্রন্থে বর্ষা বৈলেছেন যে Classified catalogue code গ্রন্থটি আগামী দিনে একটা সম্ভাব্য ক্লাসিকের স্থান নিতে চলেছে।

অন্যদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পশ্চিমী দেশগুলির অল্পমূল্যায়ন করাই ছিল রজনাক্ষনের স্বপ্ন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ছাড়া মূল্যায়ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অসম্ভব। তাঁর অজ্ঞাত প্রচেষ্টার ভারতের চারটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। এছাড়া কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার আইনের গম্ভীর রচনা করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা মূল্যায়ন রূপরেখা তৈরি করার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উন্নততর প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার পেশাকে উপযুক্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পতিশীল করা এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বাত্মক

উন্নতি ও সাংবাদিক বর্ণনা। সুদৃষ্টিতে রজনাক্ষনের অসাধারণ অবদানের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীই তাঁর কাছে ঋণী। আজকের দিনে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের এত প্রভাব প্রতিপত্তির পিছনে আছে রজনাক্ষনের দীর্ঘকালের কঠোর ও নিয়মিত সংগ্রাম। রজনাক্ষন সর্বদাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে গবেষণার মাধ্যমে তিনি হুঁটুট আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সারাজীবনের সক্রিয় অর্থে তিনি সাত্ত্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য একটি এনডোউমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সারাজীবনের সক্রিয় অর্থ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য তাঁনের এমন ঘটনা বড়বড়: পৃথিবীতে বিরল। এছাড়া বাঙ্গালোরেতে D R T C গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য তিনি একটা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাংবাদিকতার তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে INSDOC কর্তৃক প্রকাশিত Annals of Library Science পত্রিকাটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৫৬ সাল হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এতই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যেন হয় যে রজনাক্ষনের জীবিত সময়ের প্রাচুর্যে পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিত্যাগ করার বাসনা জানতে পেরে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী K. S. Krishnan তাঁকে জীবিত হতে পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে আহ্বান করেন। জ্ঞানীজন INSDOC অধিকর্তা ডি কেশবন রজনাক্ষনের নির্বাচিত একটা প্রবন্ধ প্রকাশে আপত্তি করলে রজনাক্ষন পত্রিকাটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং Library Science নামে একটা নতুন পত্রিকা বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয় এই নতুন নামকরণ নিয়ে পুনরায় তিক্ততার স্রষ্টা হওয়ার তিনি পুনরায় Library Science with a slant to documentation এই নতুন নামকরণ করে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি আজও Sarada

Ranganathan Endowment for Library নির্মিত প্রকাশ করে চলেছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে রজনাক্ষনের সামগ্রিক অবদান দেশে ও বিদেশে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডে classification Research Group, BNB দলভূতের রজনাক্ষন উদ্ভাবিত কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা পতীতভাবে আলোড়িত করে। CRG দলভূত ব্যবস্থা কাইল চন্দ্রনামে একটি কবিতায় লিখলেন :

"Bliss was it in that dawn to be alive
But to be young was Ranganathan."

তথ্য গ্রন্থাগারিকরাই নয়, ডায়েরির পর্যন্ত কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা আলোড়িত করেছিল। অর্থ ওয়েটার্স পলিটেকনিক গ্রন্থাগার কুলের ছাত্ররা যেভাবে রজনাক্ষন বন্দনা করেছিলেন তা বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশের সকল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডায়েরির প্রশংসা বলে গণ্য করা যায় :

"Bliss and Brown may Perish
Dewey rise and wane
But old Ranganathan
constant will remain

Onward then ye students
Join our happy throng
Blend with ours your voice
Saying Phillips's wrong
Glory land our honour
To the colon King."

(Hymn for student librarians by Robert Usherwood and Johan Woods. The Assistant Librarian, Nov '64)

দেশ ও বিদেশে গ্রন্থাগার জগতে তাঁর অসাধারণ অবদানের বীজতি বহুপ ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন এবং ১৯৬৫ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে জাতীয় অধ্যাপকরূপে বীজতি দেন। জন্মায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই নয়, জাতীয় জীবনে রজনাতনের অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকারের এই স্বীকৃতিকে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক D. J. Foskett পশ্চিমী বেশগুলির একটি শিকনীর বিষয় বলে মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁকে পরিষদের আজীবন উপসভাপতি পদে সম্মানিত করেন এবং রজনাতনের পরলোক গমনে 'S. R. Ranganathan 1892-1972' নামে একটি গ্রন্থে পরিষদের অকৃতপূর্ব প্রদর্শন নিবেদন করেন। মার্কিন গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁকে বিশ্ব গ্রন্থাগারিক সম্বোধন করে বলেন : "Most of us are not your disciples ; all of us are your students. We are proud to be in your debt" এবং 'মার্গারেট য়ান' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

রজনাতন মনে প্রাণে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হলেও যে কোন বক্তব্যের সংকীর্ণতাবাদের প্রতি ছিলেন খণ্ডনহস্ত। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি IFLA সম্পদে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন : "IFLA should discourage the formation of vested interests of any sort—be it in library organisation or library technique. The so called developed countries generally obstruct new ventures by newly awakening communities. They develop a kind of cataract in the mental eye. No alternative form of technique or organisation is either looked into or tolerated. This mental cataract is the greatest social danger to the dynamic efficiency of library service today." (IFLA-what it should be and do ? by S. R. Ranganathan, Libri 5, 1954)

রজনাতন ছিলেন স্বার্থ অর্থে কর্মবোধী। স্বল্প পৃথল্য ও নিরমায়বৃত্তিতা ছিল তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কর্তব্য কর্মে সামান্ততর অবহেলাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এই কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে জীবনে অনেক দুঃখ দিতে হয়েছে। অসংরক্ষণ দীর্ঘদিনের অনেক বিষয় ও অগ্রহাঙ্গী সহযোগীকে তিনি একত্ব হারিয়েছেন—তবুও শৈথিল্যের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করেন নি

এই নিরহকার কবিতুলা মাহুটি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে শেয়েছিলেন জীবনের মূলমন্ত্র। ভাগবত গীতার কর্ণেই তেঁমার আধিকার—কলে নয়—এই আপু বাক্যটিকে তিনি জীবনের প্রবর্তন করে-ছিলেন। তিনি বলতেন প্রতিটি গ্রন্থাগারিকের সর্বদা ভাগবত গীতার এই প্রবচনটি অঙ্গসঙ্গ করা উচিত। একে তিনি বলতেন কর্ম বিমুক্ততা work chastity—বা কিনা বিমুক্ত আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে।

হুঃখের বিষয় রজনাতনের শেষ ইচ্ছা ভারতের সর্বত্র নিঃশেষ হুঃখবৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও রূপান্তরিত হয় নি। তাঁরই প্রদর্শিত পথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নব নব চিন্তা ভাবনার নব নব প্রচেষ্টাও যেন কিছুটা তিমিত। রজনাতনের বৃত্ত্যর অব্যবহিত পরেই গ্রন্থাগার পত্রিকার (Sept-Oct. '72 একটি সম্পাদকীয়তে বর্ণ্যবই এই সম্বোধিত সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

"অধ্যাপক রজনাতনের উত্তরনৃত্যের কাছে তাই যিন এসেছে চরম পরীক্ষা—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শকের অভাবে যেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিতে কোন ভাঁটা না পড়ে এ রায়ের প্রতিটি গ্রন্থাগার পরিষদ, প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী...কেবলমাত্র কতকগুলি শোকসভা বা শ্রবণসভার আয়োজনেই অধ্যাপক রজনাতনের প্রতি বশেষ প্রদর্শন নিবেদন শেষ হবে না। গ্রন্থাগার দৃষ্টিকে প্রদর্শন চোখে বিচার করে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করাই হবে অধ্যাপক রজনাতনের প্রতি প্রকৃত প্রদর্শন।"

নৌভাগ্যের বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের
কৃত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থগীর্ণকাল ধরে সক্রিয় ও
নিব্বলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক বঙ্গনাথন
পশ্চিমবঙ্গের স্বসংগঠিত গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া তৈরী
করেছিলেন, তার কৃত কৃপায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
আন্দোলনে আহ্নন আমর। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার
শ্রেমিক বাহুব সক্রিয় সংগ্রায়ে সাধী হই। বঙ্গনাথনের
অসমাপ্ত কর্তব্যসম্পন্ন করার শপথ নিয়ে মাত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের হীতাব গজাবর হাকেরের মতো
আমরাও বলি—:

You are the giant among the giants,
You are the greatest among the greatest.
We your disciples of librarianship,
Guided by your ideas and blessings,
Holding of professional torch high
Will march on and on.

বিজ্ঞপ্তি

- ১) যারা ১৩৮৪ সনের টাঙ্গা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে টাঙ্গা দেবার
কৃত টাঙ্গা কমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।
- ২) সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিত-
ভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না
পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

নি, ১৩৪, সি. আর্ট. টি. কীম-৪২

কলিকাতা—১৫

প্রিয় বন্ধু,

পরিষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব সমাপ্ত। পুনর্মিলন উৎসব
পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ১রা ডিসেম্বর ১৯৭০ (শনিবার)
পরিষদ ভবনে ২'৩০ টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবেই কামনা করি।

প্রভোৎ বনুচৌধুরী

ছাত্র সংযোগ উপসমিতি।

সারসংক্ষেপ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

ফুলীল দান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(৭)

অতুল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৩০, ১১৬৬, ১২০০।

অতুল চন্দ্র রায় ৮২৫, ৮৪৫, ৮৬৮, ৮২৭, ২২৮, ২৬৬, ২২২,
১০১০, ১০৪১, ১০৬৮; ১০৭৬, ১১০৪, ১১৫০, ১১৬৪,
১১৮৮, ১২২৫, ১২৩৭, ১২৭৪, ১২৮৬, ১৩০৪, ১৩০১,
১৩৫১, ১৩৭২, ১৩৮১, ১৩২৬, ১৩২৬

অতুলচন্দ্র মুখচী ৩৪২।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮২।

অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী ৭২৪, ১১৮, ৮৪১, ৮২, ২০৪

অনাথ নাথ বসু ২৭৩।

অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় ১০২৫।

অজিতনাথ দেবী ১৩৩৮।

অজিত ঠাকুর ১৩২০।

অজিতকৃষ্ণ সেন ২৫।

অপর্ণা দেবী ৪১৪, ৩৬৮

অবনীমোচন চক্রবর্তী ১১৭৬।

অধিনাথ চন্দ্র কাব্যপুস্তক তীর্থ ২৭৮।

অমরেন্দ্রনাথ রায় ১২০, ২৩৭, ২৩২, ২৭৫, ৩১২, ৫৩৫।

অমরেন্দ্রনাথ বোস ৭৭০, ১০২৭, ১১৪২।

অক্ষয়ানন্দ দাশগুপ্ত ১২৫৮

অধিনী কুমার সেন ১০৪, ১৫২।

অনিমেষনাথ রায় ২০৮, ২৬৬,

অশীষলাল সেন ৪৪৪, ১১৬৩।

আভুতোর মুখোপাধ্যায় ২২৪, ৩৫২, ৪০৮, ৬৪০, ৭৫১,
১০২৩।

ইন্দ্রনাথ দেবী চৌধুরী ৮০৩।

ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১১৭।

উপেন্দ্রনাথ কব ১২১৫

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৮, ১৪৬, ১৬০, ১৬৪, ১৭২,
১৮৬, ২১০, ২৫৭, ৩২৫, ৩৩৪।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২, ৭৪৭, ৭৭৪, ৭৮২, ৮১৭,
৮৪২, ৮৭৪, ২০১, ২৭২, ২৮৪, ২৮৮, ১০৩২, ১০৪৮,
১০৮০, ১১০০, ১১০৭, ১১৫৫, ১১৬৮, ১১২৮, ১১২১,
১২৪০, ১২৬৬, ১৪৭২।

উষাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২২৬, ১০১৬, ১০২৪।

উমেশ চন্দ্র গিহ্যারত ৫১৪, ৬৮৮।

উদয়নাথ দেবী ৪১, ১১১, ১২৮৩, ১২২, ১৪৪০

উদয়নাথ সেনগুপ্ত ৭২৫, ১০৩৮, ১১৬০।

একাক্ষর ১০৮৩।

এককৃষ্ণ সেনগুপ্ত ৮২৪।

এমলা কান্ত ৫৫৬।

কল্যাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৭।

কান্তেন্দ্রনাথ রায় ৮৪০

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৩৪, ১৫৪৭।

কান্তিকান্ত দাশগুপ্ত ১০৭২

কালীমোচন দাশগুপ্ত ৬৮৪।

কালিদাস রায় ২২, ২৮২, ২৮১, ৭৫৫, ৮৬৬, ৩৩২, ২৬১,
১০১৩, ১০৩৭, ১০৬৭, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬,
১২৩৫।

কালিদাসী দেবী ১১১৮।

কালীপ্রসাদ বোস ১১২৫।

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫, ২৪৭।

কান্তিকান্ত বোমাল ৬৫১।

কিরণচন্দ্র বসু ৮৬৫, ২১২, ১৩০২।

কুমুদনাথ লাহিড়ী ১৪৬৮।

কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ১৭২, ১২২।

কুমুদবন্ধন মজিক ২৮৫, ১৩৭২, ১৪১৫, ১৪৫৮।

কুমুদিনী সেন ১১২২।

কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৮০৭।

কুকচন্দ্র ঘোষ ১৭০, ৪৭৮, ৪২০।

কুকলয়াল বসু ১১৮০, ১২৪৭।

কির্তীজনাথ ঠাকুর ৮৮২, ১২০।

কির্তীশচন্দ্র সেন ৩৮২।

কীৰ্ত্তেন্দ্রলাল সাহা ১৩৩।

কীর্ত্তন কুমার বসু ১৬০, ২০৬।

কীর্ত্তনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২১২।

কীর্ত্তনপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১০৮৬, ১১১৭, ১১২৪, ১১৫১,

১০০০, ১১২৬, ১১১১, ১২৫০, ১২৮২, ১৩১১, ১৩৩৫,

১৩৫৫, ১৩৭২, ১৩২২, ১৫০৪, ১৪১৫, ১৪২৬, ১৪৪৭,

১৫৫১, ১৪৮১।

কেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১০০৬।

কেন্দ্রমোহন সেন ৭০০।

কেন্দ্রলাল সাহা ১৭৬, ৭৫৫, ১২৬, ১০৭২

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৪০।

গঙ্গাচরণ দাস ১০৫, ১৩০।

গঙ্গেশচন্দ্র দাস ১৪৭।

গঙ্গেশচন্দ্র বসু ১০০।

গিরীজাকুমার বসু ১০৩৬।

গিরীজানাথ মুখোপাধ্যায় ৭০০, ১০৬৬

গিরীজাশঙ্কর বসুচৌধুরী ১৫৬, ১৫০০,

৩৬৬, ৩০৬, ১০০০, ৪৫৫, ৫০৭, ৫৪৫, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৭৫,

৫৭৭, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৯০, ৫৯২, ৫৯৪, ৫৯৬,

৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫,

৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩,

৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯,

গিরীবালা দেবী ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১,

গিরীশচন্দ্র আচার্য্যাক্ষয়বিনোদ ১০৫০।

গিরীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২০।

গিরীজমোহিনী দাসী ১৮, ২৭, ২১২, ২৫০, ২৬৪, ২৬৭,

২৬৮, ২৭১, ৩১০, ৩০০, ৩০১, ৩৪৩, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৭৭,

৩১১, ৪২০, ৪৬৭, ৪২৪, ৪৬১, ৪৬৭, ৭১৮, ৭৫৭,

৭৬৬, ৮৫৬।

গুরুদাস সরকার ৫১২, ৫৩২, ৫৭২, ৬৬০, ৬০০, ৭৫২,

গোপালচন্দ্র বেদান্তদাত্তী ১৪৭২।

গোবিন্দচন্দ্র দাস ৫০০, ৫৫০।

গোবিন্দলাল মৈত্রের ৫৭২, ২৮২, ১১০০।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭, ২০০।

চন্দ্রশেখর সেন ১১২।

চাকচন্দ্র ঘোষ ১৪১।

চাকচন্দ্র বসু ৩০৩, ৩০০।

চাকচন্দ্র মিত্র ৮৫০।

চাকবালা দত্তগুপ্তা ১২৭০, ১২২০।

চাকলাতা গুপ্তা ২১১, ২১৩।

চিত্তবন্ধন দাস ১, ২, ১১, ১৪, ৩১, ৪৪, ৪৮, ৮৩, ৮৪, ৮৫,

২৬, ৭৩, ১১৭, ১২২, ১৩২, ১৪১, ১৬০, ১৬৩, ১৬৪,

১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ২০১, ২৩০, ২৪৪, ২৭৫, ৩৩২,

৩৭২, ৩২০, ৩২১, ৪৫১, ৪২৪, ৫০১, ৬০১, ১১৭০,

১০৪৪।

চিত্তবন্ধন দাস ৪০০, ৪২৭, ৫৪, ৫৬৫, ৫৮০।

জগদম্বা দেবী (বিমলা দেবী) ৪০, ৭০, ৮০, ১০৮, ১৭৩,

৩১২, ৩৫০, ৫০৬, ৫০৮, ৬১৭, ৬৭০।

জগদীশচন্দ্র বসু ১০০

জলধর সেন ৮, ৪৬, ৩০০।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২২০।

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৫।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১৩৫, ১০৩, ৫৩০, ৫৪৫, ৫৬৩, ৫৭১,

৬১৫, ৬০৭, ৮৮৩, ১১২০, ১৩০৮, ১০০৩।

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৫।

জ্যোতিব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৬০, ৮০০, ১৭২।

জ্যোতিষদ্বী বহু ৭৮৮, ১০৬২, ১১৮২, ১২০১।

জ্যোতিষচন্দ্র বোম ৩২৫।

জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৮।

জানকদেব চট্টোপাধ্যায় ৩২২।

জানকদেব চট্টোপাধ্যায় ৪২২, ৮২২।

জানকদেব গাল ৬১।

জানকদেব শাস্ত্রী ১৩৭৬, ১০০৮।

জানকদেব মুখোপাধ্যায় ৭০।

জানকদেব চট্টোপাধ্যায় ১০৬, ১৪৩, ১৪২, ১৪৪, ৩২৬, ৪৬৭।

জানকদেব তট্টাচার্য ৪৪১, ৪২২, ৪৪২, ৪৭৩।

জানকদেব ১২০, ১৮২, ৩০৮, ২০২, ১০০২, ১০৬৭, ১১২২, ১১৩৭, ১১৭২, ১৩৪৫, ১৩৬২, ১৭৫৫।

জানকদেব তট্টাচার্য ৮৫৫, ১০৭৬, ৮৫৭, ৮৫৮।

জানকদেব লাল ২৮।

জানকদেব লাল ৬৮৬।

জানকদেব মিত্র ৭৮০।

জানকদেব সেন ১১৭৩, ১৭৭৫।

জানকদেব বারচৌধুরী ৩৮২, ৪০৩, ১১২৮।

জানকদেব ঠাকুর ১৪৫১।

জানকদেব সেন ২০, ১৪৭, ২৭১ ২-৫।

জানকদেব দত্ত ৭৫।

জানকদেব ঠাকুর ১০২৫।

জানকদেব বারচৌধুরী ৬২৬।

জানকদেব বার ১৩১৭, ১৩৬২, ১৩২২, ১৭১৬।

জানকদেব চৌধুরী ১২৬২।

জানকদেব দত্ত ৩৭।

জানকদেব ইসলাম ২৪৩, ১০৩১, ১০৭৩, ১১০১, ১১২০, ১২৪৩, ১২৬৫, ১০২৫, ১৪২৭, ১৪৩৩, ১৪৩৮।

জানকদেব বোম ১২১৬।

জানকদেব মজুমদার ২১৮, ২৪১, ১৭৩, ২২৫, ৩১৫, ৩৪৮।

জানকদেব বোম ২২০।

জানকদেব বোম ২০৩, ৩৪৭, ১।

জানকদেব তট্টাচার্য ১৪৭২।

জানকদেব লাহা ৭০১।

জানকদেব নামাঙ্কন চক্রবর্তী ১৩২৫।

জানকদেব সেন ৪৭৫।

জানকদেব সেনগুপ্ত ৪১০, ৪২৩, ৪৩০, ২০১।

জানকদেব গুপ্ত ২৩১, ২৮১, ২২৮, ৩১৮, ৩৮০, ৩২২, ৪৫৩, ৪২০, ৭২০, ৭৪৮, ৮৭৬, ২০৩, ২৮০, ১০২০, ১০৬৪, ১০৭৪, ১০৮২, ১১১৫, ১১৫৮, ১২২৭, ১২৫৬, ১৩৮৫।

জানকদেব তট্টাচার্য ১১৩, ১১৮, ১৮১, ৬২৮।

জানকদেব লাল ৮০১, ৮১৫, ৮৩৭, ৮৫৩, ৮৭৫, ৮৭২, ৮২৬, ২২৪, ২২৭, ২৭৫, ১০৩৬ ১১৪৮।

জানকদেব লাল ১১২৬।

জানকদেব লালগুপ্ত ১২১।

জানকদেব লাল ১১৬২।

জানকদেব চট্টোপাধ্যায় ২৬২।

জানকদেব মুখোপাধ্যায় ৪৫১, ১৭৬, ৪৮১, ৪২৪।

জানকদেব পত্রিত ৩৪৭, ৩৮৮।

জানকদেব তট্টাচার্য ৩২৪, ৩৩৫, ৩৫২, ৩২১, ৩২৭, ৪০৪, ৪৬৫, ৭৭৫, ৪৭৬, ৪৮২, ৪৩২, ৪৭২, ৪২২, ৬০৭, ৬২৭ ৬০৪।

জানকদেব লাল ৩৪৫।

জানকদেব লালগুপ্ত ৪২১।

জানকদেব লালগুপ্ত ১১৪৭।

জানকদেব দেবী ৮২৭, ১০১২, ১০৭৪, ১১৫, ১১৫৫।

জানকদেব বড়াল ২০৫, ১০২০, ১০৭১, ১০২২।

জানকদেব মুখোপাধ্যায় ৭০৬।

জানকদেব মজুমদার ৭২৭, ৭২২, ৭৩২, ৮৭১, ২০৬, ২৪২, ১০৩০, ১১২৩, ১১৪৪, ১১৭৭, ১৩০০।

জানকদেব গোপালী ১০৩২।

জানকদেব লাল ১৩৪১।

জানকদেব তট্টাচার্য ১০৪৭।

পকানন স্বতীর্ষ ১৮৭।

পরিষদ কুমার ঘোষ ১৪৮।

পাটকতি বন্দোপাধ্যায় ৭, ২০, ৪৫, ৫৭, ২২, ১৪২, ১৫৪, ৩৫৮।

পাটকতিয়া পানী ২০৭।

পুন্ডরিক পানী ৮২২।

পুলকচন্দ্র সিংহ ৩৩, ১৫৫, ২৭৩, ২১৩।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫, ৫৭, ১১।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭০৭, ১০৪১।

পূর্ণচন্দ্র বায় ১০৪০।

পূর্ণচন্দ্র সেন ২১৭।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ১১৬, ১৩৮৭, ১৪০২।

প্রকাশচন্দ্র দত্ত ৩৬৭।

প্রকাশচন্দ্র বিহাস ১১৩০।

প্রভুলচন্দ্র দত্ত ১০৭২।

প্রব্রজকুমার সরকার ৭, ১০১, ১৭৮, ২৭১, ২২০, ১০৮০।

প্রব্রজচন্দ্র ঘোষ ১২২১, ১০৪।

প্রব্রজচন্দ্র বসু ২১০।

প্রব্রজচন্দ্র বায় ১৪০৫।

প্রব্রজমণী দেবী ৭৫৫, ৭৭০, ১০১, ১১২, ১২৪, ১৪০, ৮৭৭, ২০০, ২২০, ২৭১, ১০৪৫, ১০৭৫, ১০২৩, ১১০২, ১৮৬, ১০১৪, ১২৪১, ১৩০৭, ১০৬৫।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ৩০৫।

প্রবোধ চৌধুরী ২৫২, ১০০১, ১২৫৫

প্রদাদ ২৪৫, ১১৫২।

প্রিয়কুমার গোস্বামী ১২৮২।

প্রিয়নাথ কব ৭২৫, ৭৫০, ৭৫৫।

প্রিয়দেবা দেবী ৮৬৬, ১১৭১।

প্রিয়ব্রজ সেনগুপ্ত ৪৩৩, ১১২৫।

কপিকুমার ঘোষ ১২২৭, ১০০৮।

কণীকনাথ বায় ১০১৭।

বকিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭১।

বকিষচন্দ্র বিজ্ঞ ৩৫।

বকিষচন্দ্র সেন ২৮২।

বনলতা দেবী ও বীণাপানি দেবী ১০১৮, ১০৪৬, ১১৩৬।

বরদাশ্রম চন্দ্রবর্তী ৭২।

বলাই দেবশর্মা ২৫৮, ৩৫৩, ১৪৫৬, ১৪৬২।

বলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৭৫, ৭৬২, ৭২০, ৮৪৩, ৮৬২, ১০৭৩, ১৩০৫, ১৩৫০, ১৩৮২ ১৪২৫।

বলকুমার বন্দোপাধ্যায় ৭৮৫, ৭২২, ২৬৩, ১২৭৭।

বহুবল্লভ গোস্বামী ৫৪৭।

বাণী দেবী ৩৭২।

বায়ুল ১২৭।

বায়চন্দ্র দত্ত ৩২৭।

বাতীকুমার ঘোষ ৭৪৬, ৭৪২, ৭৫৩, ৭৭৩, ৭৮০, ৭২১, ৮১৬, ৮২০, ৮২৩, ৮৭৮, ৮৮৫, ৮৯৩, ৯০৩, ৯২৩, ৯৪০, ৯৭৬, ১০১১, ১০৩৫, ১০৫১, ১০৭০, ১১৩১, ১১৮৪, ১২২৩, ১২৩৩, ১২৬৮।

বাসন্তী দেবী ১৪১২।

বিজনবালা দেবী ১০৪৭।

বিজয় সেনগুপ্ত ১১৩৩।

বিজয় শাখা বন্দোপাধ্যায় ৮৫২।

বিজয়বল্লভ কুমার ২০২।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ২৮৭, ১৩৬৬।

বিনয়চন্দ্র সেন ২২৬।

বিনয়চন্দ্র পাল ৩, ৪, ১০, ১৬, ৩০, ৩২, ৪০, ৫৪, ৬২, ৭০, ৮২, ৯০, ১০০, ১০৪, ১১৪, ১১২, ১২৭, ১৪০, ১৬২, ১৬৫, ১৮৬, ১২০, ২০০, ২০২, ২০৪, ২১৫, ২১৬, ২২২, ২২৩, ২৩৬, ২৪৫, ২৪৬, ২৪১, ২৫৫, ২৬৩, ২৭০, ২৮০, ২৮২, ২৮৩, ৩০১, ৩০০, ৩৩৭, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৯৬, ৪১৬, ৪২৪, ৪২৮, ৪৫০, ৪৮১, ৪৯০, ৫১২, ৫১৩, ৫৩৬, ৫২১, ৬০৩, ৬৪৪, ৬৫৬, ৭২৪, ৭৪৩, ৭৪৮, ৭৭১, ১২৭২।

বিকুণ্ঠকুমার তর্ক ৮২৮, ৮৩১, ২০২, ২০৫, ২৩৮, ১০৭৩, ১০৬৬, ১০৮২, ১১২১, ১১২৭, ১১৩৮, ১১৫৫, ১১৮১, ১২০৩, ১২২৮, ১২৪৩, ১২৭১।

সত্যেন্দ্রনাথ শেঠ ২৬৭, ১৫৭০

সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তা ২, ১০, ২৬, ৩৮.

সত্যেন্দ্রনাথ দেবী ৪৭০, ৪২৪,

সত্যেন্দ্রনাথ দাসী ৩৬২, ১০০৭,

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৮,

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২২:

সত্যেন্দ্রনাথ বোষ ৪৪২, ৪৬০, ৪৭৫, ৪৮০, ৪২৫, ৬০০,

৬২৪, ৬৩৭, ৬৫০, ৬৫৫, ৬৭৫, ৬৮০, ৭০৫, ৭২৭,

৭৪৪,

সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ২৬:

সত্যেন্দ্রনাথ হোসেন ১০৭৭

সত্যেন্দ্রনাথ হালদার ১০০৪, ১০০৫,

সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তা ৮, ২৪৪, ২২৪, ১১৮৫, ১২৮১, ১০২৪,

১০২৭, ১০৪৬, ১১১১, ১০৩২, ১৪৭২.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ২১, ১২৪.

সত্যেন্দ্রনাথ দাসচৌধুরী ৭৮, ৩৭৫, ২২০.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৪৩১.

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪৭৭.

সত্যেন্দ্রনাথ বোষ ৮২.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ৪, ৩০২, ১০১০.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ২২.

সত্যেন্দ্রনাথ দেবী ১০৭১, ১০৮১.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ৮৭০, ৮৮০, ২০৭, ২০৮ ১০৪৪, ১১০৪,

১১২১, ১২৪০, ১০৩২, ১০৪২, ১৪০২.

সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তা ১৪৪.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১২০৮.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ৭০৫ ক.

সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তা ২০, ৩৬, ৪১, ৪৮.

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩০৪, ৩০৬.

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৭০, ৩৬৪, ৩৬৮, ৪২২, ৪৪২, ৭৭২,

২০৪, ২০৮, ১০৪০, ১০৪৩, ১০৪৫, ১১০৮, ১১১৪,

১১৪০, ১১৪২, ১২১২, ১২০৮, ১২৪৪, ১২৪৬ ১৩০৫.

সত্যেন্দ্রনাথ বট্ট ৭৬২, ১০২৮, ১১০৭.

সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ দে ১৪৫, ১৪৬, ৪২৭, ১৮৭.

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৭৭৫, ৭২০, ১০১৫.

সত্যেন্দ্রনাথ দাস ৬২০.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৭৫০.

সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মপাধ্যায় ১৪৫৪.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৪৭৭.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২৭১, ১২০২.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২০৫.

সত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ৪, ১২, ২৭, ৪২, ৪২, ৫৫, ৬৫, ৮৩, ১০০,

১১০, ১১০, ১২১, ১২৪, ১৪২, ১৫৩, ১৭০, ১৮৪,

১২৮, ১১৪, ১২০, ১২৫ ১২৫ ১২৭৩, ১৮০ ১২৬, ৩০০,

৩০২, ৩০২, ৩৪৬, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩২৩, ৪০৪, ৪০২,

৪০৮, ৪৩০, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭২, ৪৭২, ৪৮৫, ৪০৭,

৪১২, ৪১৫, ৪২৮, ৪৩২, ৪৫২, ৪৫৮, ৪৬০,

৪৬৪, ৪৭০, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৮৫,

৪৮২, ৪৮২, ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৮২,

৪৮২.

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৭.

সত্যেন্দ্রনাথ হালদার ১২৮, ১৮৭, ১২০.

সত্যেন্দ্রনাথ কাব্য-স্বপ্ন মীমাংসাতীর্থ ৩৫

সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৫২.

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৬, ৪০২.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১৪১০, ১৪৪৭.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১২৭৫.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২২২.

সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তা ৭৬৫, ৮৪২, ৮৮৭, ১০২৫, ১০৩০, ১০৭৮,

১০০৮, ১১৮৭, ১২৮৪, ১৩০৭, ১৩৪৭, ১৩৭০, ১৩৭১,

১৪০০, ১৪০৭, ১৪২০, ১৪৭৫, ১৪৮৭, ১৪৮০.

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৭০২.

সত্যেন্দ্রনাথ দেবী ১০০১, ১০০০, ১১৪১.

সত্যেন্দ্রনাথ বোষ ৩০.

সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ৪৩৫.

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিবসটি পতীর তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৭০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিতে কবিত্তর ববীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়।

গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার কর্মীরা একত্বে যেমন আন্তঃসমালোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরো জনস্বার্থী করার কর্মসূচী নেন, অন্যদিকে এই হাতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। বিপুল এককরের জনগণ ও রাজ্য সরকারের অঙ্গুল মনোভাবের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার পর্যালোচনা করে, অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ কাজ বাজবে তদারিহিত করার জন্য কর্মসূচী পালন করতে হবে।

এক তরফে ও অতীতপূর্ব বস্তার কলে পশ্চিমবাংলা আত্ম বিপ্লব। অনেক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী ভীষণভাবে কতিপাত হয়েছেন, সঙ্কীর্ণ গ্রন্থাগারের প্রচাতি, আসবাব পত্র, ভবন ইত্যাদি বিশেষভাবে কতিপাত হয়েছে। কিছু সংগ্রহশালী ও কতিপাত হয়েছে। এই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালী গ্রাম বাংলার শিকা ও সাংস্কৃতিক জীবনের বেকস ও বরুণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠিত করা বর্তমান পর্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্য একত্বে যেমন আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক অগ্রদান চেয়েছি, অন্যদিকে সীমিত কমতার মধ্যে

ও, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের বিশেষ কর্তব্য আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছে যে বস্তার বিকল্প গ্রন্থাগারগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য যুক্ত হতে প্রত, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী দান করুন।

এই হাতের বিনা টাকার আইন তিহিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিষদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে তা অগ্রগতির পথে। গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ন কতিপিত কর্তৃক বচিত গ্রন্থাগার আইনের বলকাটি রাজ্য সরকারের শিকা তপ্তের অত্বোধন পেয়েছে। আমরা আশা করব অতিবেই এই বলকা আইনটি বিধান সভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। এই আইন এখনও বিবিধত হয়নি তাই এই বছরেও গ্রন্থাগার দিবসে এবং এই দিবসকে কেন্দ্র করে এক পক্ষ কালের মধ্যে বিভিন্ন সভা ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে যে সব দাবীগুলির কথা কুলে ধরতে হবে তা হল বিনাটাকার আইনতিহিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ে গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; কোঠারী কথিনের ত্রপারিণ অগ্রদারী প্রতিটি কলে, পলিটেকনিক ও বিদ্যালয় বাজেরে স্নানতম শতকরা ২.০ ভাগ গ্রন্থাগার বাজে বায়; নিরকরতা হ্রীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সর্বকরের শিকা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও প্রসারের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কৃষিকার স্বাধন মূল্যায়ন; গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বাধন বেতন ও শ্রমস্বীকা দান।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি বিভাগের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে শিল্প আকর্ষণ করতে চাই। ইউনেস্কো ১৯৭৯ সালটিকে আন্তর্জাতিক শিল্প বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দেশে শিল্প গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম উপেক্ষিত। বিভাগের ভূমি গ্রন্থাগার দিবসে এবং আগামী আন্তর্জাতিক শিল্প বর্ষে

প্রবীর হারমোদী
কর্কটচিহ্ন

২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে
কেন্দ্রীয় জনসভা
স্থান—স্টুডেন্টস্ হল
(কলেজ স্কোয়ার)
সময়—সন্ধ্যা ৬টা

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সহজিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রত্যাশা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাবে।

অক্ষয় হার
আল্ফারক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

॥ শোক সংবাদ ॥

॥ অরবিন্দকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ॥

গত ২৫ জুন, ১৯৭৮ কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কার্য্যকরী গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণ সেনগুপ্ত স্বয়ং রোগভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬।

শ্রী সেনগুপ্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি।

১৯৩৬ সালে তিনি একজন কনিষ্ঠ কেরানী হিসেবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যোগদান করেন। পরে যার নামকরণ করা হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। নিজের যোগাডাওলে তিনি ক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক পদে আসীন হন। পরে তিনি দুই বৎসর কাল জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্য্যকরী গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন ও ১৯৭৩ সালে এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

তিনি একমাত্র পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ ডঃ জীমুতবাহন রায় ॥

কিছুদিন পূর্বে বিশ্বভারতীর সহ গ্রন্থাগারিক ডঃ জীমুতবাহন রায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি একজন সুরোচ্য গ্রন্থাগারিক হিসেবে বখেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'গ্রন্থাগারে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধর জন্য তাঁকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে 'তিনকড়ি দস্ত স্মারক পুরস্কার' প্রদান করেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর দুটি বইও রচনা করেছেন। বই দুটির নাম 'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' ও 'গ্রন্থালয়'। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বার্তা বিচিত্র

॥ ইন্সল্টিক সম্পাদকের অমূল্য প্রত্যাবর্তন ॥

ইন্সল্টিকের সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরি-
ষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সনত প্রিন্সিপেলমোহন গঙ্গো-
পাধ্যায় ইফলা (IFLAI) আয়োজিত চেকোশ্লভাকার
অনুষ্ঠিত ৪৪তম ওয়ার্ল্ড লাইব্রেরী কংগ্রেসে যোগদান করে
বলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়
২৮শে আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই অধিবেশনে
৫৯৮ জন বিশেষী ও ১১৪ জন স্থানীয় প্রতিনিধি যোগদান
করেছিলেন। প্রিন্সিপোপাধ্যায় ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনি-
ধি ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত এক
মনোজ্ঞ অধিষ্টানে তিনি তাঁর বিশেষ স্করের অভিজ্ঞতার
বন্ধা ব্যক্ত করেন।

॥ কলিকাতার ইন্সল্টিকের (INSDOC) আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন ॥

গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭৮ এক মনোজ্ঞ অধিষ্টানে
বাহুবল্লব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরবিন্দ বসু
কলিকাতার ইন্সল্টিকের (INSDOC) আঞ্চলিক কেন্দ্রের
উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে ইন্সল্টিকটিউট অফ এড্বেন্সি-
মেণ্টাল মেডিসিনের কলিকাতার ডাইরেক্টর অধ্যাপক বি.
কে. বাড়াওরাত সভার পৌরহিত্য করেন।

॥ অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্যের গবেষণা ॥

ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারের (ডি. আর. টি.
সি.) অধ্যাপক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক
সমিতির প্রাক্তন সনত প্রিন্সিপাল ভট্টাচার্য অধ্যাপক এম.
আর. কুমারের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর গবেষণা
করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হল "Logical Ab-

straction of General Theory of Subject
Headings."

॥ জাল পাণ্ডুলিপি ॥

এবাইদ্যাং ই ওয়র থৈরামের যে পাণ্ডুলিপি এতদিন
আগল বলে জানা ছিল, এখন জানা গেছে সেটি জাল।
কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে পাণ্ডুলিপি
কিনেছিল। ধারণা ছিল, ওটা ১২ শতকে লেখা এবং
আগল কিনিস, হুতরাং অমূল্য। এদিকে স্টল্যাও ইয়ারডের
পুলিশ বিশেষজ্ঞরা সন্ধানিত পত্রিকা করে জানতে পেরেছেন,
ওটা কিছুতেই ১০৬ বছরের বেশী পুরনো নয়।

॥ অরুণ দালমণ্ডের ইরাক সফর ॥

ইরাক ভ্রামনাল অরুণ কোম্পানীর আয়তনে হারুজাবান
স্বাভাবিকিউটিউট টাক, কলকাতার প্রচাণাটিক ও 'প্রচাণাটিক'
পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রিন্সিপাল দালমণ্ড ১৯৭৭
সালের ১৮ই অক্টোবর থেকে ১৮ই নভেম্বর ও ১৯৭৮-এ
২১শে মার্চ থেকে ২২শে মে বাগদাদ সফরে বান। ইরাক
ভ্রামনাল অরুণ কোম্পানীর প্রচাণাটিক ও তাহের ইন্সল্টিক-
নান সেন্টারের উন্নতি প্রকল্পে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে
বাগদাদে আন্বিত হন।

॥ ভারতীয় সংস্থা "রিভার'স ডাইজেস্ট" প্রকাশনা করতে পারে ॥

"রিভার'স ডাইজেস্ট" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক
একওয়ার্ড টি থমসন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে,
ভারতে "রিভার'স ডাইজেস্ট" পত্রিকার প্রকাশনের ভার

পুৰোপুৰি একটি ভাৰতীয় কোম্পানীৰ হাতে কুলে নেওৱাৰ
প্ৰত্যাহ নেওৱা হৈছে ।

হিলেবে এ বছৰ একটি বিশেষ পুৰস্কাৰ প্ৰদানেৰ সিদ্ধান্ত
নিৰ্দ্ধাৰণ । প্ৰতিটি পুৰস্কাৰেৰ লক্ষ্য দুখ পাৰ্জনো টকা ।

॥ প্ৰাপ্তোৰ ঘটক শ্ৰুতি পুৰস্কাৰ ॥

ইংৰাজীতে কেব ॥

ঐসৌদীন মিলেৰ “খ্যাতি অব্যক্তিৰ নেপথ্য” গ্ৰন্থখানি
১৯৭৮ সালৰ জেঠ প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থ হিলেবে এ বছৰেৰ “প্ৰাপ্তোৰ
ঘটক শ্ৰুতি পুৰস্কাৰ” লাভ কৰেছে ।

প্ৰাপ্তোৰ ঘটক শ্ৰুতিৰকা কমিটি শ্ৰীজানকগোপাল
সেনগুপ্তকে তাঁৰ পটিল বছৰ ধৰে “সমকালীন” নামক
মাসিক প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা সম্পাদনা ও প্ৰকাশকেৰ স্বীকৃতি

১৯৮১ নাগাব বেৰ ইংৰাজীতে অহ্বাৰ হৰে প্ৰকাশিত
হবে । এবাৰেৰ অহ্বাৰ খুব লক্ষ্য ইংৰাজীতে কৰা হৰে ।
বেৰ প্ৰতিষ্ঠানেৰ পৰিচালক ডাঃ এল. এম. সিংজি, নৱজ-
মোহন কাউণ্ডেশনেৰ সহযোগিতায় ১৬ খণ্ডে বেৰ প্ৰকাশ
কৰবেন । তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ হৰে গৈছে ।

প্ৰতিবেদক : অসিতাৰ দাশ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰ্ম্মাত্মক তহবিলে দান

প্ৰেমাগাৱেৰ বিসত সখ্যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জ্ঞান তহবিলে প্ৰেমাগাৱ কৰ্ম্মীসেৰ দানেৰ হিসাব প্ৰকাশিত
হৈছিল । ৪।১।৭৮ তাৰিখে বীৰুড়া জেলাৰ প্ৰেমাগাৱ কৰ্ম্মীৰা এ জ্ঞান তহবিলে ২০১ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
হাতে জমা দেন । পৰিচয় অকিলে তখনও এ বাৰদ টকা আসছে এক অধুৰ তহবিলে আমৰা তা
জমা দিব ।

এখন পৰ্য্যন্ত প্ৰেমাগাৱ কৰ্ম্মীসেৰ মোট দানেৰ পৰিমাণ ২,৪৯৮ টকা ।

**[এই গ্রন্থগীটি সংকলন করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য
শ্রীশরৎচন্দ্র সাহা]**

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণ

১৩৮৪

গ্রন্থগী

সম্পাদনা

বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ : দ্বাদশক সাহা

ভাদ্র—চৈত্র : শ্রীশ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক

চৈত্র—বৈশাখ : অচিন্ত্য মল্লিক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৭ সি আই টি ভীম ৫২

কলিকাতা—১০০০১৪

রেজিষ্টার্ড অফিস

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা—১০০০১৩

- ১। লেখক সূচী : বর্ণানুক্রমে সজ্জিত লেখকের নাম, আখ্যা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা।
- ২। আখ্যা নির্ধার্ত : বর্ণানুক্রমে সজ্জিত আখ্যা এবং লেখক সূচীর ক্রমনির্দেশ।
- ৩। বিষয় নির্ধার্ত : লেখক সূচীতে উল্লেখিত গ্রন্থগুলির বিষয় শিরোনামের বর্ণানুক্রমিক নির্ধার্ত এবং লেখক সূচীর ক্রমনির্দেশ।
- ৪। গ্রন্থাগার সংবাদ : গ্রন্থাগারগুলির নাম বর্ণানুক্রমে প্রণীত ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত।

- ৫। বার্তা বিচিত্রা : বার্তাগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত।
- ৬। সম্পাদকীয় : মাস অনুসারে সজ্জিত এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত। বঙ্গবীর মণ্ডো সম্পাদকীয়গুলির আখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৭। পরিষদ কথা : সংবাদগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।
- ৮। চিত্রপত্র : পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।
- ৯। শোক সংবাদ : মৃত ব্যক্তিবর্গের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।
- ১০। বিবরণ পত্রী :
- ১১। English Abstracts : পৃঃ সংখ্যা নির্দেশিত।

লেখক সূচী

- ১। অনন্ত আচার্য। সাম্প্রতিক বই / ১৫৪-৫৫
- ২। অনাদি গুপ্ত। জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার সমস্তা / ৪২-৫২, ১১-১৫, ১৬-১১০
- ৩। অনিল চন্দ্র পাল। পুঁথি সংগ্রহ ও — সংকলন / ১১৭-১২৪
- ৪। গ্রামোত্তরন : গ্রন্থাগারের কুমিকা ও তথ্যনিবাহী কর্তব্যোদের সংবেদন / ২৩৭-২৪১
- ৫। অরবিন্দ তর্জাচার্য। সেবাকর্তী জ্ঞানদা কল্যাণাধ্যায় / ১০১-১০৩
- ৬। অপোহ বহু। প্রয়োজন ভিত্তিক নিত্যকাল সংগ্রহ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পটভূমিকা / ৩০৭-৩১৭
- অনিভাত দ্বাপত্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অনিভাত দ্বাপত্র

- ১। অসীম কুমার বসু : অসংশ্লিষ্ট বহুভাষ্য
যোগ্য বই / ২২৮-২২৯
- ৮। U G C circular for revision of pay of Librarians etc. ১৬-৬৭
- ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের
পৰীক্ষার ফল / ২১-২২
- ১০। কৃষ্ণচন্দ্র বসু : ৫ অসিতাভ রায় : এই
মেল / ২৬২-২৬৩
- ১১। পৌরস্বত্বাধিকার চট্টোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার
ব্যবস্থাপনার সংকট / ৮৮-৯
- ১২। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নিবাহক সমিতির
প্রতিবেদন / ৩৫ : ২৬
- ১৩। গ্রন্থাগার নিবাস উন্নয়ন / ২০-২১
- ১৪। ৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন জাতিয়া
বিষয় ও কর্মসূচী / ৩২৮
- ১৫। জীহ্মভাটন রায় : গ্রন্থ ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক
গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা পর্ববেষণ / ৬-১০
- ৩০-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি
সমিতির সভাপতির ভাষণ : নির্মল কুমার সেন।
- ১৬। ৩০-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, উদ্বোধনী
অধিবেশনের ধারা বিষয়কী / ১৪-১৬
- ১৭। ৩০-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, উপস্থিত
প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা / ৩৫-৩৭
- ১৮। — , প্রথম অধিবেশন / ১৬-১৭
- ১৯। — , দ্বিতীয় অধিবেশন / ২১-২২
- ২০। — , তৃতীয় অধিবেশন / ২৭-২৮
- ২১। — , চতুর্থ অধিবেশন / ৩৩-৩৪
- ২২। মেঘনাদচন্দ্র চক্রবর্তী : (কৃষ্ণ) সাইন্সের
আনুমানিক ও তার ভাষণ / ১৪১-১৪৪
- ২৩। নির্মল কুমার সেন : ৩০-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
সম্মেলনের সভাপতি সমিতির
সভাপতির ভাষণ / ১০
- ২৪। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই কেন ? ৩৪-৩৭
- ২৫। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুদ্রিত ও
সংস্কারের ক্ষেত্র ৩০-তম বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থাপন / ৩১-৩২
- ২৬। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের
কাঠামো / ৩১৭-৩২১
- ২৭। প্রবোধ ভট্টাচার্য : আধুনিকের গ্রন্থ / ১৮৭-১৮৮
শ্রীতি মিত্র : বিজয় মুখোপাধ্যায় : শ্রীতি মিত্র
মঙ্গল প্রসাদ সিংহ।
- ২৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার
বিজ্ঞান লিখিত সমাবেশের উদ্দেশ্য / ২০২
- ২৯। বিজয় মুখোপাধ্যায় : "শ্রীতি মিত্র" : মঙ্গল প্রসাদ
সিংহ : গাম্ভীর উত্তরিত্তে কনকেশ্বর গ্রন্থাগারের সূত্র
কৃষ্ণা ৫ করেকটি প্রায় / ৩০১-৩০৪
- ৩০। ১০-শে ডিসেম্বর। ১১৬
- ৩১। বুদ্ধিজীবীদের সভার কার্যের গ্রন্থাগার আইন
বাংলাদেশের দাবী / ৫৬-৫৭
মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ : বিজয় মুখোপাধ্যায় :
শ্রীতি মিত্র : মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ।
- ৩২। অম্বু বোম কলিকাতা : দেশ : নারীত্ব সংস্থা
(১৯৬০-১৯৬১) বিষয় সূচী / ১২৪-১২৫, ১২৬-১২৭
- ৩৩। Memorandum to University Employees'
Pay commission. 281-289
- ৩৪। Memorandum submitted to the Hon'ble
Minister Higher Education, W. B. 290-294
- ৩৫। Memorandum submitted to the Hon'ble
Education Minister, Govt of
India. 223-233
- ৩৬। বাগ্যশালার নিকট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের
স্বাক্ষর / ৬৪-৬৫
- ৩৭। Library Legislation Draft Bill
Committee. 333-334

৩৮। শশীভূষণ বাগচী। আভ্যঃ গ্রন্থাগার
বিভিন্ন কেন্দ্রে / ৫৩-৫৫

৩৯। —। কর্ণহীন দুই জনতা ও
গ্রন্থাগার আন্দোলন / ১৮২-১৮৩

৪০। শিকামগ্রীজের নিকট নিরক্ষরতা / ৭০৮.

৪১। শিকামগ্রীজের সন্ধান সত্য / ৮১-৮৩

৪২। শিবেজনাথ কামিনাল। গ্রন্থাগার
বিজ্ঞান / ৬০-৬১

৪৩। সত্যজিত বোদাল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন
ও সাধারণ গ্রন্থাগার / ২৪২-২৪৪

৪৪। সত্যজিত সেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগার :
গ্রন্থাগারিক সমাজশিক্ষা কর্মীর

চিন্তাভাবনা / ১৬৫-১৭৬

৪৫। সত্যজিত মজুমদার। ভারতে নিরক্ষরতা প্রশমন / ৮৪-৮৭

৪৬। সুব্রীজ দাস। রাষ্ট্রায়ত্ত্বপত্রিকা : পরিচিতি ও
বহনপঞ্জী / ১৫৫-১৬৭

৪৭। সুশোভা গুপ্তা। গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের
ভূমিকা / ৩০৫-৩০৬

৪৮। সৈয়দ আবদুল কেব্রমানী। গ্রন্থাগার আন্দোলনে
জনগণের ভূমিকা / ১০৪-১০৫

আখ্যা নির্ধারিত

অল্পশিক্ষিত বহুজনের ক্ষতি হইবে। ৭

আভ্যঃ গ্রন্থাগার বিভিন্ন কেন্দ্রে। ৩৮

UGC circular for revision of Pay of
Librarians etc. ৮

কর্ণহীন দুই জনতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। ৩৯

কমিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের
পতীকার কল। ২

গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের কর্তব্য এবং ব্যবহারের
ব্যাপী পর্যালোচনা। ১৫

গ্রন্থাগার আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা। ৪৮

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে বহুতর

গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক

সমিতির প্রতিবেদন। ১৫

গ্রন্থাগার বিষয় উল্লেখ্য। ১০

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ৪২

গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৪৭

গ্রামীণ উন্নতিতে জনগণের গ্রন্থাগারের ভূমিকা
ভূমিকা ও কর্তব্যের প্রশ্ন। ১২

গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও তথ্যনির্বাচী
কর্মযোগের সংবেদন। ৪

৪০-তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : জাতিভাষা
বিষয় কর্ণপঞ্জী। ১৪

জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭০ জনসংসদ। ৩১

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান সমস্যা। ২

জীবনীকোষ গ্রন্থ। ২৭

৩০-তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন,
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। ২০

উদ্বোধনী অধিবেশনের ধারা বিবরণী। ১৬

উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা। ১৭

দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৯

প্রথম অধিবেশন। ১৮

গ্রন্থাবলী। ২১

সমাপ্তি অধিবেশন। ২০

দেশ : সাহিত্য সংখ্যা (১০৬-১০৭)

বিষয় সূচী। ৩২

রাষ্ট্রায়ত্ত্বপত্রিকা : পরিচিতি ও বহনপঞ্জী। ৪৬

নিরক্ষরতা দূরীকরণ-আন্দোলন ও সাধারণ
গ্রন্থাগার। ৪৩

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো। ২৬

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ্য আইন চাই ফের ? ২৪
 পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ্য ব্যবস্থাপনার সূচক । ১১
 পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ্য ব্যবস্থার সূচক ও
 সাক্ষ্যবাদের অর্থ ৩০-তম বর্ষীয়
 প্রকাশ্য সাক্ষ্যবাদের স্থাপন । ২৪
 পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ্য প্রকাশ্য : অপ্রকাশ্যিক
 সাক্ষ্যবিকা কবীর চিত্তাভাবন । ১৪
 পুঁথি : সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য । ৩
 প্রকাশ্য ভিত্তিক নিষেধ সাক্ষ্যবাদের সাধারণ
 প্রকাশ্য ব্যবস্থার পটভূমিক । ৬
 বই বেলা / ১০
 বর্ষীয় প্রকাশ্য পশ্চিম পশ্চিম প্রকাশ্য
 বিজ্ঞান শিক্ষণের সমাবেশের উৎসব । ১০
 ২০শে ডিসেম্বর । ৩
 ভারতে নিষেধতা প্রকাশ । ৬৫
 Memorandum to University Employees'
 Pay Commission. ১০
 Memorandum submitted to Hon'ble
 Minister of Education, W. B. ১১
 Memorandum submitted to the Hon'ble
 Education Minister, Govt of India. ৩৭
 রাজ্যপালের নিকট সাক্ষ্যবাদের প্রকাশ্য কবীরের
 সাক্ষ্যবাদের । ৩৬
 (ব্রিটিশ) পাঠ্যবই আয়োজনের ও তার
 জরুরি । ১২
 Library Legislation Draft Bill
 Committee. ৩৭
 নিকায়ব্রিটিশের নিকট সাক্ষ্যবাদের । ৩০
 নিকায়ব্রিটিশের সাক্ষ্যবাদের । ৩১
 নিকায়ব্রিটিশ প্রকাশ্য সাক্ষ্যবাদের পশ্চিমবঙ্গ । ১২
 নিকায়ব্রিটিশ প্রকাশ্য পশ্চিমবঙ্গ । ১৩
 সাম্প্রতিক বই । ১
 সেবারতী কলকাতা কলকাতা । ৫

বিষয় নির্দেশ

আমি, প্রকাশ্য / ৭
 আন্তঃ প্রকাশ্য, বিজ্ঞান / ৩৬
 আলোচনা, জীবনী কোষ / ২৭
 U. G. C. pay revision, Library. ৮
 উপস্থিত প্রতিনিবন্ধন, প্রকাশ্য সাক্ষ্যবাদের / ১৭
 Education Minister of India,
 Memorandum, Library Science ৩৫
 Education Minister of W. B.,
 Library Workers, College &
 University, Memorandum. ৩৭
 কর্মকর্তা কলকাতা, প্রকাশ্য আয়োজন / ৩৩
 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ্য বিজ্ঞান
 পশ্চিমবঙ্গ কল / ১
 College & University, Memorandum.
 Education Minister of W. B.,
 Library Workers ৩৯
 কলকাতা কলকাতা, জীবনী / ৫
 প্রকাশ্য, বিজ্ঞান, কল / ৩৩
 ———, সাম্প্রতিক বই / ১
 প্রকাশ্য, আমি / ৭
 প্রকাশ্য আইন / ২৪, ২৬
 প্রকাশ্য আয়োজন / ১২, ১৬, ১৩, ৩৩, ৪৮
 ———, কর্মকর্তা কলকাতা / ৩৩
 ———, জরুরি / ১৬
 প্রকাশ্য, প্রকাশ্য / ৩, ১৩, ১৭
 প্রকাশ্য বিজ্ঞান / ১৩, ৩০
 প্রকাশ্য, নিষেধতা / ৪০
 ———, পশ্চিমবঙ্গ, সূচক / ১১
 প্রকাশ্য বিজ্ঞান / ৩৩
 প্রকাশ্য বিজ্ঞান পশ্চিমবঙ্গ কল,
 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ৩
 প্রকাশ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ সমাবেশের উৎসব / ১০

গ্রন্থাগার ব্যবহার । ১৫
 গ্রন্থাগার সম্মেলন । ১৪, ১৭, ২০, ২১, ২৫
 ———, উপস্থিত প্রতিনিধিত্ব । ১৭
 ———, প্রস্তাব । ২১
 ———, বিষয় ও কর্মসূচী । ১৪
 ———, সমাপ্তি অধিবেশন । ২০
 ———, সমুদ্রতি, সম্প্রসারণ । ২৫
 গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সমাজ শিক্ষা । ৪৭
 গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার । ৪, ২০, ২১
 জনগণ, গ্রন্থাগার, আন্দোলন । ৪১
 জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, বুদ্ধিজীবী । ৩১
 জাতীয় গ্রন্থাগার, সমাজ । ২
 জীবনী কোষ, আলোচনা । ২৭
 জীবনী, গুরুত্ব বর্ণনাপাঠ্য । ৫
 দেশ গ্রন্থাগার, বিষয়সূচী । ৩১
 নারায়ণ পত্রিকা, পরিচিতি, রচনাপত্র । ৪৬
 নিম্নতম গ্রন্থাগার । ৬
 নিয়ন্ত্রণ, ভারত । ৪৫
 ———, গ্রন্থাগার । ৪১
 Name, Library Legislation Draft
 Bill Committee. ১৭
 পরিচিতি, রচনাপত্র, নারায়ণ পত্রিকা । ৪৬
 পরিসেবা, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার । ১১
 ———, সাধারণ গ্রন্থাগার । ১১
 পশ্চিমবঙ্গ, সংকট, গ্রন্থাগার । ১১
 প্রস্তাব, গ্রন্থাগার সম্মেলন । ২১
 বই মেলা । ১১
 বই, সংরক্ষণ, সংগ্রহ । ৩
 বিভিন্ন কেন্দ্র, আন্তঃ গ্রন্থাগার । ৩৮
 বিষয় ও কর্মসূচী, গ্রন্থাগার আন্দোলন । ১৪
 বিষয় সূচী, দেশ, গ্রন্থাগার । ৩১
 বুদ্ধিজীবী, জাতীয় গ্রন্থাগার আইন । ৩১
 বৃটিশ, লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন । ২২
 ভারত, নিয়ন্ত্রণ । ৪৫

Memorandum, Education Minister
 of W. B., Library workers,
 College & University. ৩৪
 Memorandum, Library Science,
 Education Minister of India. ৩৫
 রচনা পত্র, নারায়ণ পত্রিকা, পরিচিতি । ৪৬
 রাজ্যপাল, স্পনসর্ড কর্মী, নারায়ণ । ৩৬
 Library, U. G. C. Pay revision. ৮
 লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, বৃটিশ । ২২
 Library workers, College &
 University, Memorandum,
 Minister of W. B. ৩৪
 Library Legislation Draft
 Bill Committee, Name. ১৭
 Library Science, Education
 Minister of India, Memorandum. ৩৫
 লিঙ্কামহীন্দ্র, সর্বস্বনা । ৪১
 ———, নারায়ণ । ৪০
 লিঙ্কায়তন গ্রন্থাগার, পরিসেবা । ১১
 সংকট, গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ । ১১
 সংগঠ, বই, সংরক্ষণ । ৩
 সংরক্ষণ, সংগঠ, বই । ৩
 সমাজ, জাতীয় গ্রন্থাগার । ২
 সমাজশিক্ষা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার । ৪৭
 সমাপ্তি অধিবেশন, গ্রন্থাগার সম্মেলন । ২০
 সমাবেশ উৎসব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা । ২৮
 সমুদ্রতি, সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগার সম্মেলন । ২৫
 সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগার সম্মেলন, সমুদ্রতি । ২৫
 সর্বস্বনা, লিঙ্কামহীন্দ্র । ৪১
 সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা । ১১
 সাম্প্রতিক বই, গ্রন্থাগার । ১১
 স্পনসর্ড কর্মী, নারায়ণ, রাজ্যপাল । ৩৬
 নারায়ণ, রাজ্যপাল, স্পনসর্ড কর্মী । ৩৬
 নারায়ণ, লিঙ্কামহীন্দ্র । ৪০

প্রবন্ধের সংক্ষেপ

অগ্রণী, দ্বন্দ্ব । ২১০

অভিযান্ত্রী পাঠাগার । ৬২

অবস্থাপন বিদ্যা পাঠাগার, বর্ডমান । ২৭১

আইরা সাধারণ পাঠাগার, হুগলী । ১১২

কায়দাবন্দীর অস্ত্র পাঠাগার । ৩২২

কলিকাতা ইন্সটিটিউট, কলিকাতা । ১১২

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, নবীরা । ২৭১

জিহ্বা স্বত্ব পাঠাগার । ১১২

হুঁহুড়া কিশোর প্রগতি সন্থ, হুঁহুড়া । ৬২

-----হুগলী । ১৭৮

জাতীয় প্রবন্ধকারী সমিতি: নিয়ন্ত্রণতা স্থাপন । ২১৫

জাতীয় সাধনশাল পাঠাগারে সাধনতা দ্বন্দ্ব

উদ্ভাষন । ১১১

জমলুক জেলা প্রবন্ধ । ৬০

-----যেদিনীপুর । ৩২২

জাতীয় বিদ্যা বীরাগাণি পাঠাগার, ২০-পরগনা । ৩২২-৩০

জুয়ার স্বত্ব প্রবন্ধিকেন্দ্র, যেদিনীপুর । ২১৫

-----,

জিহ্বাপুত্র, যেদিনীপুর । ৬২

-----,

-----, ----- । ১৮০

জিহ্বা স্বত্ব সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার । ৬০

----- । ২১১

-----, এবং

৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা । ১১১

নিয়ন্ত্রণের হাতে বড়ি অষ্টান, জমলুক । ২৭২

নৈহাটী বীরাগাণি পাঠাগার, ২০ পরগনা । ২৭২

-----, ----- । ৩৩০

পল্লীকল লাইব্রেরী, বানকন, বর্ডমান । ৬২

পল্লীকল পাঠাগার, বীরাগাণি, হাওড়া । ৩৭০

-----, -----, ----- । ১৭৮

-----, -----, ----- । ২১৫

পল্লীকল পাঠাগারে বীরাগাণি-অষ্টান অষ্টানবন্দী, বীরাগাণি,

হাওড়া । ১১২

পল্লীকল বিধানসভা প্রবন্ধ । ১১১

পল্লীকল সভাপতির প্রবন্ধের প্রবন্ধিকেন্দ্রের পত্রিকা

স্বত্ব । ১১২

পল্লীকল সভাপতির স্মরণ প্রবন্ধ প্রবন্ধী সমিতি নবীরা

বিশেষ সাধারণ বার্ষিক সভা । ৬০

পল্লীকল সভাপতির স্মরণ প্রবন্ধ প্রবন্ধী সমিতি : হাওড়া

সাধা । ১১২

-----, হাওড়া । ১৭৮

-----হাওড়া সাধা । ২৭১

-----হাওড়া সাধা । ২৭১

-----হাওড়া সাধা । ২৭১

পল্লীকল সভাপতির স্মরণ প্রবন্ধের বার্ষিক

অধিবেশন । ১১১

পল্লীকল স্মরণ প্রবন্ধ প্রবন্ধী সমিতি, নবীরা । ১৭৮

-----, বীরাগাণি সাধা । ২১৬

-----, বীরাগাণি । ২১০

পল্লীকল সভাপতির । ৬২

পল্লীকল সভাপতির স্বত্ব সাধারণ প্রবন্ধের নতুন ভবনের

উদ্ভাষন । ৩০

প্রগতি সন্থ, কলিকাতা, বানকন । ১৭৮

বর্ডমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবন্ধ । ২১০

বীরাগাণি জেলা স্মরণ প্রবন্ধ প্রবন্ধী সমিতি । ১১২

বীরাগাণি পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী । ২১০

বি এন আই এন প্রবন্ধিকেন্দ্রের প্রবন্ধ নবীরা

সংক্ষেপ । ৩০

বিদ্যালয়ের সাধিত সমিতি, পল্লীকল, পুতুলিয়া । ১৮০

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কামোদা । ১৮০

-----, -----, নবীদা । ৫৭২

জামানন্দ শ্রীমতী পাঠাগার । ৩২৩

মাক্স পাবলিক লাইব্রেরী, জাটিনাম করতী । ২১৫

মহীন্দ্র পাঠাগার, মৈহাটি । ২১৪

মাজনারায়ন বহু বৃত্তি পাঠাগার ও পরিবর্তন মেমোরীপুত্র

জেলা শাখার বোধ উত্তোষে । ২১৪

মামকক তরুণ সংঘ, কামারপুকুর, হুগলী । ৩২২

মারগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম দিনাজপুর । ২১০-২১৪

মবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া । ২৭১

সংকতি—আমতা, হাওড়া । ২৭২

-----, -----, ----- । ১১৩

মহারাজ লাইব্রেরী ও নলিনী বৃত্তি ফ্রি বিডিং কম । ৬০

মুলের পাঠাগারের শিল্পভাস । ৩৩০

ম্পোর্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা । ১৮০

মহিনাথ দে জগৎ-শতাব্দিকী, ১২৭৭ । ১১১

হাওড়া জেলা সম্মেলন । ৬৩

কার্তাবিভিঙ্গা

আন্তর্জাতিক জাতীয় গ্রন্থপত্রী সম্মেলনে জী অতিথি

মুখোপাধ্যায় । ২১৭

আন্তর্জাতিক বই মেলা, ১২৭৭ । ১১৩

আশাপূর্ণা দেবী 'জানপীঠ' পেলেন । ১৮২

ইসলামিক পাঠ্যক্রম । ১১৩

উজ্জয়িনীতে বিশ্ব ধর্মীয় গ্রন্থাগার । ২১৭

এক পুস্তক বিক্রীতে কলকাতা শিবে । ৩৩১

একাল্প ইসলামিক সম্মেলনে, ১২৭৭ । ১১৩

কবি পথ ঘোষ আকাজেয় পুরস্কার পেলেন । ১৮২

কমনওয়েলথ কবিতা পুরস্কার : ১২৭৭ । ২৭৩

ককশানিধান বন্যোপাধ্যায় ও চাকর বন্যোপাধ্যায় : জগৎ

শতাব্দিকী । ১৮২

কলোমাস বড়ীজমোহন । ৩০১-২

অধ্যাপক বাউলা IFLA-র আঞ্চলিক গ্রুপের সভাপতি

নির্বাচিত । ২১৭

কাহা গ্রন্থাগারের ছবাবছা । ২৭

জ্ঞানকামিনী নাগ পদক । ৩৩১

কামিনীপুরে গ্রন্থাগার বিবল । ২১২

কলকাতা । ২৩

গ্রন্থাগার কর্মীদের ডেপুটেশন । ১১৩

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকত্ব পদবী । ২১৭

গ্রন্থাগারের দাবীতে ধর্মপত্র । ২৭৩

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীর সোভিয়েত দেশ নেত্র পুরস্কার

লাভ । ২৭৩

জীবন্ত বিশ্বকোষ । ২৩২

জৈনে গ্রন্থাগার । ৩১১

জাইয়েউরী অব ইতিহাস উইমেন টু ডে । ২৭

ডিউই ডেসিগনাল সিডিউল । ২৭

পৌর প্রকাশনা বহু ছবাব মুখে । ২৭৩

গ্রন্থাগার সংকলন । ২১৭

গ্রন্থাগার তালিকা । ২৭

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সভার উত্তোষে বই

প্রকাশনী । ১১৩

বিশ্ব পুস্তক মেলা । ২৭

ব্রিটিশ কাউন্সিলের আরো ছবি গ্রন্থাগার । ২৭৩

বঙ্গনাথন পুরস্কার । ২১৭

বঙ্গীয় জীবনীকার সম্মানিত । ৩৩২

বঙ্গীয় রচনাবলীর পুনঃ প্রকাশ । ৩৩১

বাজা রামবোহন বাজ লাইব্রেরী কাউন্সিল । ১১৩

নবং পুরস্কার, ১২৭৭ । ১৩৩

শিক্ষকের পাঠ অভ্যাস সন্থিকা । ২৬

সমাজতাত্ত্বিক মানচিত্র । ২৭৩

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১২৭৬-৭৭) । ২৭

বর্ত্ত সাহিত্য পুরস্কার । ২৭৩

কল্যাণকীর্ত্ত

বৈশাখ (কর্মকর্ত্ত-গ্রন্থাগারিক) । ১২২

কোষ্ট (গ্রন্থাগার আইনের কল) । ৩৬ ক-ব

আবাক (জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা ও জাতীয় গ্রন্থাগার)।

৪৭-৪৮

জীবন (গ্রন্থাগার আন্দোলনের আনুসঙ্গিক)। ৭১-৭২

ভাত্র (হরিজ, সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার)। ১২-১০০

আধুনিক-কালিক (গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে সোচ্চার হোন)। ১১৫

অগ্রহায়ণ (২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস)। ১৬৩

গৌর (পশ্চিমবঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের সমতা)। ১৮৫-৮৬

মাঘ (বেতন কমিশন ও গ্রন্থাগার কর্মীর বেতন)। ১৩৫-৩৬, ২৪৪

কাল্পনিক (ভেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হোক)। ২৪৭

চৈত্র (গ্রন্থাগার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। ১২৬

পরিষদ কথা

অত্যন্ত আরকলিপি পেশ ও সাক্ষাৎকার। ১৫৩

অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিশ্রের নিকট আরকলিপি। ১০৬

জীঅধিনী কুমার সেনের পুনর্বহাল দাবী। ১৫১

ইউ জি সি চেয়ারম্যানের নিকট চিঠি। ২০৫

ইউ জি সি়র আগুতা বহিষ্কৃত বেলসকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে। ১৫২

ইউ জি সি বেতন ক্রমের কিয়দশন সম্পর্কে। ১৫৫

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শঙ্কু বোয়ের নিকট ডেপুটিশন ও আরক লিপি পেশ। ২৭৪

সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ২০৪

উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা)র নিকট ডেপুটিশন। ১০৪

উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ২০৫

উপসমাজশিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটিশন ও বিভিন্ন আরকলিপি পেশ। ২৭৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট পরিষদের

আরকলিপি পেশ ও সাক্ষাৎকার। ২৭৫-৭৭

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিভূক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন-ক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ,

জি, সি) চেয়ারম্যানের নিকট আরকলিপি পেশ। ২০৪

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ সেন চক্রের সঙ্গে

সাক্ষাৎকার। ২০৫

গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার ব্যবহার বিভিন্ন সমতা সম্পর্কে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দেব সঙ্গে আলোচনা। ২০৩

গ্রন্থাগার দিবসে কেন্দ্রীয় অফিস। ২১০-২১১

গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট চিঠি। ২০৫

গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ২০৬

জাতীয় গ্রন্থাগারের ডাটাবেইজের নিকট অফিসে। ২৭৭

'পপসি' সম্পর্কে আলোচনা সভা। ১৫৩

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা। ৩২৮

প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার কর্মীদের

কেন্দ্রে বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কে। ১৫৩

প্রস্তাবিত ইউ, জি, সি, বেতনক্রম সম্পর্কে। ১৫২

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার

বিষয়ক মন্ত্রী পার্শ্বদেবের নিকট

ডেপুটিশন ও আরকলিপি পেশ। ২৭৪-২৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কালিকাতা শাখা। ২৭৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মেমব্রীপুত্র জেলা

শাখার এক হক কমিটি গঠন। ১৭৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বঙ্গীয় নতুন সভা। ৩৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাহ্যিক সাধারণ সভা। ১১০

বঙ্গলিখ আবেদন হস্তান্তর। ১৭৭

বহরমপুর পাবনা কলেজের গ্রন্থাগারিক

৩০০-৬০০ টাকা বেতন হার পেলে। ১৭৭

বাহুড়া জেলা শাখা। ৩২৮

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিকট অফিসে। ২৭৭

বিভিন্ন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকর্তার নিকট

চিঠি ও সাক্ষাৎকার। ২৭৭

বিশ্ববিদ্যালয় পে কমিশনের আরকলিপি। ২০৬

৪২ তম বাহ্যিক সাধারণ সভা। ১৪৫-৪১

কুটুম্বের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে। ১৫৩

যেহিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের লক্ষ্য

সম্পর্কে আলোচনা। ২০৫

মুখিগাঁও জেলা শাখা। ২১৪

যেহিনীপুর জেলা শাখার পুনর্গঠন। ২০৬

হাজা হামমোহন দার লাইব্রেরী কমিউশন। ১৫১

হাজা হামমোহন দার লাইব্রেরী কমিউশনের

পুনর্গঠিত হাজা গ্রন্থাগারের পরিচালনা

কমিটির কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট। ২৭৭-৭৮

ঐশ্বর্যক বাগতীর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ। ২৫২-২৫৩

সহকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী

গ্রন্থাগারিকদের ইউ. ডি. সি. বেতনক্রমের

আওতায় আনা সম্পর্কে। ১৫২

টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর চারজন সহকারী

গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম সম্পর্কে। ১৫৩

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অল্প মূল্য

বেতন কাঠামো দাবী। ১৫১

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবহার চরম অবহেলিত

অথবা সম্পর্কে অধ্যাপক পার্শ্ব দেব

নিকট স্পনসর্ড ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার

পরিষদের সম্মেলন। ২০৩

হাফথপুং এক বর্ষমান বিশ্ববিদ্যালয়ের

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের

গ্রন্থাগারের নিকট অঙ্গরোধ। ২৭৭

চিঠিপত্র। ২৪০

শোক সংবাদ

অজিত কুমার পাল। ২৪৮

জকবাল বখোপাধ্যায়। ৩৮

বিজন ভট্টাচার্য। ২৪৮

বিপ্রদাস চন্দ্র। ২৪৮

ঈশ্বরীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩৮

বিরোগপঞ্জী

অমিয় কুমার সেন। ২১৮

মিলীপ দাসগুপ্ত। ২১৮

হুমিজনানন্দ পণ্ড। ২১৮

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ১৮১

: nglish Abstracts

156- 62, 183-184, 279, 335

গ্রন্থ সংশোধন

“গ্রন্থাগারের” ভাষ্য-মাখিন সংখ্যার হুঁচকে অনিত্যতা দানের বন্ধে ক্রমক্রমে অনিত্যতা দান ছাপা হয়েছে।

বহীৰ গ্ৰহাণায় পৰিষদ

শি-১৩৪, সি. আই. ডি. কিল ৫২

ইণ্ডিয়ান—পত্ৰপুস্তক, কলিকাতা-১৪

সভিনয় নিবেদন,

আগামী সন্নিৱেশ ১০ ডিচেম্বৰ ১৯৭৮ অপহাৰ ৫টাৰ পৰিষদ ভবনে শতীমেৰী বক্তৃতাশালাৰ প্ৰথম বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অধ্যাপক বিশ্বেশ্বৰ কৰ "পাঠ্য সামগ্ৰীৰ বিশ্বজনীন সভ্যতা প্ৰসংগে" বক্তৃতা দিতে সন্মত হৈছে। পৰিষদে সভাপতি শ্ৰীকলিঙ্গৰ দ্বাৰা সভাপতিত্ব কৰিবেন। অহাৰ্হানে আপনাৰ সাহসৰ উপস্থিতি কামনা কৰি।

১০ই নভেম্বৰ, ১৯৭৮

নিবেদক,

প্ৰবীৰ সান্ধ্যকালী

কৰ্মসচিব

বহীৰ গ্ৰহাণায় পৰিষদ

শি-১৩৪, সি. আই. ডি. কিল ৫২

ইণ্ডিয়ান—পত্ৰপুস্তক, কলিকাতা-১৪

সভিনয় নিবেদন,

আগামী সন্নিৱেশ ৩ ডিচেম্বৰ ১৯৭৮ অপহাৰ ৫টাৰ পৰিষদ ভবনে শ্ৰীলক্ষ্মীৰ ঘোষ বক্তৃতাশালাৰ চতুৰ্থ বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অধ্যাপক শ্ৰীপত্ৰ সেন "বাংলা যুৱকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ ও বাংলা বৰ্ণমালাৰ সংস্কাৰ" বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সন্মত হৈছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক বিজয়বিহাৰী তট্টাচাৰ্য সভাপতিত্ব কৰিবেন। অহাৰ্হানে আপনাৰ সাহসৰ উপস্থিতি কামনা কৰি।

১০ নভেম্বৰ, ১৯৭৮

নিবেদক,

প্ৰবীৰ সান্ধ্যকালী

কৰ্মসচিব

English Abstracts

Granthagar Vol. 27, No 11
Editorial.

Feb March, 1978

Narayan Patrika
By Sanil Das

Page 272

It demands that the District Social education advisory Committees are to be reorganised as one of the major functions of these Committees is to frame principles upon which the functioning of the District and other Libraries (Sponsored) are to depend. It has also advocated that these Committees should be formed in such a way that at least one member to be taken from the professional body like B. L. A. and one from Sponsored Library Association. It is quite natural that without having any professional representation none is competent enough to give proper guidance in the affairs of the above Libraries.

The movement of eradication of illiteracy and Public Library, by Satya Brata Ghosal.

Page 249

It has dealt how public Libraries can help in the movement of eradication of illiteracy. It has also referred to Unesco's "Public Library manifesto" of 1949 where it has clearly stated the role of public Library as a democratic Institution. After analysing the pros and cons of public Libraries it concludes in saying that public libraries can play their role in making the new by literate people to be literate for ever.

Page 255

It has introduced 'Narayan Patrika' and analysed its growth and development. It has also informed that C. R. Das patronised Narayan Patrika in various way and means. It is further equipped with a list of publications.

Book Fare : By Krishnapada Majumdar and
Asitabha Dash

Page 269

It has given us some idea about book fairs which were held at 'Pragati Maidan' in New-Delhi and in a Ship of Singapore on the breast of the Ganges in Calcutta. Besides the mentioned two book fairs it has specifically given a minute description of a 'book fair' organised by publishers' and book sellers' guild which was held on 5. 3. 78 at the western side of Rabindra Sadan in Calcutta.

1. Library News, Compiled by
Mihanti Chakraborty

Page 272

- a) Sabuj Granthagar, Nijbalia, Howrah
- b) Amargarh Milani Pathagar, Burdwan
- c) West Bengal Sponsored Library Employees Association Howrah Branch.

- d) Krishna Nagar Public Library, Nadia.
- c) Naihati Rabindra Pathagar, 24 Parganas.
- f) Vivekananda Pathagar Kanthoa, Nadia
- g) Art and Literature Competition was held at Vivekananda Pathagar, Nadia.
- h) Srikrishnapur Tushar Smriti Rural Library started adult education programme under the presidentship of Sri Ramranjan Bhattacharya.
- i) Newly built building of Democratic Institution 'Sanskriti' was inaugurated by education Minister, Mahammad Abdul Bari and Nirupama Chatterjee, wertare Minister, was present as Chief guest.

2. General News, Compiled by Debnarayan Chakraborty an dBallari Basu.

Page 273

3. Association News

Page 274

Deputation, memorandum, Letters given to prot S. Ghosh, Higher Education Minister, prof Partha Dey Primary and Secondary Education. Minister. Deputy Director of social l education vice chancellor of Calcutta university and vice chancellors of different universities. Besides the above, nearest letters given to Heads of the library science Departments of Jadavpur and Burdwan universities, Director of National library. Letters to social Education officers of different Districts.

Report of the re-organised Raja Ram-mohan Ray library Foundation

সম্মত প্রকাশিত

তত্ত্বের কথা

সত্যজিৎমোহন চট্টোপাধ্যায়। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় ৫৩ সম্পর্কে অল্প বারনা দেবার মতবই। [১০'০০]

অন্যান্য বই

বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

সত্যজিৎমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রায় হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। ৮ প্রাচীন মানচিত্র। [১৫'০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। তথ্যনিষ্ঠ বিশদ পরিচয় ও বিশ্লেষণ। [১০'০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সামগ্রিক আলোচনা, ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচিত। [১৫'০০]

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিভ্রমণকৃত কৃষ্ণ

গৌরীকমলোপাল সেনগুপ্ত। তথ্যগত সাবলীল আলোচনা। চার বিরল মানচিত্র। [১০'০০]

সাহিত্য সংলগ্ন

৩২ এ আগার প্রকুরসে রোড

কলিকাতা-৭০০০০২

To
The Director of Public Instruction
West Bengal.

Sub : Procedure to be followed in Filling up the
vacant post of sponsored Libraries.

Ref : This Deptt. U. O. No. 41 - Eds (SE) dt.
4. 3. 78 and Education U. O. No. 797/Se/E
dt. 21. 6. 78.

The undersigned is directed to say that the filling up of the vacant posts in sponsored Libraries (Viz-District, Sub-Divisional / Town, Area / Rural Libraries) may be made in the following manner :—

- . All vacant posts in sponsored Libraries should be filled up out of the list of candidates to be obtained from Local / Regional Employment Exchanges, who possess the approved recruited Qualifications Persons possessing requisite qualification, (Persons possessing requisite qualification) who are already serving in Libraries may also apply.
- . The selection of candidates may be done by the Ad. Councils of Social Education Subject to the approval of the Director of Public Instruction, W. B. as enunciated in G. O. No 372-Edu (SE) dt. 27. 4. 78.
- . The staffing pattern and the recruitment qualifications already approved should be followed.

Necessary steps may now be taken for filling up the vacant posts in accordance with the above principles

Deputy Secretary.

No. 592/14 Edu/SE

Copy forwarded to by Director of Public Instruction (Soc. Edn.) for information and necessary action.

Bengal Library Association

P 130 CIT SCHEME : LH CALCUTTA-700014

Phone : 44-2566

Council Circular 2/1978-79

Dated, the 8th Nov. 1978

**Sub : BLA Council, Standing Committees and
Ad-hoc Committee for 1978-79**

Dear Friends,

1. I am very glad to inform you that you have been elected/nominated/appointed against the position/positions mentioned in the list of members of BLA Council/Executive Committee Standing Committees / Ad-hoc Committees for 1977-78 as stated in the reverse page.

2. As per decision of the Council, members who have been nominated in more than 3 Committees, are requested to opt their choice for inclusion in 3 Committees only.

3. Secretaries of Standing Committees and Conveners of Ad-hoc Committees are requested to follow the following procedures :

- a) Each meeting of the Standing Committees / Ad-hoc Committees be properly convened ; a copy of the notice must be deposited in the office.
- b) Office-bearers, Executive Committee, Council and Standing Committee members are required to come to the Association office regularly. They are requested to inform the Secretary in which days of a week they are available in the office.
- c) Proceedings of the Standing Committees / Ad-hoc Committees meeting must be kept up-to-date in bound register available in the office and must be placed before the Executive Committee for information and approval.
- d) All policy matters and matters involving money should be placed before the Executive Committee for approval and sanction.
- e) Attempt should be made to convene at least one meeting of the Standing Committees / Ad-hoc Committees a month ; and
- f) Report of activities of different Standing and Ad-hoc Committees, Council and Executive Committee should be regularly forwarded to the Editor, Granthagar.

4. Council, Standing and Ad-hoc Committee members are requested to take active part in the time-bound programmes of work adopted by us so that we may report something concrete to the next annual general meeting about the activities of Council, Standing Committees / and Ad-hoc Committees.

Yours sincerely,

**Ramkrishna Saha
Joint Secretary**

To
Prof Partha De
Minister-in-Charge of Primary & Secondary Education and Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700001.

Sub : Ad-hoc increase in pay for sponsored Library workers.

Sir,

I want to draw your kind attention to our deputation to you on 23rd June, 1978 on certain problems of sponsored library workers and services. One of the problems mentioned in the memorandum submitted on that day was on the problems arising out of the implementation of the govt. order for ad-hoc increase in pay (vide Govt. Order No. 341-Edn (SE)

SL-24/74

dated 5th April, 1978).

In this connection we like to state that though the Directorate's proposal and consequently Finance Dept's approval of the amount for this purpose includes all Librarians, Asst. Librarians, Library Assistants, Library Attendants, Drivers working in all types of sponsored libraries (District Libraries, Sub Divisional/Town Libraries, Area Libraries, Rural Libraries and other libraries), for ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25.00 per month and other staff of the sponsored libraries at the rate of Rs. 15.00, a complicated situation has developed in implementing the Govt. Order. As the Govt. circular has categorised that Class III staff are entitled to get ad-hoc increase in Pay at the rate of Rs. 25.00 and Class IV staff at the rate of Rs. 15.00, the offices of the D. S. E. O. in different districts have interpreted it according to W. B. S. R. As a result, quite a good number of sponsored library staff are likely to be deprived of the benefit at the rate of Rs. 25.00. In this connection we like to state the following for your kind consideration :

(a) Finance Department has already approved the total amount to include Librarians, Asst. Librarians, Library Assistants, Library Attendants and Drivers, whether they are in pay scale or in fixed pay, working in all categories sponsored libraries for Rs. 25.00 and other sponsored library staff for Rs. 15.00.

(b) The nature of job rendered by Library Assistants, Library Attendants and Drivers can not equated with the job of Class IV staff. Late Dr. A. K. Sen, ex-DDPI has also mentioned it in a circular issued by him. We have already shown this circular to you.

(c) There is no categorisation of Class IV and Class III staff in case of sponsored libraries.

(d) Sponsored library staff get very poor pay scale of pay. Revision of their pay scales was under your consideration. As the revision of their pay scale is now under the consideration of the Pay Commission, this ad-hoc increase in pay was introduced. The purpose of this move will be frustrated if large number of them are deprived from the benefit of Rs. 25.00.

(e). Three staff working in the Librarianship Training Centre at Rahara appears to have not been included for the purpose of getting this benefit erroneously. They may kindly be included while issuing clarified order.

We mentioned all these points in our deputation to you on 23rd June, 1978. You were very sympathetic to our views and asked the then Deputy Secretary (SE), Shri K. P. Banerjee, to take necessary action. But nothing has been done since then, though we have given representations on this point quite a number of times. We, therefore, request you to instruct your office to issue necessary clarification mentioning different designations who are entitled to get ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25.00 and Rs. 15.00.

Yours faithfully.

**Government of West Bengal
Education Department**

S. F. Branch

Dated Calcutta, the 9th Nov., 1978.

**No. 622-Edn(SE)
10M-14/78**

From : Shri P. K. Kundu,

Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of public Instruction, West Bengal.

Sub : Use of District Library Vehicles.

**Ref : Education Directorate u/o. Note dated 9. 9. 78 recorded in the Education Deptt.
file No. SE 10M-14/78.**

The undersigned is directed to say that it has been decided by Government that hence forward the vehicles of the District Libraries should not be used for any purpose other than library and that in the case of District Social Education Officer himself he should also use the vehicle only for library purpose with proper intimation to the District Librarian.

This may please be circulated for the guidance of all concerned.

P. K. Kundu

Deputy Secretary.

S. M. 11/11

No. 622/1(1)-Edn(SE)

Copy forwarded to the Deputy Director of public Instruction (Soc. Edn) for information and necessary action.

Calcutta,

The 9th Nov., 1978.

K Dasgupta

Officer on Special Duty.

No. 622 2(16)-Edn(SE)

Copy forwarded to the District Social Education Officer,

for information,

Calcutta,

The 9th Nov., 1978.

K. Dasgupta

Officer on Special Duty.

গ্রহাগার সম্পাদক নবীন্দ্র,

পশ্চিমবঙ্গে গ্রহাগার পরিচালনার ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের
কেন্দ্রাচারিতা আজও কত প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলছে
তার একটি নিদর্শন দিয়ে আমি এই লেখাটি 'গ্রহাগার'
পত্রিকার প্রকাশনার জন্য পাঠালাম।

কলকাতার ১৩নং আচার্য প্রহ্লাদ চন্দ্র রোডে অবস্থিত
“প্রতাপচন্দ্র মহম্মদার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট লাইব্রেরী ও হল”
একটি অত্যন্ত সুপরিচিত গ্রহাগার। এই গ্রহাগার বিনা
টানা-ভিত্তিক এবং কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের কলেজের
ছাত্র-ছাত্রীদের সেবার নিযুক্ত। এর পুস্তকসভার ও হৃৎকল
বিধিব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গত চার পাঁচ
বছর ব্যবস্থা এই গ্রহাগার নানানরকম অস্থিতির সন্মুখীন
হয়েছে। এক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে ট্রাস্টের বিবাদের ফলে
গ্রহাগারের বিদ্যায় সরবরাহ বন্ধ হয়েছে বলে আলো
পাখারীন অবস্থার নিরাকরণ গ্রীষ্মে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে
হয়েছে বছরের পর বছর। টেনিসকোর্ট ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন,
কর্মীরা কমে গেছে, গ্রহাগারের সমসলীয়া কমিয়ে কেওয়া
হয়েছে, ছাত্রদের চাহিদা অস্থায়ী সরবরাহ বই কেনা হয়নি,
গ্রহাগার কর্মীরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাইনে পাননি। লাইব্রেরি
ও জমাদার তাদের স্বয়ং থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, ছাত্রদের
বাধ্যকর্ম নিয়ে নানা ঝগড়ার ফলি হয়েছে, এবং সর্বোপরি
প্রতিটি বিষয়ই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পোচর করা হলে এর প্রতিকার
কিছু করা হয়নি। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু
হ’য়ে ওঠে। প্রায় একবছর হ’তে চলল এই গ্রহাগার বন্ধ
হয়েছে। কিন্তু সখ্যক ছাত্র গ্রহাগারিকা ও কর্মীদের প্রতি
মারমুখি আচরণ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তার দাবী
জানিয়ে গ্রহাগার বন্ধ রাখা হয় এবং কর্তৃপক্ষ আজও এ
ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকর্মণ্যের পরিচয় দিয়ে আসছেন।

গত মার্চ মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্মীদের বাইনে, ভাতা,
প্রভিডেন্ট কাও ইত্যাদি ব্যবস্থা টাকা সরকারের কাছ থেকে
আদায় করেন কিন্তু পরে সেই টাকা কর্মীদের যেননি। কর্মীরা
বাইনে ইত্যাদি দাবী করলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানান এবং
নানা অস্থিতির টাকা দিতে অস্বীকার হন। কর্মীরা কেন্দ্রাচারী
'৭৮ মাসের বাইনে ও কলকাতা ভাতা ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাতা
ব্যবস্থা টাকা আজও পাননি। পরে ভাতা বর্জী গ্রহাগার

পত্রিকাকে এক সজ্জিত স্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব মে মহাপ্রভুকে
জানান। বর্জীর গ্রহাগার পরিচয় গ্রহাগার ট্রাস্টের সব লোককে
জিষ্টি দিয়ে এই টাকা অস্থিতির মিষ্টিতে দিতে ও গ্রহাগার
সুস্থতে অস্থিতির করেন কিন্তু কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।
কর্মীর গ্রহাগার পরিচয় এবং প্রতাপ মেমোরিয়ালসের কর্মীরা
জির জির ভাবে সম্মতিবাহনের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি
করলে মাননীয় স্ত্রী মহাপ্রভুর একটি বিশেষ অর্ডারে মার্চ
'৭৮ থেকে মেমোরিয়ালসের কর্মীরা District Social
Education Officer Calcutta-র কাছ থেকে সম্মতি-
ভাবে বাইনে গেয়ে আসছেন।

আগষ্ট '৭৮ মাসের সোড়ার দিকে হঠাৎ বেলা গেল ৩ঃ
৩০ লোক নিয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রহাগার ভবনের তিনতলার
পাহারা বসিয়ে দিলেন, লাইব্রেরির কাছ থেকে চাষি
নিয়ে গ্রহাগারের দরজা ইত্যাদি খোলা হল। জানা গেল
সেই লোকেরা দিনরাজি পাহারা দেবে। কর্মীরা আশা
করছিলেন যে হয়ত এই ব্যবস্থা নিরাপত্তার জন্য কিন্তু
কার্যতঃ তা হলনা। নিষিদ্ধ অস্থিতির ভাবে কর্মীরা
গ্রহাগার তাকাতাড়ি খোলার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বড়
আবেদন জানিয়েছেন সবই ব্যর্থ হল। লোক বসানোর
কয়েকদিন পর কর্তৃপক্ষ গ্রহাগারের লাইব্রেরিকে মৌখিক-
ভাবে গ্রহাগারে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন এবং
যেতলা থেকে তিনতলার উঠার সিঁড়ি যুখে একটি কোলাপ-
সেবিল, পেট, করে তালুা ফুলিয়ে দিলেন বাতে ভীমের
অস্থিতির ভাতা কেউ গ্রহাগারে তিনতলার না বেতে পারেন।

অবস্থা চরমে উঠল। অক্টোবরের শেষে কর্তৃপক্ষ
গ্রহাগারিক ও লাইব্রেরিয়াকে চাকরী থেকে বরখাস্তের সিঁটি
দিলেন কতকগুলি বিদ্যা ও অত্যন্ত আপত্তিকর অভিযোগে
দায়ী করে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে গ্রহাগার-বর্জী বাধ্যব্রতা কি
ট্রাস্ট-এর কর্তৃপক্ষের এই অনবিদ্যাবাদী ব্যবস্থার ফল
করেন?

বিজয়া কল্যাণসংগঠন
গ্রহাগারিক

প্রতাপ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট লাইব্রেরী

SECRET

‘কম্পোজি’ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো, ‘কম্পোজি’ কণক
 প্রকরণক; কারণ পদ্ধতিগত ভাবে ‘কম্পোজি’ বিভিন্ন
 ‘কম্পোজি’, ‘কম্পোজি’, ‘কম্পোজি’-এর ‘কম্পোজি’
 ‘কম্পোজি’-এর। এ পদ্ধতির ‘কম্পোজি’
 ‘কম্পোজি’ করে ‘কম্পোজি’।

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र

| কোন পুঁজি করটি। | সামান্য সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| পূর্ব পুঁজি : ৪৫ মলটি | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ব পুঁজি : ২৫ ও ৩৫ মলটি | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্ব পুঁজি : ৫ | ১২৫ | ২০০ |
| পূর্ব পুঁজি : সামান্য | ২০০ | ৩০০ |
| অর্ব পুঁজি : ৫ | ১০০ | ১৫০ |
| ই পুঁজি : ৫ | ৫০ | ১০০ |

●विमानासु मासिक २८ × ३४ मि. आय.

हाना काटवाना जाईल ३० × ३३ मि. व्या.

अ-नादिक, अ-नादिक नदिका

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

— 126 —

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10-10-68

West Bengal Library Directory (1983)

1990

ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କି କି କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା
ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. 797—211

Library Service in India To-day. 771—622

কবিগণ কবিতা প্রণয়ন ও কবিতা প্রকাশের পদ্ধতি
হস্ত প্রণয়ন আয়োজন অনুষ্ঠান

अष्टावक्र विनयः ।

निर्वाचित बापना अष्टमर कानिका पुनः—१००

আকাই হাকিমের বেশি জুনিয়রিত বাবজা
বইয়ের ডানিকা।

कः विमल मल— त्रयीय नादिका अष्टांगम् ।

●●●●●

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

— १० —

बाली वन (नका) - बाग्या शिख माहिती : अहमदाबाद ।

५५५-१००

১৮-১৮ ফেব্রু ১৯৬৪ লম্বা প্রকাশিত আদ ৫.৫০০

ଅବସ୍ଥା ୧୫୦ ନାମସ୍ଥିତ ନବରସ ପ୍ରାସାଦା ଶାନ୍ତିକା ।

अवधि : नवविंशत्य वर्षावधि मर्यादा १००२ ।

— [1950]

आदिमान बुद्धिमानों के विभिन्न कवि-साहित्यिक
निर्देश प्रदान करता है ।

बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1998-1999

বার্ষিক টাকা- ১৫.০০

প্রতি সংখ্যা-১.৫০

Annual Price Rs. 15 00
Single Issue Re. 1'50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL-2
Postal Regd. NO. WB/CC-145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 7

Oct - Nov. 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700071

All correspondence and for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44 8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd.
26, Pataldanga Street, Calcutta-700009

Editor : Arun Ray

Associated Editor : Asitabha Das

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৮

অক্টোবর, ১৯৮৮

মুক্তি

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| সংবাদিক | ৬১১ |
| লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েট : আন্তর্জাতিক চেংগে জাপানী শিল্প ছবি | ৬১২ |
| —অনুলেখ বসু | |
| জাতীয় গ্রন্থাগার বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা | ৬১৭ |
| —অধ্যাপিক, পলিনা ডা'নো | |
| নাগরিক পত্রিকা : পরিচিতি ও বহনপত্র | ৬২ |
| —অমীল লাল | |
| Bengal Library Association Council and Standing Committees for the year 1978-79 | ৬২৮ |
| গ্রাম উন্নয়ন গ্রন্থাগারের ভূমিকা | ৬৩৪ |
| —অনুলেখ বসু | |
| জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে জাতীয় পত্রায়ে আলোচনা, ১৯৭৮ | ৬৪৭ |
| —প্রোফেসর এমটি | |
| জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যসম | ৬৪৯ |
| গ্রন্থাগার কার্যসম | ৬৪৭ |
| জাতীয় লাইব্রেরী | ৬৪৯ |
| Letter to the V.C., Bardwan University | ৬৫১ |
| English Abstracts | ৬৫৭ |
| W. B. Govt. Circular | ৬৫৯ |

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আগামী ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বাটেরা পাবলিক লাই-
ব্রেরি ব্যবস্থাপনায় আগামী ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১০-১১ই
এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে বাটেরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে (বঙ্গবন্ধু
সাক্ষর, হাওড়া) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে মূখ্য আলোচ্য বিষয়
ত্রিসেপে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় স্থির হয়েছে :

- ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।
- খ) শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং কলেজ
গ্রন্থাগারের পরিমেষা ও মর্যাদা।
- গ) শিশু গ্রন্থাগার।

উক্ত বিষয় সমূহের উপর যাবা সম্মেলনে প্রবন্ধাদি পাঠ করবে চান
সম্মেলন লিখিত প্রবন্ধ ২০ই মার্চ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে
জমা দিতে হবে। এই তারিখের পর কোন প্রবন্ধ গৃহীত হবে না।
সম্মেলনে যারা কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করবে চান তাদের ২০ই মার্চ
তারিখের মধ্যে প্রস্তাবাদি জমা দিতে হবে। প্রবন্ধাদি ও প্রস্তাবাদি
গ্রহণ, বর্জন ও সংশোধনের অধিকার কার্যনির্বাহক সমিতির থাকবে।

সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী কালে জানান
হবে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠবারী, ১৩৭২

প্রমোদ দাস চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্ৰন্থাগার

বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগার পরিষদের পত্রিকা

সম্পাদক : অশ্বিন বসু

সহযোগী সম্পাদক : অনিভাত রায়

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৮

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগার পরিষদ স্বাধীনকাল ধূরে এই স্বাক্ষরে গ্ৰন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য আবেদন করে আসছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো দেশের ভাষা-স্বাক্ষর, লিখন-স্বাক্ষর ও নিবন্ধন মন্ত্রণের জ্ঞান ও তথ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য স্বাক্ষরের গ্ৰন্থাগারগুলি দ্বারা সঠিক কৃষিকা পালন করতে পারে এই ধরনের একটি গ্ৰন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বৃটিশ শাসিত ভারতে এ ধরনের একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা প্রথম করেছিলেন সুশীল জেব রায় মহাশয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। যদিও গ্রেট ব্রিটেনের অষ্টম আইন তৈরী হয়েছিল ১৮৫১ খ্রিঃ।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে বার্নস্ট ট্যাক্সের নিবানী ইন্সটিটিউটে এই স্বাক্ষরে একটি গ্ৰন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে।

এই আইনের একটি খসড়া তৈরী করার জন্য মেডিনীপুরে অচলিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগার সম্মেলনে পূর্বতন খসড়া আইনটি আরও বিস্তারিত আলোচনার পর সংশোধন করা হয়। পরিষদ পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয় গ্ৰন্থাগার কর্মীদের নিয়ে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত বিবেচনা করেন এবং একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেন।

স্বাক্ষর সরকার নিষ্পত্তি গ্ৰন্থাগার আইন প্রণয়ন কর্মসূচি এর পরে এই খসড়া আইনটি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ গ্রহণ করেন এবং স্বাক্ষর সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন। স্বাক্ষর সরকারের দ্বারা প্রণয়ন এই সমস্ত স্থাপন গ্রহণ করে স্বাক্ষর সরকারের অধীনে রাখার জন্য পাঠান।

আমাদের জানা ছিল কতিপয় আমলা গ্ৰন্থাগারগুলির উপর তাদের সম্পূর্ণ অধিকার বহনকারী চলে যাবে এই আশঙ্কায় প্রভাবিত আইনের বিরোধিতা করে চলেছেন।

গ্ৰন্থাগার আইনের দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিনা টাকার সংরক্ষণ

ও সম্ভবত সাধারণ গ্ৰন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; স্থানীয়কল্পিত পক্ষে গ্ৰন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি পৃথক ডায়েরী তৈরী পঠন; সরকারী অর্থের অপচয় ও বৈধ শাসনের সুকল বন্ধ করার জন্য স্পনসর প্রকার অবদান ইত্যাদি। স্বাভাবিক কার্য-পেট সরকারী আমলাদের একটি প্রভাবশালী অংশ এই সব প্রসঙ্গগুলি ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে পারেন না। এই আমলা চক্র এক্ষেত্রে নানাবিধ অধৌক্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে এই গ্ৰন্থাগার আইন মিলিয়ে করার কাজকে বাধা দিতে শুরু করেছেন। তথাকথিত বৃদ্ধির পুস্তকালি পঠি করে সমস্ত প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সমস্ত সত্য বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রণের কাছে আমাদের আবেদন, সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রেমী মন্ত্রণের কাছে আমাদের দাবী—তাঁরা সংশ্লিষ্টভাবে এগিয়ে এসে এই গ্ৰন্থাগার আইন বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। অনেক জনবিরোধী অপকর্মের গোড়া এই আমলাচক্র তাদের প্রভাব থেকে বিবর্তিত থাকবে না এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক আমলা তাদের অনৈতিক কর্মতা বাস্তবের সুযোগ তাদের অধিকারে পরিণত করেছে এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানে যে এই আইন হোক। কিন্তু শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে বসে থাকলেই হবে না। গ্ৰন্থাগার কর্মীদের অত্যন্ত সহকৃতভাবে একত্রিত হয়ে ক্রমা-বদ্ধিত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করতে হবে, ব্যাপক জনস্বত পঠন করে এগিয়ে যেতে হবে, আদালত সিনেট সমস্ত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সব-ব্যাপী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। তবেই সাক্ষরকারী সমস্ত গ্ৰন্থাগার আইন বাস্তবে জনপ্রিয় হবে—যা এ স্বাক্ষরে গ্ৰন্থাগার আন্দোলনের বিপত জিন্দা রাখার প্রয়াসের সফল ফলস্বরূপ।

লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট : আজকের চোখে আগামী দিনের ছবি

অশোক বসু
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১ পালা বকল

১১ মজুল দিগন্ত

নিশ্চয় পর সকারে গ্রন্থাগারের আঙ্গিনার অলঙ্কার পরি-
বর্তনের আভাস। পাঠকের তথ্য সচেতন মন, গবেষণা ও
প্রযুক্তি বিজ্ঞান তথ্য-ব্যবহার বুদ্ধি, ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন
জীবনে তথ্যের অপরিহার্যতা গ্রন্থাগারের ওপর ক্রমশ চাপ
সৃষ্টি করে চলেছে : তথ্য চাই আরও আরও তথ্য চাই।
আর তথ্য যোগান দিতে তথ্য-আকর (Information
Source) হিসেবে চাই বই, চাই পত্র পত্রিকা, জার্নাল, লুপ্ত
বস্তু এবং আরও অনেক কিছুই। এই সব তথ্য-আকর
স্বাধীন কল্প প্রয়োজন অতিরিক্ত জায়গা, তাক ইত্যাদি ;
ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ, সূচীকরণ, বর্ণীকরণ,
কেনাকাটা, সংগ্রহ পরিসেবার জন্য চাই উপযুক্ত বৃত্তি কুললী
গ্রন্থাগারিক/কর্মী। এবং সবাই মূলে পরিকল্পনা ও অর্থের
যোগান। এসবের ক্রম চরিত্র কল হিসেবে গ্রন্থাগার পরি-
চালনার জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব বুদ্ধি সংগত কারণেই
পরিচালক গ্রন্থাগারিকের চিন্তার কারণ রয়েছে। তিনি
ভাবিত। তাঁর ভাবনা বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতকে
নিরে। বর্তমানইতো আগামী দিনের মাতৃ কঠোর। আজকের
পরিকল্পনা ভাবনার আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি দেখার প্রয়াস।
এটা অসম্ভব কিছু নয়। শুধু চাই আন্তরিকতা, উদ্ভোগ,
পরিচয় ও পরিচিতির স্বার্থ মূল্যায়ন।

১২ ভবিষ্যৎ অনুমান (Forecasting)

এতদিন পর্যন্ত এবং এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার
ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারাই বিদ্যমান এবং সেটাই বখেই বলে
বিবেচিত। তাহলেও আজকের গ্রন্থাগারিকের চিন্তার

আলোড়ন এনেছে—এভাবে আর চলছে না। পরিস্থিতি
সাময়ান্তে আরও কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান-
সম্মত প্রশাসন ব্যবস্থা, পরিচালন বিজ্ঞানগত বিভিন্ন কৌশল
তো আছেই। আসলে সবার আগে যা চাই তা হোল
ভবিষ্যতের সম্ভাব্য তথ্য চাহিদার পরিমাণ, প্রকৃতি, মান
আজকেই অনুমান করার কৌশলগত নকতা।

১৩ পরিবর্তিত পরিস্থিতি

আজকের যে সামাজিক পরিবেশ তাতে আগামী ৫০ বছরে
অকল্পনীয় কিছু পরিবর্তন হতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ
আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে মানুষের তথ্য চাহিদা
আরও ব্যাপক হবে। সে আরও তথ্য নির্ভর হবে। আর
শুধু এখনই দেখা যাচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যব-
সায়িক, উৎপাদন, শিক্ষা, গবেষণা সকল প্রতিষ্ঠানই তথ্য-
ক্ষেত্র বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান দিকে ফুঁকছেন কিংবা যা আছে
তার সংস্কার ও পুনর্বিভাগ করছেন। এই সব গ্রন্থাগার পরি-
চালনার জন্য শিক্ষিত বৃত্তিকুললী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বৌক
দেখা যাচ্ছে। এ সবেরই লক্ষ্য : সময় মত সঠিক তথ্যের
যোগান। বলতেই হবে আমাদের দেশে এটা একটা নতুন
সামাজিক পরিমণ্ডলের সূচনা। এতদিন যা ছিল শুধু তথ্যগত
দিক অর্থাৎ বিভিন্ন কমিটি-কমিশনের প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত,
এখন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
এই সম্ভবনাকে সাক্ষ্য মণ্ডিত করতে প্রয়োজন পরিচালন
বিজ্ঞান সম্পর্কে বখেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।

আরও আছে। সমস্যাটা 'automation cyberna-
tion-র। তারতের মত বেকার সমস্যা কর্তৃত্বিত দেশে
automation প্রচলন সম্পর্কে জনসাধারণের বুদ্ধিসংগত
কারণেই আপত্তি আছে। তা সত্ত্বেও automation চালু

হয়েছে, computer-এর ব্যবহার বাড়ছে। সমাজ যেন computer-র প্রভাব পড়ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহাগারও সে প্রভাব মুক্ত নয়। ব্যাপক না হলেও সীমিত ভাবে গ্রহাগারে computer নিয়ে ভাবনা চিন্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পবেষণা চলছে। দেখা গেছে, তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার যুগান্তকারী। গ্রহাগারের মূল কথাই যেখানে তথ্য নিবান, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পরিশীলন, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অঙ্কনসহন ও পরিবেশন, সেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার খুবই অগ্রসর। হিসেব করে দেখা গেছে বুদ্ধিবী কর্মীর সমস্ত কাজের ৯০% ভাগই ব্যয় হয় তথ্য অঙ্কনসহন ও তথ্য সংগ্রহে। হিসেব নিকেস, বিপন্ন, উৎপাদন, প্রযুক্তি বিজ্ঞা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো এটাই পরিচালন পদ্ধতির যে কোন ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য অর্থাৎ ৯০% ব্যয় হয় এই সমস্ত তথ্য-সহনে ও সংগ্রহে। আমেরিকার ১০ মিলিয়নেরও বেশী লোক শুধু তথ্য সঞ্চালনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে আর মোট আর্থিক ব্যবহার ৫০% বেশী খরচ হয় তথ্য ক্রয় মূল্য হিসেবে। সে বাই বোক আমেরিকার দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলতেই হবে, আমরা কম্পিউটারের কাজের কৌশলগত দিকগুলিকে গ্রহাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কাজের মান উন্নত করার চেষ্টা করব সরাসরি কম্পিউটারের ব্যবহারকে নিশ্চয়ই প্ররোধ দেব না। লাইব্রেরী মানেজমেন্টের এটাও একটা নতুন দিক।

২ আগামী দিনের ছবি

বিস্তৃত দিনের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের প্রয়োজন দিক নির্দেশক হলে আগামী দিনের গ্রহাগার ব্যবস্থার অনেক বকম পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে কিংবা ইতিমধ্যেই পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেগুলিই এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩ সামাজিক পরিমণ্ডল

প্রতিটি গ্রহাগার প্রতিষ্ঠার পেছনে এক/একাধিক বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে, তা হোক :

- ১ মানবিক পরিপূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করা ;
- ২ জাতীয় মেধার অপচয় রোধ, পুষ্টি, বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণ করা ;
- ৩ সামাজিক, স্বাক্ষরনৈতিক চেতনার মান উন্নয়নে সাহায্য করা ;
- ৪ পঠন পাঠন, গবেষণা ও উৎপাদনে সাহায্য করা ;
- ৫ অজ্ঞিত স্বাক্ষরতা অন্ধর স্বাক্ষরে সাহায্য করা ;
- ৬ প্রথা ব্যতিরিক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অজ্ঞিত শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে সাহায্য করা ;
- ৭ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে সাহায্য করা ; এবং

৮ অশিক্ষিতের প্রতিবেশন এবং হুম্ব জীবনানুধী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার করা। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যায় গ্রহাগারটি একটি উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তির চেয়েও এই সব উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছেও কতিপয়ক ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সাধনেই প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা ও মহান পার। উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমেই গ্রহাগার সামাজিক লবীর প্রতিষ্ঠান দেয়। কর্তমান গ্রহাগার পরিচালন ব্যবস্থা এই সামাজিক লবীর প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কিছুটা উদাসীন। কিন্তু যেভাবে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও নির্ভরতা বেড়ে চলছে, প্রতিষ্ঠানগুলি জনমুখী হয়ে উঠেছে, গণসংগঠনে পরিণত হয়ে ইক্যাবল স্বাক্ষরের চেতনাকে বিকশিত ও উন্নীত করছে— সেখানে আগামী দিনের গ্রহাগারের ভূমিকা আরও বেশী দায়িত্বসম্পন্ন ও সক্রিয় হবে ; একটি সক্রিয় সামাজিক পত্তি হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। গ্রহাগার পরিচালনার এই পরিবর্তনের কথ্য প্রতিকলন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পরিচালক গ্রহাগারিককে দুটি বিষয়ে গুণাকিবচাল হতে হবে :

১ সামাজিক সংঘাত ভিত্তি উদ্ধৃত পরিষিষ্টি বখাব স্বাক্ষরনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়নে পারদর্শী হতে হবে ;

২ ব্যাপক সামাজিক সংঘাতে জনগণ প্রতিষ্ঠান/কংগ্রেসের সাথে সরকারও অন্ততম অংশীদার হয়ে পড়েন

এ ক্ষেত্রেও পরিচিতির সঠিক মূল্যায়ন করে গ্রন্থাগারকে তার নির্দিষ্ট কৃত্তিকা পালনে উৎসাহ ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থা কখনই একই ঘটনা নিবন্ধন করে জনজীবন থেকে দূরে সরে থাকবে না। পরিচালকের মূল দায়িত্ব সমাজের কাছে, শুধু গ্রন্থাগারের পরিমণ্ডলেই তাঁর দায়িত্ব সীমিত নয়।

৪ প্রায়ুক্তিক পরিমণ্ডল : যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমাদের যোজনার জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছে। ক্রমশ আমরা প্রযুক্তি বিজ্ঞান স্বাক্ষরের পরবল হয়ে পড়ছি। অনেক কিছুই তত্ত্বগত দিক না কেনেও পরিচালক গ্রন্থাগারিককে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে গ্রন্থাগারে একটা কটালতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। একত্ব প্রয়োজন যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা (Group decision making process) চালু করা যাতে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিক ছাড়াও প্রায়ুক্তিকবিদরাও অংশ নেবেন।

৫ আঙ্গিক কাঠামোগত পরিবর্তন

৫ অগ্রণী বাহিনী (Task Force)

গ্রন্থাগারে আমরা যে পরিচিত আঙ্গিক কাঠামো এ কাজের দ্বারা সাপে পরিচিত, সেখানেও আগামী দিনে পরিবর্তনের ডেউ আসছে। কিছু একটা করা দরকার তার জন্য পরিবর্তন নয় এই পরিবর্তন প্রয়োজনভিত্তিক। পরিবর্তন প্রয়োজন পাঠকের চাহিদা সন্তোষার্থে মেটাবার জন্য পাঠকের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিশিষ্ট এবং চাহিদা যোগানের যথাযথ পদ্ধতি সমন্বয় খাটিয়ে সাময়িক অবস্থার আরও উন্নয়ন ও গতিবেগ সঞ্চার করতে আঙ্গিক কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন একান্ত জরুরী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ছে।

উদ্যোগী পরীক্ষা নিরীক্ষার পাঠদর্শী, তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিষয়ে সমন্বয় সক্ষম পদ্ধতিগত কিছু গ্রন্থাগারিককে নিয়ে 'অগ্রণী বাহিনী' থাকবে যারা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের

কাজের গতি প্রকৃতি ভাগ্যগত বিশ্লেষণ করে উন্নত ধরনের কর্মসূচী উদ্ভাবন করবেন। এঁদের বলা যেতে পারে Library task force/Library research team/Library research Project/Library systems analysts। এর ফলে অর্ধ-সময়-প্রমের অগতির বোধ হবে এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগের কাজের মধ্যে একটি সমন্বিত রূপ দেখা দেবে। বর্তমানে এর খুবই অভাব। বড় গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করে কাতীর গ্রন্থাগার, বাংলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আই আই টি (পজাপুর), স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (বরানগর), ম্যানেজমেন্ট (কোলা) প্রভৃতির গ্রন্থাগারগুলির এখনই এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

৫২ সমন্বিত কাঠামো (Systems Structure)

গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়ভাগ গ্রন্থাগার-প্রধানের ওপরই জন্ম। তিনি একাধারে নীতি নির্ধারক, কার্যকারক, পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। গ্রন্থাগারের যেকোন স্তরের সমস্তার মোকাবিলা ও সমাধান তাঁকেই করতে হয়। সম্ভবত এ ব্যবস্থায় তিনি অস্বীকৃত না। ফলে কোন কাজেই তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত লেখা সম্ভব হয় না, সমস্তার হই ও নির্ধারী সমাধান হয় না, কাজের ও মানের (Standard) অবনতি ঘটে। কাজের সমন্বিত রূপে বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, কর্মীদের মধ্যে আসে অবসাদ বিবর্ততা বাড়ে অসন্তোষ। এ সর্বের যোগফল সাময়িক পরিচালনার অবাবস্থা ও পাঠকের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অসীম ও বিভল ধারণা।

এ অবস্থা প্রমাণ করে গ্রন্থাগারের প্রচলিত কাঠামোর (Classical Structure) কিছু কিছু পরিবর্তন খুবই জরুরী। এই পরিবর্তন বলতে বুঝায় প্রচলিত কাঠামোর পরিবর্তিত সমন্বিত কাঠামো (Systems Structure) উদ্ভব। সমন্বিত কাঠামো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিবর্তন সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম। পরিচালক-কর্মী-কাজের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত সমস্তার রূপ ও বাহিনীর সমাধান পাওয়া যায়। সমন্বিত কাঠামোর মূল কথা :

১ কেন্দ্রস্থলী বিকেন্দ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা ;

কাজের হুমকি বটন ;
 দায়িত্বের হুমকি বটন ;
 পরিকল্পনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে
 হ্রাসিত সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ ; এবং
 গ্রহাণকে মৌলিক-সম্পদ বিভিন্ন সমন্বিত প্রকোটে
 (Integrated unit) পরিণত করা ।

৬ সিস্টেমস পরিবেশ (Systems Environment)

আগামী দিনের গ্রহাণকে একটি সামগ্রিক
 সিস্টেমস পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হবে । সিস্টেমস
 পরিবেশ বলতে বুঝায় :

১. হ্রাসিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—পৃথক কোন অংশ
 নয় ;
২. আন্তঃবিষয় চর্চা ও গ্রহাণের তার পছন্দ ;
৩. পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত ;
৪. জীবন-ধর্মী কাঠামো উদ্ভাবন ।

৬১ হ্রাসিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Integrated Systems View)

সিস্টেমস সম্পর্কে পরিচালক-গ্রহাণের পূর্ব পটভূমি
 ব্যাপক ও পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যিক । এবং সিস্টেম
 সমন্বিত, গ্রহাণের সমন্বিত বিভাগ ও অংশগুলির মধ্যে
 আন্তঃকরণ ও বাহ্যিক কাঠামোগত পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন
 সম্পর্ক স্থাপন করে একটি পৃথকভাবে সমন্বিত রূপ প্রতিষ্ঠা
 করা । প্রচলিত ব্যবস্থা একেবারেই বিপরীত । গ্রহাণের
 কোন অংশের সাথে কোন অংশের আন্তঃকরণ নেই, যেন
 পরস্পর বিচ্ছিন্ন বীণের অবিবাসী এক একটি বিভাগ/অংশ
 মূল কারণ গ্রহাণের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সার্বিক ও
 সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব । এর পরিচ্ছন্ন সমাধান
 হল একটি সামগ্রিক সিস্টেমস পরিবেশ সৃষ্টি করা,
 সিস্টেমস দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার চেষ্টা করা এবং অহীনলন
 করা । প্রয়োজন পরিচালন-কর্মী-কাজের মধ্যে কাঠামো
 সম্পর্ক (Structured relationship) সৃষ্টি করে কাজের
 ধারার মধ্যে নবীণ মত একটি নিয়মিত প্রবাহ সৃষ্টি করা ।

পরিবেশ সজ্জা করা । এই প্রবাহে বই কেনা, বর্গীকরণ
 সূচীকরণ, অংশগ্রহণ-তত্ত্বাবধান, বই লেন-দেন প্রকৃতি অংশ-
 গুলি যেমন পরস্পরের অঙ্গপূরক হিসেবে কাজ করবে,
 তেমনি বই নির্বাচন থেকে শুরু করে বই বর্গীকরণ
 সূচীকরণ করার পূর্ব পর্যন্ত অংশের নিজস্ব একটি পৃথক
 আবর্ত ও গতি থাকবে, থাকবে বর্গীকরণ-সূচীকরণ অংশের
 কিংবা বই লেন-দেন বিভাগের । এই সব পৃথক পৃথক
 আবর্ত ও গতি মিলেই সৃষ্টি করবে সমগ্র গ্রহাণের প্রবাহ—
 একটি সামগ্রিক সিস্টেমস । এভাবেই পরিচালনার নিকট
 সাক্ষ্য আসে—যে সাক্ষ্য পূর্ব পরিকল্পিত । এখানকার
 প্রায় সব সাক্ষ্যই পরিকল্পিত নয়, সময় স্বাধীন দৈব নির্ভর ।
 পরিকল্পিত সাক্ষ্যের পেছনে থাকে পদ্ধতি বিশ্লেষণ (Systems
 analysis) পদ্ধতি (Flow charting) মতে গতি ক্রমের
 বিশ্লেষণ দৃষ্টান্ত ।

৬২ আন্তঃবিষয় চর্চা

আগামী দিনের গ্রহাণের পরিচালককে আন্তঃবিষয় পরি-
 মণ্ডলের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাঁকে শুধু গ্রহাণের বিজ্ঞানেই
 পারদ্রব্য হলেই চলবে না, তাঁর চেতনার জগৎ এবং গ্রহণ ও
 প্রয়োগ করার ক্ষমতা এমন পর্যায়ে উন্নত হতে হবে যেখানে
 বিষয়ের এক/একটি কৌশল ব্যবহার করতে পারেন । বিশেষ
 করে Systems, Simulation, Semantics Cyberna-
 tics, Computer technique, Behavioral science,
 Modelling, Statistical analysis, Planning techni-
 que প্রকৃতির মূল নৃজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন হয়ে
 পড়েছে । তাহলে কি গ্রহাণের বিজ্ঞানের ছাত্রকে সব বিষয়ে
 পারদ্রব্যী হতে হবে? ঠিক তা নয় । সাধারণ শিক্ষার
 মাধ্যমে সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
 বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিজেই ছাত্রেরা গ্রহাণের
 বিজ্ঞানের পাঠ নিতে আসবে ; Cert Lib Sc, B Lib Sc
 পর্যায়ে গ্রহাণের বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক
 বিশেষভাবে আদর্শ করবে এবং স্বাতন্ত্র্যের পর্যায়ে গ্রহাণের
 বিজ্ঞানের মৌলিক, তুলনামূলক আলোচনা ছাত্রের প্রয়ো-
 জনীয় আন্তঃবিষয় সম্পর্কে পাঠ দেবে । যেমন ধরা যাক Gene-

ral Semantics. প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের, তা তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার দৃষ্ট থাকুন বা না থাকুন, Semantics সম্পর্কে তাঁর ভাল লগল বাক্য খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলা প্রত্যাকভাবে বিভিন্ন পরিসেবার সাথে দৃষ্ট রয়েছেন।

খুব সংক্ষেপে Semantics বলতে বুঝায় : সমাজবদ্ধ মানব জাতির মনোভাব প্রকাশ ক্রমিত অভ্যাসগুলির অঙ্গ-শীলন ; এই সব অভ্যাস ক্রিভাবে সংগঠিত হয় ; ক্রিভাবে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে ; এবং ভবিষ্যতে এইসব অভ্যাস/সভ্যতার কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে ও ব্যক্তিগত ভাবে কি উপায়ে ঐগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শব্দের মাধ্যমে আমরা মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। শব্দই ভাব প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—

১ শব্দ (Word) এবং শব্দার্থ (Thing)* এক জিনিষ নয়। যদি তাই হত তবে জিন্ন জিন্ন ভাষার অস্তিত্ব থাকত না। একটি ভাষাই থাকত এবং ভাষাগত কোন প্রতিবন্ধকতা থাকত না ;

২ শব্দ কোন কিছু সম্পর্কে সবকিছুই প্রকাশ করতে পারে না—কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অর্থাৎ যে মনোভাব প্রকাশ করতে চাই এবং শব্দের মাধ্যমে বা প্রকাশ করি—উভয়ের মধ্যে অসংগতি থেকে যায়। নিটোল একটি ভাব প্রকাশ পায় না ;

৩ শব্দের ভাষ্যপর্বময় ব্যবহার, বহু প্রতিশব্দের অস্তিত্ব, শব্দের বার্ষময়তা ও ব্যক্তনা প্রকাশিত ভাবে সহজবোধ্যগম্য থেকে দুর্বোধ্যতার চরমে নিয়ে যেতে পারে।

শব্দ ব্যবহারের এই স্বীতির জন্য ভাব প্রকাশে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যেতে পারে।

একজন পাঠক এসে বললেন, তিনি শব্দ-সাহিত্য সম্পর্কে গভীরতা করছেন এবং ঐ বিষয়ে কিছু তথ্য তাঁর প্রয়োজন। ঘটনাটি ঠাণ্ডাল : পাঠক গ্রন্থাগারে এসে চাইছেন পদ্মদামন পর্বত যদিও তাঁর প্রয়োজন বিশল্যকরনী ভেবেও তবু। কিছুকণ আলোচনার পর জানা গেল তাঁর প্রয়োজন : সমকালীন প্রেক্ষাপটে শব্দচক্র কতখানি বিশ্বজ্ঞানীতি

সচেতন ছিলেন সেই বিষয়ে তথ্য। একেয়ে পাঠক সঠিক যা চান এবং তিনি শব্দ-কথার মাধ্যমে বা প্রকাশ করলেন—জুয়ের যাকে আসমান জমিন উকাৎ।

সভ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে গবেষণারত একজনকে জিজ্ঞেস করার তিনি বললেন—Cataloguing তাঁর গবেষণার বিষয়। একেত্রেও পদ্মদামনের আবির্ভাব। মুহূ তিরঙ্কারের পর জানা গেল তাঁর গবেষণার বিষয় : Recall Value of Indic Names.

৬৩ অভিজ্ঞতা ও তথ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় সাংকট অভিজ্ঞতা, সংগৃহীত তথ্য এবং বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করেই কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কখনো শুধুমাত্র অল্পমান ও সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল হবে না, যদিও অল্পমান ও সম্ভাবনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

৬৪ জীবনগম্যী কাঠামো, Organic Structure

সমস্ত গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি জন্মবৃদ্ধিশীল প্রাণীজগতের মত ভাবতে হবে। ডঃ রজনাক্ষন পঞ্চন্যের যে মত্রে বা বলেছেন : গ্রন্থাগার একটি জন্মবৃদ্ধমান প্রাণীজগৎ (Library is a growing Organism)। গ্রন্থাগার বা যে কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল : উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে কতকগুলি করণীয় কাজে ভাগ করে কাজটি করিয়ে নেওয়া। আগামী দিনে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই অচল। গ্রন্থাগারকে ভাবতে হবে একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সংবেদনশীল প্রাণীজগতের মত—যে বেহ গড়ে উঠছে কতগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীল বিচ্ছিন্ন অথচ সম্পৃক্ত অংশ-সমগ্র। এইসব প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশের বা অংশ সমবায়ের নিষ্ঠি পতি ও কর্মধারাই সমগ্র বেহ কাঠামোকে সক্রিয় রেখেছে। এর কোন অংশের ক্রীড়ি বিচ্যুতি, সংবেদন সমগ্র বেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই দৃষ্টি নিয়েই গ্রন্থাগার কাঠামোকে দেখতে হবে, ভাবতে হবে। অর্থাৎ এতদিন ছিল প্রতিটি ঘটনা/সমস্তার সমস্তার বিচ্ছিন্ন অবস্থার সমাধান করার প্রয়াস, আর আগামীদিনের প্রতিটি ঘটনা/সমস্তাকে

সার্বিক দৃষ্টিতে সমস্ত গ্রন্থাগারের পটভূমিতে সমাধান করার দৃষ্টান্তসী।

৭ অভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল

গ্রন্থাগারে অভিন্ন কর্মধারা ও কর্মপদ্ধতি জনিত একটি পৃথক মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল রয়েছে। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল বলতে কতগুলি বিশেষ মানসিক আচরণ বুঝায়, যেমন—

- ১ প্রতিটি কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা;
- ২ কাজের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা;
- ৩ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান;
- ৪ সময়সীমিত আলোচনা;
- ৫ নিয়মিত কাবকরী আন্তঃ বিভাগ / কর্মী স্থান আদান-প্রদান;
- ৬ পরিবর্তিত পর্যালোচনা;
- ৭ দৃষ্টি সচেতনতা; এবং
- ৮ চলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা।

৮ উপসংহার

কথার বলে শেষ ভাল বাস সব ভাল ভার। পাঠকেরই ম্যানেজমেন্টের শেষ কথা পাঠকের তথ্য ব্যবহারকারীর সন্তোষ বিধান। খাবার পরে পাণ্ডুলিপি ঢেকে রাখা। এমন না হয়, অচিরে অপ্রত্যাশিত জটিলতায় ফলে পাঠক বউলেন ত্রাস্ত হয়ে বাহিরে আকুল। মনে রাখতে হবে, বাববার অরণে আনতে হবে পাঠকেরই ম্যানেজমেন্টের মূলমন্ত্রটি হল: Right information to the right user at the right time.

তথ্যপত্রী

- ১ ANSOFF (H I) and BRADENBERG (R G). General manager of the future.

(California Management Review. 9 ; 1967 ; 63-9).

- ২ DIEBOLD (J). What's ahead in information technology. (Harvard Business Review. 43 ; 1965 ; 76-82).
- ৩ DOUGHERTY (R M) and HEINRITZ (F J). Scientific management of library operations. 1966.
- ৪ HEYEL (C). Encyclopedia of management. 1963.
- ৫ McFALL (R W). Manager of the future. (Columbia JI of world Business. 11 ; 1967 ; 81-9)
- ৬ MICKEL (J). Human communication and general semantics. 1958.

- ৭ বহু (অনেক)। মিস্টেমস এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা। (গ্রন্থাগার ২৫ ; ১৩০০ ; ৪৬-৪৮, ৫৫)।

ভাষার বিভিন্নতার জন্য একই বস্তু বা বিষয় (Thing/Object/Subject) বিভিন্ন শব্দে বা নামে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে একটিমাত্র শব্দ (Word) দ্বারা একই বিষয় বা বস্তুকে (Thing) বুঝান সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে একই বস্তু (Thing) বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাষায় পরিচিত। একজন একভাষার মানুষ অন্য ভাষা বুঝতে পারেনা বা এক কণ্ঠি বা সংস্কৃতির মানুষ অন্য সংস্কৃতি অগ্রহণ করতে অন্বিধ্য বোধ করে।

বিজ্ঞপ্তি

বারা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্য চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

- ২) কোন সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোস্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা

অধ্যাপিকা এলিনা স্তাভোভা
বুলগেরিয়ান এ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেস

(একলক্ষ দশ হাজার ন'শো বারো কিলোমিটার জুড়ে দেশটা। জনসংখ্যা ৮,৫১৫,০০০।
বিদেশী আধিপত্য আর দেশী স্বৈরাচারী শাসনে কেটেছে সাড়ে পাঁচশ বছর—সত্যতার ইতিহাসে
অপাত্তেয় নয়—তবে বুলগেরিয়ার এই কটা বছরের ইতিহাস শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের,
স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারা পরিচালিত। উন্নতির সোপান হিসেবে প্রথমেই বর্তমান জনগণের
সরকার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেছে শিক্ষার ওপর—অশিক্ষা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হেনেছে চরম আঘাত কারণ
অশিক্ষাই সমস্তরকম অগ্রগতির পরিপন্থী। ১৯৩৪ সালে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৩১ জন, বর্তমানে
দাঁড়িয়েছে ৯০'২ ভাগ। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও প্রতি এক হাজার জনের
জন্ত একটি গ্রন্থাগার। উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারবৃত্তিদ্বারীদের সবচেয়ে
দেশী গুরুত্বপূর্ণ হল বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগারিকরা গড়ে তুলেছে একটি অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—বিশেষ
গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরাও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের পরিসেবা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য
রেখে রসদ যোগান দিচ্ছেন যা আমাদের এখানে এখনও আকাশ কুসুম। আমরা বৃত্তিদ্বার'রা
দেশের অন্যান্য বৃত্তিদ্বারীদের মত 'পার্ট টাইম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী'।

লেখিকা বর্তমানে ভারতের গ্রন্থাগার পরিদর্শনে এসেছেন। গত ১১ নভেম্বর ১৯৭৮ বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার পরিষদে প্রদত্ত ভাষণের মূল অংশের অনুবাদ।

অনুবাদক—সত্যজিত ঘোষাল।

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় একশতাব্দি তিনশো বছর আগে
Imperian বর্তমান বুলগেরিয়ার উত্তরপূর্বে যাঁর বাস
করতেন সেই সব রাজবংশের [রাজ] নিয়ে গঠন করেন
আজকের 'বুলগেরিয়া'। ১৩২৫ সাল পর্যন্ত বুলগেরিয়ার
ইতিহাস পূর্বস্লাবীয় ইতিহাস—শিক্ষা/সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে
রাজতান্ত্রিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বুলগেরিয়াতেই প্রথম রাজ
জাতিদের বর্ণমালা গড়ে ওঠে—সাহিত্য রচনা হয়, অবশ্য
এই সমস্ত কিছুর জন্য বুলগেরিয়ার রাজ্য 'সেন্টস সিড্রুস'।
Cyril এবং Methodius স্লাভদের কাছে কণী'। ১৩২৬

থেকে ১৮৭৮ এই পাঁচশো বছর বুলগেরিয়া ছিল অটোমান
তুর্কের শাসনে—এই সময়ে দেশের অর্থনীতি/বিজ্ঞান ও
সাংস্কৃতিক জীবনে ষটেছিল অবনমন যদিও অতীত ইতিহাসের
উপাধানে হিসেবে ভাষা ও ঐতিহ্য ছিল সুবক্ষিত।

১৮৭৭/৭৮ সালে কণ-তুর্কী যুদ্ধের ফলে বুলগেরিয়া হয়
স্বাধীন- ১৮৭৯ সালে রচিত হয় গণতান্ত্রিক সরকারের

১। Cyril এবং Methodius দুই গ্রীক স্লাভদের
খ্রিস্টানিতা থেকে বুলগেরিয়ার এসেছিলেন।
বর্ষশতাব্দি ছাড়াও বিদ্যান ও ভাষাবিদ হিসেবে
খ্যাত।

সংবিধান। কিন্তু শাসনকমত্যের অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ জনগণের ইচ্ছার ক্রান্তির ঘটনেন না—হাজতন্ত্রী-ক্যাসিয়ারী শাসকদের বিরুদ্ধে শোভিত বাহুব Dimitrov ও Kolarov^২ এর নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির গভাকাতলে সম্মিলিত হল। ১৯২৩ সালের পূর্ণ অক্টোবর শাসক হল দমন করল—চরম মূল্য দিতে হল বুলগেরিয়ার জনগণকে। অবশেষে, ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে শোভিতের বাহিনীর সহযোগিতায় বুলগেরিয়া ক্যাসিস্ট বাহিনীর কবলমুক্ত হল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলছে বুলগেরিয়াকে নতুন ভাবে গড়ার ইতিহাস। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণার কয়েক পরিবর্তন, জীবনের মূল-বোধকে করেছে নতুন স্তরে উপনীত।

১৮৭৭/৭৮ সালে রূপ-ভূকী বৃদ্ধের অব্যবহিত পরেই বুলগেরিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের অসীকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল “Cyril ও Methodius” জাতীয় গ্রহাণ। বুলগেরিয়ার বাহীন জীবনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। সেই হিসেবে জাতীয় গৌরবের সাক্ষী হিসেবে সাহিত্য সংগ্রহের প্রেরণা মিল—বা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আত্ম-বিশ্বাসের সূত্রপাত করে।

১৯৪৪ সালে স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন ও জন সম্পর্কে হাজবের সামগ্রিক চিন্তাধারার হয় পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রভাবও এসে পড়ে দেশের গ্রহাণার ব্যবস্থায়। সরকার ও পার্টি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ার সঙ্গে গ্রহাণার ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—কারণ জীবা মনে করেন দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বানোদরনে জনগণের গ্রহাণার প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

বর্তমানে বুলগেরিয়াতে একটি অথও গ্রহাণার ব্যবস্থা পড়ে উঠেছে এর আওতার আধে ১০,৬৭৫টি গ্রহাণার।

নিম্নলিখিত ভাবে বিতক্ত ;

| জাতীয় গ্রহাণার | ১ |
|-----------------|------|
| ভেলা | ২৭ |
| পাঠকেত্র | ৪০৬০ |
| বিভালয় | ৩৭৮৮ |
| বিশ্ববিভালয় | ২৪ |
| বিশেষ | ৭৬৩ |
| বিভাগীয় | ২০২২ |

১৯৪৪ সালের আগে বুলগেরিয়াতে ৭টি স্বাক্ষা গ্রহাণার, ১টি জাতীয় গ্রহাণার, ৩টি বিশ্ববিভালয় গ্রহাণার, ২০০০টি নিয়মানের বিভালয় গ্রহাণার এবং কিছু পাঠকেত্র ছিল, এই সময়ে গ্রহাণারগুলিতে কোন নির্দিষ্ট সরকারী অস্থান ছিল না, ব্যক্তিগত সাহায্য ও বেন্দ্ৰাসেবীদের প্রচেষ্টাই এই সমস্ত গ্রহাণারের অতিক্রমে টিকিয়ে রেখেছিল। বুলগেরিয়ার বর্তমান গ্রহাণার ব্যবস্থা দুটি মূল নীতিকে ভিত্তি করে পড়ে উঠেছে (১) রাষ্ট্রভিত্তিক (২) আকলিক। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার সাংগনীন রূপ হিসেবে দেশের সর্বস্তরের গ্রহাণার ভিত্তিতে আছে এবং প্রত্যেক ধরনের গ্রহাণারের মধ্যে যোগা-যোগ অবিক্রিয় আছে। জনসাধারণের কাছে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন সাধারণ বই সমৃদ্ধ আত্ম: গ্রহাণার বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রহা-গারিকতার ক্ষেত্রে বুলগেরিয়াতে শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে গ্রহা-গারিকতা একটি বিশেষ কৃমিকা পালন করতেন এবং ১৯৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদের হার মোট কর্মীদের ২৮ শতাংশ। জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়াতে সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের শুরুতেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

—জনগণের গ্রহাণার প্রকল্প পড়ে তোলা।

২। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা।

—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া।

—শ্রমশ্রীবি মাহুরের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চিন্তাকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে প্ররোচিত করার কাজে গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচারের কাজ অসূর রাখা।

—জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ব্যবহারে জনসাধারণকে অবাধ সুযোগ দেওয়া।

—জনসাধারণের পাঠে সাহায্য করার জন্য সাংস্কৃতিক অজ্ঞান ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

—গৃহাগারিক ও সংকলকদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত করে তোলা—যা সমাজতান্ত্রিক গঠনকারী সাহায্য করবে।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যিক। বুলগেরিয়াতে বিপ্লবের পথে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ বড় এবং বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ—যাদের কর্মী সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পেয়ে ছিল শুধু থেকে তিনগুন হয়েছিল।

জনগণের ক্ষমতা লাভের প্রথম বৎসরেই কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত করে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে বিশেষ গ্রন্থাগারিকতা পাঠক্রমে তা পরিবর্তিত করা হয়। অপর-দিকে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য ১৯৫০ সাল থেকেই স্টেট লাইব্রেরিয়ার ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে, এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই মেলা ও রাজ্য গ্রন্থাগারের জন্য দক্ষ কর্মী গড়া হচ্ছে। বছরে ৫০০ জন কর্মী এই শিক্ষারতনে শিক্ষালাভ করছে, অবশ্য বেশীর ভাগই মহিলা। ১৯৬১ সাল থেকে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গ্রন্থাগারিকতার ডাকযোগে ছাত্রদের আকোষের পাঠক্রম চালু করেছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই Cyril এবং Methodius জাতীয় গ্রন্থাগার দেশের উন্নয়নের সঙ্গে দৃঢ় বোণাযোগ রাখা করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংগ্রাহক ও প্রচারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ৩০,৫০,০০০ এবং সভ্য সংখ্যা বিপ্লবের পরে ত্রিশগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।^৩

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পাতুলিপি ও পুনরুজ্জীবন—যুগের বুলগেরিয়ার শোভিত মাহুরের সংগ্রামের নির্দ্বন্দ্ব অর্জনক পত্র পত্রিকা সংগৃহীত আছে—যা ইউরোপের অটোমান-তুর্কী যুগের অনেক ভাষা বহন করেছে। বুলগেরিয়াতে বুকস অ্যান্ডের কল হিসাবে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা, ইশতেহার জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। এ ছাড়াও বুলগেরিয়া সম্পর্কে প্রকাশিত ও বুলগেরিয়ার লেখকদের লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত পত্র পত্রিকাও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সংগ্রহও এদের লক্ষ্য। প্রাচীন সাহিত্যকে নবিসম্মত করে রাখার জন্য পাতুলিপি পুরানো ছাপা পুস্তক ও ইতিহাসের গবেষণালব্ধ পত্র পত্রিকার ত্রিটি সংগ্রহ গ্রন্থাগারে গড়ে উঠেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ছাড়াও প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার পঞ্জী চারটি বিভাগে প্রকাশ করে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের পরে সংগৃহীত বিদেশী পুস্তকের যৌথ সূচী আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরীক্ষা ও গবেষণা দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাবিক প্রেক্ষাপটের ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটাবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য ২৫০ জন উচ্চশিক্ষিত ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কর্মী বর্তমান।

৩. ১৯৩৯ সালে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশো বর্তমানে ১৯৭০ সালে ত্রিশ হাজার পাঁচশো।

দেশের গ্রহাগার ব্যবহার তিথি হিসেবে জেলা গ্রহাগারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সাথে দৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করার তিথি হিসেবে এবং অর্থনৈতিক ও স্বাভাবিক শিক্ষার শিক্ত করে জেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই গ্রহাগারগুলি পালন করছে। জনগণের গ্রহাগার প্রকল্পের ভিত্তিকৃমি হিসেবে সাধারণ গ্রহাগারগুলির সংগ্রহ উল্লেখ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে পাতুলিপি ও স্থানীয় লেখকদের লেখা সংগ্রহ আঞ্চলিক গ্রহাগারের ভূমিকা সস্বত্ব করে।

সামাজিক জীবনে বিভিন্ন স্তরে গ্রহাগারের (Citalista) ভূমিকাও সমতুল, এগুলি জনসাধারণের বিশেষ ধরনের গ্রহাগার বুলগেরিয়ান উন্নয়ন শতাব্দীর পুনরুজ্জীবনের যুগে সাধারণ শিক্ষার বাহন হিসেবে এই সমস্ত গ্রহাগার গড়ে উঠেছিল। পুরাতন ধাঁচের বজার বাজার সাথে সাথে নতুন পদ্ধতিও এই সমস্ত গ্রহাগার পরিচালনার আয়োজিত হয়েছে, এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বুলগেরিয়ান জনগণের কাছে এই সংস্থাগুলি জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ গ্রহাগার শহরগুলির জেলা গ্রহাগার ও বিশেষ গ্রহাগারের যোগসূত্র হিসেবে কাজ

করে। গ্রামের জনগণের কাছে গ্রহাগার হিসেবে এদের ভূমিকা পুরোভাগবর্তী।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কলে কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন গ্রহাগার গড়ে উঠেছে। এই ধরনের গ্রহাগারগুলি জাতিবাদের স্বাভাবিক সাহিত্য ছাড়াও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণীয় সংগ্রহও উল্লেখ্য।

বিশেষ গ্রহাগার পরিচালনার মধ্যে সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল লাইব্রেরী প্রতিটি রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উচ্চশিক্ষার সহায়ক হিসেবে, বুলগেরিয়ান এ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেস বিভিন্ন শাখা গ্রহাগারের মাধ্যমে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরী এ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সাইন্সেসের অঙ্গ হিসেবে কৃষি বিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা, অরণ্য সম্পদ প্রকৃতির গবেষণার সাহায্য করছে।

অতীতে এই সমস্ত গ্রহাগারের সংগ্রহ মিউজিয়ামের মত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত কিন্তু বর্তমানে এদের উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রহাগারগুলির সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরনের গ্রহাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রথমতঃ সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাবে।

। রায়

আল্ফার্ড

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

বারাঙ্গণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাশক্তি

সুদীপ দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(৮)

অকল্প পিতা ১২৪৩

অকালের কাজ ১১২৭

অকালের আত্মা ১১৮২

অকর দান ২৪১

অগ্নিমিত্রের তাঁড় ৫০৭

অচেনা ১৩০২

অচেনা দূতী ৪০৩

অজবিলপ ও স্বত্ববিলপ ৫৬০

অনিমা ২৩

অজীত ও বর্জমান নারী ১১১১

অদৃষ্ট ৪১৪

অদৃষ্টের পরিচাল ৩১৪

অধিকার ও কর্তব্য ১৪৮৬

অনন্ত ২১৭

অনন্ত রূপ ২৬২

অনন্তানের পত্র ৭২৪, ৮১৮, ৮৪১, ৮৮২, ২৩৪

অনাহুতা ১২২০

অনাহুত ৩৭২

অনিভ্যতা ২১১

অহরহাঙ্গিনী ২০

অজ্ঞান ১৪৭৬

অজ্ঞানে ৮৭৩

অজ্ঞানসত্তা ২০৩

অজ্ঞানী ২, ১১, ৪৮, ৮৩, ২৪৩, ৭১৬

অজ্ঞে ৮২৮

অজ্ঞের পাগল ১২২১

অজ্ঞায়ে ১০৭

অজপূর্ণা ১৩৭১, ১৩৮৮

অজস্র ৭৫১

অজস্রমণ ১১৪৩

অজস্রবে ২৬৮

অজস্র ৫৮৮, ১৪১২, ১৪২১

অপরাধতত্ত্ব ১৪৭৭

অপরাধের টান ৭৪২

অপূর্ণ আক্ষেপ ১০১২

অপূর্ণ আগমনী ৮৮৩

অপূর্ণ দীক্ষা ২৮৮

অপেক্ষায় ৭২০

অবসাদ ১৩২, ১৩২৪

অবতার কথা ২২২

অবতারবাদ ৫৭৪

অবিশ্বাস ৭০৫

অব্যক্ত ৭১৮

অভয় মন্ত্র ১২৮০

অভাগা ৮১২

অভিসারিকা ১৪৪

অভিসারে ৫২৪, ৫৬১

অমানিশা ৬৪৫

অবিশ্বাসের কিশোর বয়সের ছবি ৭৬৩

অবিশ্বাসের পত্র ৭৭০

অবিশ্বাসের ভাবকথা ৮৬৩, ২১০

অর্চনা ২২০

অর্জুনা পুষ্করিনী ৫৬

অলকা ৭৪২

অশান্তি ১২০১

অশোকের ধর্মলিপি ৩০৩, ৩২০

অশ্ব ১২৩৮

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে পক্ষে ২১৬

অসময়ে ১১৬২

অসহযোগী ১৪৫৮

অস্কার ওয়াইল্ড ৩০১

অশ্বশাস্ত্র-নাট্যরূপ ১৪৬৭

আইরিশ জাতি শিল্পীর একজন ১২৬৮

আইরিশ জাতীয় জীবন ও কবি এ. ই. ১৪১৪

আকামের পৌনাই ১৪০৭

আগমনী ১২৬, ৪২৭, ৪৪৭, ৬৭১, ৮২০, ৮২৬, ১২০৪,

১২৫১

আচার না ধর্ম ৫২৫

আলিবর্দ ৩২৭

আলোচন ১১৬৫

আখ্যায় ১২৫

আখ্যায় আলো ৫৫৩

আখ্যায় ঘরে ২৫

আধি ১৪৫৪

আনন্দের শিল্প ১১৬৭

আন্তর্জাতিক চিরন্তন শক্তি জাতীয় উপায় ও সম্ভাবনা

২৪৪, ২২৪

আমেরিকার বিলাস ১২৭৬

আমড়া না: লমড়া (না) [নতুন সাহেব...] ১১৪৭

আমাদের কথা ৭৬১

আমার আমার বলে ডাকি ১০১৪

আমার আমার বলে ডাকি: ধর্মলিপি ১০১৫

আমার কথা ৪৩, ৮০, ১০৮

আমার বাংলাদেশ ১১০৫

আমার শিল্প ২

আমি ১১৫২

আমি ও তুমি ৭২৩

আমেরিকা আবিষ্কার ৮৩২

আমেরিকার শিকার ব্যবস্থা ৮০৬

আর্যপুত্র ইংরাজাধিকার ৮৭৪

আর একবার ৩৩৩

আরও কিছু আমার কথা ৫০

আরতি ৩০৪

আর্টের সমজ্ঞান ১০০৮

আর্টের আধ্যাত্মিকতা ২৩১

আর্জ ১২৭৪

আলমগীর ১ ৩৬

আলোচনা ৭১১

আলোচনা ৫৭৫

আলোর উৎসে ১৩৬২

আল্লাম ৪১১, ১০১২, ১০৬২, ১৩১২

উৎস বেঙ্গল ও বাংলা অজ্ঞান সাহিত্য ১৪৬৪

উৎসজী শিকার, আন্তর্জাতিকতা ও আধীন চিত্রা ৬৬৮

উৎসেপে সমাজ বিপ্লব ৭৮২

উৎসেপীর ট্রাজেডি ও ভারতীয় করণরস ৬৮

ইরানী উপকথা ১২৫৪

ইরানী ২৩৫

উত্তাহিম ? সাহিত্য ৬৪২

উৎস ১১৬৩

উত্তর বেঙ্গল ও পরম্পর ৮০৪

উত্তর সামন্তরিত বহুলা ৫৭৬, ৫৮১, ৫২৪

উত্তরাধিকারী ৩২৭

উত্তীর্ণতা: জাতি ১০৮৩

উৎসেপ ১০২৬, ১০৫২

উল্লাসিনী রাষ্ট্র ১০৭২

উপকথা ৬৮৩

উপন্যাস সাহিত্যে পরবর্ত্ত চট্টোপাধ্যায় : কিরণবরী ৭০২

উপন্যাস ২৫৪

উপাসনা নব পর্য্যায় ৮৬১

উপাসনা (পত্রিকা) ২৫৮

উৎস ও বাংলাসাহিত্য ১২০৪

উৎসী বিলাস ৩৪৬

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| উনপঞ্চাশী ১৪৫২ | কথাবর্তী ১৪৪২ |
| কংগ্রেসের সময়ে ভারত : মানবের (আর্থার লেব) আদি গেহ | কথা-সাহিত্য: পদ্ম ও শ্রীপদ্ম ২১ |
| ১১৩৬ | কপালী ৪৫৫ |
| কণ শোধ ২৭২ | কবি ১৪৮৪ |
| কড় মজল ১১৭৬ | কবি অক্ষয় কুমার বড়াল ৩৭৭ |
| কবির সাধ ২৭৭ | কবি গোবিন্দ দাসের কবিতা ৫০৬ |
| কবি বক্রিমচন্দ্র ৬০ | কবি কয়নারায়ণ-প্রতিভা ২০৮ |
| এই ক্রান্ত গোখুলিতে ১২১৩ | কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১৪৫৭, ১৪৬৮ |
| এক এক রাজার তিন তিন স্বামী ৪৮৫ | কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৮৭ |
| এক চেবুয়া ১১১৩ | কবিতার কথা ৩১ |
| এক সত্যে হিন্দু মুসলমান ২৬৫ | কবিতার কষ্ট-পাথর ১০৫ |
| একখানি খোলা চিঠি ১৪৭০ | কবির অক্ষয় কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ৭১১ |
| একখানি পত্র ৪৮১ | কবির প্রতি ১৩৫৮ |
| একখানি প্রাচীন পুঁথি ৬৮৭ | কবিতাজ-মহাশয় ৭১৭ |
| একটি মোকদ্দমার বাহ ৪০৫ | কমলের জুঃ ৩২২, ৩৩১, ৩৪৪, ৩৫৪, ৩৭০, ৩৮১, ৪০০ |
| একটি স্তোত্র ৩৬৩ | ৪১৩, ৪২৫, ৪৩২, ৪৪৪, ৪৫৩, ৪৮০, ৪৮৭, ৪৯৮, |
| একটি রাতের পরিচর ২০৭ | ৫০৫, ৫১১, ৫২৫, ৫৩৬, ৫৭৩ |
| একাকী ১১১৪ | কর্মীনাশা ভোমার মেহ ৭৭২ |
| একি কথা? ৫৪১ | কর্মমন্দির ১৪৫১ |
| জন্মাবর্ত্ত: শিক্ষা ১৬৮ | কর্মেব আনন্দ ১১২২, ১১৫৬ |
| এস ২২৬ | কর্মেব পথে ২৭১ |
| এসিয়ান রিভিউ ৮৩৪ | কর্মেব বাঁধী ২০৬ |
| এসিয়ার নারী শক্তির জাগরণ ১৩৪১ | কলচ্চিনী ২৫৮ |
| ঐতিহাসিক গবেষণার বক্রিমচন্দ্র ৬৩ | কলসিলে সত্য ১৩২৩ |
| ও কাকুরার Idials of the East ১৩৮৩ | কলিকাতা ইউনিভারসিটি ৭৩৩ |
| ওপারের আলো ১১৭৩ | কল্যানী ২৭ |
| ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ১৪৮০ | কীচাষ কোঠি ২৫০ |
| কংগ্রেসের স্বরূপ ২৪৮ | কাণ্ডারী ১৫৬ |
| কঠোপনিষৎ ২১৫ | কাব্য ও তত্ত্ব ৫৮১ |
| কঠোর সমালোচনা ২৩৭ | কালিদহে ৬২২ |
| কবের কোমল হৃদয় ৪০২ | কালিদাসের বল্লভ বর্ণনা ১২৮ |
| কষ্টক ৩৪২ | কালিদাসের মেঘে মেঘান ১১৩ |
| কবের কঠোর হৃদয় ৪৩০ | কাহার দোষ ৫৪২ |

চাকরের ছুটি ১০২৪

চাতক ৭৬৪

চান-ইয়ারী কথা ৪০২

চাৰ্বাক-বর্ণন ৩৫

চিঠির গুচ্ছ ১০৭২, ১১৩৪, ১১৪২, ১১৭৮, ১১৯২, ১২১৩,
১২৪৭, ১২৬০

চিত্র ২৭৩, ১১৫৭

চিত্র-অভিলাষ ২০০

চিত্র কিশোর ২০

চিত্র-শিল্প ১৪৩৮

চিত্রললী ৪২০

চীনা-পাড়া ৭১২

চুখন ৪২২

চোর ৪৮২

ভবিতে পরিমিতি ৮১০

ভায়ানট ১০৩১

ভূম্যগ ২২২

ভেঁড়া কুল ৪৪৩

ভোটগল্প ১২৪, ২৫৪

ভগতজুড়ে ইলিভ ১২৩২

ভড়বিজ্ঞান ও জীবাত্মা ১০৪২, ১৫৬০

জনগণ বাক্য, দেববাক্য ৭২০

কমর অপরাধী ৭৫২

জয়দেব ৪২২

কর্মণির বর্ষমান রাষ্ট্রনীতির অভিযাত্রি ১২০৭

কল চল ও খালাখালাবিচার ৮৫৮

কাগুহি ১১৭৭

কাতি বা বর্ষভেনের কথা ৩০৭

কাজিভেন ৮৫৬

জাতীয় উন্নতির ভিত্তি ১৪৫৩

জাতীয় জীবনের ধ্বংসের লক্ষণ ১৭৮

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ ২৭১, ১২৩

জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৪১১

জাতীয় শিক্ষার গৌরবচক্রিকা ১০২৭, ১১৪২

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন ১৩৫২

জাতীয়তা ও দেশ ১১০২

জানালার কাব্য ৩১২

জাপানী পুরাণ ২০২

জাপানের আদর্শ ৮৩১

জালিয়ানওয়ালা বাগ স্থিতি ৭৩৪, ১৪০২

জিউজিহু ১২৭৫

জীবন তরী ২৮৭

জীবন ও জীবনের ধর্ম ৪৪৪

জীবন-নাট্য ৬৩৭

জীবন-পথে ৬৪৭

জীবন-পথে ৫৭৭

জীবন-প্রহসন ৬৭৭

জীবন-যাত্রা ৮৫১

জীবনের পথে ১০২৪

জীবনমুক্ত ২৭৪

James cousin-এর অববিন্দ প্রসঙ্গ ৭৮২

জৈবজ্ঞ-জয়ী ৭৫৬

জেল-ফেরৎ ৫৭২

জোনাকীর গল্প ৮৭৮

জালা ৪৭২

জুলন ৫৫০

টুট ১০৬৫

টিলনী ৭৩১

ঠাকুর লহানন্দ ৮৫২

ঠাকুর হরিদাস ৬১৪, ৬২৩, ৬৩৮, ৬৪৩, ৬৫১, ৬৬৭, ৬৭৬,
৬৮০

ঠাকুরের মূল্য ৬০৭

ঠানদ্বি ৫১০

ঠিকে কুল ৭৫০

তাক ১০২১, ১১০৮

তাকার স্মৃতির নুতন আবিষ্কার ১৮২

ভালি ১০৪০, ১০৫৮, ১০৮২, ১০৯৭, ১৪১৪, ১৪৩০, মান ২৫

১৪৪২, ১৪৭০, ১৪৮৬

ভালিম ১৪

ভেলিপেলোভের ভাটরি ১৪৬২

ভুক্তো ভয়বীরয়ে ১১২৪

ভবমাসের সংকল্পসার ১০৭১

ভট্টচিত্ত গৌরচন্দ্র ১১৬, ১৪৫, ২৭২

ভট্টসক ২৮১

ভট্টের মূল-ভব ৭১০

ভট্টস্বিনী ১২৫

ভট্ট এত ভালবাসি ১১২৩

ভট্টমহল ৩৮৮

ভট্টমিল সাতিহা ১৩০৭

ভাব মন কথা ২২২

ভাষের নবমোক্তে যন্ত্রণা ১৫৭ ৮৮৫

ভিনটি নবমুগের মেঘে ভিত্তির মা ৩২১

ভিলকের ক্ষিত্তোভাব ২১২

ভিলেক যদি টান চলে ১০০২

ভুকান ২৬৪

ভুমি ২৮০, ১১৫০

ভুমি যদি বণ কাজে ১০০১

ভীৰ্ষ ভ্রমণ ২৮০, ২২৬

ভূতীয় দৃষ্টি ১১২২

ভোমার মান ১৮২

ভোমার হাসি ২০৫

ভোগ ও ভোগ ২৭২

ভ্রমী ১১০০

ভ্রিবিগ্রহ-ভব ১৭৭

ভেঁকো সাথে ২৪

ভবীচি ১১২৪

ভববিদ্যা ১০৬

ভবন মালা ১১৩১

ভাষা মহানন্দ ৪৭৬

ভাল্পা-বন্ধনের কথা ১১৫৮

'বিউয়ান-ই-মখকী' কি কথ উল্লিখ ? ৩৫০

ভিলারী বা নেতা কে ? ৮২৩

ভীকিতের নিবেদন ৩৬৭

ভীপলম্বীর আবাচন ১১৪৫

ভূম-মহন ৮১১

ভূম-সাধনা ১১০৫

ভূমী মালা ৪১

ভূমের চরি ১৮২

ভট্টপথ ২২৭

ভট্টপ্রপত্তী ১০৪১

ভট্টিনীর ধন ১০০৭

ভট্টিনার ভূমি ৪০৬

ভট্টিনার মেনা ১০০১

ভট্টাপুতা ৩০০

ভট্টা স্তোত্র ৩০১

ভট্টগোবিন্দ ১১৬১

ভট্টগোবিন্দে নব পত্রিকা ২৪২

ভট্টসিংহ শাপ ৪৬২

ভট্টসিংহ ভাট মালা ৪৫২

ভট্টসিংহ পদ্ম গোবিন্দ ও মতাপ্রভুর শ্রীমঙ্গল ৬১১

ভট্টসিংহ শিব কি ঈশ্বর শিব ১০১১

ভট্টে দাব কর্তা ১৪৪৭

ভট্টের অবস্থা ১৪৩৭

ভট্টের কথা ৭২৭, ৮৭১, ১১৪৪, ১১৩০, ১৪১২

ভট্টের ভাট ১০২৪

ভোল পুণিমা ২৫৮

ভোলদা নব ৪১৭

ভাবিভ ভাতীর কথাভট্টান ১০৫০

ভাবকা ৮৪৩

ভিত্তীয় প্রধান ঘটনা ২৫০

ভিল কমন ১০৬৬

বীণাতন্ত্রের কথা ৭৭০, ৭৭১, ৮২০, ৮৪২
 ধর্ম ও আর্ট ১৫২
 ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ ২০১
 ধর্ম ও জীবন ১১০০
 ধর্ম ও রাজনীতি ১০২৬
 ধর্ম কি সত্যিই বাধা? ৮২১
 ধর্মতত্ত্ব মীমাংসা ৪৮০, ৭২২, ৫০৩, ৫০২
 ধর্ম, নীতি ও আর্ট ১২২
 ধর্মগ্রন্থের স্ববীজনাথ ৩২৪
 ধর্মব্রাহ্মে সাধারণ ও অসাধারণ মাত্রা ৫৭৪
 ধর্মোচ্ছিন্ন ১০৫৭
 ধর্মের বিনিময় ১১৪০, ১১২০
 ধর্মের বাধা ৮২৫
 ধূপ ৮২৭
 ধোঁয়া ৩৮
 ধ্যান লোক ৮৮০
 ধ্যান গল্প ২৬০
 নতুন রূপকথা ৭৭২
 নদী তীরে সন্ধ্যায় ১৪৭
 নদীরা ও কুলিয়া ৩২৩
 নদীরাঙ্গের সংস্কারের প্রস্তাব ৫০২
 নন্দ কো অপারেশন ১১০২
 নন্দোৎসব ৮৬৭
 নবদ্বীপে যাত্রা মন্দির : নতুন-সেবাবর্ষ ১৩১
 নববর্ষ ১৭৭
 নববর্ষে ৭৪৬
 নবীনচন্দ্রের কাব্যে নারী-চরিত্র ৬৮৪
 নবীনচন্দ্রের 'শৈলক' ১৩১, ১৭০
 নব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ৮০০
 নব্যনাট্যরূপ ১২২৩
 নাটক ও নাটকের অভিনয় ১০০৬
 নাটকে স্বাধীননাট্য ১১৩, ১৫২, ১২৩
 নাটকে স্বাধীননাট্য : কুলীন কুল সন্ধ্যায় ১১৮
 নাথ কৌর্দনীয়া ১৪৫৫

নাট্যরূপ ২২১, ৩১৭, ৪৫০, ৫০০
 নাট্যরূপের নববর্ষ ২২৩
 নাট্যরূপের নিকষমণি ৭৪৮, ৭৭৭, ৮০২, ৮২৬, ৮৪৪, ৮৮১,
 ৯১১, ২৫৬, ১০০০, ১০২৮, ১০৫৫, ১০৮৭, ১১২৫,
 ১১৭২, ১২০৫, ১২৩১, ১২৪৩, ১২৭২, ১২৯৫, ১৩১৬,
 ১৩৫৫, ১৩৬৪, ১৪৩১, ১৪৭১ ১৪৮৭
 নাট্যরূপের পঞ্চ-প্রবীণ ১১২, ৮৬২, ৮৮১, ২০৭, ২৪৬, ২২৭,
 ১০২৫, ১০৬০, ১০৮১, ১১৫৪, ১১৮০, ১২০২, ১২৪৬,
 ১২৪৮, ১২৭০, ১৩৩৭, ১৩৫৮, ১৩৬৪, ১৪১৫, ১৪২৭
 নাট্যরূপের সাধি ৭৮১, ৮০৫, ৮২২।
 নাট্যরূপের হৃদয় ৭৮৪, ৮১৩
 নারী ১৪২২
 নারী ও চিত্রকর ৫৬৫
 নারী জাতির প্রতি ৮৪৪
 নারী মঙ্গল ১১৬০
 নারী-স্বাভাব্য ৮৩৮
 নারীর অধিকার ১৮৭
 নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ১৩৩২
 নারীর উক্তি ৮০৩, ১০৫৩
 নারীর ভাষা ১৩০৭
 নারীর সমানঅধিকার ২৮২
 নিঃশেষণী ২৮৭
 নিম্নত্রে ১০২৮
 নিম্নো সমস্ত ১০৮৫
 নিম্নর দ্বায়ে ৩২৫
 'নিম্নই নতুন' ২১২
 নিম্নিত নাট্যরূপ ১০৩৪
 নিম্নত্রে ২৩২, ২৬৫, ৪১২
 নিম্নবাহু গান ৫৩৪
 নিবেদন ৪৪, ৩৩০, ৫৫৭, ৫৬৩, ৭৪৭
 নিয়তি ১৩৩
 নিয়তির খেলা ২২২
 নিরুদ্দেশের রাজী ১০০৩
 নির্ভর ও সন্তান ৩৬০

পৌরাণিকী কথা ৭, ৪৫, ২৩

পৌর পার্শ্ব ৭২১

প্রণাম ৭৩৮

প্রজার আগরণ ৭৩০

প্রভাসের অস্তিম ১৪৬২

প্রতিকার প্রার্থনা ১০৪৫

প্রতীকার ৩৪৭

প্রতিবাদ ২৮৬

প্রতিবাদের প্রতিবাদ ৩০৫

প্রতিযোগী ৬২৪

প্রত্যক্ষ পথ ৭৭৬

প্রথম দর্শণে ৩৭৭

প্রবর্তকের আদর্শ ৬৬২

প্রবর্তকের নতুন বট ২৬০

প্রভাতে ২২১, ১০৪৭

প্রভাস মিলনে গোলবালা ১০২২

প্রমাণ ১৩৮

প্রলয় বিধাণ ১৪৩৩

প্রলয় রূপ ১১৫০

প্রলয়োদ্ধাস ১৪২৭

প্রয়োত্তর ১৭৬

প্রাচীন কবির কবিতা ২০২

প্রাচীন পল্লী-সজীত ৪৪৫, ৫৮৪

প্রাচীন পুঁথির বানান ৫৪২

প্রাচীন বাজালা নাটক ২৮

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র ১৩৬০

প্রাচীন রাজগৃহ ৪৩৬

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ১৬১

প্রাথমিক বাবসা নিকা ১৫৭৩

প্রার্থনা ৩৪২

প্রেম ও পরিণয় গোষয় গণেশের গবেষণা ৩১২

প্রেম ভিখারী ২৪৩

প্রেম বৃদ্ধা ১২২০

প্রেমের কত প্রেম ৮২২

প্রেমের অভিধান ৫৭১

প্রেমের জন্ম ১৩৭৩

প্রেমের জোয়ার ৮৭৫

প্রেমের পালা ১২৮৮

প্রেমের মূলে ২০০

প্রেমের সংসার ৩৭৫

প্রোচৈ কবি ৭৮৬

ফাকা ১০

ফাল্গুনী ৭৬০

ফাল্গুনী ও বর্তমান সমস্যা ১০৭৮

ফাল্গুনী ৫২

ফাল্গুনী বৃদ্ধা ৮৭৬

ফাল্গুনী-সাহস ২৭৭

বহিমচন্দ্র ৫১৮

বহিমচন্দ্র কাঁঠাল পাড়ায় ৫৫

বহিমচন্দ্র ও তাঁহার ছাত্রবান্ পাঠক ৬৮

বহিমচন্দ্র সম্বন্ধে পণ্ডিত রাজা বাবুদেবের তর্কবৃত্ত ১১২

বহিমচন্দ্রের জরী: আনন্দ মঠ, দেবীচৌধুরানী ৭ শীতাবান

৫৭

বহিমচন্দ্রের বাল্যকথা ৫২

বহিমচন্দ্রের হস্তলিপি ৭১

বহিম প্রসঙ্গ "গীতার" কথা ৬৬

বহিমবাবু ৬২

বহিমবাবু ও উত্তরচরিত্র ৬৫

বহিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ ২৭

বহিম মণ্ডল বা বহিমদর্শন ৬৪

বহিম-স্মৃতি ৬৭, ৫৫৬

বহিমেশ্বর মঠাকাব্য ২৬১

বহিমেশ্বর জলকষ্ট ৭৮৪

বহিমতা ও বাংলা ভাষা ৪৩৩

বহিমত্ব ১০৩৭

বহিমসাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৩২৩

বহু বা কামান বন্ধক ৫১৪

বদন ভল্লি ১১১২

বন্ধু চরণনে ১০৭১

বন্ধু বিবাহে ১২৮৫

বন্ধু মিলনে ১৩০৬

বন্ধু ১০১৫

বন্দী জীবন ১২২২, ১৩০৪, ১৩৫৪, ১৩৭৮, ১৩২৫, ১৪১১,

১৪২২, ১৪৬৬

বন্দীঘর ১৩৮৭

বন্দীর ভাষ্যে ১৪৫৩

বন্দীর সাজা ৪৬৫

বন্ধু চরণনে ৫১৫

বয়ঃ কৈশোরকঃ ধোহম ৫২২

বর্ণ ভিখারিনী ৩২৩

বর্তমান বাংলা সাহিত্য ৮৭৭

বর্তমান ভারত ও স্বাধীনতা ১৩০০

বর্তমান সমস্যা ৭০৬

বর্তমান হিন্দু ধর্মের চেহারা ও জীবনোপাসনা ৪০

বর্তমানের সমস্যা ১০৭৪

বর্তমান সমস্যা ১০৭৪, ১২৫৬

বর্তমানের ভাষ্যে লক্ষ্যে করে কটি কথা ৬০০

বর্ষা বিজ্ঞান ১৪৬৫

বর্ষার গান ১২১৬

বর্ষা ১১৭৫

বর্ষা ১১৭৭

বহু বিবাহ ১৫৮

বাংলা নাট্য সাহিত্যের পূর্বকথা ১৭

বাংলা ভাষার ইতিহাস ১২৮৪

বাংলা সাহিত্যের অভিযুক্ত ৮৭২

বাংলা চিত্রকলা ৪১০

বাউলের গান ৩৭৩

বাউলা কাব্যে একটি নতুন দৃষ্টি ১১৮৭

বাউলা ভাষার বিনিয়োগ ৭৬৫

বাউলীর আখ্যায়িকা ৮৫২

বাউলা মাসিকে গোবিন্দ চন্দ্র দাস ৫৮৭

বাউলা মাসিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ৫৮২

বাউলায় উনবিংশ শতাব্দী ৬৩১

বাউলায় ছুড়িক ৬৫২

বাউলায় প্রাণ ৮১৬

বাউলা ও তামিল উচ্চারণ ১৩৮২

বাউলা নাটকের প্রথম দৃশ্য ১৭০৬

বাউলা ভাষার ইতিহাস ১৩৪৬, ১৩৭, ১৩২১, ১৪০৩

১৪২৬, ১৪৫৫, ১৪৬০.

বাউলায় আদি নাটক : ৩৫৫

বাউলায় কথা ৩২০, ৩৩৬,

বাউলায় কৌলীপোর কথা ১৭২, ১২২

বাউলায় গীতি কবিতা ৩৩২

বাউলায় জাতীয় সাহিত্য ১৩০২

বাউলায় জল ৭০৩

বাউলায় প্রাণ ও বাউলীর সাহিত্য ৫৭৫

বাউলায় স্তব ৫৬৬

বাউলায় গীতি কবিতা : ৫১

বাউলায় সাধনা ১০৩০

বাউলায় কি কথা ? ১০১

বাউলায়, ভাগ ৭১৩

বাউলায় পেট্রিওটিসম ১০৭১

বাউলায় আদর্শ ৭২৩

বাউলায় দিব্য দান ৮২৩

বাউলায় দুর্গোৎসব ৫৪৮

বাউলায় প্রতিমা পূজা ও দুর্গোৎসব ১০৭

বাউলায় সাহিত্য ৫১০

বাউলায় সেবার্থ ৬৫০

বাউলায় বন্দনা ১০৫৫

বাউলায় গান ১৩৭

বাউলায় ভাষা ১৫৫ ১৩৪০

বাউলায় ১১০০

বাণী ২২০
 বাবাজি ৪৬২
 বামুনের মেয়ে ১০২২
 বাল্যে স্বামী হীনা ৮৩৬
 বাসর লজ্জিতা ৬১৫
 বাঙালিটার গান ১৪৮
 বাহ্য বিরহিতা ৩২১
 বিকাশ ৩৫২
 বিচার ২৫২
 বিচারক ২৪০ ১২৬০।
 বিজয়া ১৫০, ৪৩৭, ৪৪২, ৫৫৬।
 বিদ্যায়ে ৩২৭
 বিদায় ১৪০১
 বিদায়-চাহনি ১০১৭
 বিধবা ৭৩৭
 বিনা তারের খবর ৮০২
 বিনিময় ১১৪১
 বিপদা ১৪৮৮
 বিপন্নীত ১২৩৩
 বিপন্নীতি ২৩৬
 বিকল নিশীথে ১১১৮
 বিবর্তন ও আবর্তন ১৪৪৭
 বিবলনা ৩৭
 বিবেকানন্দ চরিত ১০৩৩
 বিবেকানন্দ আত্ম সমাজের প্রতিষ্ঠান কি প্রতিবাদ ৬৮৫
 বিমাতা ৩৬৮
 বিমান বা যোমবান ৬৮৮
 বিরোধে বিলাস ১৭১
 বিষহ বিলাস ৩১৩
 বিষহ মঙ্গল ১০২
 বিষয়ে ২২, ১০৮৬।
 বিষয়ে পাঙ্গা ৩২৩
 বিলাপ বিষুয়া ২৮২

বিশে পাগলার চিঠি ২০৮

বিশ্ব কর্ণমে ১৮

বিশ্ববিদ্যালয় বিদায় সীতি ১১২১

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাতাড়া ১৬৮৫

বিশ্বমানবের একতা ৭০৪

বিশ্বমাজা ১২১

বিশ্বরূপ ২০৪

বিশ্ব-সন্যাসী ১১৩৩

বিশ্ব (৭) সমালোচনা :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৮৭

বিশ্ব-সেবায় বিভূত ২৮৫, ২২৭।

বিশ্বের দরবারে ভারত ২৩৩

বীরবলের টিপ্পনী ২৫৫

বীরভাবের কথা ১৩৮৫

বুড়ার অ্যালবাম ২৫০

বুদ্ধিমানের কথা ৪২৪ ৪২৭

বুদ্ধি ১০২৬

বুদ্ধিবান ৩১০

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হঠাতে বিচ্ছেদ ১৪৮৫

বেগের মেয়ে ৫০৮ ৫৩৪, ৫৭৭, ৫৭২, ৬০৭, ৬১২, ৬২৭,

৬৩২, ৬৪৩, ৬৫৪, ৬৬৩, ৬৭৩, ৬৭২, ৬২২।

বেগনার দান ১০৩৮

বেগনার বৈচিত্র্য ৪৩৮

বেহার চিত্র ১২২৬

বৈদিক ভাষায় স্বর-পুতি ১ ৪৩

বৈশাখী ৭৬

বৈকব ২৮৫

বৈকব কবিতা ৪৭৪

বৈকব কবিতার কথা ১২০

বৈকব কবিতার কুচি ৫২১

বৈকব কথা ৫৩০ ৫৫৪।

বৈকব মহাজন ও বাঙ্গালা মহাজন পত্র ৩৩৭

বোকা ২২২

বোল-বোলা ক্রম ১২৬

বৌদ্ধধর্ম ৫, ১২, ১১০, ৩০২, ৩৩২, ৩৬৫, ৩৭৪।

বৌদ্ধধর্ম : এখনও একটু আছে ১৮৪

বৌদ্ধধর্ম : উক্তির্যার জন্মে ২১৪

বৌদ্ধধর্ম : কোথা চটতে আসিল ? ৪০, ৪১।

বৌদ্ধধর্ম : জাতক ও অবতান ২১

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত ১২৪

বৌদ্ধধর্ম : নির্বান কয় রকম ২৭

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল ১৭০

বৌদ্ধধর্ম : মহাজন কোথ চটতে আসিল ? ১০০

বৌদ্ধধর্ম : চীনবান ও মহাবান ৮৭

বাক্য ৭৫৭

বাক্তি ও সমাজ ১২০৬

বাণীর গান ১৪৩৩

বাণিতা ১১০১

ব্রহ্মলীলা ৮৩২

ব্রহ্ম গোপাল ৭৫৪

ব্রহ্ম-শাপ ৫৩২

ব্রহ্মোদ্যম ৭০৪, ৭১৪

ব্রাহ্মণ ২৮৫

ব্রাহ্ম সমাজ ও রাজা রামমোহন :

ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা ২০৭

ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব ৬৫১

ব্রাহ্ম সমাজের কথা ৫৩৫, ৬৩০, ৬৪৪, ৬৫৬

ভক্তিহীন ৪২০

ভগবান্ অরুণ মহাবাহি ৮০০

ভবকৃতি ও উত্তর রামচরিত ৫৫১

ভরুকের বুদ্ধি ৩৪

ভাণ্ডারালের কবি পৌরন্দর চন্দ্র দাস ৫৫৭

ভাগ্যহীন ৬৬৭

ভাগ্যলেশ-লালা গোলক টাঁক ১৩২১

ভাজন ও গড়ন ১২৮২

ভালা বীণার গান ৭২৮

ভাব সময় ১০৩০

ভারত মঙ্গল ১৪০২

ভারত সলমা ১৩১৮

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত ১৩৪২, ১৩৬১

ভারতবর্ষের সঙ্গীত ১৩১৮

ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের মূল ভিত্তি ৫৭০

ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তি ৫৫৫

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৬৪০

ভারতীয় আছান ১২৭৮

ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদ পত্র ১১২

ভাষার কথা ১৩ ২১, ৭৭, ৮৮

ভিক্টর বিয়ে ৩৫২

ভিখারী ৮২৫

ভুবনেশ্বর ৫৫২, ৫৬২, ৫৭২

ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উৎকীর্ণ শিল্পকথা ৭৩২

ভুল ৮৭৭

ভুল ভাংগা ১৩৫৩

ভূতের বেগার ৪৩৪

ভৈরবী ২২০

ভোগাতীতা ৩১৩

ভোট ২৫২

ভ্রমণ কৃতান্ত ৭৪

ভ্রান্তি ১৪৩, ৭০৮

মপনের মৌলবী—রাজবংশ ২৪১

মজার দেশ ১৪১

মস্তেল নাস্তিক ৪৭৪

মদন-শিখা ১২৮

মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা ১৮১

মধুসূতি ও হৃৎকথা ২৬৭

মধুর পত্নী ২৩০

মনস্কণ্ডের দিক ১২৪৫

মহাকব্য ১১২৬

মোলসেম ভারত ৮৩৫, ৮৬০, ২১৩, ২৫৭, ১০৮৮
 মোহিনী ১৭৬
 "যদি" ও "কিন্তু" ৮২
 বঙ্গপাতি ও তর্কবুদ্ধি ১২২৭
 বমুনা ৩০৮
 বমুনায় ১০৫০
 বাজী ১০৭৭, ১০৬৭
 বৃগপথ ১৩২০
 বোগ বিরোগ ১১৬৩
 বঙ্গলালের বিরহ বিলাপ ৩১৫
 ববু আগে কি কুমার আগে? ৫৫২
 ববু কাব্য বড় কিসে? ৫৭০
 ববুতে নাট্যরূপ ৫৩২
 বমুনায় লালের সীতগোবিন্দ ৫২২
 ববুবংশে প্রেম ৬১৬
 ববুবংশে প্রেম বিরহ ৬৩৫
 ববুবংশে বাল্যলীলা ৫৮০
 ববুবংশের গীতবলি ৫২৮
 বজনী ৬১
 ববীজনাথের উপন্যাসসমূহ ১৪৭৮
 ববীজনাথের বর্ষ ৫৫২
 ববীজনাথের ভাব ও চিন্তা ৭২২
 বস বাহিনী ৭৫০
 বহিম লড়াই ৭৪৪
 বাকা পাঠে ৭২৬
 বাঙালীত্ব ও ধর্ম ১২২১
 বাঙালী চিত্রকলা ৭০২
 বাঙালীর নৃত্য ৭৮৪
 বাক্য বাক্যবিশেষের সুযোগাধ্যায় ১০৫২
 বাক্য বাঙালীর ভাব ও ব্রহ্মসত্তা ২৩০
 বাক্য বাঙালীর ভাবের তরঙ্গিতুল্য মনোবিশ্বাস ৫২৫,
 ৫২৬
 বাক্য লক্ষ্যনী ১২৪৬

বাক্য ললোমেনের ব্রত্যাগায় ২৭৮
 বাপা প্রত্যাপ ১৪৮২
 বাপী ২৫৬
 বাবা মাধবোদয় ২৫৩, ২২৩
 বাঘিকা—বমুনাজুটে ৭৬২
 বামকক মনঃ শিকা ১০২০
 বামকক মিশন সেবাজ্ঞান কনকল হরিবার বিংশ বাৎসরিক
 বিবরণী ১৩১২
 বামগোপাল ঘোষ ৭৫০, ৭২৫, ৭৫৬, ৮১৪
 বামমোহন দাস ও হিন্দুধর্ম ১০০৪
 বামের ছেলে বেলা ৭০৫
 বাসলীলা ১২
 কল্প আচ্ছাদন ১৪৫৬
 কথির বঙে কোটা ১২১০
 কপ ২৪৬
 কপ-কথা ১০২৫, ১৩৭৫
 কপান্তর ৫০৭, ১২০৭
 কপম ১০২১, ১২০২
 কপান্তরের কথা ৩৭৩
 কপের কেরি ৪৭৫
 রেণু ৭১৫
 রেবা ১৩৩৩
 রোয়াটেল ঢাকা ৬২৬
 The Renaissance in India ২৬৩
 লতা কি মালেশিয়ান ঔষধ ৮০৭
 লতা ১৪২০, ১৪৪০
 লীলা ৭৭৮, ১২৫৭
 লীলা চকুর্খী ২২১
 লেনিন ১২২০
 লোক শিকা ১৭১০
 লক লকা ১৫
 লকুলার হিন্দুধর্ম ৪৭২
 লকুলার বা ৪৬৮

শাক্তের বর্ণন কি অ-বিরোধী ? ১২১৫

শকুনাচার্য্য কর্তৃত্ব তৈরন যত খণ্ডন ৭৫

শব্দের কথা ১৮৫

শব্দন দ্ব্যুত ১১৩৭

শব্দ সাহিত্যে মাকুলতা ২২৬, ১০১৬

শব্দীয় স্থিতি ১২৫, ১৩০

শাক্ত ৫২৭

শান্তি ২৭০

শান্তি সংগ্রাম ১৩২৮

শান্তি-বন্ধ ৩৩

শান্তিক শাকটায়ন ২১৮

শান্তি বিচার ১১৭২

শিকার লব্ধে গোটা কতক কথা ৫৩০

শিকার "উটক" আদর্শ ১০৮০

শিকার নবীন স্রষ্টা ১০৫১, ১০২২, ১১৩২

শিকার কথা ৭৮৫

শিকার বিরোধ ১২৭২, ১২২২

শিকার লব্ধে গোটা কতক কথা ৫২৩

শিকার সাক্ষ্য ১৪৫৬

শিখা ৪২৫

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত ১০২০

শিবরূপ ২৬৬

শিবস্তুতি ১১১৬

শিল্প ২০০

শিল্প ও কমেদী ১২৭৭

শিল্পকলায় কথা ৭৬৮

শিশির বিন্দু ৪৩৫

শিল্পী ২৪২

শিল্পের স্থল ৮১১

শিল্পের ভিত্তি ১০৪০

শীতান্তে ৬০৮

শীতে ১৮০

শ্রীযোগেশ্বরী ও তাহার প্রকাশিত ৭৮

শ্রুতির পূজা ও বেদাধিকার ৮৫৭

শেষবেলায় ৭৪২

শোক সংবাদ ১৪০১

শৌর্য্য ৩৮৫

শ্রাম না এল ৪০১

শ্রাম বিধানে ১০১৩

শ্রামের পরিকল্পনা ৪১২

শ্রীচরিত ১৩২০

শ্রীচরণে ১১৮৬

শ্রীকৃষ্ণ বাসলীলা ১৪০০

শ্রীকান্তনী পুণিমা ৩৫৭

শ্রীমৎগল ব্রহ্মচারিক ৩২৮

শ্রীরাধা ৫০১

শ্রীশ্রীকর্তব্য ১৬, ৩১, ৩২, ৫৪, ৮২, ৯১, ১০২,

১১৪, ১৫১, ১৮৮, ১৯১, ২১৫, ২২২, ২৫৫,

২২০

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব ১৪২

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব তত্ত্ব সার ১২৭৩

শ্রীশ্রীত্রয় মণ্ডল ও বর্তমানের রাজবংশ ৬১০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও নবোজনাথ ৭১০

সংকীর্ণনামৃত ৩৮৬

সংকীর্ণ পুস্তক পরিচয় ২১৫, ২৬৫, ১০০৩, ১০৩২

সংগ্রহ ৭২৮

সংসার ও জগদানু ৮১৭

সংসারের প্রভাব ৩৫৭

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতা ১৪২৫

সকলি আছে-কিছুই নাই ৫২২

সঙ্গলায় ১১০০

সঙ্গমভীরু ৭৬৭

সঙ্গীত ১৩১৩

সঙ্গীতে সংগ্রাম ৭০১

সঙ্গীতে বিজ্ঞান ১৩৭

'সঙ্গীতের মুক্তি' বনাম 'বন্ধন' ৪৮৮

কবি ? ১০৬২

কথা ও বিদ্যা ১০৬৮, ১০৭০

কথা ও সৌন্দর্য্যবোধ ১২১১, ১২৩৫

কথাগ্রন্থ ৩২১

কথার একাদশী ৭৮০

কথাগুলির অভিভাষণ ৫০২

কথাসংগ্রহ ৬০০

কথার সংস্করণের ভূমিকা ১২৫৮

কথার কথা ৮৭৬, ২৭৩, ২৮০, ১০২০, ১১১৫

কথালোচনা ৫৫৫, ৫২৭, ৬০২, ৬১২, ৬২৮, ৬৩২, ৬৫০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৭৪৫

কথালোচনা : পত্রের মুক্তি ও চাবুকের অবতারণা ৭১২

কথালোচনা : প্রবর্তক ৭০৫ ক

কথালোচনা : বিদ্যার বো ৭০৫ ক

কথালোচনা : কবীজ্ঞানার্থে ভাব ও ভঙ্গ ৭১২

কথাকথানে ৩২৬

কথার লক্ষণ ১৬৭

কথাকথানের নিবেদন ৩২১

কথার পত্রমালা ২২১

কথার কল ২৪১

কথাপ্রধান ঘটনা ২৫১

কথার দান ২৮০

কথাকথান ২০২, ২০৮, ১০৬০, ১০৬২, ১১২১, ১১৫৫, ১১৮১

১২০৩, ১২২৮, ১২৪২, ১২৭১

কথাকথানী ৭২৭

কথাকথানী ১১৪৮

কথার ২৮২, ৩৫২

কথাকথান ১০২৭

কথার কথার ৭২২

কথার ও মিথি ১৪১৫

কথাকথান ও অসামান্য ৫২০

কথার ও শিল্পী ২২৮

কথার ও শিল্পী ৮৩২

কথার ৩২৪

কথার ৪২৭

কথাকথান ও কথার ৭৬২, ৭৮৫, ৭৯২

কথাকথান ৪১১

কথাকথান ৪৪৬

কথাকথান ৬০১, ৬০৩, ৬০২, ৬০৬, ৬৪৬

কথাকথান ও কথাকথান ২৭৮

কথাকথান ১০৮২

কথাকথান ৬৬০

কথাকথান ৩৬০

কথাকথান ২০৫, ২০৬, ২২০

কথাকথান 'কথাকথান' ৪১৬

কথাকথান ১০৬০

কথাকথান ৩২২

কথাকথান ২৭৪

কথাকথান ২৮৮

কথাকথান ১০৮৮

কথাকথান ১০৮৮

কথাকথান ১২১

কথাকথান ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ১০১০, ১০৪১, ১০৭৬, ১১০৪, ১১৫০, ১১৬৪, ১১৮৮, ১২২৫, ১২৩৭, ১২৬৪, ১২৮৬, ১৩০৪, ১৩০১, ১৩৫১, ১৩৮১, ১৩৮৬

কথাকথান ১৪০৫

কথাকথান ১৪৭৫

কথাকথান ২৪২

কথাকথান ১০৩৬, ১০৩৭, ১১০৬

কথাকথান ৩১৮

কথাকথান ৪৩১

কথাকথান ২৪৭

কথাকথান ১০৫

কথাকথান ১০৫

কথাকথান ১৪৩৫

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| সোজাপথ ২৩৪ | স্বাধিকার সাধনা ৮৪৭ |
| সৈনিক-সীমন্তিনী ৮৫২ | স্বাধীনতা ১৩৫৭ |
| সৌন্দর্য-সাধনা ২২৬ | স্বাধীনতার ভিত্তি ১৪৩০ |
| স্তব ১ | স্বাধীনতার স্বরূপ ১২৪৪ |
| স্ট্রী শিকা লব্ধে দু'চারটি কথা ১৩২৮ | স্বামী ৪১০, ৪২২ |
| স্বামী সাহিত্য ৫৬৮, ৫২৬, ৬০৬ | স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম কিনা ? ৬৩০ |
| সেহের টান ৮৭২ | স্বামী বিবেকানন্দ সোলাইতে পঠিত ৩৫৬ |
| স্রোতবিনীর সঙ্গ ১৩৭ | স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ৭৫২ |
| স্বদেশ বোধন ১৩৩৬ | স্বাস্থ্য ও শক্তি ১০৫৮ |
| স্বদেশ বেগু ২৭০ | স্বচ্ছাচারী ৮২৮ |
| স্বয়ং ৭৬৬ | স্বতি ১০১৮ |
| স্বরসিপি : আজিকে ধু' থেকে ১৬৪ | স্বতি পূজা বহিমন্ত্র ১৩৪ |
| স্বরসিপি : গণিকার সিঁড়ি ১০৩৫ | হাজিরা ১১৪২ |
| স্বরসিপি : প্রেমের জোয়ার ৮৭২ | হাত দু'খানি ২২৫ |
| স্বরসিপি : মিটারোনা এই পিয়ারা ৪৬ | হাকিমের কাব্য-বহুত্ব ১২৮৭, ১৩০১ |
| স্বরসিপি : স্রোতবিনীর সঙ্গ ৮৫০ | হারা মণি ১২৬৫ |
| স্বরাজ ১২৬৭ | হারা মানিক ১৪৫২ |
| স্বরাজ—কাহার রাজ ? ১২২২ | হাসিয়ে দিলে ৮৬৫ |
| স্বরাজ-সঙ্গীত ১৩২০ | হাসির তোড়া ২৬৬ |
| স্বরাজ-সাধন ১৩৬৬ | হাসির রাম ১০১ |
| স্বরাজ ও স্বরাজ্য ১১২০ | হিম্মি নক ও অজ্ঞান মালী ১৪৭২ |
| স্বরাজ্য সাধনা ১২২৮ | হিম্মি কর্ণ শাস্ত্রের বিশেষত্ব ১৩২৬ |
| স্বরূপ ২১৩ | হিন্দুদিগের কৃত্ত্ব ২০৬ |
| স্বর্ণরাজ্য ১৮০ | হিন্দু শাস্ত্রের অর্থ ও অধিকার ১৬৫ |
| স্বর্ণীয় কবি বিজ্ঞানলালের ভীষন ৫৩৫ | হিন্দু সঙ্গীতের স্বাভাব্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদকবি ত্রয় |
| স্বর্ণীয় বহিমন্ত্র ও ঠাকুরলাস মুখোপাধ্যায় ৭০ | শ্রীবীজনাথ ৪৭০, ৪৭৮, ৪৯০ |
| স্বস্তিকা ৮৮৭ | হিন্দুর প্রকৃত হিন্দু ৬ |
| স্বাগতম ৫০১ | |

Bengal Library Association Council and Standing Committees for the year 1978-79

A. COUNCIL—The Council Consists the Executive Committee and other members of the Council.

Executive Committee.

President—

- (1) Sri Phanibhushan Ray,
14A, Maharaj Nandakumar Road,
Calcutta-29

Vice-President—

- (2) Sri Amiya Kumar Banerjee
89, Deb Lane, Calcutta-14
- (3) Sri Baidyanath Banerjee Choudhury
National Library, Belvedere,
Calcutta-27
- (4) Sri Bijayanath Mukherjee
8, Anantaram Mukherjee Lane,
Howrah-1
- (5) Sri Ramranjan Bhattacharya
Tamluk District Library,
P. O. Tamluk, Dist. Midnapur
- (6) Sri Sudhananda Chatterjee
19, Dr R. N. Tagore Rd. Calcutta-56

Secretary—

- (7) Sri Prabir Roychoudhury
17, Sahid Dinesh Gupta Road,
Calcutta-34

Joint Secretary—

- (8) Sri Ramkrishna Saha
33/2/H, Raja Nabakrishen Street,
Calcutta-5

Assistant Secretary—

- (9) Sri Sasanka Kumar Bagchi
Bureau of Educational & Psychological
Research, 25/3, Ballygunge Circular
Road, Calcutta-29

Treasurer—

- (10) Sri Satyabrata Sen
53, Akhil Mistri Lane
Calcutta-9

Librarian—

- (11) Sri Sudhendu Bhusan Banerjee
251/A/6D, Netaji Subhash Ch. Bose Rd,
Calcutta-47

Editor : Granthagar—

- (12) Sri Arun Kr. Ray
2D, Shyamaprasad Mukherjee Rd
Calcutta-25

Members—

- (13) Sri Ashis Neogi
25, Rajendralal Street,
Calcutta-6
- (14) Sri Bijaypada Mukherjee
54/C, Iswar Ganguli St,
Calcutta-26
- (15) Dipak Kr. Ray
Jadavpur University Central Library
Calcutta-32
- (16) Sri Hiran Kr. Datta
8A, Radhanath Mallick Lane,
Calcutta-12

- (17) Sri Kali Prasad
6/1, Kamardenga Rd. Calcutta 46
- (18) Sri Paresb Ch. Saha,
C/o Mantu Saha
18A, Nilmani Mitra Row,
Sarkar Bagan, Calcutta-2
- (19) Sri Soutendra Mohan Ganguly
100/1, Bhupen Bose Avenue,
Calcutta-4

Permanent invitee in the Executive Committee

- (20) Sri Somnath Mukherjee
C/o Bantra Public Library
43/3, Lakshmi Narayan Chakraborty
Lane, Howrah
- (21) Sri Purnendu Pramanik
C/o Michael Madhusudan Library
17/1/2, Manasatata Lane,
Calcutta-23

Other Personal Members of the Council—

- (22) Sri Amalengshu Sengupta
LIG Housing Estate, Block—'S' Fl. 3
17, Belgachia Road, Calcutta-37
- (23) Sri Keshablal Chakraborty
Fulia Colony, P. O. Fulia,
Dist. Nadia
- (24) Sri Krishnapada Majumdar
Vill—Rabindra Palli, P. O. Pratulla
Kanan, Calcutta-59
- (25) Sm. Minati Chakraborty
Pharmacy Dept. Jadavpur University,
Calcutta-32
- (26) Sri Pradyot Kr. Basu Choudhury
5/11, Chittaranjan Colony, Jadavpur
Calcutta-32
- (27) Sri Santipada Bhattacharya
2, Vidyasagar Street,
Calcutta-9

- (28) Sri Swapan Kumar Bagchi
8, Nely Sengupta Sarani
Babupara, P. O. Siliguri
Darjeeling
- (29) Sri Tapan Kr. Sen
Kalyani Public Library
P. O. Kalyani, Dist. Nadia

Co-opted members of the council

- (30) Arun Kr. Aditya
Vill—Bhaiba, P. O. Bagula
Dist. Nadia
- (31) Bijaya Banerjee
251/A/6D, N. S. C. Bose Road
Calcutta-700 047
- (32) Gopika Prasad Ghosh
A/286, Bijaypur, Road No. 6
P. O. Sodepur, Dist-24 Parganas

Institutional members in the Council from the districts

Bankura—

Dhruba Samhati, P. O. Baisi

Birbhum—

Palli Sevaniketan Gouribala Gramya
Granthagar, P. O. Bergram

Burdwan—

Jaragram Makhanlal Pathagar,
P. O. Jaragram

Calcutta—

(i) Bagbazar Reading Library
2, K. C. Bose Rd.
Calcutta-4

(ii) Michael Madhusudan Library
17/1/2, Manasatata Lane,
Calcutta-23

Coochbehar—

Netaji Smriti Pathagar,
P. O. Nazirhat

Darjeeling—

Bangiya Sahitya Parishad Subdivisionsal
Library,
P. O. Siliguri

Hooghly—

(i) Hooghly District Library Association
P. O. Chinsurah
(ii) Tribeni Hitasadhan Samiti
Public Library,
P. O. Tribeni

Howrah—

Bantra Public Library
433 Lakshmi Narayan Chakraborty
Lane, Bantra, Howrah

Jaipalguri

Chalsha Salbani Sangha Granthagar,
P. O. Chalsha

Maldah—

Pragati Sangha
P. O. Rishipur

Midnapore—

(i) Alapani Subdivisonal Library
P. O. Jhargram
Tamluk District Library,
P. O. Tamluk
(ii) Tuskar Smriti Grantha Niketan
P. O. Srikrishnapur

Murshidabad—

Berhampore Girls' College,
P. O. Berhampore

Nadia—

W. B. Sponsored Library Employees'
Association,
Nadia District Branch,
C/o Nadia District Library
P. O. Ghurni

Purulia—

Vivekananda Pathagar,
Sri Ramkrishna Tarak Math
P. O. Ketika

24 Parganas—

Chanak Pathagar
Park Road, P. O. Talpukur
24 Parganas District Library
Vidyanagar
P. O. Bishnupur

West Dinajpur—

West Dinajpur District Library
P. O. Balurghat

Co-Opted (Personal) in the Council

30. Sri Arun Kr. Aditya
Bbaina, P. O. Bagula,
Dist. Nadia
31. Sm. Bijaya Banerjee
251/A/6D, Netaji Subhash Ch. Bose
Road, Calcutta-47
32. Sri Gopika Prasad Ghosh
A/286, Pijaypur Rd. No. 6
P. O. Sodpur, Dist. 24 Parganas

B. STANDING COMMITTEES

(a) Library Science Training

Chairman & Director

- (1) Sri Pramil Ch. Bose

Secretary—

- (2) Sri Hiran Kr. Dutta (16)

Members—

- (3) Sri Ajit Kr. Ghosh
National Library, Belvedere,
Calcutta-27
- (4) Sri Asok Basu
Maniktola Housing Estate
Block-X/1, VIP Road, Calcutta-34

- (5) Dr. Barun Kr Mukherjee
11A, Manoharpukur Rd
Calcutta-26
- (6) Sri Bijoyanath Mukherjee (4)
- (7) Sri Bijaypada Mukherjee (14)
- (8) Sri Byomkesh Maity
National Library, Belvedere,
Calcutta-27
- (9) Sri Chanchal Kr Sen
4, Jhilpar, P O. New Barrackpore,
Dist. 24 Parganas
- (10) Sri Mangal Prasad Sinha
Library Science Department
Jadavpur University,
Calcutta 32
- (11) Sri Nachiketa Mukherjee
National Library, Belvedere,
Calcutta-27
- (12) Sm. Priti Mitra
Jadavpur University, Central Library,
Calcutta-32
- (13) Sri Ramkrishna Saha (8)
- (14) Sri Sunil Behari Ghosh
Central Reference Library,
Belvedere, Calcutta-27
- (15) Sri Tarun Mitra
2, Raja Peary Mohan Rd.
P. O. Uttarpara, Dist. Hooghly
- (16) Sri Tapan Kr. Sengupta
15, Santoshpur Avenue, Flat No 8
Calcutta-32

(b) Finance & Building

Chairman—

- (1) Sri Purnendu Pramanik
75, Maheshtala Lane, Calcutta-23

Secretary—

- (2) Sri Satyabrata Sen (10)

Members—

- (3) Sri Bimal Ch. Chatterjee
222, B. B. Chatterjee Road
Calcutta-42
- (4) Sri Ramkrishna Saha (8)
- (5) Sri Sourendra Mohan Ganguly (19,
and the Secretaries of the Standing
Committees.

(c) Library

Chairman—

- (1) Sri M. N. Nagraj
National Library, Belvedere
Calcutta-27

Secretary—

- (2) Sri Sudhendubhusan Banerjee (11)

Members—

- (3) Sri Asok Basu (a/4)
- (4) Sri Kaliprasad (17)
- (5) Sri Kanailal Ghosh
49, Sukanta Sarani, Belegkata
Calcutta-10
- (6) Sri Krishnapada Mazumdar (24)
- (7) Sm. Priti Mitra (a/12)
- (8) Sri Tapankumar Sengupta (a/16)
- (9) Sri Tusharkanti Sanyal
LIG Housing Estate, Block-L/K,
Fl. No. 6, ODRC, Calcutta 38

(d) Granthagar & Publication

Chairman—

- (1) Sri Sourendramohan Ganguly (19)

Secretary (Editor)—

- (2) Sri Arun Ray (12)

Members—

- (3) Sri Asitabha Das. (Associate Editor)
6, Annada Banerjee Lane,
Calcutta-20

- (4) Sri Dilip Bhattacharyya
133, S. K. Deb Road, Calcutta-48
- (5) Sri Diptimay Ray
11/B, Rammohan Bera Lane
Calcutta-46
- (6) Sri Dipak Kr. Ray (15)
- (7) Sm. Kalyani Mukherjee
18/38, Ballyganj Place east.
Calcutta-19
- (8) Sri Pinaki Mukherjee
65/1/1, Kshetra Banerjee Lane
P. O. Shibpur, Howrah-2
- (9) Sri Pradip Choudhury
5, Baikuntha Saha Road.
Samtoshpur, Calcutta 32
- (10) Sri Ramkrishna Saha (8)

e. Public Library

Chairman

- 1) Sri Bijayanath Mukherjee (4)

Secretary

- 2) Sri Bijaya Banerjee (31)

Members

- 3) Sri Amalanshu Sengupta (22)
- 4) Sri Anil Kr. Datta
Hooghly District Library, P. O. Chin-
Surah. Dist Hooghly.
- 5) Sri Bimal Banerjee
National Library Belvedere, Cal-27.
- 6) Sri Madan Mohan Mallick,
Nadia District Library, P. O. Ghurni,
Dist Nadia.
- 7) Sri Sasanka Kr. Bagchi (9)
- 8) Sri Satyaranjan Chatterjee
P. O. Dharmada, Dist Nadia
- 9) Sri Sourendra Mohan Ganguli (19)

- 10) Sri Tapankumar Sen (29)
and the institutional council members
of the districts.

f. Academic & Special Library :

Chairman—

- 1) Sri Santipada Bhattacharyya (27)

Secretary—

- 2) Sri Dipakkumar Roy (15)

Members—

- 3) Sri Arun Kumar Aditya (30)
- 4) Sri Ashok Basu (a 14)
- 5) Sri Amarnath Chatterjee
27, Dr. K. K. Ghosh Road P.O. Bhadra-
kali, Hooghly
- 6) Sri Bijaypada Mukherjee (14)
- 7) Sri Biswanath Kanrar
- 8) Sri Biswanath Santra
Ghatal R.S. Mahavidyalaya P.O. Ghatal
Dist. Midnapur.
- 9) Sri Chancalkumar Sen (a'9)
- 10) Chittaranjan Bera
Nabagram Hiralal Pal College P. O.
Nabagram, Dist Hooghly
- 11) Sri Juran Krishna Sarkhel
57, Dewanjee Street, P. O. Rishra, Dist
Hooghly.
- 12) Sm. Kana Banerjee
Berhampore Girls' College, P. O. Ber-
hampore Dist Murshidabad.
- 13) Sri Kirtimay Chakraborty
Dinabandhu Andrews College, P. O.
Garia Dist 24 Parganas.
- 14) Sm. Manjari Basu,
Maniktala Housing Estate Block X/1,
VIP Road, Cal 54.
- 15) Sri Manoranjan Chakraborty
Jadavpur University Central Library
Calcutta-32.

- 16) Sri Prabir De
1, P. K. Guba Road, Calcutta-28.
- 17) Sri Probodh Kr. Biswas
40/1. Tangar Road, Block-R, Flat-18
Calcutta-15.
- 18) Sri Pradip Chaudhury (d/9)
- 19) Sri Ramkrishna Saha (8)
- 20) Sm. Suchitra Ganguly
100/1, Bhupen Bose Avenue, Calcutta-4
- 21) Sri Sudhindra Nath Mitra
Santragachi Staff Quarters, P. V. No.
36 P. O. Rahara. Dist 24 Parganas.

g) Organization & Coordination

Chairman—

- 1) Sri Ramranjan Bhattacharyya (5)

Secretary—

- 2) Sri Sannkakumar Bagchi (9)

Members—

- 3) Sri Amiyakumar Banerjee (2)
- 4) Sri Bilwamangal Bhattacharjee
P. O. & Vill. Makarrdah. Dist Howrah
- 5) Sri Ganesh Nandi
Kishore, Pragati Sangha P. O. Chinsura
Dist Howrah
- 6) Sri Keshab Lal Chakraborty (23)
- 7) Sri Madan Mohan Mallick (a/6)
- 8) Sri Sunilbhusan Guba
Vill Kusumba, P. O. Narendrapur
Dist 24 Parganas
- 9) Sri Kalvan De
290, College Para, P. O. Kharin
Dist Jalpaiguri
- 10) Sri Krishnapada Mazumdar (24)
- 11) Sri Abdul Momin Mridha
- 12) Sri Pinaki Mukherjee (d/8)
- 13) Sri Rabisankar Mukherjee
Central Government Quarters Block
F/2, Flat-31, Calcutta-54.

- 14) Sri Tapan Dasgupta
Viswa Bharati Central Library.
P.O. Santiniketan. Dist. Burdham
and
The Secretaries of the District
Branches.

h) Directory

Chairman—

- 1) Sri Tarun Mitra (a/15)

Secretary—

- 2) Sri Arun Kr. Ray (12)

Members—

- 3) Sri Ashim Thakur
Jadavpur University Central Library,
Calcutta-32
- 4) Sri Biswanath Ghosh
C/o Sri Atindranath Ghosh
Deahbandhunagar High School Para
Calcutta-59
- 5) Sm. Chandana Chakraborty
Sree Palli, Palta,
P.O. Bengal Enamal, 24 Parganas
- 6) Sri Debdas Chatterjee
Flat No A/1, Room No 16
Housing Estate, Tangra Road,
Calcutta-15
- 7) Sri Krishnapala Mazumdar (24)
- 8) Sri Pareschandra Saha (18)
- 9) Sri Prodyot Basu Chaudhury (26)
- 10) Sri Rabisankar Mukherjee (g/13)
- 11) Sm. Rina Ray
11/B, Rammohun Bera Lane
Calcutta-46
- 12) Sri Shyamsundar Sahopodder
247/1B, Acharya P. O. Road
Calcutta-6

- 13) Sm. Tapati Barua
C/o Laxmi Bhandar
166, Keshabchandra Sen Street
Calcutta-9

i) Students' Relation

Chairman—

- 1) Sri Tusharkanti Sanyal (c/9)

Secretary—

- 2) Sri Prodyot Basuchoudhury (26)

Members—

- 3) Sri Amal De
24 Banddabnagar, Belghoria
Calcutta-56
- 4) Sri Ashis Bhattacharjya
Priso Nibas, Room No. 3
3, Mahatma Gandhi Road, Cal-9
- 5) Sm. Bula Bisu
C/o N. C. Dasgupta
No. 6 Siset Road, Santoshpur
Calcutta-75
- 6) Sm. Bulbul Nag
Central Govt. Staff Quarters
Block G/7. Flat 148
Calcutta-54
- 7) Sm. Chandana Chakrabarty (h/15)
- 8) Sri Dilip Das
C/o. Bhuban Ch. Das
Vill-Contai, Midnapore

- 9) Sri Jaydev Bhattacharya
7, Mathpara Rd. P. O. Ichapur
24 Parganas

- 10) Sri Mrinmay Das
C/o. Sri Indu Bhushan Das
Vill. Andul Purbapara,
P. O Andul Mouri
Howrah

- 11) Paresah Ch. Saha (18)

- 12) Rabisankar Mukherjee (g/13)

- 13) Shyamsundar Saha Poddar (b/12)

- 14) Sm. Subhra Ghosh
829/D, B. E. College, Shibpur,
Howrah 3

- 15) Sm. Nibedita Ray
134 Canal Street
Calcutta-48

- 16) Sri Sampa Dasgupta
45-D/8, Moore Avenue
Calcutta-40

- 17) Sri Tapankumar Sen (29)

N.B. The Secretary, Editor and Treasurer shall be the ex-officio members of all the standing committees. The Librarian shall be the ex-officio member of the Library Science Training Committee.

গ্রাম উন্নয়নে গ্রহাগারের ভূমিকা

অমলেন্দু রায়

ভারতবর্ষ গ্রাম বহুল দেশ। এখানকার প্রায় সত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন।

গ্রাম প্রধান দেশে, যদিও গ্রামে বেশীর ভাগ লোকট বসবাস করে তবুও তাড়াই সবচেয়ে অব্যাহত। সেখানে আছে উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব। সেখানে নেই কঠিন কোন আধুনিকতার ছাপ। সেখানে আত্মও সন্তান নামার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নত্ব নেমে আসে, কোন প্রাণ আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও তাড়া সবল, আত্ম আয়াদের অনেকের কাছে তাড়াই বরণীয়।

মাত্রকে যুগোপযোগী করে তুলতে হলে তার মধ্যে কিছুটা শিক্ষার বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এট শিক্ষা নিতে পারে শিক্ষক। তাই দেখা যায় কিছু কিছু গ্রামে পাঠশালা বা প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল আছে। শিক্ষার প্রসার করতে পারলে মাত্রকে শিক্ষিত করা যায়। তাকে যুগোপযোগী করা যায়। কিন্তু কিছু স্কুল স্থাপন করলেই কি শিক্ষার প্রসার করা যাবে? হয়তো যাবে, কিন্তু তার। তার শিক্ষার পর হয়তো জ্ঞান চর্চার অভাবে আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। তাহলে আমরা কি দেখব? নীটকল প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।

গ্রহাগার ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করাও বেশ কষ্টসাধ্য। বা হোক বহু আন্দোলনের কলে এমন প্রায় সব স্কুলে একটি করে নিম্নমাফিক গ্রহাগার রাখা হয়েছে। এসব গ্রহাগারে না আছে উপযুক্ত গ্রহাগারিক, না আছে ছাত্রদের পাঠোপযোগী বই।

সরকারী প্রচেষ্টার কয়েকটি গ্রামে গ্রহাগার গড়া হয়েছে। তারও ইতিহাস খুব সহজ নয়। গ্রামীণ গ্রহাগার গড়ে ওঠে মোটামুটি গ্রামের লোকের সহযোগিতায়। কিছু স্থানীয় লোক নিজের প্রচেষ্টায় গ্রহাগার গড়ে তোলে। গড়া

গ্রহাগারকে সরকার স্বাক্ষরবেষ্টিতের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে এবং এট তাবেই সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামীণ গ্রহাগার গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ গ্রহাগারে গ্রহাগারিকের ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষক নিয়ন্ত্রণকে সাক্ষর করেন। গ্রহাগারিক সাক্ষরদের আরও তথ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতির উচ্চ শিখরে যেতে সাহায্য করেন। গ্রহাগারিকের উচিত একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী হওয়া। গ্রামীণ গ্রহাগারে গ্রহাগারিক তাঁর গ্রহাগারের চারিত্রিকের লোকেরা কোন ধরনের জিনিষ জানতে চান বা কি জানলে তাঁদের সুবিধা হতে পারে সেটা কেনে নিয়ে সেট ধরনের বই সংগ্রহ করে পাঠকের গ্রহাগার-মুখী করার চেষ্টা করতে পারেন। এতে একটিকে যেমন স্থানীয় লোকের সাহায্য করা হবে অন্তরিক তেমনি দেশের উন্নতির কাজও করা যাবে।

গ্রহাগারিকের সমাধান করবেন মাত্রের মনের খোঁজকের সমস্যার, তার তথ্য সমস্যার।

মাত্রের বিষয় সরকার বিনাপরসার অটম প্রেরী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। (কিন্তু বিনাপরসার গ্রামে গ্রহাগার সাহায্য ছাড়া কি সরকার তাঁর কাঙ্ক্ষিত পথে আগাতে পারবেন?) বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রহাগার একে অপরের পরিপূরক। তাই আমার মনে হয় সরকারের এখনই উচিত গ্রামের গ্রহাগারের উন্নয়নের জন্য বিনাপরসার গ্রহাগার ব্যবস্থা চালু করা। 'আচার' বিনোদ্য তাতে বলেছেন যে প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করে 'Study Circle,' থাকা উচিত, যেখানে ছাত্ররা নতুন ভাবধারা এবং দেশের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

গ্রামীণ গ্রহাগার সাক্ষর বা নিয়ন্ত্রণ বাইহোক না কেন সমভাবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে স্ব-শিক্ষার সুস্পাত

চাঁতে পাবেন । আবার কিছু শিকার পথ, তাঁরা আবার সব ফুলে না যায় তার দিকে বিশেষ নজর রেখে, দেশের দরতীর চৌকোতে সাহায্য করতে পারে । এই ধরনের গ্রামাচার মাহুকে অজ্ঞতার আড়াল থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারবে । গ্রামাচার যেমন পাঠকদের সাধন করতে পারে আবার নিবন্ধদের মধ্যে বেন জ্ঞানের আলো দেখাতে পারে । গ্রামের চাষী ভাইদের গ্রামাচারিক বক্তৃতা উন্নত চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন নানা মূল্যবান পুস্তক থেকে মনীষীদের বক্তব্য সমাজের লোকদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারেন ।

প্রতি ব্লকে একটি করে সংগ্রহশালা হয়তো পড়ে তোলা সহজ নয়, তবে গ্রামীণ গ্রামাচার উচ্ছা করলে আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ হা নানা কারাগার ভড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা সংগ্রহ করে গ্রামাচারে সংগ্রহশালা ফুলতে পারে । এতে আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ যেমন রক্ষা হয় তেমন অনেক জানার তিনিই আমরা এসব থেকে শিখতে পারি ।

এই ভাবে যদি আমরা গ্রামের গ্রামাচার পড়ে ফুলতে পারি তবে গ্রাম উন্নয়নের পথে আমরা একধাপ এগিয়ে যেতে পারি । শহরে গুটি কয়েক গ্রামাচার পড়ে ফুললেই আমরা মাহুকে শিক্ষিত করে ফুলতে পারব না । শহরে অনেক কিছু দেখার সুযোগ আমরা পাই, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জেনে নিতে পারি । কিন্তু গ্রামে এসব

সুযোগ মেলা ভার । তাই গ্রাম উন্নয়নে একমাত্র ফুলের সাথে, গ্রামাচারই দেশের মাহুকে উন্নত জীবনযাত্রার পথ কিছুটা দেখাতে পারে ।

গ্রামে গ্রামাচার ব্যবহার সুযোগ করে দিতে হলে সর্বাঙ্গে যে সমস্ত দেখা দেবে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক । টাকা জাকা কোন কাজ করা যে বেশ কঠিন তা আমরা সবাই বুঝি । কিন্তু এ এক অসল অবস্থা, টাকা পাওয়া ভার । শিকা খাতে যে ব্যয় হয় তার অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ গ্রামাচার খাতে ব্যয় কর্তব্য উচিত । গ্রামাচার পরিচালকদের অবজ্ঞাই গ্রামাচার প্রেমিক হওয়া উচিত । তাঁরা যদি গ্রামাচারের সমল্য সম্বন্ধে সহায়কৃতিশীল না হন তবে গ্রামাচার পরিচালনার গাধা আসবেই । গ্রামাচার ব্যবস্থা সঠিক রূপে পড়ে একমাত্র উপযুক্ত গ্রামাচারিক ও গ্রামাচার পরিচালক মণ্ডলীর সহযোগিতায়

গ্রামীণ গ্রামাচারিক বক্তৃতা নিবন্ধদের ও গ্রামাচার মূলী করতে পারেন যদি তাঁরা গ্রামের চাটিল যত নানা প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের দিতে পারেন । চাষীদের কি করে উন্নতি করা যায় তা যদি গ্রামাচার বক্তৃতা তাঁদের বুঝিয়ে বলতে পারেন তবে গ্রাম সব চাষীভাটীরা গ্রামাচারিককে তাঁদের বন্ধু বলে ধরে নেবেন । তখনই আমরা দেখতে পাব পাম বাংলার সার্থক গ্রামাচার । গ্রামাচারিক হয়ে উঠবেন সামাজিক বন্ধু ।

। বিজ্ঞপ্তি ।

ভাঙ্গ-আধিন সংখ্যায় ৪৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে সত্যানন্দ মণ্ডলের পরিবর্তে সত্যানন্দ মজুমদার ছাপা হয়েছে । এর জন্য আমরা ক্ষুণ্ণিত ।

—সম্পাদক

জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা, ১৯৭৮ ব্যোমকেশ মাইতি

১

ইংরাজী ১৯৭০ সাল। এটি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ব্রাটিনাম জুবিলির বছর। কার্যতঃ এর জীবন শুরু ১৮৩৫ সাল থেকে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী যেদিন শুরু হল। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে এর রায়োমেন্টন করেন সর্বমুখ্যে। সেই হিসাবে ১৯৭৮ সাল ব্রাটিনাম জুবিলির বছর।

ব্রাটিনাম বছর গ্রন্থাগারের ইতিহাসে একসঙ্গির এক ধাপ। এ বছরটি-আরো অর্থনৈতিক হয়ে থাকল এইজন্য যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে ঘিরে হু-হুকার জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা হয়ে গেল। এটা স্থলক্ষ্যই বলতে হবে। একবার কর্তৃপক্ষের তরফে আয়োজিত হয় এপ্রিল মাসের ২০ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বারেরটির উদ্বোধন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ (National Library Employees Association) এটি অঙ্গীকৃত হয় নভেম্বরের ২২ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে।

জাতীয় গ্রন্থাগারকে ঘিরে অনেক হৈ চৈ লেখা পড়া ধবধব কাগজে হয়ে গেছে আগে। ভারত সরকার থেকে স্মিতিউজ্জ্বল কমিটি (কা কমিটি) জাতীয় গ্রন্থাগারকে নিয়ে ১৯৬৯ সালে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর ১৯৭৬ সালে লোকসভার পাশ হয় জাতীয় গ্রন্থাগার আইন। এই আইনের ধনুড়া বিলটির বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধীতা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৬এ কর্তৃক অবস্থার সময়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়, যদিও পরবর্তী জনতা সরকার এটি কার্যকর করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তাহলে প্রশ্ন—জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারটা কি? এর কিছু সোলমেনে দিক আছে নাকি। সেটি ঠিক কী?

আসলে ব্যাপারটি এরকম মনে করাট বোধহয় সমীচীন হবে। গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট সঙ্কট এবং বরফ বটে। প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই এর সম্পর্কে জাতীয় তরে আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং যদি এর কোন বাটতি বা গলদ থাকে তবে তার ত্রুটিকোষিত করা। সেটি কখনও ঘটে ওঠেনি। স্মিতিউজ্জ্বল কমিটি প্রাথমিকভাবে সে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়নি, সেজন্য বোধ হয় এর—তৃণাশিশুন যথেষ্ট কার্যকর হয়নি। ১৯৭৮ সালে যদি ব্রাটিনাম জুবিলি পালন করতে গিয়ে এর সম্পর্কে আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে তরে তা ভালই বলতে হবে। দেশবাসী এই গ্রন্থাগারকে শুধু জানলেনই না, এর সমস্যাটা কি সে সম্বন্ধে কিছু তাৎপর্য এবং নির্দেশ দেবার সুযোগ পেলেন। দুটি আলোচনা সভার উদ্বোধনপন ধন্যবাদ—বিশেষতঃ একটা যে জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে আরো আলোচনা সভা হবে এবং সকলের সম্মিলিত বিচার বিবেচনা ও প্রচেষ্টার দ্বারা এর অগ্রগতি স্বাধীন হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিগত কয়েক বৎসরে জাতীয় গ্রন্থাগারের গতি মন্দীকৃত হয়েছে। হয়েছে অনেকের সমালোচনার বিষয়বস্তু। কেউ কেউ বলেছেন এক স্বয়ংশাসিত সংস্থা করে দেওয়া হোক, তাহলে এর সমস্যা দূর হবে। অনেকে এতে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন—স্বয়ংশাসিত যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে সেগুলি যে আশঙ্কাজনক বল দিচ্ছে না তার উপায় কি? তাহলে উপায়টা কি। যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার চলছে তাই চলুক। আরও তো পাঁচটা সংস্থা—সরকারী অথবা স্বয়ংশাসিত। সমালোচনা তো সে সবেরও হয়। বেলগাড়ী কি উটোর না, টেলিগ্রাম কি নিকিট সময়ের পরে পৌঁছায় না, অথবা ডি-আই-পি উদ্বোধনাকাল খুব খুঁকে কি মাইতি পড়ে না? এসব যদি হয় তবে জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে এত হৈ চৈ কেন।

আমলে জীবন হানিটানি হওয়ার মত ব্যাপার যেটিনি সত্য কিছু বড়টা জাবনা চিন্তা বহু আশি পাওয়া উচিত ছিল গ্রন্থাগারের তা সে পারিনি। বড়টা দাবী এর কাছে করা হয়েছে তা এটি পূরণ করতে পারিনি। উন্নত যন্ত্রপাতিতে দেখা যায়-যে তাদের শিকা ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আলাদা কল প্রদর্শন না করলে তারা বিচার বিবেচন করার জন্য কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করে মতামত নেয় এবং সেইমত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য তেমন কিছু হয় নি এই ১০ বছরে। সেমিক দিয়ে ১৯৭৮ সালের আলোচনা সভা প্রথম সমক্ষেণ বলা চলে।

২

এপ্রিলের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা পাইকোটের প্রধান বিচারপতি জীনকর প্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভা শুরু হয় ১২ তারিখ পশ্চিম-বাংলা সরকারের লোকসভার শাখার উদ্বোধনী সমীচ-দিয়ে এরপর জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা (Director) জীবনীশ্রুমাণ দাশগুপ্ত স্বাগত ভাষণ দেন।

তৎকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার আমাদের পক্ষে বস্তু। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করা হচ্ছে না কিন্তু গ্রন্থাগার রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা রয়েছে সত্য স্বাক্ষরের জন্য পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, ভাল ভাণ্ডার সমস্যা, কাগজ পাওয়ার সমস্যা। পঠন পাঠনের অভ্যাস যদি যেনবাসীর মধ্যে সজীবিত থাকতে হয় তবে এসব সমস্যার আন্তঃসমঝোতা প্রয়োজন। কেবল রাজ্য বাজেটের শতকরা চল্লিশ ভাগ ব্যয় করতে পারে এবং সেজন্য সেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে আশাব্যস্তক।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে তিনি বলেন যে এর বর্তমান প্রধান সমস্যা হচ্ছে স্থান সংকুলানের। সরকার এ বিষয়ে

বিবেচনা করতেন। জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা হওয়া খুবই ভাল। পঠনমূলক সমালোচনা একে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। তিনি এর ১০ বছর পুঁজি উৎসবে আশা প্রকাশ করেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার আরও অনেক বড় হবে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

বিচারপতি জীনকরপ্রসাদ মিত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করেন ও নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

প্রধান অতিথি জ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে পরোক্ষ কিছু কিছু উপকারও করে কেলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে ভারতের হাজার হাজার গ্রামের মানুষ শিক্ষার কোন স্পর্শ পাননি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তাই একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার রাজ্যের বিষয়ভূক্ত এবং সেজন্যই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা সরকার আলোচনার মাধ্যমে। বই ব্যাংক স্থাপনের পরিকল্পনা কেবল কাগজেই থেকে গেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়ণ আন্তঃপ্রয়োজন এবং সেজন্য রাজ্য সরকার সবরকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এর পর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক জীবনীশ্রুমাণ বলেন যে এই সভার বিশেষের গ্রন্থাগার সমূহের তরফে প্রতিনিধিত্ব উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য - তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বর্তমান মুখে দাবির তরফে বস্তু এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। জাতীয় গ্রন্থাগার বলতে একটি মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থিতি ভাবা চলে না। এখানে আরও অনেক জাতীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজন।

এই আলোচনা সভায় অত্যন্ত বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন কল্যাণী বিধানচন্দ্র কায় বিদ্যাবতীসহের প্রাচীন চ্যালেঞ্জার ডঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, বাসবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান অশীম কুমার দত্ত। অধ্যাপক দত্ত কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলেন যে

আমাদের দেশে Books in Print প্রকাশ করা আন্তর্জাতিক জন, ডেলিভারী অব বুকস এন্ডেবল সংশোধন করে প্রকাশকদের বই পাঠানোর ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। উচিত এবং সেই সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া নিকটপরিষদ সম্বন্ধে বিবেচনা করা ও পূরণ করা উচিত।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগাধিকারী বিভাগের প্রধান শ্রী পি বি মল্লা বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার নিকটপরিষদ আলোচনা করেন ও সমাধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই আলোচনা সভায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি কাপ্তান। তিনি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করেন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ লাইব্রেরীর তরফে উপস্থিত ছিলেন ডেনিস গ্রান্টন। তিনি জুলাই ১৯৭৩ এ সংগঠিত লাইব্রেরীর উপরের তঃ বক্তব্যের প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনা করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার তরফে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েট ডাইস-কন্সাল। তিনি ১৮৯৩ সাল থেকে সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তনের পরিচয় দেন। জাপানের তরফে উপস্থিত ছিলেন জাপানের ডাইস কন্সাল শ্রীএইচ কুজিমা। জাপানের জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লিখিত বিবরণ তিনি পাঠ করেন।

পরিষেবে তঃ নীহাররতন রায় বলেন এটি বেশ বোঝা যায় যে, যে কোন জাতীয় গ্রন্থাগারের তিনটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এটি হবে সত্যিকার জ্ঞানরাজ্যের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা। এই সম্পদের সর্ববৃহৎ সর্ববিস্তার সংস্থা এবং এটি দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীচে থেকে সাংগঠনিক ও সহযোগিতার নিয়ামক হবে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি হয়েছে বিচিত্র। বেকলের শিকানীতির উপর নির্ভরশীল। তাই আজ দেশের শতকরা তিনজনও ইংরাজী বোঝে না। শিক্ষাব্যবস্থা

শুষ্ক হয়নি সাধারণ জনগণের জন্য। জাতীয় গ্রন্থাগারে এখনো আজ দেখা যায় শতকরা পঁয়তাল্লিশজন অতি সাধারণ বহম পড়াতার জন্যই আসেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে ওঠা উচিত ছিল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে।

(৩)

নভেম্বর ২২-২৪ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ পালন করে প্রাটিনাম জুবিলী বই দুটি আলোচনা সভা, বই মেলা ও যুজনের বিবর্তনের উপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ২২ তারিখ সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সভার প্রথম দিনের ২২শে নভেম্বর সভাপতিত্ব করেন ববীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হুম্মার মুখোপাধ্যায়। সভা শুরু হয়—জাতীয় গ্রন্থাগার স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গীত দিয়ে।

শ্রুতান্তে কর্মী পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় বলেন যে এই আলোচনা সভার মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যপদ্ধতি স্ফায়ান করতে চাই। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি নীতি নির্ধারিত হোক বাই মতো জাতীয় গ্রন্থাগারও নিজস্ব স্থান পাবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে কোন না কোন দিন জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে জাতীয় নীতি গ্রহীত হবে আর সেই নীতি নির্ধারণের পথে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভা তার প্রথম সোপান হয়ে উঠল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক সময়ে কিছু কিছু সন্ধান তাঁর নজরে এসেছে। তিনি এটা বোঝেন যে এর কিছু কিছু সমস্যা আছে, কোন কিছু আলোচনার সুযোগ না দিয়ে একটি আইনও পাশ হয়ে যায় বিগত পাল্লার মধ্যে। কিন্তু হওয়া উচিত সকলে মিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে এর ক্ষমতা একটি নীতি নির্ধারণ। গ্রন্থাগার আরও অনেক ক্ষমতা অশেষা রাখে এবং দেশের স্বাধীনতা, বিকাশ ও শক্তির ক্ষেত্রে

এর হুই পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।

উপাচার্য ডঃ হুইলকুমার সুখোপাধ্যায় বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য তড়িৎ বাড়ি যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল তিনি তার সমর্থন করেন নি। এই গ্রন্থাগার দেশের একটি অমূল্য সম্পদ। এর হুই পরিচালনার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে অহরোধ জানান।

উপাচার্য ডঃ প্রতুল চন্দ্র জগৎ জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয় সম্পর্কে নানা বিষয় উল্লেখ করেন। যদিও ইহানীকালে তিনি এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ রাখা করতে পারেন না তথাপি এর সবাকীন অগ্রুদ্ধি কামনা করেন।

২৩শে নভেম্বর সারাদিন ধরে চলে আলোচনা। বিষয় ছিল—জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য Role of the National Library of India। এদিনের আলোচনা সভার পরিচালক ছিলেন ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবি এল ভরদ্বাজ। সভার সাক্ষ্য কামনা করে দেশের এবং বিদেশের বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক তাঁদের তত্ত্বাবধা ও তথ্যাদি পাঠিয়েছিলেন। লিখিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন শ্রীগিবিজা কুমার (কংগ্রেসলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীমেনরাজ কালিতা (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী), শ্রীএন কে গোটেল (দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কৃত্ত ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক্স প্রোব) শ্রীপ্রভাচন্দ্র বিশ্বাস (দ্বিতীয় ব্রিটিশ কাউন্সিল), শ্রীঅমল কুমার দাশগুপ্ত (এ্যাসোসিয়েটেড ট্রাক কলেজ, হায়দরাবাদ) এবং ডঃ বিমল কুমার দত্ত (বিশ্বভারতী)। এর মধ্যে শ্রী গিবিজা কুমার ও ডঃ বিমল কুমার দত্ত এবং আরও অনেকে নানা কারণে তত্ত্ব আসতে পারেন নি। অন্ত্য প্রবন্ধকার গন নিকে উপস্থিত থেকে তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। কর্মী পরিষদ বাতাসাত্ত ব্যবস্থা উদ্ভেদ পাঠের ক্ষিতে পাঠে নি। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের তরফে মূল প্রবন্ধটি (working paper) উপস্থাপিত করার তার পক্ষে বর্তমান প্রবন্ধটির লেখকের উপর। শ্রীবিবিজা কুমারের প্রবন্ধ পেশ করেন সেন্ট্রাল রেকর্ডেল লাইব্রেরী (বেলভিভিয়ার) এর

শ্রীশি এন ডেকটাচারী আর ডঃ দত্তের প্রবন্ধ পেশ করেন শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাশনাল লাইব্রেরী)। আলোচনা বেশ মনোজ্ঞই হয়েছিল। আলোচনার বিভিন্ন সময়ে সেন্ট্রাল রেকর্ডেল লাইব্রেরীর শ্রীএন বি মাহাঠে, শ্রীকে এম গোবি, শ্রীশি এন ডেকটাচারী অংশ গ্রহণ করেন। বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীকনীকুণ্ডল রায় ও সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও আলোচনার যোগ দেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা (Director) বলেন যে, দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হুইভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটি সবভারতীয় কমিশন বাতা এই সমস্তা বিবেচনা করে নীতি ও কর্তব্য িহর করবেন। এলোমেলো ভাবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক বহুলাংশে এই আলোচনা সভায় যোগ দেন ও অংশ গ্রহণ করেন। সভায় র্যাপোর্টার (Rapporteur) ছিলেন শ্রীকনীলাদহারী ঘোষ, শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ ও শ্রীঅমল কুমার মূলী।

আলোচ্য বিষয়বস্ত্ত বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বলা বাবে না, তবে এটুকু বলা যায় যে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিগত ইতিহাস, বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বিগত তিরিশ বছর এটি কেমন ভাবে কতটা পাঠকের প্রয়োজনে এসেছে এবং ভবিষ্যতে এর কাঙ্ক্ষাপ্রণালী কি হওয়া উচিত মূলতঃ এটিই ছিল এদিনের আলোচনার বিষয় আর এতে বাতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী।

শেষদিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল শু ছিল এক সমকালীন বিষয়ে আলোচনা শিক্ষা ও ভাষা সমস্তা (Education and the language problem)। এতে অংশ গ্রহণ করেন জীভ্যোক্তিপ্রসার বন্দ্যোপাধ্যায়—(দ্বীতার কলকাত্তা বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাতকোত্তর শিল্প বিভাগ), শ্রীভবেন মৈত্র (সভাপতি পঃ বঙ্গ বধ্য শিক্ষা পর্ক) অধ্যাপক শ্রীসত্যানন্দ চক্রবর্তী (সম্পাদক, পঃ বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি) ও শ্রীদীয়েন দাশগুপ্ত (এ-বি-টি-এ)।

প্রতিদিনই সভা ও আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক

অগ্রষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (গান, সিনেমা ও থিয়েটার)। এগুলির সভ্যক্ষেত্রও এরকম ব্যবস্থা ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফে তখন প্রতি কর্মচারীকে একটি পিতলের ব্যাজ একটি পেন, একটি বলপেন ও এক বাস্ম খাবার অধিকর্তা (Director) নিজ হাতে বিতরণ করেন। কর্মী পরিষদের কর্ম কর্তৃগণও এক বাস্ম খাবার এবং একটি করে সরনিকা

(Souvenir) প্রতি কর্মচারীকে দিয়েছেন। কর্মী পরিষদকে অবশ্যই অনেক কাঠির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। গ্রন্থান সমস্তা ছিল টাকার। সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নি। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে অগ্রষ্ঠানটি খুব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং একস্র অনেক সংস্থা ও ব্যক্তির আন্তরিক সহায়তা ও পরিশ্রমই দারী।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

নতুন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার সমূহের জন্ত গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা দান করুন

পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ ও অদ্ভুতপূর্ণ বস্তার ফলে সহস্রাধিক গ্রন্থাগার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আসবাব-পত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নতুন গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ক্রয় করে ক্ষতিপূরণ করা বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অসম্ভব

গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করা সমাজ সচেতন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেক গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছেন যে তারা যেন সহানুভূতিসূচক মনোভাব নিয়ে সাধারন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দান করে দুর্গত গ্রন্থাগারগুলির পাশে এসে দাঁড়ান। এই গ্রন্থগুলি পরিষদের সাক্ষা কার্যালয়ে (পি. ১৩৪ সি. আই. টি. ভিম, নং-৫২, এক্টালী পল্লপুকুর, কলিকাতা-১৪ ফোন নং—৭৪-৭৫৬৬) অথবা জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার (কুচবিহার), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছেও জমা দেওয়া যাবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

নৈহাটী ববীন্দ্র পাঠাগার—২৪ পরগণা ॥

নৈহাটী ববীন্দ্র পাঠাগারের উদ্বোধন গত ৪ই নভেম্বর ১৯৭৮ ববিবার সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বহুতলিকা কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় বহুতলিকা শিক্ষণ—এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অচলিত ৩য়, স্থানীয় বিজ্ঞান-সাহিত্য ব্যক্তিগণ ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ এই আলোচনার অংশগ্রহণ করেন। সভার আয়োজন শ্রীঅজয় রায় এই আলোচনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এই জাতীয় কর্মসূচীর বাস্তব রূপে অত্যন্ত সমাজ সেবামূলক খেজালসেবী সংস্থা ছাড়াই, প্রতিটি গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতায় এই কর্মসূচী সাফল্যলাভ করতে পারে। কেননা, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র আকস্মিক জ্ঞান অর্জন নয়; এর বর্ধিত অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে—একথা অনস্বীকার্য।

। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতি গারুলিয়া শাখা—ম্যামনগর ॥

গত ২৫ মে নভেম্বর ১৯৭৮, পরিবার ইউনাইটেড ব্যাংক কর্মচারী সমিতির গারুলিয়া শাখা কমিটির গ্রন্থাগার উদ্বোধন উপলক্ষে একটি সভা অচলিত হয়। এই অচলিত প্রধানে অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির পথ অলঙ্কৃত করেন স্বাক্ষরে ব্যাংকনামা সাহিত্যিক জীগ্রন্থনাথ বিনী ও কবানন্দী জীগ্রন্থনাথ বোষ। সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জীতারা হাস।

। বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার, চাকদহ, নবীরা ॥

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয়ে পাঠাগারের সত্যাবস্থা বন্যাক্রাণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পাঠাগার ভবনে ২০শে অক্টোবর হতে এক সপ্তাহ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, চাকদহ শাখা ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন বন্যার্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধাদি প্রদান করা হয়।

। কোচবিহারে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী জীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ॥

গত ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৮ পশ্চিমবঙ্গের এবং কোচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে এক স্বাক্ষরিত প্রদান করেন। জীচৌধুরী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও গ্রন্থাগার আইনের ব্যাপারে সহযোগিতায় আশ্বাস দেন। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন কো-অভিনেয়ন কমিটির জীজীতেন্দ্র নন্দী, এ বি টি এবং জীজিত রায়, পঃ বঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির কোচবিহার শাখার পক্ষের জীজীতেন্দ্র হাস ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক জীবিমল ব্যানার্জী।

। মেডাজী পাঠাগার—জীরামপুর ॥

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮, পরিবার সন্ধ্যা ৩টার সময় জীরামপুর 'ববীন্দ্রভবন'-এ জাতীয় শিকক জীকান্তিক

চন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক অঙ্কটান অঙ্কটিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ মহাশয়। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী পাঠাগারের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অঙ্কটানের শেষে একটি বিচিন্তাঙ্কটানের আয়োজন করা হয়।

॥ নীতিশচন্দ্র বাগচী মেমোরিয়াল লাইব্রেরী
৬৬, কেন্দ্র মোহন সা স্ট্রীট, শ্রীরামপুর ॥

Y. H. A. I. Hoogly District Committee-র প্রথম সভাপতি, নীতিশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের স্মৃতি-বন্ধার্কে, তাঁর জন্মদিনে গত ৩রা আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিশেষ পাঠাগারে ইয়ুথ হোস্টেলিং, হাইকিং, বাইকিং, মাউন্টেনিয়ারিং, ক্যান্সিং, ট্যারিকম, অ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণ্য ও তথ্য সম্বলিত পুস্তকাদি, মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি রাখা হয় এবং এই বিষয়ে উৎসাহীদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয়।

পাঠক বর্গের কাছে অজ্ঞারোধ তাঁরা যেন এই গ্রন্থাগারের উপযোগী পুস্তক, মানচিত্র বা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য জান করে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন।

পাঠকক প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্তমান জেলা শাখা
সম্মেলন ॥

৫ই আগস্ট, ১৯৭৮ বর্তমান মিউনিসিপাল বয়েজ হাই স্কুলে দুপুর ২টার সময় প্রতিনিধি সম্মেলন অঙ্কটিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে বক্তৃতা দেন সর্ক'জী নারায়ণ চন্দ্র দে, বৃন্দাবন দাস, সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার গুপ্ত, সনাতন মণ্ডল, যেতবাহন রায়, বর্তমান মিউনিসিপাল বয়েজ হাইস্কুলের গ্রন্থাগারিক, স্বপন সামন্ত, শত্ৰুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র চৌধুরী, আব্দুল মমিন মিক্কা ও সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

এরপরে ৪-৩০ মিঃ-এর সময় প্রেকাষ্ঠ অধিবেশন শুরু হয়। এই সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও বিধানসভার স্পীকার সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ। এই সভার বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সম্পাদক সর্ক'জী লক্ষীনারায়ণ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার এম. পি. প্রাক্তন বিপ্লবী ফকির চন্দ্র রায়, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমোদবিহারী বহু, দ্বারিকানাথ তা, এম. এল. এ., বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কণিকৃষ্ণ রায়, দেবব্রজেন সেন, এম. এল. এ., ও পঃ বঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যজিত সেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করা হয়।

॥ উত্তরপাড়া সারস্বত সন্মিলন, উত্তরপাড়া,
জগলী ॥

গত ৫ই নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখে উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলনের ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অঙ্কটিত হয়। এই অধিবেশনে তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। সর্ক'জী সলিডমোহন মুখোপাধ্যায়, সত্যোজ কুমার কুন্ডু, জোড়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও সোমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্বাক্ষরে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং গ্রন্থাগারিক নিবাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদক : মিলীপ ভট্টাচার্য

টিপোচনা

ছোটনাগপুর লাইব্রেরী বুলেটিন, প্রথমবর্ষ,
প্রথম সংখ্যা, জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

উক্ত বুলেটিন আমাদের কাছে একটা উৎসাহজনক সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। এই সংবাদে প্রকাশ, বিহারের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়মান গ্রন্থাগার ৬ শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন বিহার সরকার। কলে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পছন্দ প্রাপ্ত চল এবং দুটোশত গ্রন্থাগার কর্মী একুশিই বেকার হয়ে পড়লেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ভারতে, কোন

কোন অজবাবো খুবই দুর্বল। ছোটনাগপুর অকলে ছয়টি ভেলার গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার হস্তকর্মীই যে নতুন ছোটনাগপুর গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করে এবং তার মূলপত্র রূপ একটি বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করার আশ্রয় সাধুবাদ জানাচ্ছি। এক অকলের কথা অকলে পৌঁছে দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও সংহত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো এই প্রকাশনার—হতে পারে, সে বুলেটিন সাইক্লোস্টাইল কথা আপাতত ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকা। অত্যন্ত প্রবন্ধ সমৃদ্ধ ও বহু অক্ষর তথ্য আপক সম্বন্ধ নেই। নিয়মিত এই বুলেটিন প্রকাশিত হলে আশ্রয় খুবই আনন্দিত হবে।

সত্যজিত সেন

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করুন। উক্ত উৎসবে আপনারদের সকলপ্রকার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট স্থান ও তারিখ পরবর্তীকালে জানানো হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
তারিখ—২৭.১.৭৯

অরুণ রায়চৌধুরী
মিলিগুয়ার বোম
দুর্গসম্পাদক
পুনর্মিলন সমিতি
(১৯৭৮-৭৯)

লণ্ডন লাইব্রেরী

["The Library which Inspires Affection" থেকে অনুবাদ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্রী দেবশিখা চট্টোপাধ্যায়।]

লণ্ডন শহরের সেন্ট জেমস স্কোয়ারে অবস্থিত 'দি লণ্ডন লাইব্রেরী' বিশ্বের সুনির্ভর পাবলিক লাইব্রেরীগুলির অন্যতম। এখানকার ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান ডগলাস ম্যাথিউজ, এর সম্বন্ধে বলেন— "Affection best sums up the members, feeling" এই উক্তিই এই লাইব্রেরীর স্বরূপ চিনিতে দেয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে টমাস কারলাইল এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই এই লাইব্রেরী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে আছেন চার্লস ডিকেন্স, ভারতিনিয়া উলফ, টি এস ইলিয়ট প্রভৃতি। এঁরা লাইব্রেরীকে দান করেছেন এক অমূল্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং জ্ঞানের আলোকের স্পর্শ যা বিশ্বের দরবারে পরবর্তীকালে লাইব্রেরীকে দিয়েছে এক বিরাট জনপ্রিয়তা এবং এর প্রতি পাঠকদের এক আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা।

যে সুযোগ সুবিধা এবং আরামদায়ক অনুভূতি পাঠককে এই লাইব্রেরীর প্রতি আকর্ষণ করে তুলেছে তা হল কর্মীদের সর্বসময়ের সাহায্য। এর সঙ্গে আছে বই পাঠের বিরাট সুবিধা, যে সুবিধার বলে পাঠক এক সঙ্গে ১৫টি এবং প্রয়োজন হলে ৪০টি বইও নিতে পারেন। অথবা ক্ষতি পূরণের দায় পাঠকের মনকে বিব্রত করে না কারণ বই পড়ার এত প্রচুর সময় (সময় সীমা : কংসর) পাওয়া যায় যে, ক্ষতি পূরণের কোন প্রয়োজনই ওঠে না। প্রয়োজনবোধে পাঠক ডাকে ৩৬ বার্ষিক পাউণ্ড টাঁদায় বই পেতে পারেন। পাঠক অন্যের সাহায্য ছাড়াই তাঁর ইচ্ছিত বই পেতে পারেন কারণ পুরানো ক্যাটালগিং সিস্টেমে (১৮২০) বর্ণানুযায়ী বই থাকার কলে সাজানো বই খুঁজে পেতে খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য করে।

পাঠকের চাহিদা জানানোর জন্য একটি 'সার্ভেসন্ বই' আছে। এছাড়া ইংরাজী ও ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ১ মিলিয়ন বই সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরী অন্যান্য সকল সাহায্যদানেও বিশেষ আগ্রহী।

[পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির ১০/১২/৭৮ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই চিঠিটি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পত্রে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় কর্মসচিবের কাছে উক্ত কমিটির একটি সভা করে সিদ্ধান্তে আসার দাবী জানান। সভায় একজন বাতিস্ত সমস্ত উপস্থিত সদস্য উপাচার্যের কাছে নিয়োক্ত বিষয়ে পত্র লেখার পক্ষে কর্মসচিবকে পরামর্শ দেন।]

To
Dr. Ramaranjan Mukherjee
Vice-Chancellor
Burdwan University
P. O. & Dt. Burdwan.

19 December 1978.

Respected Sir,

I understand from an announcement in the Ananda Bazar Patrika dated 20 November 1978 that the Burdwan University has decided to start an "Advanced Diploma course in Library and Information Science" with effect from the current year. The Executive Committee of this Association met on 13-12-1978 and felt deeply concerned at the professional implications of the above action of the University.

The Executive Committee very much appreciates your interest in betterment of library science education in this part of the country. The Committee however feels convinced that the proposed starting of the new course is not a step in the right direction. On the other hand it is bound to harm those who have already passed B Lib Sc from different universities by creating a new level of education and training between the B Lib Sc and the M Lib Sc's. This will confuse the employers and will undermine the value of the B Lib Sc before the public eye through issue of an unscheduled category of diploma.

The Committee feels specially concerned because the UGC have in all their reports and seminars recommended imparting of library science education at your specific levels of Certificate, B Lib Sc, M Lib Sc and Ph D. They have never approved introduction of a fresh level between the B Lib Sc and the M Lib Sc. A professional seminar organised under the initiative of the British Council in 1974 categorically recommended against introduction of any such new level which will confuse the public and harm the profession.

Under the circumstance the Committees would like to request you most earnestly kindly to withhold implementation of your above programme.

The Committee however will surely appreciate in case you decide to start a full-fledged M Lib Sc course after ensuring required facilities.

We appreciate your interest in the betterment of library science education and therefore feel sure that you will give our letter the consideration that it deserves.

With regards.

Copy to the
Head of the Dept. of
Lib. Sc.
Burdwan University
Golapbagh
P. O. & Dt. Burdwan.

Your faithfully,
Sd/- P. Raychaudhury,
Secretary.

English Abstracts

Granthagar Vol. 27, No. 12 March-April, 1978
Editorial.

Page 296

The editor gives a clear picture of the decaying condition of public libraries and how these libraries are being neglected for the last 30 years. It is for the first time we find that some effective steps have been taken by the Present Government of West Bengal for the development of these categories of libraries by introducing integrated library system and in order to introduce library legislation in the state, a drafting Committee has been set up. The said committee has also been instructed to report within six weeks. The editor has also informed us that the government has examined the pros and cons of the complains against Raja Rammohun Ray Library Foundation, and reorganised the same Foundation for which it is of much help. The expenditure of the libraries have been increased substantially this year. The West Bengal Govt allotted rupees one crore in the library budget of this year. Regarding the pay scales, the present Government has also decided to implement new payscales for library workers serving in these sponsored libraries. Decision has been taken to give interim pay to the library workers of these libraries. Additional grants have been approved for the purchase of books and furniture of these libraries. It is mentionable that these local and rural libraries had no such previous experience of

getting this type of grants. It is also worth mentioned that all the librarians of different Institutions are reinstated who became unemployed during the previous years. It has been known from reliable source that the library professionals will be included in the District Social education Advisory Committee after their reorganisation. No doubt, some problems of the libraries are going to be solved under the leadership of B L A and due to sympathetic attitude of the present popular Government of West Bengal. But the Editor has reminded us that in order to develop and expand library system in our state, it is essential to launch an organised library movement.

Right books for less educated adult,

By Ashim Kumar Dutta

Page-298

The author has emphasised that we should have books for the adult who are less educated and without having right books these less educated people will return to darkness of illiteracy. The author has also reminded the responsibility of librarians in this regard.

The new role and some questions involved in the peoples' libraries for the rural development, By B. Mukhopadhyay, Priti Mitra and M. P. Saha. Page-302

They emphasised on the need to create libraries as information centres. They have also traced that it has vital importance of

collecting information, assimilation of information and dissemination of information. They felt that the libraries should be properly administered and the system of library science education should be properly organised.

The role of libraries in the rural develop-
By Sulekha Gupta Page-304

She has advocated life centred library service in the rural libraries.

The background of need based tax free integrated public library system,
By Ashok Basu.

Page-307

Mr. Basu has given a clear picture about the background of the need based tax free integrated library system with informative references.

The structure of West Bengal Public Library legislation : a paper for discussion in the 34th B. L. A. conference.

It has given us an ideal structure of public library system which is expected in the coming structure of West Bengal Public Library system.

An assessment of the Governing body of Bengal Library Association with regard to the present condition of library movement.

Page-323

It has analysed the pros and cons of library system existing in our state. Left front Government has attempted to frame library laws in order to introduce integrated library system in W. Bengal. It has further examined the problems of library professionals and it has also pointed out the future plans

for library movement upon which the people and the library workers will be united.

Association News

Page-328

Bankura District Branch
West Dinajpur District Branch

Library News By Minati Chakraborty and Asitabha Das

Page-329

Mobile Surgarunhi Pathagar
Library for prisoners
Tamluk District Library, Midnapur
Pallisri Pathagar, Hirapore, Howrah
Ramkrishna Tarun Sangha,
Kamarpukur, Hooghly

Taragunia Binapani Pathagar, 24 Pgs
Naihati Rabindra Pathagar, 24 Pgs
Kamalpur High School Library
Foundation stone laid down by
Md Abdul Bari

Inauguration of New building of Parimohan Smriti Public Library
First Conference of B. S. I. Librarians

General News. By Asitabha Das and Krishnapada Majumdar

Page-331

Rabindra rachanabali
Dr Kalidas Nag Medal
Train Library
Position of Calcutta in Individual Book Sale.

Colossus Jatindra Mohan
Rabindra Biographer honoured
Living Encyclopaedia

**Government of West Bengal
Education Department
S. E. Branch**

No. 374-Edn(SE)
3C-6/77

Dated Calcutta, the 27th April 78

From : Shri A. K. Chakraborty
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub. : Advisory Council of Social Education for the Districts and for Calcutta
Constitution and functions of.

In modification of the G. O No. 526-Edn(SE) dated 18. 9. 72 the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to approve of the Constitution of the District Advisory Councils of Social Education for fifteen districts (excluding Calcutta) and the Advisory Council of Social Education for Calcutta as in connection with the implementation of the Social Education Schemes with immediate effect :-

A For Fifteen districts (excluding Calcutta)

- 1) District Magistrate/Deputy Commissioner... ..Chairman
- 2) District Social Education Officer.....Member- Secretary.
- 3-8) Not more than six M. L. A's to be nominated
by the State GovernmentMembers
- 9-12) Four Social Workers to be nominated by the
State Government.....Members
- 13-14) Two Educationists to be nominated by the State
Government.....Members
- 15-17) Three members from Librarians and their associations
to be nominated by State Government.....Members

B - For Calcutta

- 1) Deputy Director of Public Instruction... ..Chairman
(Social Education), West Bengal.
- 2) District Social Education Officer, Cal... ..Member-Secretary
- 3) Deputy Director, Information & Public Relations... ..Members
- 4) Deputy Director of Social
(Welfare (Social Welfare Directorate).....Member
- 5) Education Officers, Calcutta Corporation... ..Member

- 6-11) Not more than six M. L. As to be nominated by the State Government..... Members
- 12-15) For Social Works or Persons interested in Education to be nominated by the State Govt..... Members
- 16-18) Three members for the Librarians and their associations to be nominated by the State Govt..... Members
- The functions of the Advisory Councils shall be as follows :-
- i) Selection of Libraries, Social Education Centres, (Excluding adult education), Night School (excluding adult education) etc. for the purpose of payment of Government grants.
 - ii) Distribution of Government grants amongst the above institutions.
 - iii) Selection of staff of the Sponsored Libraries with approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.
 - iv) Recommendation to Govt. for approval of the Managing Committees of the Sponsored Libraries.
 - v) Recommendation for approval of the plans and estimates of sponsored Library buildings.
 - vi) Inspection and Supervision of the working of the Libraries and other institutions functioning for the cause of Social Education and suggest measures for improvement of the activities of the institutions.
 - vii) Any other function while might be entrusted by the State Government.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary.

No. 374/1 (50)—Edn (SE)

Copy forwarded to the :-

- 1) Dy. Director of Public Instruction (Sec. Edn), W. B.
- 2) Information & Public Relation Department.
- 3) Relief & Welfare Department.
- 4) Deputy Magistrate/Deputy Commissioner, _____
- 5) District Social Education Officer, _____

for information.

Calcutta,
The 27th April, 78.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary.

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মচার্য গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্মিল্লন এবং গ্রন্থাগার চালু করার দাবিতে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ তারিখের বিকোড মিছিলে বোগদানের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির আহ্বান।

বঙ্গুপ—

রাজাবাজার এলাকার অবস্থিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল হল ও লাইব্রেরী অনুসারণ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি পরিচিত নাম। ট্রাষ্ট পরিচালিত সংস্থাটির গ্রন্থাগারটিতে কয়েক হাজার বই আছে এবং তার অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। ট্রাষ্টের সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন এবং কর্মসচিব শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী। পাঠাগারটি কয়েকশত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকবৃন্দ নিরমিত ব্যবহার করে থাকেন। গ্রন্থাগার ভবনটির নির্মাণে সরকারের আর্থিক সাহায্য যেমন রয়েছে আবার গ্রন্থাগারটির পরিচালনার ক্ষেত্রেও সরকারের প্রস্তুত বার্ষিক অর্থদান রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠাগারটি বহু রাখা হয়েছে বিগত ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। কারণ অনুসারণের কাছে অজ্ঞাত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল বন্ধুর কারণ কি এবং কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না কেন? ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে একটি নাট্য গোষ্ঠীর কাছে হলটি ভাড়া দেওয়া আছে এবং তাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধের ফলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যগোষ্ঠীর উপস্থিতি যেমন গ্রন্থাগারের পাঠ্যভ্যাসের পক্ষে কড়িকর, আবার গ্রন্থাগারটি বন্ধ করার ক্ষণেও তারা কম অপচেষ্টা চালায় নি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা ভুলে কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে অপারগ হয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারটি বন্ধ রেখেছে।

বিগত ১৯.৬.৭৮ তারিখে গ্রন্থাগারের কর্মীরা ট্রাষ্টের কাছে একটি স্বাক্ষরিতপত্রে গ্রন্থাগারটি খোলার জন্য আবেদন জানান। তার কপি সভাপতিরও দেওয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) মাসের বেতন, প্রায় দুবছরের বকেয়া মাহার্যভাতা ও কর্মচারীদের দেওয়া হয় না। কর্মচারীদের প্রতিভেদে কাণ্ডের টাকার কর্তৃপক্ষের কাছে আটকে আছে, একাউন্ট খোলা হয়নি। পরবর্তীকালে কর্মচারীরা বিষয়টি সরকারের গোচরে আনেন। পরিষদের অনলস চেঁচায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদের সরাসরি বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু ৩৪ মাস আগে দেখা গেল যে ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। যে পাচজন কর্মচারী কাজ করছেন তাদের বে-আইনভাবে বিনা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না নিয়েই ছাঁটাই করে দিলেন। কর্মচারীদের নামে দৌধ চাপানো হ'লো যে তাঁরাই নাকি গ্রন্থাগার খুলতে চাইছেন না। কিন্তু এর সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই।

কিন্তু এর থেকে যায় যে কর্মচারীদের মাইনে দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার; এমন কি কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার বন্ধ রাখলেও সরকার কর্মীদের সরাসরি বেতন দিচ্ছেন। কিন্তু ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাদের মতামতের তোহাফা না করেই কর্মচারীদের ছাঁটাই করে দিলেন।

আমরা এইরকমভাবে বিনা অপরাধে, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে কর্মচারীদের বে-আইনি ছাঁটাই করার তীব্র নিন্দা করছি। আনরা দাবী করছি যে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্ব-ব পক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হোক।

আমরা মনে করি যে এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বেলা ২-৩০ মিঃ প্রতাপ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ও গ্রন্থাগার ও হলের সম্মুখে এক বিকোড প্রদর্শিত হবে। আপনারা মনে মনে বিকোড লুপ্তানেশে যোগ দিন।

ইতি

বিষমণ্য কোলে (কর্মসচিব)

পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার

কর্মচারী সমিতি

৭ই ফেব্রুয়ারী জমারোড স্থান : বিজ্ঞান কলেজ
(রাজাবাজার) কোলা-২টার বিকোড : প্রতাপ
মেমোরিয়াল লাইব্রেরী কোলা-২-৩০ মিঃ

প্রবীর দাস চৌধুরী (কর্মসচিব)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৫/১/৭৯

১. গ্রন্থাগার পরিচালন বিজ্ঞাপন দিও।

গ্রন্থাগার পরিচালন বিজ্ঞাপন (১৯৬৩) আগকার পক্ষে
নাউরুসক। ভারত পত্রিকাবল তথা ভারতের বিভিন্ন
গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারিকদের কাছে পত্রিকা
নিবন্ধিত পৌছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক
পুস্তক নিবন্ধন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের তার

| কোন পৃষ্ঠায় | সাধারণ | বিশেষ |
|------------------------------|--------|--------|
| কড়ট | সংখ্যা | সংখ্যা |
| | (টাকা) | (টাকা) |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ১০০ মূল্য | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ২৫ ও ৩৫ মূল্য | ১৫০ | ২৫০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ১ | ১০০ | ২০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : সাধারণ | ১০০ | ৩০০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ১ | ১০০ | ১৫০ |
| ১ পৃষ্ঠা : ১ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ X ১৬ মি. এম.
আগার-আগার সাইজ ২০ X ১৫ মি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

মহাশয় গ্রন্থাগার পরিচালক

নি. ১০৪, সি. আই. টি. ভীম ১০

কলিকাতা-৭০০০১৬

ফোন : ৫৫৩০০০

২. পত্রিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই।

West Bengal Library Directory 1963)

মূল্য—১০০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে লবণিক বর্ণনা
সম্বন্ধিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality &
Library Bill for West Bengal. মূল্য—২০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩০০

মাকিন লবণিক প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বৃহৎ প্রকল্পের আয়োজিত আলোচনা

চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—১০০

মাকিন লবণিকের বেশি নির্বাচিত বাংলা

বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল কান্ত—বঙ্গীয় সাহিত্যের গ্রন্থাগার।

মূল্য—১০০

ডঃ আমিতা গুহদেবদার—গ্রন্থবিজ্ঞান।

মূল্য—৪০০

বাঙ্গালী বঙ্গ (লক) — বাংলা লিঙ্গ সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭০০

১৯১০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৭,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রাথমিক তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জন্মদায়ী সংখ্যা ১৫০০।

মূল্য—৫০০। বিধানো ৮০০।

বাংলাদেশ বুদ্ধিবলী এবং বিশিষ্ট কনিষ্ঠাভিত্তিক

লিঙ্গীয় বঙ্গীয় বঙ্গ

মহাশয় গ্রন্থাগার পরিচালক

নি. ১০৪, সি. আই. টি. ভীম—১০

কলিকাতা—৭০০০১৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি

১৯৭১-৭২

Annual Price Rs. 15.00

Single Issue Rs. 1.50

Licensed to post without pre-payment

LICENCE NO. WBCC-CL-2

Postal Regd. NO. WBCC-145

Regd. NO. EN/2674/57

Volume 28 : No. 8

Nov.-Dec. 1971

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700073

All correspondence and for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd.
26, Patalbhanga Street, Calcutta-700009

Editor : Arun Ray

Associated Editor : Anilabha Das

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূখ্যপত্র

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১১

ফাল্গুন, ১৩৮৫

সূচী

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| সম্পাদকীয় | ৩৮২ |
| ভারতীয় বিষয়াদি এবং ডিউট পত্রিক 'বিশ্বজন পত্রিকা' দ্বারা পত্রবর্তী সংকরণ সম্পর্কে কিছু ভাবনা—অমিল পাল | ৩৮৪ |
| শুশীল ঘোষ বসু, কামিল : বাংলা মুদ্রণের জন্য বড়র ও বাংলা বর্ণমালায় সংক্কার—শীলবর সেন | ৩৯০ |
| গ্রন্থাগার নিবন | ৭০১ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ৭০৫ |
| English Abstracts | ৭০৯ |
| Bengal Library Association : List of Holidays | ৭১১ |

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : ৩৫তম অধিবেশন, খ্যাটরা, হাওড়া, ১৩-১৫ মার্চ, ১৯৭৯

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তোপে এবং খ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনার ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হাওড়া শহরের খ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী তলে ১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার, বিকাল ৫টার সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য মাননীয় স্বাভাষাল জি টি. এন. সিকে অজ্ঞবোধ জানান হয়েছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য। ১৪ই এপ্রিল, শনিবার বিকাল ৩টার সম্মেলনে ভাষণ দেবেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বিহারভারতীয় গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমল কুমার দত্ত। সম্মেলনে আপনার সাহুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক

| | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে | | বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে | |
| শতদ্রীপ্রসাদ বসু | তরিন্দাল মুখোপাধ্যায় | গোবিন্দ চৌধুরী | কলিকৃষ্ণ দাস |
| সভাপতি | কার্যকরী সভাপতি | সোমনাথ মুখোপাধ্যায় | সভাপতি |
| | | দুগ্ধ সম্পাদক | কর্মসচিব |

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কর্মসূচী

১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (শুক্রবার) বিকেল ৫—৭টা সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (শনিবার) সকাল ৮-১২টা সাধারণ গ্রন্থাগার ও নিবন্ধকৃত দ্রব্যাদি সম্পর্কে আলোচনাচক্র। পরিচালক—জীসন্তোষ মৈত্র (বেঙ্গল সোসাল সাইন্স সীপ)।

অপরাহ্ন ২-৫-৩০টা কলেজ গ্রন্থাগার সমস্ত নিয়ে আলোচনাচক্র। পরিচালক—অধ্যাপক অনিল দাস চৌধুরী (বঙ্গবাসী মনিং কলেজ)।

অপরাহ্ন ৬টা—গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দেব ভাষণ।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (রবিবার) সকাল ৭-৩০—১১টা শিশু গ্রন্থাগারের উপর আলোচনাচক্র পরিচালক—জী অমিল নিয়োগী (বঙ্গবন্ধু)।

১১টা—১২-৩০টা সমাপ্তি অধিবেশন—প্রত্যাবাসী গ্রহণ ও দত্তবাহ জাপন।

(প্রত্যাহ সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অরুঠান)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বুলেটন

সম্পাদক : অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাশ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৯১

ফাল্গুন, ১৩৮৫

সম্পাদকী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে একটি অগমী রাজ্য! অবিভক্ত ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনে একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ১৯৩৫ সালে তৎকালীন ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীতে অনুদানপূর্ণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত হয় তাতে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যকল্প 'ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় এই রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। বর্তমানে এই রাজ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ত্রিগ্রী কোর্স (একটিতে স্বাতন্ত্র্যকল্প কোর্স সহ) চালু রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স চাড়াও বহুড়া ও কালিন্দা এ সরকারী উদ্যোগে সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। ইন্সটিটিউট অব লাইব্রেরীহানস্ নামক একটি সংস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং গ্র্যাডুয়েশন ডিপ্লোমা কোর্স নামে দুটি কোর্স পরিচালনা করতেন। ইরাসলিক কর্তৃক বছর আগে বিশেষ প্রোগ্রামিকতা ও কনসেটেনেনের উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেন। কর্তৃক বছর চালু থাকার পর ঐ কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। এই

সংস্থা বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিশেষ করে একটি বিক নিয়ে ছোট ছোট কোর্স শুরু করেছেন বা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বছর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করেন। কর্তৃক বছর পর ঐ কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করলে পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, ভাষা ভিত্তি সংক্রান্ত নীতি প্রকৃতি বিষয়ে নানা বাক্যের পার্থক্য ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাবে। কর্তৃক বছর আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এই আলোচনা পাঠ্যক্রমের সর্বোত্তম অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে যে আলোচনা অর্জিত হয় তাতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

এক দশকের ও আগে ইউ জি লিভ উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৭ সালে ইউ জি লিভ পৃষ্ঠ পোষকতার মিত্রী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষণ পদ্ধতি, স্নানতম গর্তাবলী, পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন প্রকৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও তথ্যগত গৃহীত হয়। একাধা

তি আর টি সি, উনসতক প্রভৃতি সংস্থার উদ্যোগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্র অস্থিতিত হয়। কৃষকের বিবরণ এই গত আলোচনাচক্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপারিশগুলি আনো এই স্বাক্ষর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিকলিত হয়নি।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একই ধাঁচে, একই শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, একই পাঠ্যক্রম অঙ্কন হতে হবে তা আমরা কখনই বলি না। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য বা বৈপ্লবীত্যা না থাকা বাঞ্ছনীয়। আসল কথা কি উদ্দেশ্যে—কি সামাজিক পটভূমিকার এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। বিগত দুই দশকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পরিচালকরা অনেকেই সচেতন বা সজাগ নন।

এই স্বাক্ষর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিকতা চলছে তার ছুটি নিদর্শন দেওয়া যাক। সন্ধ্যা বিধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ যেখানে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ পলিটেকনিক প্রভৃতি) হাতে

চলে থাকে সেখানে আই ও এল হঠাৎ করে ডিপ্লোমা এবং গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স নামে দুটি কোর্স চালু করলেন। এই কোর্সের প্রয়োজনীয়তা, মান, উদ্দেশ্য, বীজ্যিতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এই বছরে আবার বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি লিভ এল সি ও এম লিভ এল সি'র মধ্যবর্তী একটি গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এই কোর্সের কলে বৃদ্ধিগত চাহিদা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষর ও মান নিয়ে নানা ভটিলতা দেখা দেবে।

এই সমস্তগুলি সমাধানের জন্য অবিলম্বে এই স্বাক্ষর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সঙ্গে বাবা যুক্ত তাদের একত্রে বলা প্রয়োজন। পরম্পরের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার বিনিময়ের মাধ্যমে এই সব সমস্তের অধিকাংশই দূর করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দ্বাৰ্ধে এই স্বাক্ষর শিক্ষকরা এই বিষয়ে বধ্যবধ ভূমিকা পালন ককন এই আমাদের একান্ত অঙ্গবোধ।

সা হি ত্য সং স দে র সা র ব ন ব ই

- * তত্ত্বের কথা [১০'০০]
- * উপনিষদের কথা [৪'০০]
- * বাঙলার কীর্ডন ও কীর্ডনীয়া [১০'০০]
- * বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা
- * স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন [২০'০০]
- * স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল। ২ খণ্ড। [প্রতি খণ্ড ১২'০০]
- * বীর সংগ্রামী সত্যেন্দ্রনাথ সেন [১০'০০]
- * কালীকট থেকে পলাশী [৬'৫০]
- * চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ [১০'০০]
- * প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য [২৫'০০]
- * রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার পরী [৪'৫০]
- * তারাপ্রকরের গল্পগুচ্ছ। ৩ খণ্ড। [প্রতি খণ্ড ৪০'০০]
- * গিরিশ রচনাবলী। ৫ খণ্ড। [প্রতি খণ্ড ২৫'০০]

ভারতীয় বিজ্ঞানি এক ডিউই ব্ৰশমিক বিভাজন পদ্ধতি ৩ ভাৱ পৱৰ্তী সংস্থৰণ সম্পৰ্কে কিছু ভাবনা অমিলচন্দ্ৰ পাল

৩ অৱশেষে Lake Placid Club এই একটি ব্ৰহ্মীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে—ডিউই ব্ৰশমিক বৰ্ণীকৰণ-এৰ জনবৰ্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং ভাৱ বিবৰিভৱী ধাৰাটি অধ্যাহত স্থাপতে হলে ‘জান’ বিভাজনেৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰাচ্য ৭ প্ৰতীচ্য উভয়দেশেৰই গুণীভনেৰ সক্রিয় সহযোগিতাৰ একান্ত প্ৰয়োজন। এই ভাৱেৰ পক্ষ থেকে ভাৱভেৰ নানান বিধসম্ভাৱকে আহ্বান কৰা হয়েচে যাতে পৱৰ্তী সংস্থৰণগুলিতে ভাৱতীয় বিবৰবস্তুলিৰ বিভিন্ন দিক ডিউই বৰ্ণীকৰণে স্থানলাভ কৰতে পাৰে। এতে ব্যক্তিগত পৰ্বাৰে এবং সংস্থাপনত গুৰে উৎসাহব্যক্তক সাজা পাওৱা গেছে। গত ১৯৭৬ সালে বৰ্ধমান বিবৰবিভালয়ে প্ৰধাপাৰ বিজ্ঞান বিভাগেৰ প্ৰবৰে আহুত IASLIC এৰ সৰ্বভাৱতীয় লক্ষ্যনে এ-বিবৰে উচ্চপৰাৰেৰ আলোচনাচক্ৰ অৱস্থিত হয়েচে এবং এ-সম্পৰ্কে অধিকতৰ অধ্যয়নৰেৰ জন্ত একটি স্থায়ী কমিটি স্থাপিত হয়েচে। কমিটিৰ সৰ্বশেষ সিদ্ধান্তকে স্থাপনত জানাবাৰ আগেই ভাৱেৰ সৰ্ববিধ কৰ্মেৰ সহযোগী হওৱা প্ৰত্যেকটি প্ৰধাপাৰকৰ্মীৰ অবন্ত কৰ্তব্য। এবং সেৱন্ত এ-সম্পৰ্কে কিছু বলাৰ প্ৰয়োজন আছে বলে মনে কৰি।

১ আভ্যৰ্জাতিক পৰ্বাৰে ভাৱতীয় বিবৰবন্ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ-তান অধিকাৰ কৰে রয়েছে। ভাৱতবৰ্ষে উচ্চত প্ৰাচীন জান ৭ বিবৰবন্ত সম্পৰ্কে মনীষীৰেৰ হপ্ৰচুৰ আগ্ৰহ দেখা গেছে। বেদ, বেদান্ত তন্ত্ৰ, ভাষা, প্ৰাচীন বিজ্ঞান, চিকিৎসানাস্ত্ৰ, সঙ্গীত ও নাট্যকলা, সাধু-পণ্ডৰেৰ জীবনী সম্পৰ্কে বিবৰকনেৰ অনন্ত আগ্ৰহ আগ্ৰত রয়েছে। তাই অজলহসেবাৰ অম হিচাবে বৰ্ণীকৰণেৰ মূল্য রয়েছে বহুল পৰিমাণে।

২ তাই ভাৱভেৰ শাস্ততপটি যাতে বিবৰবাসীৰ কাতে

প্ৰকাশিত হতে পাৰে সে-দিকে লক্ষ্য ৰেখেই বিভাজনেৰ নীতি স্থিৰ কৰা উচিত।

উদাহৰণ : ধৰ্মাচাৰীৰেৰ নানান সম্প্ৰদায় আছে। হাজহানে বীৰ্মমাৰ্গী নামে সম্প্ৰদায় বৰ্ধমান আছে। ধাৰা ব্ৰহ্মচৰ্বেৰ বিপন্নীত ধৰ্মে আত্মানীল। এই সম্প্ৰদায়টিকে বিভাজনেৰ ক্ষেত্ৰে অহমোদন না মিলে কতি নাই।

৩ ধৰ্ম ও দৰ্মন বিভাজনেৰ ক্ষেত্ৰে ব্যক্তিপূজা, গুৰুবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ দিতে হবে।

৪ যে সময়ত ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়েৰ সযাজপটনে কৃষিকা আছে ; ধাৰা যাননজীবনেৰ বিভক্ত ধাৰাটি ঐতিহাসিক প্ৰবাহেৰ মাধ্যমে চালিত কৰতেন, ভাৱেৰ সম্প্ৰদায়েৰ নাম ডিউই ব্ৰশমিক বৰ্ণীকৰণে স্থান দেওৱাৰ জন্ত অহমোদন কৰা যেতে পাৰে।

৫ আত্মীকৰণ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ কৰতে হবে অৰ্থাৎ যে কোন সম্প্ৰদায়েৰ উপসম্প্ৰদায়গুলি মূল সম্প্ৰদায়েৰ সজে মূক্ত কৰতে হবে।

উদাহৰণ : আউল, বাউল, সাঁই, বৰবেশ, নেভা ইত্যাদি উপসম্প্ৰদায় সবাই সহজিভা সম্প্ৰদায় লক্ষ্যত। এখানে প্ৰত্যেকটি উপ-সম্প্ৰদায়েৰ অতিক্কে উপেক্ষা কৰে মূলভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰে যে সম্প্ৰদায়েৰ কাতে কণী সে উপ-সম্প্ৰদায়গুলিকে সেই সম্প্ৰদায়েৰই অন্তৰ্ভুক্তি কৰা উচিত। অথবা

কৰ্তাভজা, স্টাটগাৱক, সখীভাবক, কিশোৰী তন্ত্ৰন, ৰামবজ্জতি, জগন্মোহিনী, গোড়ুৱালী, সাহেবধানী, পাগলনাথি গোবৰ্হাই সম্প্ৰদায়েৰ সবাই জীৱন্তচৈতন্ত্ৰৰেৰ প্ৰবৰ্তিত পৰ্বেই অলন্ত্য বিচৰণ কৰে থাকেন : এই সব উপ-সম্প্ৰদায়েৰ মূল

ভাবনা প্রীতকচৈতন্ত্য কেন্দ্রিক। তাই এই সব উপ-সম্প্রদায়কে গোষ্ঠীর বৈকব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা উচিত।

উক্ত উপ-সম্প্রদায়গুলির শাস্ত্র হতলিখিত পুঁথিতে সীমাবদ্ধ। এবং তাদের ভাষাও দুর্বোধ্য।

৫১ ভিন্ন সম্প্রদায়তে নিম্নলিখিত মতঃ।

প্রশ্ন হল সম্প্রদায় কি? সম্প্রদায় হল ভাবনার বশবর্তী ধর্মীয় আচারশীল দল। তখনকার দিনে সম্প্রদায় গঠন করা একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। নানারকম পরীকার মাধ্যমে জাত ও পথ পরীক্ষিত হলে তবে তাকে সম্প্রদায় বলে ধর্মীয় সমাজ গ্রহণ করত। ব্যাসদেব বা বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যলেখা তার মধ্যে অন্ততম প্রধান কর্ম বলে গণ্য করা হত।

উদাহরণ : প্রীতকচৈতন্ত্যদেবের অন্তর্ধ্যানের পর তাঁর প্রবর্তিত মতকে সম্প্রদায়ের রূপ দেওয়ার কল্প প্রীতচৈতন্ত্য পরিজন বৈতবাসী মন্ডাচার্যের মতাবর্তী হয়ে যান। কিন্তু জয়পুরের গোবিন্দমন্দিরের অঙ্কিত এক বৈকবজন সভায় তাঁরা দ্বিকৃত হলে বলদেব বিদ্যাক্ষরণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য বা অচিন্ত্য ভেদান্তের ভাস্ত্র রচনা করে তাকে পঞ্চম বৈকব সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

৫১১ তত্ত্বশাস্ত্র : ব্রাহ্মণ্যধর্ম তত্ত্ব অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। তত্ত্বের প্রভাব বৌদ্ধ, জৈন ধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল। পঠন, পাঠন ও গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্বের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়েছে। তত্ত্বের ক্রিয়াকাণ্ড যেমন বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি তত্ত্বের দর্শন অবৈতবাস্য, বিশিষ্টাবৈতবাস্যকে প্রভাবিত করেছে এবং তত্ত্ব তাদের ধারাও প্রভাবিত হয়েছে। তাই তত্ত্বশাস্ত্রের বিভাজনের ক্ষেত্রে তত্ত্ব সমস্ত পঞ্চকেই পরিক্রম করতে হবে আর তার দার্শনিক তত্ত্বগুলি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গেই সংযোজিত হবে। তত্ত্বশাস্ত্রের অব্যবহ বিভাজন নিম্ন ক্রমাহারে করা যেতে পারে :

- ১ বেদাচার ৫ সিদ্ধান্তাচার
- ২ বৈকবচার ৬ কৌলচার। প্রচলিত ৬৪ তত্ত্ব এই কৌলচারের অন্তর্গত।

৩ নক্ষিপাচার

৪ বামাচার

৫৩২ শাস্তি-বশ্য-তত্ত্বানি বিবেচ্যাকাটনে তথা।

মরণশাস্তানি শাস্তি-বট-কর্মনি মনীষিণঃ।

বট-কর্মপদ্ধতি।

তত্ত্বাক্তঃ শাস্তি, বশীকরণ, তত্ত্বন, বিবেষণ, উচ্চাটন, মারণক্রিয়া হিন্দুধর্মের সামাজিক নীতিশাস্ত্র অহুসারে অভ্যন্তরীণ কর্ম বলে গণ্য হয়। কিন্তু বেদের ভাষ্যকার সাহস্যাচার্য এগুলিকে নিষ্পত্তী বলে আখ্যা দেননি। হুইট্‌স বিনাশন, আত্মরক্ষা, সৌভাগ্যকরণের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত হলে এগুলি মোবাই নয় বলে গণ্য হবে-এ-রকম বিধান দিয়েছেন। ইত্যাহা এই বিষয়টির : ৩০.৮ [অতিদ্রিষ্ট্য ধারণবায়] এর কাছে নতুন একস্থলে করে দেওয়া যেতে পারে।

৫৩৩ গ্রহশাস্তি বিধান : ৩০.৮৮১—[অষ্টাঙ্গশং] স্থান পেয়েছে। বিষয়টিকে এখানে স্থান না দিয়ে ৫০০ প্রণীত করলে ভাল হয়।

৫৩৪ ব্রহ্মতত্ত্ব, হুয়ানচরিত্র, কাকচরিত্র, 'অধুন' কর্তব্যের স্থান : ৩০৫ এর কাছে দেওয়া যেতে পারে।

৬ ডিউই দশমিক বর্ণীকরণে (অষ্টাঙ্গশং) বৌদ মনতত্ত্বের স্থান হল : ৩৫.৩৫। এর কাছে কবি বাৎসায়ণের কামসূত্র ও সৌন্দর্যতত্ত্বের স্থান দেওয়া উচিত। [বাৎসায়ন আত্মবিন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এবং নন্দন-তত্ত্বের আলোকে কামসূত্রের বিচার করেছেন।]

৭ পুনর্জন্মবাদের স্থান প্যায়া-সাইকলোজি বা অতি-দ্রিষ্ট্যবাদের দিলে যথেষ্ট হবে না।

৮ ধর্মশাস্ত্র : ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গ :

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সমূহ :

১ কব্

২ সাহ

৩ বহু

৪ অধর্ম

১১ ১ ব্রাহ্মণ.....ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণ

২ আত্মশ্রুতি

৩ উপনিষদ

২ বেদান্ত : শিখা, ব্যাকরণ, নিকট, চন্দ্র : ও
জ্যোতিষশাস্ত্র এখানে বাত লিতে হবে।

১ জ্যোতিষশাস্ত্র (এবং শাস্ত্র—যদি মতো
পৃথিবীর আদিম জ্যামিতি পরিচয়
পাওয়া যায়, শাস্ত্র শ্রুতি হল বঙ্গ-
কৃষি শাস্ত্রের শ্রুতি।)

২ পুণ্ড্রশ্রুতি

৩ ধর্মশ্রুতি

৩ উপাঙ্গ বা বেদের পরিণতি :

১ বৃহৎসংহিতা

২ নৈমগ্ন পরিণতি

৩ প্রবন্ধশাস্ত্র

৪ চরিত্রশাস্ত্র

৪ মহাকাব্য :

১ রামায়ণ

২ মহাভারত

১০ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র : মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত।

৫ পুরাণগ্রন্থ :

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড
সংঘাতের সৃষ্টি হয়। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাণধর্ম রক্ষা করার
জন্য মনীষীগণ বৈজ্ঞানিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা সরলীকরণ করে
কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং তাহের সঙ্গে
সমাক্ষিপ্ত পরিচয় ঘটে সাধারণ জনগণের। প্রতীচা দেশীয়
ভারতভূতত্ত্ববিদগণ পুরাণ লুপ্তির কালনির্ণয় করেছেন একাংশ
পতাকীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নেপাল থেকে দ্বিতীয় বর্ষ
পতকের অধিনিবিত্ত কল্পপুরাণ আবিষ্কারের পর সে ধারণা
পরিভ্রান্ত হয়েছে। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানন্দাচার্য,
পুরাণগ্রন্থসমূহকে বেদাঙ্গী ধর্মগ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছিলেন।
তাই সেগুলিকেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত আকল্পগ্রন্থ বলে ধরা
হয়েছে। যদিও পুরাণ সমূহে ঐতিহাসিক ও বাক্তনৈতিক

ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। পুরাণ ও মহাপুরাণের মধ্যে
নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ সমধিক প্রসিদ্ধ :

১ ব্রহ্মপুরাণ, ২ পদ্মপুরাণ, ৩ বিষ্ণুপুরাণ, ৪ শিবপুরাণ,
৫ ভাগবতপুরাণ, ৬ নারদীয় পুরাণ, ৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
৮ অগ্নিপুরাণ, ৯ ভবিষ্যৎপুরাণ, ১০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ১১ লিঙ্গ-
পুরাণ, ১২ বরাহপুরাণ, ১৩ কল্পপুরাণ, ১৪ বামনপুরাণ,
১৫ কুর্মপুরাণ, ১৬ মৎস্যপুরাণ, ১৭ গরুড়পুরাণ, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড
পুরাণ।

এগুলিকে অল্পভাষেও বিভাজিত করা যেত পারে :

১ যে পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর তপকীর্তন করা হয়েছে
সেগুলি হল ব্রাহ্মিকপুরাণ।

যেমন : বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহপুরাণ।

২ যে সমস্ত পুরাণগ্রন্থে ব্রহ্মার তপ কীর্তিত হয়েছে
সেগুলির নাম হল : ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্যৎ
আর বামনপুরাণ।

৩ আর যে-সব পুরাণগুলিতে শিবের মতিমা বিদ্যুৎ
তরিতে তাহের নাম হল : শিব, লিঙ্গ, কল্প, অগ্নি, মৎস্য
এবং কুর্মপুরাণ।

ঐশ্বরীচরী বা সপ্তমহী নামে খ্যাত দেবী-মাতাছা
মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অধ্যায়।

ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবত বৈকব্ধের পঞ্চমবেদ-
রূপ। তাকেও বিভাজনের ক্ষেত্রে পুরাণাঙ্গগণিত করাট
শ্রেয়।

অর্ধাচীন উপ-পুরাণের স্থান এইসব ধর্মীয়গ্রন্থের সঙ্গে
না রাখাট ভাল। সেটির বিস্তৃতকরণের প্রয়োজনীয়তাও
নাই।

৬ ভারতবর্ষের মতো বিরাটক্ষেে রাজবাহ/কাত্যায়ণ/
মহা মুনিঃস্তুত স্মৃতিশাস্ত্র ভারতীয়দের সমাজব্যবস্থা,
সাংঘাতিক স্বাভিমনীতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে।
তাই স্মৃতিশাস্ত্রের ধর্মীয় মূল্য অপেক্ষা সাংঘাতিক মূল্য অনেক
বেশী। স্মৃতি বহুদূরদূর তাত্ত্বিক আগমবাসীণ কলানন্দ ও
ঐক্যচৈতন্যের সমস্যাময়িক ছিলেন কিন্তু তাঁর স্মৃতির
ব্যবহার মধ্যে মুক্তিবাদ বা উদারতার স্থান নাই। বিদ্যু

সমাজের পরিবর্তন করা করতে যে সব দৃষ্টির বিধান দিয়ে ছিলেন তাতে হিন্দুসমাজের অপরিবর্তন কতি হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার একটি বিশেষ দৃষ্টা আছে। তাই 'দৃষ্টির' স্থান দেওয়া উচিত সমাজ বিজ্ঞানে। এখানে 'কাল' অতীতের সংস্থাপিত করা উচিত।

৭ ধর্ম নব জাগরণের স্থানকে কালোচ্ছাসী সংস্থাপিত যেমন করা উচিত, তেমনি ভারতবর্ষে ধর্মের মাধ্যমে যে জাতীয় সংহতির রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছিল তাকেও চিহ্নিত করা উচিত।

৮ লৌকিক সাহিত্য বিভাজনের ক্ষেত্রে ভাষার সংযুক্তি করণের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

৯ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদান নগণ্য নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষবিজ্ঞান উভয়ের মৌলিক অবদান বিশেষ একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্যালভিনিয়ান সভ্যতার জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্যালভিনিয়ান ও গ্রীক সভ্যতার প্রভাবের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে জ্যোতিষবিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জ্যোতিষবিজ্ঞান কলিত রূপ জ্যোতিষ শাস্ত্র। তাই জ্যোতিষবিজ্ঞান পরেই জ্যোতিষশাস্ত্রের স্থান দেওয়া উচিত।

১০ রসায়ন পাশ্বে প্রাচীন ভারতীয়গণ বিচলনভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা পানক ব্যবহার করতে পারতেন। নানান ধাতুর সংমিশ্রণে নুতন ধাতুর সৃষ্টি করেছেন। আচার্য প্রকৃষ্ণ চন্দ্র দ্বারা বিশ্বাসীকে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস উপহার দিয়েছেন। যদি তাতে মৌলিকতত্ত্বের সন্ধান মেলে তবে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের জন্ম উপযুক্ত 'স্থান' দেওয়ার জন্ম অসম্ভব নয় দেওয়া যেতে পারে।

১১ বর্তমান যুগের নবপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে হয়েছে আয়ুর্বেদ। যথাযথ

বাগ্‌ডট বলেছেন :

কায় বাল গ্রহোর্ধ্বাঙ্গ শল্যকষ্টা ভবাবুধাঃ।

অষ্টবঙ্গানি তত্ত্বাং চিকিৎসা কৌ সঞ্জিতাঃ ৷ ৪

হৃদ্রাহানন, প্রথম অধ্যায়।

অষ্টাঙ্গ। 'কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহচিকিৎসা, উর্ধ্বাঙ্গচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, রসায়নপ্রকরণ, বাজীকরণ প্রকরণ।' গ্রহচিকিৎসা বায়ুবিদ্যাক্ত চিকিৎসার অলঙ্কারি ক্রমোচ্চারণে সাক্ষ্যে ডিউই দর্শনিক বর্ণীকরণে 'স্থান' দানের উদ্দেশ্যে অসম্ভব নয় করা যেতে পারে। তাছাড়া তাত্ত্বিক রসবৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 'স্থান' দেওয়ার জন্ম অসম্ভব নয় আবশ্যক।

...রসতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক, নাগার্জুন। ইনি প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনিই প্রথম 'কলকলো' [Black sulphite of mercury] প্রবর্তন করেন।

...এই যুগের আরেকখানি গ্রন্থের বর্তমানে খুব খ্যাতি বেড়ে গেছে। এই গ্রন্থটির নাম হল 'ভাবপ্রকাশ' রচয়িতা ভাবমিশ্র সম্রাট আকবরের আমলে বর্তমান ছিলেন। তাই গ্রন্থটি বাবনিক ভাষামিশ্রিত। এতে পাশ্চাত্য দেশীয় রোগের উল্লেখ আছে। রোগনিবারণের জন্য তিনি 'শিবায়ু' বা সমুজ্ঞপানের বিধান দিয়েছেন।

১২ বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় শিল্পীদের তাত্ত্বিক শিল্পের প্রতি অনন্ত আগ্রহ ছিল। ভারতীয় তাত্ত্বিকশিল্পীদের হুঁতাকে ভাগ করা যেতে পারে।

১. ধারা প্রস্তরের উপর অলঙ্কারে অভ্যস্ত।

২. ধারা বৃত্তিকানিমিত্ত শিল্প সমস্ত দেবদেবীর বা ঐ ধরনের বৃত্তিকানি অভ্যস্ত।

৩২৩ কালশিল্পীদের নিয়োক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কান্ত নিমিত্ত শিল্পকলা।

২. পিত্তল নিমিত্ত শিল্পকলা।

৩. তাম্রনিমিত্ত যৌবপূর্ণার্থে ব্যবহৃত শিল্পকলা।

৪. হস্তিকস্তে নিমিত্ত কালকর্ষ।

৫. কাষ্ঠনিমিত্ত কালকর্ষ।

এখানে সর্বত্রই আকস্মিকতা প্রাধান্য দিতে হবে।

[From his select writings]

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ৪ The Saints of India Swami Tattvananda. | ১২ গোপীনাথ কবিরাজের রচনা [তত্ত্বস্বতী] |
| ৫ Aspects of Sanskrit literature —Sushil kumar De. | ১৩ বাংলার ইতিহাস—ড. কৃষ্ণনাথ রায় । |
| ৬ A history of Sanskrit literature —A. B. Keith. | ১৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস —জাহ্নবীচরণ ভৌমিক । |
| ৭ A history of Sanskrit literature —A. A. Macdonanell. | ১৫ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—গোবীনাথ শাস্ত্রী |
| ৮ The Chitramimamsa —A. Dikaita. | ১৬ A history of Indian philosophy —Surendranath Dasgupta. |
| ৯ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ । | ১৭ Indian philosophy —S. Radha Krishnan. |
| ১০ ভারতকোষ—এম পণ্ড —বল্লী সাহিত্য পরিষদ । | ১৮ A Critical Survey of Indian philosophy —Chandrasakhar Sharma. |
| ১১ তত্ত্বসাধনা—কালীসাধন ভট্টাচার্য । | ১৯ Indian history —R. C. Mazumder & ors |
| | ২০ Religious experiences of mankind —Shovaram Basu. |
| | ২১ অষ্টালঙ্কার সংহিতা বা বাগভট্ট, —বিনোদলাল সেন অঙ্ক: । |

সত্যেন্দ্রনাথগুপ্ত, সহকারী গ্রন্থাগারিক, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১, নীলরতন সরকার হাসপাতালে দীর্ঘ সাতমাস রোগ ভোগের পর, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ।

১৯৬০ সনে তিনি প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগারের কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে তিনি একজন প্রিয়জন ছিলেন । তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর বয়স পঞ্চাশ উর্দ্ধ ছিল । বল্লী গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন ।

সুশীল ঘোষ বক্তৃতামালা

১৯৭৮ সালের সুশীল ঘোষ বক্তৃতা প্রধান করেন শ্রীপদকর সেন। পরিবর্তন ভবনে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে জীসেন তাঁর বক্তৃতা রাখেন।

জীসেন সম্পর্কে এখানে দু'/একটি কথা বলা প্রয়োজন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম পাশ করবার পর শ্রীপদকর সেন ম্যাকের্টার কলেজ অফ টেকনলজিতে মুদ্রণ (প্রিন্টিং) বিষয়ে দুই বছরের একটি কোর্স সম্পূর্ণ করেন। দেশে ফিরে তিনি জীসেনবন্দী প্রেস ও এন্ড্রু ইউল কোম্পানীতে কিছুকাল কাজ করেন। বর্তমানে তিনি রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনলজির কম্পোজিট বিভাগের প্রধান।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়তনে মুদ্রণ বিষয়ে ইংলণ্ডের কলেজগুলিতে আধুনিক শিক্ষালয় প্রণালী নিজের চোখে দেখে আসার জন্য জীসেন বিতীরাবার ইংলণ্ড যান ১৯৭৫ সালে। তিনি সেখানকার ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং এর একজন কর্পোরেট সলুশ মনোনীত হন। জীসেন সাংবাদিক ও পুস্তক সমালোচক হিসাবে দৈনিক বহুমতীর সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন।

তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন :

১. মুদ্রণ পরিচয় (হুগ্রিহ দালের সঙ্গে যুগ্ম)
২. মুদ্রণ শিল্প।
৩. যুগোপীয়া সমীচের কাহিনী।

১

বাংলা মুদ্রণের চূর্ণ বছর ও বাংলা বর্ণমালার সংস্কার

দীপকর সেন

আজ থেকে চূর্ণ বছর আগে আলগা হরক দিয়ে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়েছিল হুগলিতে আনন্দের সাহেবের ছাপাখানায়। যে বইটিতে এই হরকগুলো ছাপা হয়েছিল সেটি লিখেছিলেন ছাপানিরেল ত্রাসি হলকেন্ড নামে এক ইংরেজ ভ্রমলোক। বইটির নামগুণ্ডে ঘোষিত হয়েছিল যে কিরিলিভের উপকারার্থে বইটি রচিত হয়েছে এবং তার বিভিন্ন অংশে কানীয়াস দালের সহায়তায়, কুজিবাসের বাহারন এবং ভায়তল্লের বিভাজকের কাব্য থেকে অনেক বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছিল। বইটির নাম 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাভুয়েক'। প্রায় আড়াই শ' পৃষ্ঠার এই বইয়ের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বাংলা হরক কোথাও না থাকলেও সংখ্যাবিহীন পাতার একদিকে ব্রক থেকে ছাপা একটি চিঠি বোঝ কবি বাংলা পড়তেন নতুন হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বইটির বাকি

সব বাংলার মুদ্রিত অংশই বাংলা কবিতার উদাহরণ। এ ছাড়া নানা ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ আকারের রূপও গ্রহণের একটি বিশেষ সম্পদ। এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাভুয়েক গ্রন্থটি নিজের চোখে বাঁধা দেখেছেন তাঁরা সবাই জানেন যে সেটি একটি ইংরেজি গ্রন্থ হার ভিত্তর কখনো কখনো বাংলা শব্দ বাংলা হরকে মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব যে ইংরেজি ছাড়া যুগোপের অন্যান্য কয়েকটি ভাষার লিখিত গ্রন্থে বাংলা হরকের নতুন তার আগেও মুদ্রিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে আটটি বইয়ের নাম উল্লেখ করছি :

১) ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যাক্টারভায়ে প্রকাশিত আতানানিসিস কির্বের 'চায়না ট্যাক্সটো';

২) ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত কেরকজন

বেঙ্কট বাজকের রচিত ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জল-
বায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে রচিত একটি গ্রন্থ ;

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে লাইপট্‌স্‌সিগে প্রকাশিত জর্জ জেকবকের
রচিত ‘আওরঙজেব’ ;

১৭৪০ সালে লাইডেন-এ প্রকাশিত ভেভিড মিল-এর
‘ভিনারটিও মিলেটা’ ;

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইপট্‌স্‌সিগে প্রকাশিত ফ্রিডরিখ
ফ্রিট্‌স্‌ রচিত ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা শিক্ষক’ ;

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত উইলিয়াম বোর্নসের
গ্রন্থ ‘আধুনিক সংস্কৃতের নমুনা’ ;

১৭৭৬ এ লণ্ডনে প্রকাশিত জাখানিয়েল ব্রান্স হলহেডের
গ্রন্থ ‘এ কোড অফ ভেন্টু ল’ ; এবং

১৭৭৭ এ লণ্ডনে প্রকাশিত জাখানিয়েল ব্রান্স হলহেডের
আইন-ই-আকবরী ।

এই তালিকার যে বইগুলির নাম উল্লেখ করলাম তার
সঙ্গে হলহেডের ব্যাকরণের খুব বড় রকমের একটি পার্থক্য
রয়েছে । হলহেড তাঁর ব্যাকরণে কেবলমাত্র বাংলা বর্ণমালা
ছোপেই কান্ড হন নি । পুরো পঞ্চ ভেগে অর্থবহ পাঠ্যবস্তু
উপস্থাপিত করেছেন আর মুজন্মের বিচারে বা সবচেয়ে বড়
কথা—আলগা হরক ব্যবহার করেছেন । তাঁর আগে বাংলা
বা ভারতের অধিকাংশ ভাষার হরকের আকৃতি ‘কেমন’ তা
যোঝাবার জন্য তার ব্রক তৈরি করে নেওয়া হত । এসব
ব্রক তৈরির নানারকম পদ্ধতি ছিল । কাঠ খোদাই করে
কিছা কপারপ্লেট এনগ্রেভ করে ব্রক তৈরি হত ব্রক মেকিং
এর ক্যামেরা আবিষ্কৃত হবার আগে । চিত্র মুজন্মের
প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে সে উত্তম যে বস্তু সাক্ষ্য যুক্তিত
হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু ব্রক দিয়ে
পাঠ্যবস্তু অর্থাৎ হরক মুজন্মের একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল ।
বা চিরকালই থাকবে । হিটলায়ের ছবি ব্রক দিয়ে যেমন
চাঙিলের ছবি ছাপা যায় না তেমন “সিলগামেস” গ্রন্থের
কন্ড তৈরি ব্রকের হরক দিয়ে মহাভারত ছাপা যায় না ।
এইখানেই আলগা হরকের আনেকিক জোরপ । আলগা
হরক দিয়ে কম্পোজ করা একটি পৃষ্ঠা ছাপার পর সেই হরক-

গুলি টাইপ কেসে কারগা মত কেসে তা দিয়ে আবার ইচ্ছা-
মত নতুন কপি কম্পোজ করে নেওয়া যায় । এই মুজন্মে
একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করছি । আর বর্ণ-
মালার হরক বলে যে জিনিষটির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছবি
তার উৎস হ’লেও আজকের বর্ণমালার হরকের সঙ্গে ছবির
আর কোনই মিল নেই । পৃথিবীর সেবা ভাবান্তরিত
হরক সৃষ্টি এবং হরক ব্যবহার অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে
করা হচ্ছে । ছাপার হরক আর আর হরাকরকে ‘অঙ্গসংগ
করছেন না । তা একটি ‘আলাপা জিনিস হিসাবে নিজস্ব
রীতিকে সৃষ্টি হচ্ছে । আবার মুজন্মের ইতিহাসের প্রসঙ্গে
কিছু আসছি । বাংলা ভাষার আলগা হরক আজ থেকে
দুশ’ বছর আগে ব্যবহার করা হলেও তামিল ভাষার আলগা
হরক ব্যবহার করা হয়েছিল আজ থেকে চারশ’ বছর আগে ।
পত্নীগীকরা গোয়ার প্রাচীন মুদ্রণ বস্তু আমলানী করেছিলেন
১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে । এ বছর চোহারা ছিল আজকের দক্কন-
খানার “৫টি প্রেসের” মত । বীধাবার পর ৫টি প্রেসে এই
চাপা দিয়ে রেখে সেগুলিকে বেঁকে যেতে দেওয়া হয় না ।
পাঁচের সাহায্যে এই প্রেসে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় । যে
যে গ্রন্থটিতে তামিল আলগা হরক ব্যবহার করা হয়েছিল
তার নাম Doutrina Christa.

কতগুলি কারণে চারশ’ বছর আগে ভারতীয় ভাষার
গ্রন্থের আলগা হরক তৈরি হলেও ভারতীয় ভাষার মুজন্মের
ব্যাপারটি খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে নি । প্রথমত
পত্নীগীকরা কোনদিনই একটি বড় ঔপনিবেশীক শক্তি
হিসাবে একে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি ।
দ্বিতীয়ত যে কারণে তাঁরা ভারতীয় ভাষার মুজন্মের কাজ
করতছিলেন তা হল শাসনবহুকে হসাবদ করা । এর জন্য
প্রথমদিকে ভারতীয় ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার
উদ্দেশ্যে আইন পাল করা হতেছিল । পরে সে সম্পর্কে
মতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিবর্তন করে তাঁরা
সরকারী কাজে পত্নীগীক ভাষাই চালু করলেন । ব্যক্তিগত-
ভাবে আবার সন্তোষ রোমান বর্ণমালার তুলনায় আমলের
বর্ণমালার সংখ্যাধিক্যও একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

তারপর ভারতীয় ভাষার মূত্রপত্র সব প্রকটাই বন্ধ হয়ে
ছিল প্রায় দুশ' বছর।

দুশ' বছর পরে চার্লস উইলকিন্স যখন বাংলা ভাষার
আলাপ টাইপ তৈরি করলেন তারপর থেকেই যেটামুটি
ভাবে ছাপার কাজে, অর্থাৎ বাংলা হরফ নিয়ে ছাপার কাজে,
একটা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। সত্যি সত্যিই সেদিন
যে কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে
পেতে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। চার্লস উইলকিন্স
টাইপ তৈরির কাজ শুরু করেই মূহুর্তে পেরেছিলেন যে বাংলা
ভাষার এক শাট অর্থাৎ one complete set of types
করতে অনেক সময় লাগে। তিনি এই সময় তাঁর সুযোগ্য
শিল্প পকানন কর্মকারকে টাইপ তৈরির কাজ শিখিয়ে
ছিলেন। পকানন কর্মকার সে কাজ সুন্দর ভাবে রপ্ত করে-
ছিলেন এবং শুরু শিল্পের সম্মিলিত উদ্ভোগে অনেক ক্রত-
গতিতে টাইপ তৈরি হতে লাগল। সেট সব টাইপ নিয়ে
ইন্সপেক্টর রেগুলেশনস, কর্নওয়ালিসের রেগুলেশনস 'ইন্ড্যানি'
গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষার একাধিক তপস্কিত
অধ্যাপক আছেন। আমার বিদ্যাল তাঁরা সকলেই সেই সব
গ্রন্থের ছাপা পৃষ্ঠার নমুনা দেখেছেন। তাঁদের চোখে সে-সব
গ্রন্থ কেমন ঠেকে তা জানি না। তবে আমাদের মত
সাধারণ মানুষের মনে হয় সে বেন অল্প কোন গ্রন্থে প্রচলিত
বাংলা ভাষা : মুদ্রিত পৃষ্ঠান্তলিতে ভাষা, ছাড়া অল্প কোন
বতি চিহ্ন নেই। স্থানে স্থানে হুম্বর বর্তার। অল্পবাহের
স্থলে নানা আকারের ভিগ্রীর মত চিহ্ন। তাবা প্রায়
চরোঁধা। আমি এই সব কথা নিকা করার জন্য বলছি না।
আমার চোখে প্রায় দুশ' বছর আগে ছাপা বইগুলো যেমন
ঠেকেছে সেকথাই বলতে চাইছি।

উইলকিন্স এবং পকানন কর্মকার প্রয়োজনের তান্নি
টাইপ তৈরি করেছিলেন। সেই হরফগুলোকে কোনমতেই
সুন্দর বলা চলে না। হঙ্গলীর এক খুশম মুনীর হস্তশিল্প
খাল্দি অত্যাধী বাংলা ভাষার প্রথম টাইপ তৈরি
করা হয়েছিল। তার বছরদিন পরে কালীকুয়ার বার নামে
এক জনের হাতের লেখাকে ভিগ্রাইন হিসাবে গ্রহণ করে-

ছিলেন ঐক্যবাহুর মিশনারি সাহেবরা। শুটেনবার্গের
হরকের সঙ্গে আমাদের মূত্রপত্র আমি মূত্রের হরকের তুলনা
করা যায় না। কিন্তু তার মত আমাদের টাইপ প্রকট-
কারকের কোন ঘোষ নেই। রোমান হরফ আপনা হতেই
আমাদের হরকের চেয়ে অনেক সহজ এবং সরল। এই প্রসঙ্গে
সুযোগ্য মূত্রপত্র ইতিহাসের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।
জার্মানিতে মূত্রপত্র প্রচলিত হবার কিছু পরে কিছু জার্মান
মূত্রক তাদের দেশের নতুন আবিষ্কৃত এই শিল্পটি ইত্যাদিতে
প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। আর থেকে কয়েক
শতাব্দী আগে ইতালির পাঠক সম্প্রদায় জার্মান মূত্রপত্র
প্রণালীকে গ্রহণ করলেও অসুন্দর জার্মান হরকের পরিবর্তে
নিকোলের হরফ দিয়েই মূত্রপত্রের কাজ শুরু করেছিলেন।
আমাদের পাঠক সম্প্রদায় এই ব্যাপারে সেদিনও যতটা
উদাসীন ছিলেন আজও তেমনই উদাসীন আছেন। বার
মকম হুম্বর হরফ তৈরির ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ এ
দেশে এখনও দেখা যায় নি। প্রয়োজনের তান্নি উইলকিন্স,
পকানন কর্মকার এবং আরো পরে মনোহর কর্মকার বা কন-
ছিলেন তার নানা দোষত্রুটি থাকলেও আমাদের সাংস্কৃতিক
ইতিহাসে তা চিরদিনই অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।
বাংলা ভাষার লিপিকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে তাঁরাই
পেরেছিলেন। আমার সামান্য জ্ঞানে আমি বড়টুকু জানি
তাকে আমার ধারণা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূত্রপত্র
প্রবর্তিত হবার আগে, লিপি লিখনের মধ্যে বেশ কিছু তার-
তম্য ছিল। মূত্রপত্র প্রবর্তনের পর তা ঘুচে গেল। এর পর
অন্যদিকেই বলা যায় যে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে
কাল্পটনের যে স্থান আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেই স্থান
চার্লস উইলকিন্সের।

হঙ্গলির পর বাংলা মূত্রপত্র ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ-
যোগ্য স্থান অধিকারে করে আছে ঐক্যবাহু। আমাদের
মূত্রপত্র ইতিহাসের এই অংশে উইলকিন্স কেরীর কৃষিকা
কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে কথা নতুন করে বলায় দরকার নেই।
১৮০০ ঐক্যবাহু ঐক্যবাহুর ব্যাপটিক মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত
হবার পর তিনি ভারতীয় ভাষার টাইপ তৈরি সম্পর্কে বিশেষ

আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তার পাঁচ বছর আগে থেকে বাংলা টাইপ দিয়ে বাংলা ভাষার বাইবেল চাপাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন বিলেত থেকে পুরো এক কেতা টাইপ তৈরি করিয়ে আনতে। কিন্তু অহসতান করে তার জন্ত যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হবে তা জানতে পেয়েই তিনি পিছিয়ে বাচ্ছিলেন। তারপর কত কাণ্ড করে অনিচ্ছুক কোম্পানীর সরকারকে রাজী করিয়ে কেমন করে পকানন কর্মকারকে নিজের এই কাজে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন সে ইতিহাস অতি হৃদয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে শ্রীনাথের 'বহন চাপাখানা এলো' গবে। কেবী সাহেবের কাজে নিযুক্ত অশ্বাত্তেই পকানন কর্মকারের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে নিজের সঙ্গে নিয়েছিলেন। মনোহর চল্লিশ বছর মিশনারিদের চাপাখানার ছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার টাইপ এমন কি চীনা ভাষার টাইপও তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর পুত্র রুকু কুমার অপরের কাজে আত্মনিয়োগ না করে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত চাপাখানাটিই চালু রেখেছিলেন। তাঁর অকাল-মৃত্যুর ফলে একজন সত্যিকার গুণী ব্যক্তিকে আমরা হারিয়ে ছিলাম। পত্রিকা ছাপতে গিয়ে তার জন্ত ছবি আঁকা, ব্লক তৈরি ইত্যাদি নিজেই করতেন। নিজের নক্সা অঙ্কসারে একটি লোহার মুদ্রণ বহরও তৈরি করেছিলেন রুকু কুমার।

তাবলে অবাক হতে হয় যে জীৱামপুরে যে বিরাট কর্ম-বল সম্পন্ন হয়েছে তার প্রজ্ঞাপাত হয়েছিল খিদিরপুর থেকে নিলামে কেনা একটি ছ'সাতল টাকা দামের কাঠের প্যাঁ-ওরালা প্রেস দিয়ে। উভনি বলে এক নীলকর সাহেব এই বয়টি কিনে নেবার পর কেবী সাহেবকে উপহার দিয়েছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের দশম কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ৪৭টি ভাষার প্রকাশিত খর্ষগ্গরের মধ্যে চল্লিশটির জন্ত টাইপ তৈরি করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মীরা। তার হ বছর আগেই তাঁরা হ লক বারো হাজার বই ছেপে কেলেছেন। জীৱামপুর থেকে কলকাতার চাপাখানা সরিয়ে আন-

হয়েছিল :৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার আসার পরও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস এমন অনেক কাজ করেছেন যার জন্ত তাঁদের নাম আমাদের মুদ্রণের ইতিহাসে হারিভাবে থেকে যাবে। আজকের চরিত্র হননের মুগে বিচার করার পদ্ধতিটি একটু বিশেষ ধরণের হয়ে গেছে। আজ মহাজনদের বিচার করতে বসে আমরা প্রায়ই চেষ্টা করে যার করতে চাই একটি মাহুয কি করেন নি। বিচারটাও প্রায়ই তিনি কি করেছেন তার নিরিখে না হয়ে কি করেন নি তার নিরিখে হয় বলেই বাইমোহন ধরাশায়ী হন, বিভালাগরের মুগ্ধচ্ছন্ন করতে-এ আমাদের মনে ক্ষিপা জাগে না। তেমনি করে বিচার করলে এখনই প্রমাণ করে দেওয়া যাবে যে ব্যাপটিস্ট মিশন এবং তার চাপাখানা প্রতিষ্ঠিত না হলেই আগের আমাদের ভাল হত। কিন্তু সে বিচারে সত্য আত্মগোপন করে থাকবে। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের ইতিহাসের সঙ্গে এমন সব মাহুযের নাম জড়িত আছে যারা আমাদের মননের সাধনাকে সফল করে তুলেছিলেন। একটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এক সময় দেখা গেল ভাল করে চাপাবার মত কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। যে কাগজে চাপা হচ্ছে তা সংরক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার। উইলিয়াম জোনস শেখ পর্বত সেই সমস্যা সমাধান করেছিলেন। তিনি দেখলেন হাতে তৈরি কাগজের অনেক ঘোষ দূর করা যায় স্টিম এঞ্জিনের সাহায্যে কাগজ তৈরি করে। তারপর অনেকদিন পর্বত ভাল কাগজ কিনতে লোকে জীৱামপুরে যেত। মুদ্রণের মাধ্যমে দেশের সাম্প্রতিক কাগজকে পুঁট এবং বিকশিত করে তোলায় ব্যাপারে জীৱামপুরের মিশনারিদের কীর্তির কোন তুলনা নেই। এই সব কার্যেই প্রিয়োলকর বলেছেন, তারতবর্ষে মুদ্রণের কাজ পোয়া অথবা ট্রাকোয়াবারে শুরু হলো জীৱামপুরে বত রকমের কাজ যে সংখ্যার অচলিত হয়েছে তারপর এই কথাই বলা যায় যে বখাবখভাবে মুদ্রণের প্রচলন হয়েছিল জীৱামপুর থেকেই। তারতবর্ষের প্রথম মুদ্রণ শিকাকেন্ডে স্থাপিত হয়েছিল জীৱামপুরে। তার আগে হিকি তাঁর নিজের চাপাখানার কিছু লোককে মুদ্রণের কাজ শিখিয়েছিলেন।

আমি এতক্ষণ যে সব কথা আলোচনা করেছি তা মূলতঃ ভারতীয় ভাষার টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে। কিন্তু মুদ্রণ শিল্পের

সবটুকুই টাইপোগ্রাফি বা হরকের ব্যবহারের দিকটি নয়। বাংলা ভাষায় কোন কিছু ছাপতে হলে যে বাংলা টাইপের প্রয়োজন একথা উল্লেখ করাই বাহ্যিক। তবে মুদ্রণ যন্ত্রের ঠিক তেমন করে জাতিভেদ করার কথা ওঠে না। আমাদের ভাষাগুলির কত নতুন করে টাইপ তৈরি করা হলেও সেগুলির কত নতুন নতুন প্রকার মুদ্রণ যন্ত্র তৈরি করে নেবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয় নি। দীর্ঘ দু শতাব্দী ধরে বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রের উপরেই আমরা নির্ভর করে এসেছি। তারতবর্ষের ব্যবহৃত মুদ্রণ যন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বের মুদ্রণ যন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গতি রয়েছে। 'আদি যুগের মুদ্রণ যন্ত্র আগাপোড়া কাঠে তৈরি করা হত। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে লোহার যন্ত্র চালু হয়েছে। কাঠের যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রেক্ষ টানার যন্ত্রের বেশ মিল রয়েছে। তারপর এসেছিল ট্রেডল যন্ত্র যা পা দিয়ে চালাতে হত। এই যন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্কুয়ার রায় বলেছেন— 'সেটি যখন চলতে থাকে তখন মনে হয় যেন একবার হাঁ করতে একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস চালায় সে ঐ হাঁ করা প্রেসে মুদ্রণীয় কাগজ বসিয়ে দেয়, আর প্রেসটি সেই কাগজের উপর অক্ষরের টাইপ দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়। তাতেই ছাপা হয়ে যায়। কালির কত ভাবতে হয় না। প্রেসের মাঝার কতকগুলো রুল বসানো আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরি হয়ে থাকে, যেই প্রেসটি হাঁ করে মেলিনিয়ান তার কাগজটা বসিয়ে দেয় অমনি রুলগুলো চট করে নেমে এসে অক্ষরগুলোর উপর কালি মাপিয়ে নিজেদের জায়গার দ্বিগুণ করে দেয়।' পারে না চালিয়ে শক্তি দ্বারা চালালে এই ব্যয়টিকে বলা হয় প্রাটেন। ট্রেডল যন্ত্র ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রাটেন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার পরেই সেগুলো এসেছে এসেছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাটবেল যন্ত্র প্রচলিত হয়েছে পাশ্চাত্যের মতো দেশে। তারপর এসেছে আমাদের দেশে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টেটল-ম্যান প্রথম লাইনোটাইপ ব্যবহার করেছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার স্টেট প্রিন্টার্স আই আমানের দেশে প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে এসেছে ইন্টারটাইপ এবং মনোটাইপ। বাংলার লাইনোটাইপ

১৯৩৫ এ এবং মনোটাইপ এসেছে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে। প্রথমটাই আমদানিকারে এবং বিত্তীয় দৃষ্টান্তে পণ্ডিতবর্গের সহকারী ভাষাভাষার মুদ্রণশিল্পের অভ্যন্তরীণ মাঝে যেমন লিথোগ্রাফি এবং কোটোগ্রাফিরকেও আমরা পাশ্চাত্যের অঙ্গুলরণে গ্রহণ করেছি। কিন্তু নিজেদের মতন করে আত্মসাৎ করতে পারি নি। লিথোগ্রাফি এই দেশে চালু হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং কোটোগ্রাফির এসেছে আরো পরে।

মুদ্রণের ব্যাপারে বাঙালীর মনীষার জ্যেষ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে চিত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে। উপেন্দ্রকিশোর রায় মুদ্রণের এই শাখায় যে মৌলিক গবেষণা করেছিলেন তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হয়েছে। ছবি ছাপানোর কল হাকটোন জীন বলে একটি জিনিসের প্রয়োজন। ক্যামেরার যেখানে কোটোগ্রাফিক প্রেটটি থাকে তার সামনে আত্মআকৃতিতে রুল টানা যে কাচের পর্দাটি থাকে তাকেই বলে হাকটোন জীন। এই রুল বা লাইন অতি নূন্য—ইকিতে ৬০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সাধারণত ব্যবহার করা হয়। রুল করা কাচের তিতর দিয়ে ছবি তোলায় যে নেগেটিভ হয় তার আগাপোড়াই লাইন অথবা ফুটকি। এই নেগেটিভ থেকে তারা অথবা রুলার রুলের ছবি তুলে, খোলাই করে হাকটোন রুল তৈরি হয়। লাইন বা রেখা দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয় তাতে সাদা আর কালো ভাড়া মাঝামাঝি কোন রঙের আঁচ দ্বা আমেজ দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু হাকটোন রুলের সাহায্যে মুদ্রিত শিল্পীর আঁকা ছবি অথবা কোটোগ্রাফের মধ্যে সুচসুচে কালো থেকে ধবধবে সাদা এবং তার মাঝামাঝি সর্বপ্রকার রঙের আঁচ বা আমেজ ফুটিয়ে তোলা যায়। বহুদিন ধরে এবং বহু ব্যয় করে উপেন্দ্রকিশোর এ সম্পর্কে যে সব গবেষণা করেছিলেন তার দ্বারা হাকটোন রুল কোটোগ্রাফিক প্রেটের থেকে কতটা দূরে রাখা উচিত, ছবি তোলার সময় ক্যামেরার ভারাক্রান্ত বা যথাস্থা কেমন হওয়া উচিত, বাট ডিগ্রী জীনের নিজস্ব কি স্থিতি তা আমরা জানতে পেরেছি। তিনি সব কিছুতেই গাণিতিক নির্ভুলতা আদায় করতে পেরেছিলেন।

আজ থেকে দুশ' বছর আগে বাংলা ভাষার মুদ্রণ চালু হলেও মুদ্রণের সাধনার আমরা খুব ইবেশি অগ্রসর হতে পারি নি। এ জিনিসটি সবচেয়ে প্রকটভাবে বুঝতে পারা যায় বাংলা টাইপোগ্রাফি অথবা অক্ষরবিভাগের সমীক্ষার মধ্য দিয়ে। সাম্প্রতিককালে মুদ্রণ সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধে লেখক খেদোক্তি করে বলেছেন যে T. S. Elliot যদি কল্লোলকের wasteland-এর কথা না লিখে সত্যিকার wasteland লব্ধে লিখতে চাইতেন তাঁর উচিত হত বাংলা ভাষা ভারতীয় টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে লেখা। আমার বিশ্বাস কথাটি অতিরঞ্জিত নয়।

বাংলা মুদ্রণশিল্পে স্বাভাবিকতার সব লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্প-কৌশলের দিকটিকে অগ্রাহ্য করে কেবল প্রয়োজনের তাগিদকে বড় করে ধরলেও দেখতে পাওয়া এ যুগে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির অন্ততম প্রধান সহায়ক হল মুদ্রণশিল্প। ওয়ার্ড'-সংসর্গ লিখেছেন—

Discourse was deemed man's noblest attribute/And written words the glory of his hand./Then followed printing with enlarged command/For thought—dominion vast and absolute/For spreading truth and making love expand.

আমরা এসব কথা এমন সূক্ষ্মভাবে বলতে না পারলেও এর মূল বক্তব্যটি আমাদের অজানা নয়। আমাদের দেশে অক্ষর বিভাগের সমস্ত মূলতঃ শিক্ষিত লোকের সমস্ত ধারা সংখ্যায় অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক কম। শিক্ষিত লোকেরাও এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। বর্ণমালা সংস্কারের প্রথম চেষ্টা বিভাগাগর করেছিলেন তার পর তাকে আরেকটু এগিয়ে নেওয়া গেছে। প্রসঙ্গক্রমে হুমায়ূন হাজারের নামটি মনে আসে। সংস্কারের নামে এমন উদ্ভট পরিকল্পনাও চোখে পড়েছে বা বিজ্ঞানলাসের “নতুন কিছু করা” কনিষ্ঠাটি মনে এনে দেয়। বাই হোক হুচাক মুদ্রণের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা করে নিলে

আমার মূল বক্তব্য খুব সহজে পেশ করতে পারব। আমি সেই পুরনো কথাটি বলতে চাই যে মুদ্রিত জিনিসের সার্থকতা পঠনে। মুদ্রকের দায়িত্ব হল এই পড়ার কাজটিকে সহজ করে তোলা। হুচাক মুদ্রণের সেটিই সবচেয়ে বড় দিক। প্রসঙ্গক্রমে অলডান হান্সলির একটি মূল্যবান উক্তি মনে পড়ে—“খুব ভাল করে চাপলেও একটি বাজে বইয়ের সাহিত্যিক মানের যেমন উন্নতি ঘটে না, বিপরীতভাবে চাপলেও সংসাহিত্যের মান তেমনি নেমে আসে না। তবে হুচাক মুদ্রণ পাঠকের মনে পড়বার ঠোঁটটি জাগিয়ে তোলে এবং অব্যাহত রাখে।”

ইরোপ এবং আমেরিকার মানুষ এ সম্পর্কে অনেকদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছেন বলে সে সব অকলে মুদ্রণের, বিশেষ করে অক্ষরবিভাগ বা টাইপোগ্রাফির মান এত উন্নত। মুদ্রণের প্রাথমিক অবস্থার সব দেশেই হাতেয় লেখার অক্ষকরণে বা অক্ষসরণে টাইপ তৈরি করা হয়েছিল। তাই ইতালিতে জার্মান মুদ্রকেরা জার্মান হস্তাক্ষরের ছাঁকেই টাইপ সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু সে জিনিস চলে নি। ইতালির পার্সক সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব হস্তলিপির অক্ষসরণে টাইপ প্রস্তুত করিয়ে তবে ধামলেন। সেট টাইপই পরিবর্তিত হয়ে আজকের রোমান টাইপের রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য এর জন্য সব কৃতিত্ব কেবল মুদ্রক অথবা টাইপ প্রস্তুতকারকের নয়। ইরোপের শিল্পী, লেখক এবং পাঠকেরা এ সম্পর্কে চিরকালই খুব সচেতন। খুব অল্প কথায় বলতে গেলে বেন জনসন থেকে শুরু করে উইলিয়াম মরিস কিংবা জর্জ বার্নার্ড শ' মুদ্রণের বুটিনাটি বিষয়ে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন পান্ডাভ্যে আজও তা অব্যাহত আছে। তারই কলকৃতি হিসাবে গুরুত্বের চাপার টাইপ, টাইপরাইটার এবং অন্যান্য উপকরণগুলি তত্ত্ব এবং বিজ্ঞান সম্মত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে মুদ্রণ প্রবর্তিত হবার দুশ' বছর পরেও এমন কিছু যে ঘটেনি সেটা পরিচালনের কথা। কিন্তু ইতিহাস সচেতন কোন ব্যক্তি তার সব গোঁচর আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। কারণ এই দুশ' বছরের

বেশির ভাগ অংশ জুড়েই আমরা পরাধীন ছিলাম। তবে স্বাধীনতা লাভ করার পর আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি সে প্রশ্ন উত্থাপন করলে লক্ষ্য বোধ করার মত অনেক কিছুই আমাদের চোখে পড়বে। অল্প কথার বলতে গেলে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল বাংলা হরকের সংস্কার। অবশ্য এই সংস্কার মূলক কাজের বিগত ছাপার হরকের পতীকে নতুন করে হাতেব লেখা হরক এবং টাইপরাইটারের হরকে তার আওতার শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। হরকের উপস্থিতি এই তিনটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

হরকের এই সংস্কারের প্রয়োজন কি? অথবা হরকের সংস্কার সাধন না করলেই বা কি অসুবিধা হতে পারে সেই কথাটি তলিয়ে দেখা অবশ্যক। বাংলা টাইপোগ্রাফিতে আমরা চরম অস্বস্তিকতা দেখতে পাচ্ছি। ছাপার অক্ষর কাউন্টিতে তৈরি হলে তার চেহারা একরকম এবং কম্পোজিং মেশিনগুলিতে অর্থাৎ লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, মনোটাইপ এবং টাইপরাইটারে তার আকৃতি রকম রকম। গ্রহ নব্যটিক তিন রকম হরকের আকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে যেহে নব্যটিক টাইপরাইটারে এমন স্বকায় (সেনেহ) পাওয়া যাচ্ছে বা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বার্ষিক 'শ'র বিখ্যাত বসিকতা স্ক্রিপোপ্যাটার দাসীর Ftatatita-র নাম কেউ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

শিল্পিকার ব্যাপারে এই অস্বস্তিকতা যে কি পরিমাণ অসুবিধার সৃষ্টি করছে বোধকরি তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। অল্প বয়সে মাছের সচিকু-তার একটা স্বাভাবিক সীমা থাকে। বয়োগ্রাণ পাঠকের মত হরকের নানাপ্রকার বিকল্প রূপ শিল্পী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই শিক্ষার অন্যতম স্রষ্টা বাহন বর্ণ-মালায় হরকে নব নব রূপ উপস্থাপিত করলে তা শিক্ষা-লাভ বা শিক্ষাদানের কাককে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। আমাদের শিল্পিকার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করেণী প্রবন্ধ সম্পর্কে একই আলোচনা করলেই বিষয়টি সহজ হবে। যে শিল্প-বিভাগের বর্ণমালায় বর্ণ পরিচর প্রথম ভাগ শেষ করে সহজ

পাঠ এবং তারপর বিশদায় পড়তে বাবে তার সামনে দেখা দেবে বিভিন্ন এই হরকের সমস্যা। হরকগুলির বিভিন্ন ধরনের আকৃতিই এই সমস্যার সৃষ্টি করে। গদ্য, অক্ষর, সৃষ্টি, বিস্ময়, ভূরোগোকা, লক্ষী, বাহ্য নব্যগুলির কাউন্টিতে তৈরি টাইপের সঙ্গে কম্পোজিং মেশিন তৈরি টাইপের চেহারা পার্থক্য যে কোন শিল্পকেই বিভ্রান্ত করে তোলে। শিল্প-শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিসও বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করছে। সেটি হ'ল বিকল্প বানান। এই বিষয়টি কেবল-মাত্র বাংলাভাষার অধ্যাপকের হাতে ছেড়ে দিলেই চলবে না। তাঁদের সহযোগিতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কম্পোজিটর, প্রফরিতার এবং লেখকের জন্য নিয়মের মত নিয়মাবলী বেধে দিতে হবে। এই গ্রন্থের লেখকের নাম Horace Hart.

বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন সাহেবদের প্রচেষ্টার সত্ত্ব হয়েছিল। তাতে লক্ষ্য পাবার কিছু নেই। কিন্তু সাহেবরা আমাদের ভাষা আমাদের মত জানতেন না, যেমন আমরাও ইংরেজি কেবলমাত্র কাক ঢালাবার মত জানি। সাহেবরা বাংলা টাইপ পড়ে, তাকে টাইপ কেসে কেলবার নিয়ম পর্যন্ত আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা পুরোপুরি তাকে গ্রহণ করেছি। বর্জন করলেই যে ভাল হ'ত এমন কথা আমি বলছি না। বা প্রয়োজন ছিল তা হলে মুদ্রণের প্রবর্তনের পর আরো বেশি নিজেদের মতন করে বাংলা মুদ্রণকে পুষ্ট এবং বিকশিত করে তোলা। আমরা তা করি নি। নইলে এতরকমের বর্ণ, এতরকমের বানান, এত বিজ্ঞী টাইপ আমরা সহ্য করছি কেমন করে। ইংরেজি টাইপ কেসের নিচের কেসটির অঙ্ককরণে বাংলা কেসে টাইপ ঢালা হয় এবং এই স্বাভাবিক বিভাগাঙ্গের পাঠ নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কেসে এম হলে অ, ঠর হলে ব, ঠর হলে ক, ঠর হলে দ রয়েছে। ইংরেজিতে কেসে টাইপ কেলার সময় হরকগুলির পৌনপুনিকতা অঙ্গারের অবস্থান এবং প্রাচুর্যের বিচারে ধোপের আকার সর্বাঙ্গে বিবেচনা করে স্থির করা হয়েছে এবং কেসের ধোপগুলিকে ছোট, বড় এবং মাঝারি আকারে তৈরি করা হয়েছে। অথচ বাংলা ভাষার

মুদ্রকের। এই প্রয়োজনীয় তিনিষটিকে উপেক্ষা করে ইংরেজির অভ্যর্থকরণে তৈরি বাংলা টাইপ কেস দিয়ে বিনা বিচার কাজ করে যাচ্ছেন।

এই বিষয়গুলিতে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানার চিত্তাঙ্গীল কর্মী জী প্রমুখ নর। তাঁর সঙ্গে মুদ্রণের দুটি কাজ আমি করেছি। একটি হল বাংলা মুদ্রণের সর্বপ্রকার অসঙ্গততা দূর করার উদ্দেশ্যে নূনতম হরকের একটি তালিকা তৈরি। সেটি তালিকাটি মুদ্রিত আকারে বিতরণ করা হ'ল। বাংলা বর্ণমালার হরকের মোট সংখ্যা ৫১০। এর মধ্যে স্বরবর্ণ, (২৮০) উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ, সংখ্যা, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনচিহ্ন, মুক্‌বর্ণ, বতিচিহ্ন ইত্যাদি রয়েছে। একতুলি হরক দিয়ে মুদ্রণের কাজ ইংরেজির তুলনায় অনেক জটিল। তাই চিহ্নের সংখ্যাকে একটু কমিয়ে এনে সরল করে তোলা দরকার। অবশ্য সরল করতে গিয়ে মুক্‌বর্ণ পঠনের সময় বর্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মূল হরকগুলির আকৃতির সঙ্গে মুক্‌ বর্ণের মিল বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই তিনিষটি বাংলার কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না উল্লেখ্য ক এবং ত মিলে জ, স এবং ষ মিলে ব। এ পর্বত এলব নিয়ে বা কাজ হয়েছে তার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্রহণ করা নিয়মাবলী বর্ণমালার হরকের সংখ্যাকে কিছুটা কমালেও মূল সমস্যার সমাধান হয় নি। বাংলা হরকের তিনটি স্তর ইলেক, বেক, ব্রহ ইকার এবং দীর্ঘ ইকার, দ্বিতীয় স্তরে মূল বর্ণ বায় ইংরেজি প্রতিলিপ x-height এবং তৃতীয় স্তরে ব কলা (), ব কলা, ব্রহ উকার, দীর্ঘ উকার, হসন্ত ইত্যাদি। বার কলে বাংলা টাইপের x-height ইংরেজির তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া এই বেক ইকার উকার এবং হসন্তের প্রাচুর্যের জন্য টাইপের পক্ষগুলির মধ্যে প্রচুর লেভ পরিবেশ না নিলে টাইপগুলিকে অকত রেখে ছাপা যায় না।

আমরা যদি সত্যি সত্যি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করতে চাই তবে আককের মত হাক বতি টাইপ ব্যবহার না করে মুক্‌ বর্ণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ছাপতে হবে। এই উপায়টি

উদ্ভাবন করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার পত্রলোকপত সম্পাদক সুরেনচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখর বসু, বতীন্দ্রকুমার সেন এবং লিপিচিহ্নী সুনীলকুমার তট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা। ৫১০টি বর্ণমালার হরককে তাঁরা ২২২ এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। মনোটাইপ কি বোর্ডে এই সংখ্যা নেমে এসে ৩১২তে দাঁড়িয়েছিল। প্রমুখ নর এবং আমি এই সংখ্যাকে আরো কমিয়ে মাত্র ১৪২টি হরকে সীমাবদ্ধ করেছি। আমাদের বিশ্বাস ধনীতাত্ত্বিকের বিচারে যাক্‌তাযাব প্রতি কোন অবিচার আমরা করি নি।

আমরা মনোটাইপের কি বোর্ডের জন্তও অক্ষরের পৌনপুনিকতার হিসাব করেছিলাম। এতে পশ্চিমবঙ্গের বইপত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বইপত্রকেও আমাদের হিসাবের আওতার এনেছিলাম। সেইমত যে কি বোর্ডের দ্রুত তৈরি করেছিলাম সেটি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ইংলণ্ডে যাবার পর মনোটাইপের এক কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি আমাদের বক্তব্য শুনে স্বীকার করেছিলেন যে বাংলা কী-বোর্ডের দ্রুত হরকের পৌনপুনিকতা অহুসারে তৈরি করা না হলে তাতে অক্ষরযোজনার কাজের গতি প্রতিহত না হয়ে পারে না। একই বিষয় নিয়ে মনোটাইপের কলকাতা অফিসে আলোচনা করতে গিয়ে তেমন আগ্রহের পরিচয় পাই নি। অথচ তাঁরা ছাত্রপত্র না দিলে বাইরের লোক এ বিষয়ে অগ্রসর হতে কোনমতেই পারবেন না। আমার এই বক্তব্যকে অভিব্যোগ হিসাবে গ্রহণ করলে তুল করা হবে। এ আমার অভিব্যোগ নয় নতুন কাজে হাত দেওয়ার আমন্ত্রণ মাত্র।

বাংলা ভাষার গ্রাম লম কোটি মানুষ কথা বলে। বৈক্য কাব্য, শাক্ত সাহিত্য, বতীন্দ্রনাথ, বক্তিম, মজুমদার এবং পরশুরাম প্রমুখ দিকপালদের রচনা আমাদের সাহিত্যিক পুঁই এবং বিকশিত করে তুলেছে। এই ভাষার বচিত হয়েছে বিজয়লাল, অজুগুণাধ, বজনীকান্ত এবং নরকদের অভুলনীর কাব্য এবং সঙ্গীত। অকত মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাঙালীর

নান্দনিক প্রেরণার অভাব আমাদের চোখে পড়িত করে তোলে।

বাংলা টাইপরাইটার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করছি। "স্বপ্নের মধ্যস্থতায় বাংলা টাইপরাইটারের কী বোর্ডের যে ছক করেছিলেন সন্তত ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তা চালু হয়েছিল। এই কী বোর্ডের অন্তর্গত ক্রটি ছাড়াও এতে অনেকের পৌনপুনিকৃত্য দিকটিতে একবারে নজর দেওয়া হয় নি বলে মনে হয়। কলে মিনিটে ১৫ থেকে ২৫ এর বেশী শব্দ টাইপ করা যায় না। তাছাড়া টাইপিস্টের বেহে এবং মনে অতি তাড়াতাড়ি ক্রান্তি নেমে আসে। লিপি সৌন্দর্যের অভাব ছাড়াও টাইপরাইটারে তৈরি পাতুলিপি সাধারণ শিক্ষিত কলোজিটরের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়।

পরবর্তিকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানলো গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুসারে যে বাংলা হরফ লেখন হয় চালু হয় তাতে সমস্তের কিছুটা সমাধান হয়েছে। নতুন টাইপরাইটারের সুবিধা ৫'ল : (১) বর্ণগঠন আপেক্ষিকভাবে জীমিত্তিত হয়েছে; (২) পজিবেগ আগের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে; এবং (৩) টাইপিস্টের বেহে এবং মনের ক্রান্তি অনেক পরিমাণে লাঘব হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা দেশের লোকান্তরিত অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হরফ লেখন যন্ত্রের কী বোর্ডের কথা উঠে পড়ে। এই যন্ত্রের বর্ণগঠনের ক্রটি অনেক বেশি, পজিবেগ মিনিটে ২০-২৫ শব্দ যায় কলে টাইপিস্ট তুলনামূলকভাবে অনেক আগেই ক্রান্ত হয়ে পড়েন।

আমাদের সাম্প্রতিকতম টাইপ রাইটারের আপেক্ষিক উৎকর্ষকে মেনে নিলেও আসল সমস্যা কিছু দূর হয় নি। বাংলা বর্ণের গঠন এবং চেহারা বিস্তারিত ক্ষেত্রে যে অমিল তা কেউই বাজে। এই অসামঞ্জস্য দূর করতে হবে।

স্বপ্নের বিশদবাবিকীতে টাইপরাইটার সম্পর্কে এত কথা বলছি কারণ তাকে বাদ দিয়ে স্বপ্ন হয় না। বিশেষত ফোটা কলোজি মেশিনগুলির কী বোর্ড সাধারণ টাইপরাইটারের মত। তাছাড়া লেখার পনের ধাপ টাইপিং এবং শেষ ধাপ মুদ্রণ। আদর্শ টাইপরাইটার তৈরি করতে হলে যেমন বর্ণগঠনে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন তেমনই হরফ চহিত্র সীমায়িত করণও একটি অত্যন্তম প্রধান শর্ত। সবশেষে যে টাইপরাইটার আমরা পেরেছি তাতে চাহির সংখ্যা ৪৬ এবং হরফ সংখ্যা ২২। ইংরেজিতে এই সংখ্যা কিছু কম। কিন্তু ইংরেজির নিরিখে আমাদের সমস্ত সমাধান করতে গেলে তুল হবে। টি এস এলিয়ার্ট শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন; It is only within a particular social system that a system of education has any meaning. সেই কথাটিই একটু ঘুরিয়ে এখানে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বাংলা টাইপরাইটারের চাহির সংখ্যা ঠিক কত হলে সন্তুভাবে কাজ করা যাবে।

অর্থনীতিক কারণে আমাদের দেশের অন্তর্গত অনেক কিছুই মতই মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতি ঘটে নি। কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ নয়। এই দহিত্র দেশে সত্যাত্মিক হার আন্তঃপ্রকাশ করেছেন কিভাবে? বাংলা স্বপ্নের বাপায়ে দেশবাসী মনোযোগ দিলে এই মুহূর্তে কমপিউটার আমদানী করতে না পারলেও আমাদের মুদ্রণ শিল্পকে আমরা অনান্য-সেই আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পারি। বাঙালী যেখানেই তার চিত্তবৃত্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার স্বাক্ষর হয়েছে। স্বপ্নের ক্ষেত্রে আমরা তারই অপেক্ষায় বসিলাম।

প্রথম দশক এবং দ্বীপকর সেন-কৃত বাংলা বর্ণমালার সংকলন

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------------|----|-----|-----------|----|-----|-----------|
| 1 | অ | a | 27 | ক | kpa | 55 | প | pa prefix |
| 2 | ট | ā subscript | 28 | খ | kha | 56 | ঈ | pa suffix |
| 3 | ই | i | 29 | গ | ga | 57 | ম | mna |
| 4 | ণ | i subscript | 30 | ঙ | ga prefix | 58 | ত | ta |
| 5 | ঈ | ī | 31 | প্র | gra | 59 | ড | tta |
| 6 | ী | ī subscript | 32 | ঘ | gha | 60 | থ | ttha |
| 7 | উ | u | 33 | ব্র | ghra | 61 | ত্র | tra |
| 8 | ঊ | u subscript | 34 | ব্ধ | ghna | 62 | ড্র | tna |
| 9 | ঋ | ū | 35 | ড | da | 63 | থ | tha |
| 10 | ূ | ū subscript | 36 | ঞ | na prefix | 64 | প্র | thra |
| 11 | ফ | ṛ | 37 | চ | ca | 65 | দ | da |
| 12 | ৄ | ṛ subscript | 38 | ছ | ca prefix | 66 | দ | da prefix |
| 13 | এ | e | 39 | জ | ohha | 67 | দ্র | dra |
| 14 | ৎ | e subscript of the initial position | 40 | জ | ja | 68 | ধ | dha |
| 15 | ৐ | e subscript of the intermediate position | 41 | ঝ | ja prefix | 69 | ধ্র | dhra |
| 16 | ঐ | ai | 42 | ঞ | jna | 70 | ন | na |
| 17 | ৱ | ai subscript | 43 | ঞ | jha | 71 | ন | na prefix |
| 18 | ও | o | 44 | ঞ | ña | 72 | ন | na suffix |
| 19 | ৑ | au | 45 | ঞ | ña prefix | 73 | ন্ন | nna |
| 20 | ৒ | suffix of au subscript | 46 | ট | ṭa | 74 | প | pa |
| 21 | ক | ka | 47 | ট্র | ṭra | 75 | প | pa prefix |
| 22 | ক | kka | 48 | ট্ট | ṭṭa | 76 | প্র | pra |
| 23 | ক | kta | 49 | ঠ | ṭha | 77 | ফ | pha |
| 24 | ক | kra | 50 | ড | ḍa | 78 | ফ্র | phra |
| 25 | ক | kta | 51 | ড্র | ḍra | 79 | ব | ba |
| 26 | ক | kka | 52 | ড | ḍḍa | 80 | ব | ba prefix |
| | | | 53 | ঢ | ḍha | 81 | ব | ba suffix |
| | | | 54 | ণ | ṇa | 82 | ব্র | bra |

| | | | | | |
|-----|------|----------------------|-----|-----|-------------------|
| 83 | ਭ | bha | 113 | ਕੁ | kha |
| 84 | ਭ੍ਰ | bhra | 114 | ਕ੍ਰ | kra |
| 85 | ਮ | ma | 115 | ਕੁ | ka |
| 86 | ਮਾ | ma prefix | 116 | ਕਾ | ka |
| 87 | ਮੁ | ma suffix | 117 | ਧ | dha |
| 88 | ਮ੍ਰ | mra | 118 | ਯ | ya |
| 89 | ਯ | ya (ja) | 119 | ਰ | ra |
| 90 | ਯੁ | ya suffix | 120 | ਤ | t |
| 91 | ਯੂ | ya & u ligature | 121 | ਹ | has sign |
| 92 | ਰਾ | ra | 122 | ਐ | ah |
| 93 | ਰਾ | ra suffix | 123 | ਐ | n |
| 94 | ਰਾ | reph subscript | 124 | ਐ | nā ligature |
| 95 | ਰਾ | reph & ā ligature | 125 | ਐ | nu ligature |
| 96 | ਰਾ | reph & u ligature | 126 | ਐ | nū ligature |
| 97 | ਰਾ | reph & ū ligature | 127 | ਐ | reph & ʔ ligature |
| 98 | ਲ | la | 128 | ੳ | fig ek |
| 99 | ਲਾ | la prefix | 129 | ੲ | fig dui |
| 100 | ਲੁ | la suffix | 130 | ੳ | fig tin |
| 101 | ਸ | śa | 131 | ੳ | fig cār |
| 102 | ਸਾ | śa prefix | 132 | ੳ | fig pāñc |
| 103 | ਸ੍ਰ | śra | 133 | ੳ | fig chhay |
| 104 | ਸ੍ਰੀ | śri | 134 | ੳ | fig sāt |
| 105 | ਸ਼ | śa | 135 | ੳ | fig āt |
| 106 | ਸ਼ਾ | śa prefix | 136 | ੳ | fig nay |
| 107 | ਸ਼ਾ | śa | 137 | ੳ | fig śūnya |
| 108 | ਸ਼ਾ | śa | 138 | ੳ | dāḍi |
| 109 | ਸ਼ਾ | śa | 139 | ੳ | comma |
| 110 | ਸ਼ਾ | śa prefix | 140 | ੳ | colon |
| 111 | ਸ਼ਾ | śa | 141 | ੳ | semi-colon |
| 112 | ਸ਼ਾ | śa | 142 | ੳ | hyphen |

গ্রন্থাগার দিবস

কেন্দ্রীয় সভা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন এই ২০শে ডিসেম্বর। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই রাজ্যের গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন। এই দিনে গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা কেবল আলোচিত হয় না, আলোচনা হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা।

তাই অজ্ঞাত বছরের মত এ বছরও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হলো ২০শে ডিসেম্বর। কেন্দ্রীয় সভা অঙ্কিত হলো টুন্ডেটল হলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অজ্ঞাত বছরের মত নয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের তর্যাব্দ বস্তার কতিগ্রস্ত হয়েছেন দেড় কোটির মত মানুষ। বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়েছে যেমন, আবার অগণিত গৃহপালিত পশুও মারা গেছে। ১৩ হাজারের ওপর স্কুল কলেজ কতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বস্তার সহস্রাধিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থ, আসবাবপত্র, ডবন ইত্যাদি বিশেষভাবে কতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু সংগ্রহশালাও কতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস উৎসাহ-উদ্বীপনার সংগে অঙ্কিত হয়।

এবার কেন্দ্রীয় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী অধ্যাপক পার্শ্ব দে। সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি জীকবিন্দ্রনাথ দাস।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক পার্শ্ব দে বলেন, গণতান্ত্রিক শিকার ব্যবস্থা প্রচলন, হুহ সংস্কৃতির জ্ঞত ব্যাপক প্রচার, নিরক্ষরতা হ্রাসকরণ, লোকশিক্ষা, গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বামপন্থী ক্রুট সরকার দৃঢ়প্রজ্ঞ। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ এবং হুহ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারে

গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কিছু কাজ শুরু করেছে।

পরিষদের কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে, গ্রন্থাগার দিবসটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২৫ সালে কবিত্তক রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরিষদ তিন্ময় বছর ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যব্যাপী নিঃশেষ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজ্যসরকারের পরক্ৰমগুলিকে স্বাগত জানান। বিগত দেড় বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদজনা কমিটির পুনর্গঠন, রাজ্য বামমোহন দাস লাইব্রেরী কাউন্সেল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্বীপনার সকার করেছে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে থগড়া কমিটি গঠনে গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কর্মসচিব গ্রন্থাগার দিবস পালন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। প্রস্তাবে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করা, গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার দাবী জানান হয়েছে। প্রস্তাবে স্পনসর্ড প্রস্তাব অবসান ঘট্টরে সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অহ্বোধ জানান।

সভাপতিত্ব দেন বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের ওপর বহি সম্পূর্ণ

দারিদ্র্য দূর করা হয়, তাহলে তারা ভাবে সেই দারিদ্র্য বখাবৎভাবে পালন করবেন।

বড়ার কতিপয় গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন স্বায়ত্ত্ব সাহা এবং সমর্থন করেন নশাও বাগচী।

সমাবর্তন

জনসভার পূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন (১৯৭৭-৭৮ সেশনে) ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ ও পুরস্কার দেওয়া উপলক্ষে একটি অস্থানের আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রধান অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার এই অস্থানে বলেন, দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারে গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। যাত্রাভার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা সরকার। শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা

ভারতগণিতা বীণাপানি পাঠাগার, ২৪ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ভারতগণিতা বীণাপানি পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি কালীধন চট্টোপাধ্যায় ও পরিষদের সহ-কর্মসচিব নশাও বাগচী। সভার বক্তব্য রাখেন শান্তিহুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নশাও বাগচী ও শিবনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

- (১) জনস্বার্থী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কল্প অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে। (২) প্রতিটি বিভাগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে (৩) রাজ্য

শিক্ষা বোর্ডের পত্রিকা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণপুর জুবার স্থিতি এবং নিকেতন, তমলুক

তমলুকের মহিষাখল থানার ১নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর জুবার স্থিতি নিকেতন গ্রামীণ পাঠাগারের শাখা কেন্দ্র ধরপুর অভিযান সন্ধ্যা ২০শে ডিসেম্বর “গ্রন্থাগার দিবস” উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন এবং নিঃসৃত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে দাবী রাখেন সন্ধ্যার সম্পাদক মনোজ কুমার দাশিক।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ বিকাল ৫টার তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস বখাবোধ্য মর্যাদার অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত জনসভার পাঠকমূল্য, কর্মীগণ ও জনসাধারণ বোগদান করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারায়ক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহের কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি স্বায়ত্ত্বজন তট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। ২০শে ডিসেম্বর দিনটির তাৎপর্য, গ্রন্থাগার দিবস উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় জীবনে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সার্থকতা তথা বেলগাঁও জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন থেকে বর্তমান কালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি স্মরণ চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে বিনা টাকার গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিক বা অধিবাসীর গৃহস্থার পর্বত পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা কর্মী সমিতির সনিষ্ঠ সংগ্রাম, অগ্রগতি ও বর্তমান বাস্তবসী সরকারের প্রতিশ্রুতি তট্টাচার্য আলোচনা করেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে আবলাতাত্ত্বিক বাধাবিপত্তি, সর্বপ্রকার অহিলা ও অসুস্থতা নতুন হাতে অপসারণে সরকারকে অগ্রসর জানানো হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্বোধনে গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৮ রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' হলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। এট অহুতানে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বার্ষিক জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য "গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, প্রতিটি বিভাগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাজ্যে শিক্ষা বাজেটের ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়" প্রকৃতি দাবীগুলি উপস্থাপিত হয়। আলোচনার অংশ নেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডাঃ বুদ্ধাবন বাগ্‌চী ও অধ্যাপক হরিচরণ দেবনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। এই জেলার বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের করণ অবস্থা বর্ণনা করেন গ্রন্থাগারিকবৃন্দ। অহুতানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শঙ্কুনাথ রায়। বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক মোহন বংশী মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক হুজুত সাত্তাল। গ্রন্থাগার দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জেলা শাখার সভাপতি হুজিত কৃষ্ণ রায় ও সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

"গ্রন্থাগার দিবস" অহুতানের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, গ্রন্থাগার মন্ত্রী পার্শ্ব দে, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গভর্নমেন্ট, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মেদিনীপুর জেলা শাখা

১৯৭৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (মেদিনীপুর জেলা শাখা) গঠিত হওয়ার অল্পদিন পরেই এই জেলা শাখার উদ্বোধনে মেদিনীপুর শহরে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অহুতিত হয়। জেলা শাখার কয়েকটি সভাতে জেলার স্পনসর্ড, সাধারণ, কলেজ ও স্কুল গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও কর্মীবৃন্দ বিপুল উদ্দীপনার বোগদান করেন। এ বছর ২০শে

ডিসেম্বর ৭৮ 'গ্রন্থাগার দিবস' অভ্যন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে পালনের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গভর্ন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। জেলা গ্রন্থাগারে এ উপলক্ষে একটি জনসমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। জেলার সমস্ত দিক থেকে স্পনসর্ড, সাধারণ, স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও কর্মী এই সমাবেশে যোগ দেন। একটি বর্ণিত্য শোভাযাত্রা জনসমাবেশটিকে সম্পূর্ণতা দান করে। ইতিহাস ইনস্টিটিউট, অক্, টেক-নোলজীর গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিনিধিগণের একটি সভা অহুতিত হয়। জেলা শাখার বাৎসরিক সম্মেলনে বিভিন্ন আর্থিক অসুবিধা, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন এর বিলকৃত পুস্তক প্রকৃতি সম্পর্কে ঐ সভার বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবং স্থির হয় আগামী ১৯৭৯ সালের কেন্দ্রীয় মাসে জেলা শাখার বাৎসরিক সম্মেলন অহুতিত হবে। এ ছাড়া ঐ সভার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপদ বাড়াবার জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় হতে আহ্বান জানান হয়।

প্রথমার্ধের অধিবেশনে শেষ হওয়ার পর বিকাল ৪টার প্রকান্ত সভা শুরু হয়। ঐ সভারও সভাপতিত্ব করেন অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাতে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বোগদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (মেদিনীপুর জেলা শাখা) এর সম্পাদক অশ্বিনী সেন ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগারিক দিবসের' তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বাতে গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে প্রণয়ন করা যায় দেয়ন্ত সর্বজনের গণতান্ত্রিক বাহুবকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আজাহারউদ্দিন খান, গভর্ন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির (মেদিনীপুর জেলা শাখা) সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধভূষণ সিংহ, কে-ডি কলেজ অক কমান্সের অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক হুজুত সাত্তাল এবং অহুতানের সভাপতি অশোককুমার

মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নিত্যানন্দ মণ্ডল।

পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া শাখা

গত ২১/১২/৭৮ তারিখে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিত্য প্রসাদ কুচু চৌধুরী। সভায় প্রারম্ভে গড়ভবানীপুর আর. পি. টেনস্টিটিউশান অব বয়েজ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর লাইকেল শিয়ন শর্করী প্রসাদ ভাটের আকস্মিক পরলোক গমনে এই সভা শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। জেলা সম্পাদক অশোক কুমার দাস সমিতির বর্তমান পরিদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে হৃদয় বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে সমিতির কাজকর্মকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সামিল হতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় খ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে আসন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার জন্য সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থালীকের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত ও প্রসারিত করতে আয়লাচক্রের বিকল্পে যেমন সোজার হতে হবে তেমনি কর্মীদেরও সব বিষয়ে সঙ্গ মর্ডক থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সেন, গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার আইনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে নীতিমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগার আইনের বিপরীত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সবচেয়ে অগ্রণী কৃমিকা নিতে হবে।

পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখা ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবসের উদ্‌যাপন

নর্থবেঙ্গল টেট লাইব্রেরী (কোচবিহার) ভবনে বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে ১২/১৮ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি নীপেন চন্দ্র ও পরিষদে বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন্দ্র নাথায় চৌধুরী।

সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সভাপতি, জেলা শাখার সম্পাদক, প্রধান অতিথি চৌধুরী, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক জনোত্তম দে, শিক্ষাবিদ বজন্ত দাস, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক চিত্তর মজু এবং উত্তরবঙ্গ কৃষ্ণ পত্র-পত্রিকা সমিতির সম্পাদক সাংবাদিক গোপেশ্বর মজু।

প্রতিবেদক : অসিতকান্ত দাস

গ্রন্থাগার সংবাদ

পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার, ছাত্রবন্ধু,
রামরাজাতলা, হাওড়া

গত ৭ই জানুয়ারী, '৭২ রবিবার বেলা তিনটের সময় প্রতিষ্ঠান গৃহে, স্বপন কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে পাঠ্যপুস্তকের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের উন্নতিকল্পে ও বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ১৯৭১ সালের জন্য পাঠ্যপুস্তকের কর্মপরিষদ গঠিত হয় :—

সভাপতি—স্বপন কুমার ঘোষ সহ: সভাপতি—রামনারায়ণ সেন, সাধারণ সম্পাদক—নেপাল কান্তি ভট্টাচার্য্য, সহ: সম্পাদক—হুশান্ত মাইতি, গৌতম অধিকারী, তপন সিন্হা, তপন ভট্টাচার্য্য; কোষাধ্যক্ষ—জগদীশ মণ্ডল, ভাষাগ্রাণ্ড পত্রিকা সম্পাদক—অমিতাভ সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক—ফান্তনী মুখার্জী, সনত্ত—দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, হনীল কুমার দাস।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে অমর কথামিত্রী শরণচন্দ্রের দ্বারা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। শরণচন্দ্রে প্রতি প্রজন্ম নিবেদন করে শিকারতী বিজ্ঞান মাইতি তাঁর জীবনী, সাহিত্য প্রতিভা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বলীয়া গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর

গত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে, বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পশ্চিম দিনাজপুর গজঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বলীয়া গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ জেলা গ্রন্থাগারিক অনিল দত্ত এবং অন্তান্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে ছিলেন অবনী তলাপাত্র, বিনয়কুমার গোস্বামী, পরেশনাথ কুণ্ডু, হনীল ঘোষ, মনোরঞ্জন দে, পাচুগোপাল দে, অমলকুমার মজুমদার, সভাপতি সেন, বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, হরপ্রতাপ গোস্বামী এবং সৈয়দ খলিল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সভায় গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

উপর উক্ত বিবরণগুলি ছাড়াও সভায় গ্রন্থাগার নবনী ভা: বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও প্রজন্ম জানানো হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের অন্ততম কর্মী নাথান চন্দ্র চৌধুরীর প্রতি অগণভাবিক আচরণের জন্য ক্রোধ প্রকাশ ও তার প্রতিকারের দাবী করা হয়। এই গ্রন্থাগারের নবজন্ম কর্মীর স্বাধীনতায় কেন্দ্রে যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয় এবং অবনী কান্ত তলাপাত্র সর্বপ্রাচীন কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভারী কর্মী হিসাবে বীজিত না দেওয়ায় প্রাদেশিক সম্পাদক মহাশয়কে কথোপকথন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারী নির্দেশ

কার্যকর করার দাবী জানানো হয়। পল্লী গ্রন্থাগারে বই তপ বেত্তার অর্থ সরকার প্রদত্ত পাণ্ডীটিকে সরকারী ধরতে অর্থ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা ও বর্তমানে অব্যবহার্য অবস্থায় কেসে রাখার প্রতিবাদ জানানো হয় এবং এই অবস্থায় প্রতিকারের দাবী করা হয়।

তারপরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই গ্রন্থাগারের উপর তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন। সমস্ত অংশ কুমার অধিকারীকে পাঠাগারের খেঁচ পাঠক হিসাবে বোঝা করা হয়।

কাইতি ডাঃ কুগেন্স মিত্র পাঠাগার, বর্ডমান

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, '৭২ তারিখে অধ্যাপক ডঃ গোপেশ চন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পাঠাগারের জন্মবার্ষিকী অঙ্কন পালিত হয়। প্রধান অতিথির পর অলঙ্কৃত করেন জেলা কুমার কল্যাণ অধিকারিক মনন মোহন সাহা। পাঠাগারের সভাপতি অরবিন্দ রায় পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন। ডঃ মিত্রের স্বরূপে স্তুতিচারণ করেন গ্রন্থাগারিক লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি-নিধিরূপে বর্ডমান জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নে বর্তমান সরকার 'গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্তন করবেন এই আশা প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পলাশ চাকড়ী, মেদিনীপুর

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে পদার্থ নাথ কুইক্সার সভাপতিত্বে পাঠাগারের ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি সভা আয়োজিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হানীর এম. এল. এ. উদ্যোগিত চক্রবর্তী। অধ্যক্ষ উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন অজিত কুমার ঘোষ, অজিত কুমার কুইক্সা, কল্যাণ দাশি, শরৎচন্দ্র পাল, ডাঃ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

উদ্যোগিত মল্লীতের পর পাঠাগারের সম্পাদক জিতেন্দ্র নাথ বসল তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং

পল্লী পাঠাগার—হীরাপুর, হাওড়া

গত ১২ শে ফেব্রুয়ারী, '৭২ সন্ধ্যা ৬টার পাঠাগার কক্ষে বিশিষ্ট শিক্ষক কালীপদ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রয়াত সাহিত্যিক বলাই চাঁদ ব্রূষণাধ্যায়ের (বনকুল) স্বরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কনে "বনকুল"-এর সাহিত্য প্রতিভা ও জীবনী লব্ধে আলোচনা করে গোবিন্দ চন্দ্র মালুট, অশোক কুমার দাস, রণজিৎ পলো, তান্তাপদ রায়, প্রমথ ব্রূষণাধ্যায় ও কটিক চন্দ্র মালুট। বনকুল সম্পর্কে বহুচিত্ত কবিতা পাঠ করেন আশীষ চট্টোপাধ্যায়।

নেতাজী পাঠাগার, জিরামপুর

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পাঠাগারে নেতাজী জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। অঙ্কনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পর অলঙ্কৃত করেন বখাজয়ে হরিমোহন ব্রূষণাধ্যায় ও ইন্সমাখব রায়। অঙ্কনে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাণ্যমান করা হয় এবং পতাকা উত্তোলন করা হয়। নেতাজীর জীবনী লব্ধে ভাষণ দেন ইন্সমাখব রায়।

কুন্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা, কুলিরা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত মহাকবি কুন্তিবাসের স্মৃতিস্মরণার্থে তাঁর জন্মদিন কুলিরা কুন্তিবাসে, কুন্তিবাস স্মৃতিস্মরণ কমিটি ও কুন্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালায় বৌধ উদ্যোগে একটি উৎসব ও মেলায় আয়োজিত করা হয়।

অল্পটানে বাউলসঙ্গীত, লোকগীতি ও বাজার ব্যবহৃত থাকে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত সাময়িক এবং সাময়িকের বিভিন্ন সংস্করণ প্রদর্শিত হয়।

পুন্ডলিকা জেলা গ্রন্থাগার

গত ২৮শে জানুয়ারী জেলা গ্রন্থাগারের নির্মায়মান ভবনে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বিধ উদ্বোধনে এবং মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভার পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু করার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং গ্রন্থাগার আইনের সুবিধা—অসুবিধার কথাও আলোচনা হয়। আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন মহাদেব মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার চক্রবর্তী শশী বাগচী, বিশ্বনাথ কোলে, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, মল্লিক বহু, অনুল্য বাহাতো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

প্রতিবেদক : দিলীপ ভট্টাচার্য

মাননীয় সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা।

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আমাকে আমতা সাব ডিভিসিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হিসাবে (শিকাদপ্তর, পঃ বঃ সরকার) মেমে নেওয়া হয়েছে।

আশা করি এ সংবাদ আমাদের সকল সংগ্রাহী বন্ধু-সতীর্থদের পরিষদের মূখপত্র ‘গ্রন্থাগার’ মারকত জানিয়ে দিবে বাধিত করবেন।

সকলের সঙ্গে আপনাকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানিয়ে এখানে শেষ করছি।

ভবনীর—

অনিলকুমার বেরাশী

গ্রন্থাগারিক, আমতা পাবলিক লাইব্রেরী

২১/১/৭২

বিজ্ঞপ্তি

- ১) ষায়া ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অঙ্গরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্ত। চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর ‘গ্রন্থাগার’ পাঠানো সম্ভব হবে না।
- ২) কোন সদস্য ‘গ্রন্থাগার’ না পেয়ে থাকলে তাঁকে অঙ্গরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অঙ্গলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অঙ্গরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

(বাংলা সাপ্তাহিক)

প্রচার-সংখ্যা : ৭০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা • বার্ষিক সডাক—১০ টাকা

প্রম্মিকবাত

(হিন্দী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ১০,০০০

প্রতি সংখ্যা-১০ পয়সা • বার্ষিক সডাক-১.৫০ পয়সা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরেজী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ২০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা • বার্ষিক সডাক—৫ টাকা

এছাড়া, সাপ্তাহিক পাক্ষিক 'পশ্চিম বাংলা'

এক উর্দু পাক্ষিক 'মুগ্ধবতী বাংলা'

পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য শর্তাদির জন্য

নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :-

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটাস বিল্ডিং, কলিকাতা-৭০০০০১

English Abstracts

Vol. 28, No. 1

(April-May) 1978

By Gouri Bondyopadhyay

Editorial

The 34th Conference of the Bengal Library Association was held on April 14-16, 1978 in the Vidyasagar Hall at Midnapur. About 500 delegates from different districts attended the conference. This conference has a special significance in that the Library Law is going to be enacted this time and discussions were held on the structure of the Library Law.

Some thoughts on the role of libraries for the uplift of the villages. by prof. Bijayanath Mukhopadhyaya, Head of the Dept : Dept of Library Science, Burdwan University.

The author lays Stress on the importance of the libraries for the welfare of the village people. They will also serve as the sources of meeting places of the village people where they can go to quench their thirst for knowledge. The libraries also have roles to spread education among the village people and to remove illiteracy from the country.

The Significance of industrial efforts for the rural uplift and the role of libraries. by Ajay Kumar Roy, Central Glass & Ceramic Research Institute.

At present much emphasis is being given on the benefit and uplift of the rural people

and various industrial efforts are being made in this regard.

The libraries also have their significant role to satisfy the various needs of the villagers. They should serve as sources of information for the village people and disseminate knowledge to them

The role of library for the rural uplift. Ramkrishna Saha : Phanibhusan Ray : Gopikaprasad Ghosh.

The libraries should act as information centres. They should collect information and disseminate them to the village people according to their needs. But unfortunately the present conditions of the libraries are not upto the mark. For this they cannot serve the people properly.

But efforts should be made to coordinate the functions of different libraries. They should be manned with professionally qualified persons and be provided with sufficient money. They should be saddled with adequate information so that they can impart right knowledge to the right man at the right time.

Narayan Patrika : Bibliography by Sunil Das.

Bengal Library Association

The 34th Conference of the Bengal Library Association was held on April 14-16, 1978 at the Midnapur Vidyasagar Hall. Delegates from Calcutta, 24 Parganas, Jalpaiguri,

Nadia, West Dinajpur, Purulia, Burdwan, Darjeeling etc. attended the conference. They had their saying in it.

Circular for ad-hoc increase in pay to the staff of the Sponsored Library.

A plea for a National Library System. by R. K. Das Gupta

Vol. 2a, No. 3 (June-July, 1979)

By Dipakkumar Ray

Editorial :

It has emphasised on the long standing demand of subscription free integrated library system under library law West Bangal. Mr. Partha De. Minister-in-charge of Library affairs of our state has repeatedly assured us that the Government would soon introduce library legislation. But a few bureaucratic officers are trying to spoil our attempts. The aim of library movement is two-fold :—First we will have to expose those who are trying to make obstacle in the the way of Library legislation. Secondly, we will have to face people of all ranks and make them understand about the implications of Library legislation.

In order to fulfill our attempts, a movement is to be started in all parts of our state. We all request our friends and lovers of Library to be with us in a provision which will go up to Assembly on the 6th September, 1978.

Rural Library and rural development : discourse, by Chaitali Datta

Page 462

The author has gone through the pros and cons of the rural Librarians in our country.

It has been flashed before us some of the basic problems of rural library and rural development. It has also been pointed how the rural Librarians can be effective for the rural people and how these can meet up the economic demands of the people residing in Villages of our country.

Narayan Patrika : Its introduction and Bibliography, by S. Das.

page 468

List of Contents of the Patrika are arranged as per volumes and issues.

Book discussion

Page 473

Conferences of the district branches of B. L. A.

Page 474

Jalpaiguri 15th June, 1978 Nadia 9th April, 1978 West Dinajpur District 11th June, 1978 Howrah District Branch, 11th April, 1978

Library News, by Asitava Das

Page 476

Monoharpur palli Pathagar, Dankuni, Hooghly Panihati Club, 24 Parganas Sahid Pathagar 20th general conference and wise men reception—18th June, 1978 Subarban Pathagar and Nalini Smriti Free Reading Room. Naba Pravat Sangha, Nadipar, West Dinajpur. Sabuj Granthagar, Nijbalia, Howrah

Parishad Bhaban : Rabindra-Najrul evening, Memorandum on different aspects of Library Services and on some problems of Library workers in West Bengal, jointly submitted by the Bengal Library Association and the West Bengal Sponsored Library Employees Association.

page 478

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

LIST OF HOLIDAYS : 1979

| <u>Dates</u> | <u>Days</u> | <u>Occasion</u> |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1st January | Monday | New Year's Day |
| 23rd January | Tuesday | Netaji Birth Day |
| 26th January | Friday | Republic Day |
| 1st February | Thursday | Sree Panchami |
| 10th February | Saturday | Fateha Doajdaham |
| 13th March | Tuesday | Dol Jatra |
| 13th April | Friday | Good Friday |
| 14th April | Saturday | Chaitra Sankranti |
| 15th April | Sunday | Bengali New Year's Day |
| 1st May | Tuesday | May Day |
| 9th May | Wednesday | Birth Day of BLA's First President poet Rabindranath Tagore |
| 14th August | Thursday | Janmastami |
| 15th August | Wednesday | Independence Day |
| 25th August | Saturday | Id-ul-Fitter |
| 20th September | Thursday | Mahalaya |
| 28th September to | Friday to | Durga Puja, Lakshmi Puja and Gandhiji's Birthday |
| 6th October | Saturday | |
| 20th October | Friday | Kali Puja |
| 1st November | Thursday | Id-uj-Zoha |
| 4th November | Sunday | Guru Nanak Birth Day |
| 1st December | Saturday | Muharram |
| 20th December | Thursday | BLA's Foundation day 'Granthagar Dibas' |
| 25th December | Thursday | Christmas Day |

Student's Re-Union Day (To be notified later on).

Sd/- P. Raychaudhury
(Secretary)
Bengal Library Association.

১. গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগ

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগ আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ সচিবসহ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারস্বত্বাধীনের কাছে পত্রিকা প্রেরিত পৌছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা নতুন নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠার কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ৫ | ১০৫ | ১০০ |
| পূর্ব পৃষ্ঠা : সাধারণ | ২০০ | ৩০০ |
| অর্থ পৃষ্ঠা : ৫ | ১০০ | ১৫০ |
| ১ পৃষ্ঠা : ৫ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা কালের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পত্রিকাক

নি. ১৩৫, বি. আই. টি. বীথ ৫২

কলিকাতা—৭০০১১৪

ফোন : ৪৪৮৫৬৩

২. পত্রিকার প্রকাশিত কালেক্টরী নাই :

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য—২০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার নব্বই বর্ষিক তথ্য

সংলিভ একমাত্র গ্রন্থাগার প্রাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২.০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩.০০

যা কিনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

নৃত্য প্রচেষ্টার আয়োজিত আলোচনা

চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫.০০

আড়াই হাজারের বেশি নির্বাচিত বাংলা

বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—বঙ্গীয় সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য—২.০০

ডঃ আদিত্য ওহরদেব—গ্রন্থবিজ্ঞ।

মূল্য—৪.০০

বাঙ্গালী বঙ্গ (সভা)—বাংলা লিঙ্গ সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭.০০

১৯১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের পূর্ণ কর্মসূচী সংখ্যা ১৩৬২।

মূল্য—৫.০০ [বাংলা ৮.০০]

ব্যক্তিগত বৃত্তিক্রমলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক

শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পত্রিকাক

নি-১৩৫ বি. আই. টি. বীথ—৫২

কলিকাতা—৭০০১১৪

Annual Price Rs. 15.00

Single Issue Rs. 1.50

Ministry of Information and Public Relations

LICENCE NO. WB/CCL-1

Postal Regd. NO. WB/CCL-143

Regd. NO. 21150/77

March 1978

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073 .

All correspondence and for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Banghosi Ltd.
26, Patalbhanga Street, Calcutta-700 009

Editor : Arun Ray

Associate Editor : Ananta Das

প্রদীপ

বাসায় প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১২

চৈত্র, ১৩৫৭

সূচী

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| সম্পাদকীয় | ৭১২ |
| ৩৫তম বর্ষীয় প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ—জ. বিহলকুমার বসু | ৭১৪ |
| হেকায়েল সাক্ষ্যকার : পণ্ডিত ও হেকায়েল প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ | |
| ভাষায় প্রদীপ—ভদ্রানীকুমার বসু | ৭১৫ |
| কলকাতায় জ. ভদ্রানীকুমার বসু প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ | ৭১৬ |
| বর্ষীয় বসু প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ | ৭১৭ |
| Memorandum submitted to the Minister-in-charge of Higher Education on 10.4.79 | ৭১৮ |
| প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ | ৭১৯ |
| W. B. Govt. Circular regarding enhancement of D. A. | ৭২০ |

বিস্তৃতি

পরিষদ যে পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেটরী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার তথ্য সংগ্রহের কার্য শেষ পর্ষায় পৌঁছেছে। এখনও বাকী ডাইরেটরী কর্ম পূরণ করে পাঠান নি, তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে কর্ম পূরণ করে পরিষদ অফিসে পাঠান। আগামী মাস থেকে সংকলনের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

অরুণ রায়

সাধারণ

ডাইরেটরী উপসমিতি

‘গ্রন্থাগার’

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পদ্ধতিদেব মুদ্রণক

সম্পাদক : অক্ষয় দাস

সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাস

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১২

চৈত্র, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

পরিষদের পরিচালনার ও ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবছরে নানা দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলনের স্থান প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে শহর কলকাতার দূরেষ্ট নির্বাচিত হয়ে এসেছে, যাতে দূরবর্তী ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা পৌঁছতে পারে। কারণ দেশের হারতীর কর্মচাকলা সাধারণত বৃহৎ নগরগুলিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। ছোট শহর ও গ্রামের মাঠকে পেছনে ফেলে বেধে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু গত বছরের অতি-বর্ষণ ও বস্তার বিপর্যয় এ রাজ্যের অধিকাংশ ভেলা’ সেমস সেই দু’বিশাক কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই সম্মেলনের স্থান এবারে কলকাতার কাছেই নির্বাচিত হয়েছে, যেখানকার কমিউনিস্ট প্রাবনের থাকা সামলে উঠতে পেরেছেন।

সম্মেলনের স্থান যেখানে নির্বাচিত হয়েছে সে ‘অকস্মিক ভারতের শেকিত’ নামে অভিহিত। শিল্পনগরীতে আয়োজিত চণ্ডার সভাবতই সেখানকার কলকারখানার আগামের মাল্ভ এবং সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার সহসারি হুত হয়েছেন। সম্মেলনস্থলে পরিষদ তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামিক সংগঠনগুলির প্রত্যাক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সভাবন’ দেখা ছিল। গ্রামিক সংগঠনের প্রাথমিক

কাজ যদিও ঘোঁষ দর কষাকষি, কিন্তু ‘অন্তমিকে গ্রামিকদের মননের বিকাশ’ সামাজিক মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টির কাকেন্দ্র সেকুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাই কোনো কোনো গ্রামিক সংগঠনে একটি করে গ্রন্থাগার পরিচালিত হতে দেখা যায়। গ্রন্থ কেন্দ্রের চাড়াপ্ত গ্রামিকদের প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর ও তথ্য সরবরাহ এবং যুগপৎ সাক্ষরতা বিস্তার সেইসব গ্রন্থাগারের এখন অন্ততম প্রধান কাজ।

উল্লিখিত তথ্য বিতরণ প্রসঙ্গে একটি কথা এসে পড়ে যে মননচল ভাৱতে কর্মসংস্থানের প্রধান উপায় স্বল্প ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সরকার এখন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে-ছেন। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে উদ্ভাবিত অভিনব তথ্য ও কারিগরী দিগ্যা অন্ত্যাত কাঁচামালের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাধান (Input) হিসাবে বিবেচিত। শিল্পপ্রধান শহর ও গ্রামিক সংগঠনের গ্রন্থাগারে এই উপাধান কিতাবে সহজে সরবরাহ করা যায় তার কল্প সংগঠিত কর্মীদের উপযুক্ত কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করা আশ্র প্রয়োজন। বিগত মেদিনীপুর সম্মেলনে গ্রামীণ উন্নয়নস্থলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে গ্রন্থাগারের কৃমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে তথ্য বিতরণের রূপ ও পদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালক ও রক্ষ কর্মীদের

সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের সভাসবি আলোচনায় ইত্যাদির ব্যবস্থা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

হান ভাড়াও বিষয় নির্বাচনেও এবারের সম্মেলন বৈশিষ্ট্য পরিচয় দেয়। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো ও কর্মসূচির পর্যালোচনা বা এবারংকাল বিভিন্ন সম্মেলনে প্রবন্ধাকারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছে—তা এবারের অধিবেশনে রাখা হয় নি। কারণ পরিবর্তনের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত অভিমত ও সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য শিক্ষণ দপ্তর গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছেন। খসড়া বিলটি চলতি বছরে বিধান সভার উপস্থাপিত হয়ে বলে আশা করা যাচ্ছে। আইন অবশ্য ততদিন না বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন আইনের দাবি রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূখ্য বিষয় হিসাবে ধরিত হবে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা ভাল যে আইন গৃহীত হলেও আইনের সঠিক রূপায়ণে কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই।

এবারের সম্মেলনে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে নির্বিশেষ কোনো আলোচ্য বিষয় প্রবন্ধাকারে না থাকলেও সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্ততম কাজ হিসাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এবং শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বিষয়ে নির্দিষ্ট দুটি অধিবেশন সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দেশের নানা কার্যগার এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা ও সম্মেলন হয়েছে। বখারীতি নানা ধরনের কর্মসূচি ও কিছু অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কী সে সম্পর্কে বা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হল তথাকথিত “কলো আপ” কাজে গ্রন্থাগারের অঙ্গবিস্তার অংশ গ্রহণ। অন্ততিকে গ্রন্থাগার কর্মীরাও তার বেশি বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি নেন নি। পরিবর্তনের পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলিতে আনুমানিক বিষয় হিসাবে প্রসঙ্গটি বার কয়েক উঠেছে; প্রত্যাবর্তন গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি মূল আলোচনার এবারই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে—বলা বাহুল্য

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাত্মক উদ্যম ও আবেগের সমরোচিত প্রতিফলন হিসাবে। বস্তুত: সাক্ষরতা বিভাগে সবচেয়ে বেশি উপযোগিতা আর্জী উপেক্ষিত গ্রন্থাগারেরই। গ্রন্থাগারে তথ্য বিতরণ ও সভাসবি সাক্ষরতা বিভাগের আয়োজন পরস্পরের পরিপূরক।

শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের বিষয়টি নতুন না হলেও এবছরে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের নিরিখে সেটি সম্মেলনের একটি বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। মাহবুবে গ্রন্থদ্রব্যী ও গ্রন্থাগারমনা করে তোলার প্রারম্ভিক ক্ষেত্র হল ছোটদের গ্রন্থাগার। ছোটবেলা থেকে পাঠস্পৃহা পড়ে উঠলে সহজাত কৌতুহল চরিতার্থের সুযোগ পায়—পরবর্তীকালে সেটি গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষার অঙ্গবুল হয়। বই পড়ার অভ্যাস ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের মনোভাব সঞ্চারিত হলে নোটনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণটোকাটুকিরও অবদান হবে। শৈশব ও কৈশোরের পাঠস্পৃহা একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পক্ষে অঙ্গবুল হবে, অন্ততিকে সাধারণ গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদাকে পূরণ করে। চুংখের বিষয় যে ছোটদের উপযোগী ব্যবস্থা আজও বিশেষ দোখ বার না। একনো অভিভাবকরাও অনেক সময়ে দায়ী। গল্পের বই পড়াকে বাপ-মায়েরা অনেক ক্ষেত্রেই বিব নজরে দেখেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা তৎপর হলেও বখোচিত সাড়া না পাবার কলে ছোটদের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। বর্তমান চিন্তার ব্যবস্থাও ছোটদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের বাধা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশু ও কিশোর কল্যাণের নানা বিষয়ের মধ্যে তাদের মানসিক বিকাশের জ্যেষ্ঠ উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ ব্যবস্থার প্রস্তাব বিভিন্ন অঙ্গঠানে বিবেচনার দাবি রাখে। সেই নিরিখে সম্মেলনের আলোচনার বিষয়টি সমরোচিত।

কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্মেলনের তৃতীয় বিষয়টি চক্করীষি অধিবেশনের পরে এবছরে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্তা ও সভাবনাক দিকটি পরিবর্তনের মূখপত্র ভাড়াও বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে বখোচিত গুরুত্বের সঙ্গেই আলোচিত হয়ে থাকে। কলেজ গ্রন্থাগারিক-

দের বেতন সম্পর্কিত অব্যবস্থা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু হুকমও পাওয়া গেছে। কিন্তু ইউ. জি. সি শিক্ষকদের সাম্প্রতিক বেতনক্রম পুনর্বিভাগের সময়ে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে পূর্বের নীতি থেকে সরে এসেছেন। পূর্বের নীতি ছিল শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমতুল বেতন ও সুযোগ-সুবিধা। দীর্ঘকাল যাবৎ অল্পস্বত এই নীতি বজ্রনের ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও কোত দেখা দিয়েছে। প্রতিকারের দাবিতে পরিষদ নিয়ন্ত্রণ নানা পর্বাধে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন হারের প্রথ ভাঙাও কলেজ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যক্তব্যাপ্তপ মূল্যায়ন এবং কর্মপদ্ধতির যানোয়ানকল্পে সম্মেলনে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থাও একটি নতুন পদক্ষেপ। কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সুবিধার্থে স্বতন্ত্র সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ত্রাত্তপ্রতিম শিক্ষক সংস্থাদির সহ-যোগিতায় গ্রন্থাগার কর্মীদের অসন্তোষ হ্রাস্তো কিছু পরিমাণে নিরসন করা যায়। কিন্তু নিজস্ব এবং শক্তিশালী সংগঠন ভাঙা, কেবল বাইরের বক্তৃদের সাহায্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজস্ব নানা প্রকারে স্বাধীন সমাধান সম্ভব নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বাধীনে জ্ঞেয় নির্বিশেষে গ্রন্থাগার

কর্মীদের সংঘবদ্ধ হওয়াটাই নানাবিধ সমাধানের একমাত্র কার্যকর উপায়। সম্মেলন সূত্রে একটি কথা এখান যেন হয়েছে যে বিগত কয়েক দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলন একদিকে যেমন সাধারণ জনপ্রিয় পর্বাধে সম্প্রসারিত হয়েছে অতদিকে আন্দোলনের ধারা বিভিন্ন জ্ঞেয় গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে। সেই কারণে পরিষদের কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় অগ্রদূত একটা করে উপ-সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সম্মেলনে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বতন্ত্র একটি সভায় মিলিত হতে দেখা যায়। হওয়াটা স্বাভাবিক। তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নিজস্বের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুক্ত হতে পারেন। অহরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন অগ্রদূতী অজ্ঞান্য জ্ঞেয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়েও করা যায়। তাহলে বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃত প্রতিনিধিরা সাধারণভাবে সবাই কেবল উদ্বোধন ও সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারবেন। এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে অল্পস্বত হতে দেখা যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও পাবলিক, পলিটেকনিক স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি ধরনের জ্ঞেয় বিভাগের প্রয়োজন ক্রমে দেখা দিতে পারে; যদি সংশ্লিষ্ট জ্ঞেয় প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। কাজেই সব-জ্ঞেয় গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সুক্ত হওয়াটা এ ব্যাপারে একটি আবর্তিক কাজ।

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

ডঃ বিমলকুমার দত্ত

বিশভারতী

সমবেত স্বধীশ্রুত,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার আন্তরিকতা
করে আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন
তাতে আমি অভিভূত। আজ এই শুভ উৎসবে আমি
আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারার আনন্দিত ও পবিত্র।

জাতীয় চেতনা ও অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগারের স্থান সর্ব
দেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। ভারতীয় জন চেতনা ও সাংস্কৃতিক
ইতিহাসে অতি প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থাগার উপস্থিত মর্যাদার
সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারত কেবলমাত্র যে স্মৃতি ও
ঐতিহ্যের বৃক্ষ এ ধারণা সর্বত্র ব্রাহ্ম ; কারণ প্রতি মঠ, মন্দির,
মসজিদে, ধনী ও মামী লোকের গৃহে ; বিদ্যালয়, মহা-
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন শাখার পুঁথিখানা রাখার
ব্যবস্থা ছিল। এই সকল গ্রন্থাগার সর্বস্বত্বাধার, জ্ঞান
ভাণ্ডার, ধর্মশালা, সর্বস্বত্ব মহল, ভারতী ভাণ্ডার, পুঁথিখানা,
বিদ্যালয়, প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। তাদের বক্ষণ-
বেক্ষণ, সূচী ও বর্গীকরণের বিশেষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।
প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রন্থাগারিকদেরও সমাজে বিশেষ স্থান
স্বীকৃত হয়েছিল। এ সকল তথ্য আজ স্বীকৃত এবং আমাদের
গর্বের বস্তু।

আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে মোটামুটি চার
ভাগে ভাগ করা যায়।

১৮০৮ খৃঃ বোম্বাই সরকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার নৃজপাত
করেন এবং এই দশকেই ভারতে তিনটি প্রধান শহরে
বোম্বাই, কোলকাতা ও মাদ্রাজে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতার
পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। এই দশকের শেষভাগে
ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও ইন্ডোর, কোচিন প্রভৃতি
করনরাজ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ Press &

Registration of Book Act গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর
একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বিশেষ শতাব্দীর প্রথম থেকে দ্বিতীয় যুগের নৃজপাত হয়।
১৮০০ খৃঃ Calcutta Public Library র পাঠক-
সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাই
Imperial Libraryতে পরিণত হয়। এছাড়া ১৮০৬ থেকে
১৮১১ সাল পর্যন্ত বরোদার মহারাজ গ্রন্থাগারের প্রসারের
জন্য যে সকল কাজ করেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

১৮৩৭ সালে কংগ্রেস কমতার আলীন হওয়ার পর থেকে
দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। এই সময় হ'তে জনমতের চাপে
গ্রন্থাগার প্রসারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। বোম্বাই-
এ জনমতের চাপে Library Development Committee-
র Report, মাদ্রাজে ডঃ রজনাক্ষরের এবং বাংলা দেশে
সুয়ার মুনীন্দ্রের দ্বারা মহানগরের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার
আইন পাশ হয় এবং বর্তমান যুগের সূচনা করে। ১৮৮১-৮৩
সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও
বিস্তারের এক বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের
সামগ্রিক কল্যাণের জন্য জাতীয় সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা
সকলের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে নূহ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার
সংকল্প গ্রহণ করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বড়
বড় শহর ও নগরে কিছু কিছু পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে
উঠেছে, আব্রাহাম গ্রন্থাগার মাধ্যমে সামান্য কিছু গ্রামে
লিবার প্রোভারদা জনমানবের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে কিন্তু
অমোঘের দেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও লিবার নিয়ন্ত্রণের
তুলনায় এ প্রচেষ্টা অতি সামান্য।

বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপক দলবন্টনের

কার্যসম্পাদনা গ্রহণ করে আমাদের দেশকে ধাপে ধাপে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের জনসাধারণের মধ্য থেকে ছুৎ, হারিরা ও অতাব দূর করার জন্য এ কাজের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু এই ধন-বটনের সঙ্গে সঙ্গে চাই জ্ঞান-বটন বজায় রাখা। শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী ভাবতক্রে আরও হৃদয় করার জন্য চাই শিক্ষার ও স্বকৃতির ব্যাপক প্রসার। দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই জ্ঞান-বটনের জন্য যে সকল কাজ করা হয়েছে তা মূলতঃ বড় বড় সহর ও নগরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। নেতাজী মহাশয় “One village, One school, One Library” আভ্যন্তরীণ বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। আমরা সেই জ্ঞান-বটন বজায় পূর্ণ শ্রোত দেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।

গ্রাম সর্বত্র আমাদের দেশে জন শিক্ষার প্রসার চাড়া দেশের কল্যাণ চেষ্টা অর্জন। সেই জন্যই স্বাধীনতা বার-বার জনশিক্ষার প্রসারের শুভকসের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং ত্রিনিদাদে গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও চলচ্চিত্র বা স্রোমামান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ভাগ্যের বিস্ময়তার মধ্যে সাধারণ মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের পথ দেখিয়েছেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের নেতৃত্বে দেশবাসী জনশিক্ষা প্রসারের যে পরিকল্পনা বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত আশা-প্রদ। এতদিন জনশিক্ষাকে অবহেলা করে দেশে উচ্চশিক্ষার উপর পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ঠাণ্ডা যে ভিত্তিরে ছিলেন সেই ভিত্তিরেই আছেন। আশা-করি বর্তমান সরকারের এত প্রচেষ্টার ও আন্তরিকতার আভিষেক স্বাধীন উন্নতির জন্য সমাজের ব্যাপক পটভূমিকার শিক্ষা, স্বকৃতি ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকবে। এ কাজ সার্থক ও সম্পূর্ণ করতে হলে যেমন একদিকে চাই ব্যাপক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা তেমনি অন্যদিকে চাই সেই শিক্ষার্থীকে সজীব ও সক্রিয় রূপ দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে হুই

সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বহু বিকিত দেশবাসীর উপযোগী পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

এইভাবে শিক্ষার সার্বভৌম প্রসার ঘটাবার জন্য চাই গ্রন্থাগার আইন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলাদেশে ও পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারকারীরা দীর্ঘদিন ধাবৎ নিঃশেষ আইন তৈরিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এই আন্দোলনের তাগিদে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটিও উভয়দিকেই সরকারের নিকট খসড়া আইন পেশ করতেন। আমরা আশা করি গ্রন্থাগার বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী পার্শ্বের সাহায্যে শীঘ্রই এই খসড়া বিলটি বিধানসভায় অন্বেষিত হবে। গ্রন্থাগার আইন চালু হলে দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হবে। এ দাবী শুধু আমাদের নয়, এ দাবী দেশের আগামীর জনসাধারণের। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সমবেতভাবে আবার অহুবাধ করেছি তিনি এত খসড়া বিলটিকে আইনে প্রবর্তন করে এই রাজ্যে মূল্যবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচাচতা করুন।

মূল্যবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হলে চাই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। আমরা জানি যে প্রাণের লব ও বহুশিক্ষিত দেশবাসীর উপযোগী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার একান্ত অভাব। রামমোহন লাইব্রেরী কাউন্সিল গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থাদি সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছে। সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহুশিক্ষিত জনসাধারণের কৃতি, শিক্ষার মান, জীবনযাত্রার প্রশালীর ওপর পূর্ণ লক্ষ্য রেখে উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য অগ্রণী হতে হবে। প্রদেশ সরকার যদি National Book Trust এর মত W. B. Book Trust গঠন করে উপযোগী পুস্তক প্রকাশের পথ প্রশর্শন করেন তাহাল সকলে উপকৃত হ'বো।

আগামী দিনের গ্রন্থাগারগুলির জন্য চাই অসংখ্য বুদ্ধি-মূল্যবান গ্রন্থাগারিক। এই চাহিদা মেটাবার জন্য গ্রন্থাগার-

বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে সাহায্যে চড়িয়ে দিতে হবে। দেশের নানানস্থানে এই বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা করে মৃতন মৃতন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। কারণ বর্তমানে এই শিক্ষাব্যবস্থা হ'ল একটি কেন্দ্র চাড়া সবটাই বড় শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সাধারণের পক্ষে ঐ সকল শহরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যয়সাধ্য। গ্রামের তরুণ তরুণীরা এই বৃত্তি গ্রহণ করতে উৎসুক অথচ তাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সব স্পষ্ট হতে হবে। বিশ্বভারতী একাংশ ও দ্বাংশ জেলাতে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে চাক্ষুণ্যজ্ঞানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ও আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। দেশের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানও যদি গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন তাহলে একটা বড় কাজের সূচনা করা হ'বে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পঠন পাঠন ও গবেষণা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে ও ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কিছু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাবার জন্য মূল বিষয় সমূহের ওপর পৃথক পৃথক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং একাজে আমাদেরই ব্রতী হতে হবে।

দীর্ঘদিন আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকার করার পর আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেজন্য হাল ছাড়লে চলবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলন চলছে ও চলবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একটি আদর্শ হ'ল গ্রন্থাগার পরিচালনার তার বাতে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের ওপর ভরত থাকে সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া। সবজন প্রকৃত তঃ বহনাবনের ঐকান্তিক চেষ্টায় সরকার ও সমাজ একতরফে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ

করছিলেন এখন এক ছোট চক্রের প্রয়োচনার সেই দৃষ্টিভঙ্গী বহনভে হ্রস্ব করেছে। আমাদের সকলকে হ'লিয়ার থাকতে হবে। ধারা বৃত্তিকুশলী নন তাঁরা বেন বৃত্তিকুশলনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্যক্ষমতার সুবোপ নিয়ে তাদের ওপরে প্রকৃষ্ট করতে না পারেন। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের সামনে এই সমস্যা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের বৃত্তির ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে, আমাদের বৃত্তির মধ্যমা আমাদেরই বন্ধা করতে হবে সেজন্য আমাদের সার্থক ও দক্ষ গ্রন্থাগারিক খের গড়ে তুলতে হবে।

দেশের উন্নতির জন্য তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং অসংখ্য মুক দেশবাসীর মুখে ভাষা ও হাসি কোটাবার জন্য সরকারের সাহায্যের সঙ্গে আমাদের ও প্রত্যেকের চাই সেবার আদর্শে উৎসাহ হয়ে কাজ করা। আজকের সমাজে যে বাংলা নির্যাস উৎসাহের প্রীতি-সৌহার্দ্যের বাত প্রতিবাত চলছে তার মধ্যে নির্যাস হয়ে দেশ সেবার জন্য এই মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত দেশবাসীর কর্তব্য। একজন দেশের মাহুত সম্বন্ধে আত্মীয়তা বোধ ও সেবাবৃত্তিকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। আমাদের উদ্বেগ সাধনের সীমার পৌঁছিতে আমাদের সামনে দীর্ঘ কষ্টক বহল পথ। এই পথিহ দিনে লপথ গ্রহণ করছি যে আমরা এই কাজ আমাদের সেবা, আমাদের আত্মত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবো। এ কাজ আমাদের কাজ, এ কর্তব্য আমাদের কর্তব্য ও এ দায়িত্ব আমাদের দায়িত্ব।

আপনারা পথর ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালক মণ্ডলীকে তাদের দীর্ঘ দিনের গ্রন্থাগার সেবার জন্য আমার সজ্জ্ব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রেকারেল সাক্ষাতকার : পাঠক ও রেকারেল গ্রন্থাগারিকের কথাবার্ত্তার

আদান প্রদানে বাধা ও তাহার প্রতিকার

ঐত্ত্বানীকুমার ঘোষ

সহ: রেকারেল গ্রন্থাগারিক

ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা

১. গ্রন্থাগারিকের তথ্যাদি প্রকাশে পাঠকের সমস্যা

পূর্ব সাধারণভাবে বলিতে গেলে, রেকারেল সেবা বলিতে আমরা বুঝি পাঠকের গ্রন্থাগারিকের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ রেকারেল গ্রন্থাগারিককে পাঠকের প্রকৃত চাহিদা সন্থে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। কিন্তু আসল সমস্যা হইতেছে যে পাঠক প্রায়ই তাহার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহার অর্থ এট নহ যে তিনি তাহার চাহিদা সন্থে অন্তিম কিন্তু যে কোন কারণবশতঃ গ্রন্থাগারিকের নিকট তাহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পাঠকের এই সমস্যার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) রেকারেল বইয়ের গ্রন্থাগারিকতা সন্থে অভিজ্ঞতার অভাব,

(খ) গ্রন্থাগারে রেকারেল সংগ্রহ সন্থে ধারণার অভাব।

(গ) রেকারেল বই ব্যবহারে অপরিমিত জ্ঞান।

(ঘ) নিজের প্রকৃত চাহিদা স্পষ্টভাবে বলিতে অনিচ্ছা।

(ঙ) গ্রন্থাগারিকদের নিজের কৃমিকা সন্থে সচেতনতার অভাব এবং সর্বাংশে চাহিদার “বিষয়বস্তু (Subject)” সন্থে অনভিজ্ঞতা।

২. পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় পরিকল্পনার রেকারেল গ্রন্থাগারিকের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

গ্রন্থাগারিকের সবচেয়ে শক্ত কাজ পাঠকের চাহিদাকে

ঠিকমত নির্ধারণ করা। তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পাঠকের চাহিদা সন্থে সচেতনতা। অর্থাৎ পাঠকের মূল প্রস্নকে বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয় কর্তব্য পাঠকের প্রস্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করা। গ্রন্থাগারিককে মনে রাখিতে হইবে যে এই বিভাগের কাজ মূলতঃ পাঠকের অভ্যন্তরীণ কাজে সহায়তা করা। পাঠকের অভ্যন্তরীণ প্রস্নের উত্তর নির্ধারণ করাট এই বিভাগের মূখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য ব্যবস্থাপনায় এই বিভাগ পরিচালনা করিতে হইলে এমন শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন যে ব্যক্তি ঐ “বিষয়ে” বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। পাঠকের প্রস্নোত্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপে বাধার সৃষ্টি না হয় সেইমতে গ্রন্থাগারিককে কাজ নজর নিতে হইবে। কিন্তু সময়বিশেষে গ্রন্থাগারিক নিজেই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। সমস্যাগুলি সাধারণতঃ এইরূপে—

(ক) পাঠকের সমস্যা সন্থে যত্ন মনোযোগ দেওয়া।

(খ) পাঠকের প্রস্নোত্তর দেওয়া দূরে থাকুক কথাবার্ত্তার আদান প্রদানে গ্রন্থাগারিক আসল প্রস্নকে আরও জটিল করিয়া তোলেন এবং তাহার ফলে পাঠক সাহায্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করেন।

(গ) পাঠকের প্রস্নোত্তর প্রদানের পূর্বেই গ্রন্থাগারিক তাহার প্রস্নের চাহিদা সন্থে বিভ্রান্তি বাধা করিলে সেই মুহূর্ত্তে পাঠকের চাহিদা পূরণ অব্যবহিক ও অপাংক্তের হইয়া যায়। ইহার ফলে গ্রন্থাগারিক তাহার অভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রকাশ করেন।

(ঘ) বহুক্ষেত্রে রেকারেল গ্রন্থাগারিক নিজেই বুঝিতে

পাঠক না—“পাঠকের প্রকৃত চাহিদা কি”? গ্রন্থাগারিক সকল বিষয়ে পণ্ডিত হবেন আশা করাও অসম্ভব। সেই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নানান কলা-কৌশলে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন। পাঠককে কখনই বুঝিতে দেওয়া উচিত নয় যে, গ্রন্থাগারিক ঐ বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অজ্ঞসন্ধানের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে পাঠককে ঐ বিষয়ের উপর যেকোন একটি বই-দিয়া বাস্তব রাখিতে হয়। ইহার ফাঁকে গ্রন্থাগারিক তাহার অজ্ঞসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। প্রয়োজন হইলে তাহাকে সহকর্মীদের নিকট হইতে সাহায্য লইতে হয়। প্রস্তুতিকে যথোচিত উত্তর প্রদানের জন্য গ্রন্থাগারিককে dictionary, encyclopaedia' index গ্রন্থাগারের catalogue ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রয়োক্তর কখনও সাধারণ বই থেকে, কখনও বেকারেল সংগ্রহশালা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রয়োক্তর যদি ইচ্ছাতেও না পাওয়া যায়—তাহা হইলে পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট, Pamphlet file ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে হইবে। পাঠকের ঐ প্রয়োক্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে কিনা জানিতে হইবে। সেইজন্য গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেকটি প্রয়োক্তর “ \times ” কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়বাহারী সাক্ষীরা রাখিতে হইবে। এই কার্ডগুলিও অজ্ঞসন্ধানের সময় পরীক্ষা (check) করিলে অনেক সময় প্রয়োক্তর পাওয়া সম্ভব হয়। পাঠকের প্রের বিভিন্ন বই হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। তাহাতেও অসম্ভব না পাইলে পাঠককে পরে আসিতে বা তাকযোগে উত্তর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অজ্ঞসন্ধানের কাজ নূতনভাবে আরম্ভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ বেকারেল গ্রন্থাগারিককে প্রয়োক্তরের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করা উচিত—

- (১) পাঠকের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করা
- (২) পাঠককে যথোচিত সম্মান প্রদান করা
- (৩) পাঠকের প্রস্তুত অবস্থানিত না করা

৩ পাঠকের প্রয়োক্তর অজ্ঞসন্ধানের ক্ষেত্রে

গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

প্রয়োক্তর প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে বেকারেল

গ্রন্থাগারিক বখনই পাঠকের চাহিদা ভুলিবেন তখনই চাহিদা মনে রাখিতে হইবে ইহা তাহার নিম্নেই প্রের। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিককে লক্ষ্য রাখিতে হয়

(১) বিষয়বাহারী নির্দিষ্ট বেকারেল বই হইতে প্রয়োক্তর খুঁজিয়া বাহির করা ;

(২) প্রেরটি কোন বিষয়ের অন্তর্গত? অন্য বিষয়ের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা ইত্যাদি ;

(৩) পাঠকের চাহিদা সংক্রান্ত বই গ্রন্থাগারে আছে কি না জানা ;

(৪) গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা পরীক্ষা করা ;

(৫) গ্রন্থাগারের Catalogue পরীক্ষা করা ;

(৬) প্রয়োক্তর বিষয়ক উপযুক্ত বই গ্রন্থাগারে না থাকিলে অন্য গ্রন্থাগার হইতে আনিবার ব্যবস্থা করা ;

(৭) প্রয়োক্তনাস্থানে অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাহায্য লওয়া, যাইতে পারে।

৪ সাকাতকারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কলা কৌশল প্রয়োগ

পাঠকের প্রকৃত চাহিদাকে কথাবার্তার মাধ্যমে এমনভাবে খণ্ডন (divide) করিতে হইবে যে গ্রন্থাগারিকের নিকট প্রয়োক্তর সহজ সাধ্য হয়। পাঠকের প্রের তাহাকে বৈধ-তা হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে তাহার কাজ লোকানের Sales-man'র মত। জটিল প্রেরকে পাঠকের কাছে সহজসাধ্য করে তোলাই গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব। সাধারণতঃ পাঠকের সহিত সাকাতকারে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি প্রয়োগ করিতে হয়।

(১) প্রেরের বিষয়কে টিকমত বোঝা ;

(২) পাঠক কি উদ্দেশ্যে বেকারেল চাহিতেছেন জানা ;

(৩) পাঠকের নিজের বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়াই করা ;

(৪) পাঠকের সঙ্গে হৃদয়স্পর্ক পড়িয়া তোলা ;

(৫) পাঠকের প্রেরের আশাহত উপর প্রদান করা।

আমাদে প্রেরের বিতরণ করে গ্রন্থাগারিককে মনে রাখিতে হইবে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় কতটুকু? সাধারণতঃ

গ্রন্থাগারিকের সকলতা নির্ভর করে তার ব্যবহার, কলা-কৌশল ও প্রকৃত প্রয়ের তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সেই কারণে গ্রন্থাগারিককে কতগুলি Process লব্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে; পাঠকের চাহিদা ও পাঠকে লক্ষ্যে কবাই গ্রন্থাগারিকের আন্তর্কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে Reference Process'র একটি মডেল নিম্নান করা যাইতে পারে— ইহার কলমবর্ণন পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে হৃদয় সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে।

চাহিদার প্রয়োজনীয়তা→প্রাথমিক প্রয়→পাঠকের সঙ্গে কথাবার্তার আদান প্রদান→প্রয়োজনের খসড়া তৈয়ারী→অনুসন্ধান→সংবাদ সংগ্রহ→সংবাদ পরিবেশন→চাহিদা পূরণ

পাঠকের সহিত গ্রন্থাগারিকের কথাবার্তার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে—

১) বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর ভেদ;

২) পাঠকের পরিসীমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুসন্ধান কার্য চালানো;

৩) সময়ের ব্যাপারে নকর বেত্তা।

আমল কথা হইতেছে পাঠকের চাহিদা যেটানো। কোনমতেই পাঠক ভুল হাতে না করেন। সেইজন্য যেকোনো গ্রন্থাগারিক যে কোনও কলা-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারেন। সব কিছুই নির্ভর করে উক্তের সৌহার্দ'পূর্ণ মিলনের উপর। সকলতার ৫০ ভাগ নির্ভর করে বই লহকারে চেষ্টা করা, আর বাকী ৫০ ভাগ নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের পেশাগত অভিজ্ঞতা, যেকোনো বই ব্যবহার ও বিষয় লব্ধে সম্যক জ্ঞানের উপর। Research, Project ইত্যাদি কাজের জন্য পাঠকে প্রায় সব সময়ই গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে food-back অর্থাৎ পাঠকের চাহিদা বতটুকু লটিকভাবে ততটুকু পূরণ হইয়াছে কিনা তাহার লব্ধে অবহিত হওয়া। পাঠক ও যেকোনো গ্রন্থাগারিকের বৈত প্রদানের সকলতা'র আর এক food-back.

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত ১৫ এপ্রিল, ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সূচ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ঐত্রিভূবন নারায়ণ সিং। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব-ভারতীর গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত।

ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। প্রতিিনিধিরাও প্রশংসার পক্ষপন্থ। লাইব্রেরীটি আর ৪ বছর পরে একটি শতাব্দী-প্রাচীন সম্ভার পরিণত হবে।

আগামী সংখ্যার গ্রন্থাগারে (বৈশাখ, ১৩৮৬) সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হবে।

কলকাতার ডঃ ভগলাল জে কসকেটের

পুস্তাঙ্গমন

কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল ২০শে জাহরারী 'Education of librarianship' নামে একটি সেমিনার আয়োজন করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আদিত্য ওহসেন্দার। উক্ত সভার উপস্থিত ছিলেন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ ডি. জে. কসকেট।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রমজী রুমলা মজুমদার উপস্থিত গ্রন্থাগারিকদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে দুই বছর আগে জেডেভিনলন কলকাতার এসেছিলেন এবং এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু স্থপাশ্বিনও এই সেমিনার থেকে হয়েছিল। কিন্তু তারপর কতটা এগিয়েছে এ বিষয়ে ক্ল্যারন প্রয়োজন।

ডঃ আদিত্য ওহসেন্দার ডঃ কসকেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন। ডি কসকেট এমন একজন গ্রন্থাগারিক যিনি বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। ১৯৪০—৪৮ সালে ইলকোর্ড পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হন। পরবর্তী বছর মেটাল বক্স কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

১৯৬০ সালে ডি কসকেট লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে উক্ত সংস্থার কেলো মনোনীত হন। ১৯৬২ সালে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন; ১৯৬৬ সালে সহ-সভাপতি, ১৯৬৮-৭২ সালে শিক্ষণ উপসমিতির সভাপতি। ১৯৭৬ সালে লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডঃ কসকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জরুরী অভিনন্দন জানান। পরে তিনি ইংল্যান্ডে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ডি কসকেট বলেন যে ব্রিটেনে প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক উভয় পর্যায়েই শিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের পরি-

চালনাধীন পাঠ্যক্রম আছে আবার লণ্ডন কুল অব ইকুনমিকসের অধীনে কনসলগেশন কোর্সও আছে। এইটি আংশিক সময়ের কোর্স। শিক্ষকরা পরীক্ষক নন। শিক্ষা-বৃত্তী বিগত কয়েক বছরের পরীক্ষার কলাকল বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। শিক্ষকরা ডিগ্রি কুলগুলির পরীক্ষক হতে পারেন। সমস্তা হয়—যেমন সারা বছর বা পড়ানো হলো তার সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনেক ক্ষেত্রেই মিল থাকে না। লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরবর্তীকালে রাজকীয় চার্চার পার-ডিগ্রী দেবার ক্ষেত্রে। লাইব্রেরী কুলগুলির নিজস্ব সিলেবাস আছে কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সেগুলি সঙ্গতিপূর্ণ। CNA (Council for National Academic Award) কোর্সগুলি পরিদর্শন করে এবং স্বীকৃতি দেয়। শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে unemployment আছে।

তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষাক্রম চালু হয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটে। বিজ্ঞানের ছাত্ররাই এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি হতে পারে। তারা এ বিষয়ে M.Sc. ও করতে পারে। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন একটি বিস্তারিত নীতি ঠিক করেন।

ডি কসকেট বক্তব্য শেষ করার পর বিভিন্ন আলোচনার নিরূপিত গ্রন্থাগারিকরা অংশ গ্রহণ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতল মিত্র শিক্ষকদের বোধ্যতা সম্পর্কে জানতে চান।

ডিকসকেট বলেন যে চার্টার্ড লাইব্রেরিয়ান (A L A) ছাড়া শিক্ষকতা করতে পারেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণ থাকা উচিত যিঁহেব করে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারের কাজটি করার বোধ্যতা, আর যে বিষয়টি শকাবেন সে

সম্পর্কে জান। লাইব্রেরী সার্বভৌমত্ব বোধ্যতাই
আমল নয়—বেশন বহু সি. এইচ. ডি-র কাছই আশা-
ব্যক্তক।

এস. এম. কলকাতা শিক্ষা বিভাগে চাকরীপূর্ণ পরিস্থিতির
কথা জানতে চান। ক্রীকসকেট বলেন যে A L A সাধারণ
গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হতে পারেন। উক্ত পদাধিকার
বিশেষ গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিপূর্ণ বোধ্যতা প্রয়োজন। কিছু
বিদ্যাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বোধ্যতা FLA পদাধিকার। অ-
তীতক ALA-র সাধারণ গ্রন্থাগারিক হওয়ার সম্ভাবনা
কম। এরা মধ্যবর্তী কাজগুলির দায়িত্ব থাকেন।

শ্রীপ্রবীর দায় চৌধুরী জানতে চান যে CNAA কোন
শিক্ষাক্রমকে বাতিল করতে পারে কি না? ট্যাগার্ড
শিক্ষাক্রম আছে কি না?

শ্রী কসকেট বলে যে—CNAA স্বীকৃতি দেয়। আবার
স্বীকৃতি দিতে অস্বীকারও করতে পারে। প্রত্যেকটি ত্রিগ্রী
বক্তব্যভাবে পরিমার্জিত হয়, শিক্ষা সংস্থার বিচারে নয়। মূল
কোন শিক্ষাক্রম রচিত হয় নি—কিছু নীতির উল্লেখ করা
আছে। শিক্ষা সংস্থার স্বাভাব্য বর্তমান।

শ্রীঅমিতাভ চ্যাটার্জীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে FLA-ক
মাস্টার্স ডিগ্রীর সমতুল্য হবে। শ্রীকৃষ্ণ সান্যালের
প্রশ্নের উত্তরে জানান যে CNAA প্রতি সমগ্র শিক্ষাক্রমের
মূল্যায়ন করে—হঠাৎ হঠাৎ নয়।

আলোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞপন সুধোপাধ্যায়, বিনয়
সেনগুপ্ত, কনিষ্ঠকম্প দায়, মনোজ্ঞান মহাপাত্র, অজয় কুমার
জায়, নির্মলেন্দু সুখাণী, কামাখ্যাগোবিন্দ চাংদার, জননীল
সাহা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইরাসমিকের উত্তোপে ডঃ কসকেটের সভাপতি সভা

বিশদ ১৯শে জানুয়ারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও
ইরাসমিকের বৌধ উত্তোপে পরিষদ ভবনে সভা। ৬-০-টা
ডঃ কসকেটের এক সভাপতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
হয়। সভার প্রায় দশকণ্ড গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের

স্বাক্ষর-স্বাক্ষরী উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন
পরিষদ সভাপতি শ্রীকনিষ্ঠকম্প দায়।

শ্রীদায় বলেন, শ্রীকসকেটের পরিচিতি বহুদিনের।
তিনি ভারতে এসেছেন সার্বভৌমত্ব বক্তব্য দানের
কল্প। এ বক্তব্যমালা অনুষ্ঠিত হয় DRTC-তে। শ্রীদায়
পরিষদ ও ইরাসমিকের পক্ষ হ'তে শ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ কসকেটকে
স্বাগত জানান। শ্রীমতী কসকেটও একজন গ্রন্থাগারিক
এবং শ্রীকসকেটের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অবদানগুলিতে
উত্তম অবদান আছে। শ্রীদায় শ্রীকসকেটকে বক্তব্য
বেতার কল্প আহ্বান জানান।

শ্রী কসকেট তাঁর ভাষণে বলেন যে এতদূর আকর্ষণীয়
সভা সত্ত্বেও আশা করা যায় না। ১৯৪৮ সাল থেকে
ভারতের সঙ্গে তাঁর বোগাযোগ ডঃ মনোজ্ঞানের মাধ্যমে।

ইংল্যান্ডে পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট চালু হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গে ১৮৫০ সালে লাইব্রেরী সার্ভিস চালু হয়। বিশ বছর
পরে পাবলিক এক্সকেন্সন অ্যাক্ট চালু হয়। গ্রন্থাগার
আন্দোলনে মার্কিনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জন-
সাধারণের দানে। বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, বই, পত্র-
পত্রিকা-এমন কি Specialised পত্র পত্রিকাও জনসাধারণ দান
করেছেন। শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা
চালু হয়নি।

প্রথমতিকে গ্রন্থাগারগুলিতে 'বহু ডাক' প্রথা চালু ছিল।
জেরল ডাক ব্রাউন সাধারণ গ্রন্থাগারে 'বহু ডাক' প্রথা চালু
করেন। ৬-১০ বছর আগে সাধারণ গ্রন্থাগারে অহলর
সেবা চালু হয়। ১৯৩০ সালে শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কিত
আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।

সাংগঠনিক বিকল্পে দেখা যায় পৌরসভাগুলি যে গ্রন্থা-
গার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব করেছে তাদের কাউন্সিল লাইব্রেরী বলা
হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটি শিক্ষা কমিটির অধীন একটি
সাব কমিটি। কাউন্সিল লাইব্রেরীগুলি হয় মূল এলাকার
সম্মুখ বা মূলগুলির পরিমার্জিত অকলে স্থাপিত হয়েছিল। একটা
কবে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা কী—স্বোচ্চ হয়েছিল।

তারপর জনসাধারণের শহর গ্রামাঞ্চলগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলগুলি ১৯৬৪ সালের সাধারণ গ্রামাঞ্চল আইন দ্বারা পরিচালিত। একজন রাষ্ট্রদূতী গ্রামাঞ্চল ব্যবহার করিতে। ১৯৬০ সালের আইনে লাইসেন্স গ্রামাঞ্চল আইনটি কাউন্সিলের কথা বলা হয়। বর্তমানে লাইসেন্স গ্রামাঞ্চল আইনটি কাউন্সিলের স্থাপন করার ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। এটা একটা দুর্বলতা। গ্রামাঞ্চল ব্যবহারে অল্প ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও কয়েকটি-দের ব্যবস্থাপনা গ্রহণের জন্য সাধারণ গ্রামাঞ্চলকে অস্বস্তিকর করা হয়।

লাইসেন্স গ্রামাঞ্চল আইনটি কাউন্সিলের সমস্ত সাধারণ গ্রামাঞ্চল কর্তৃপক্ষকে কোন মান প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া নেই। এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি। ভূমি সনাক্ত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শক নিয়োগ করেছেন।

আরেকটি অস্বস্তিকর অবস্থা উদ্ভব হয় যখন যার

শাসনের পুনর্গঠন হয়। এর প্রত্যেক পক্ষে গ্রামাঞ্চল উপরে। স্থানীয় গ্রামাঞ্চল কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠনের কালে অনেক ক্ষেত্রেই অবলুপ্ত হয়ে যায় বা অল্প কোন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে হৃত হয়ে যায়।

সাধারণ গ্রামাঞ্চলগুলি যেমন বিনোদনমূলক কাজ করে আবার শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অবদানও যথেষ্ট। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ বিজ্ঞান কারিগরি গ্রামাঞ্চল পরিষেবার ব্যবস্থাপক। ঠিক এই জাতীয় গ্রামাঞ্চলগুলি সাধারণ গ্রামাঞ্চল ব্যবহার অস্বস্তিকর নয়—অল্প বিভাগের আওতাধীন।

সাধারণ গ্রামাঞ্চলগুলিতে স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ যথেষ্ট শক্তিশালী। অল্প পরিষেবা বেশ উন্নত। গ্রামাঞ্চল বিশেষজ্ঞদের আনার ব্যবস্থাও হচ্ছে—তথ্য পরিবেশন কাজও চলছে।

শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রী ও শ্রীমতী কসকেটকে পরিষেবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তি

- ১) যাঁরা ১৯৬৪ সনের টীকা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে টীকা দেবার জন্য টীকা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রামাঞ্চল' পাঠানো সম্ভব হবে না।
- ২) কোন সদস্য 'গ্রামাঞ্চল' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোস্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রামাঞ্চল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাণী বহু স্মারক পুরস্কার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্ররাস্ত বাণী বহু স্মরণে প্রতিবৎসর বিশেষ কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতি বৎসর একটি প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল উদ্বোধন করা হয়েছে। প্ররাস্ত বাণী বহু অস্থায়ী বহু ও বঙ্গীয়ের মুক্ত হও এই উদ্দেশ্যে দান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিল্পক্ষেত্রে “শিল্প ও কিশোরদের গ্রন্থাগার” বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে বলে স্থির হয়েছে। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে বাবা ছাত্র/ছাত্রী ছিলেন বা আছেন শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হল।

- ১) রচনাটি সাদা কাগজের ১ পৃষ্ঠার পরিধায় করে লিখতে হবে।

- ২) ১৫০০ শব্দের মধ্যে রচনাটি শেষ করা বাধ্যনীয়।
- ৩) রচনাটির সঙ্গে অবশ্যই বিভাগীয় প্রধানের পরিচয় পত্র পেশ করতে হবে।
- ৪) রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার মূল্য হবে ৬০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার মূল্য ৪০ টাকা।
- ৫) পুরস্কার বিতরণে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ৬) ৩১শে জুলাই ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে লেখা অবশ্যই পরিষদের অফিসে কর্মসচিবের কাছে জমা দিতে হবে।
- ৭) যোগ্য মানের হলে পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা গ্রন্থাগারে মুদ্রিত হতে পারে।

প্রবীর সারগৌরী
কর্মসচিব

Memorandum submitted to the Minister-in-charge Higher Education on 10-4-79

To

**Prof Sambhu Ghosh
Minister-in-Charge of Higher Education
Govt of West Bengal
Writers, Buildings
Calcutta - 700 001**

**Sub: Problems of library staff working in
Colleges and Universities**

Respected Sir,

When the Left Front came into power in West Bengal, it was announced by you and other respected leaders of the government that the problems of different categories of employees will be discussed with the representatives of their associations and positive steps would be taken to redress their grievance. The Bengal Library Association, accordingly, submitted to you number of memoranda on different dates [27. 7. 1977, 12. 9. 77, 15. 12. 77, 6. 2. 78, 10. 3. 1978, 18. 7. 78, 22. 12. 1978] mentioning some of the outstanding problems of library personnel working in colleges and universities.

On all occasions, you gave sympathetic hearing and assured us that you will look into the problems. But with deep regret, we like to state that these problems remain as those were. None of these problems have been resolved. Today, Library personnel working in colleges and universities in W. B. feel frustrated and aggrieved. We, therefore, earnestly request you to intervene into the matter so that early decisions can be taken on these issues. We shall be obliged if Govt's decisions, positive or negative whatever may, are communicated to us at an early date. For our quick perusal we are mentioning these problems under the following groups.

A Case of injustice and harassment done during last regime

Sri Sasanka Bagchi, Assistant Librarian, Bureau of Educational and Psychological Research, was appointed to the said post in 1959, fulfilling all the conditions mentioned in the advertisement. He was arbitrarily demoted to the post of Library Assistant, resulting in great loss of monetary benefits and status. A fresh copy of his case is enclosed for your perusal.

B Economic problems of college and university library staff

B1 Universities

It is unfortunate that the UGC pay scales have not yet been introduced in any of the Universities in West Bengal, in spite of the fact that the Central Govt is agreeable to share additional expenditure for this purpose. Recently the Jadavpur University authorities have forwarded to the State Govt. recommending the case of their professional staff for UGC pay scales. We would therefore request the State Govt to take an early decision on this matter so that these staff, so long deprived, may get the benefits of the UGC pay scales.

We would also request the State Govt to write to the authorities of other universities to forward the cases of professional staff of their respective universities for consideration of the state govt.

B2 Colleges

1) **Unsettled cases**—Though the UGC pay scale came into effect on and from 1. 4. 1966, there are some cases which are still lying with the Education Directorate. Immediate decisions may kindly be taken on these long standing issues.

2) **Extension of UGC benefit**—The govt order specifying the qualifications of College Librarians and Assistant Librarians was circulated by the Govt of W. B in October, 1975. We, therefore, demand that the Benefit of the UGC pay scales of Rs. 300-600 extended to all College Librarians, Deputy and Assistant Librarian appointed prior to that date

3) **Portion related to library staff in Govt circular no. 1783-Edn (C 5) dt. 5. 11. 1976 be withdrawn immediately.**

This humiliating circular has equated the pay scales of Librarians, Assistant Librarians (who are not covered by the UGC pay scale) and Library Assistants with the pay scales of Lower Division clerks. It has created a demoralising effect on the College library staff and the library services are seriously hampered. This circular be withdrawn immediately and the librarians and Assistant Librarians be placed in the pay of Rs. 300-600.

4) **Cases of Librarians and Assist Librarians of Colleges**—Introduction of the 5th Five Year Plan UGC pay scales of these Librarians are under consideration of the State Govt. for last few months. We would request the State Govt. to take an early action regarding Librarians and Assistant Librarians of Government Colleges.

5) **Cases of Librarians not forwarded by the College Authorities**

In spite of Govt. circular, some college authorities have not yet forwarded the cases of their Librarians and Assistant Librarians. We would, therefore request the State Govt to issue a fresh circular to the colleges with a request to forward such cases to the State Govt.

6) **Letter to the UGC and the Central Govt.**

Till the Fourth Five Year plan, the pay scales of College and University Librarians were at par with those of teachers. During the Fifth Plan period, the UGC and the Central Govt have deviated from the principle by downgrading the pay and status of the Librarians and Assistant Librarians. Library Associations and AIFUCTO have reacted against this decision. We would request the State Govt to write letters to the UGC and the Central Govt. with a request to revise the circular on following lines.

a) Librarians, Deputy Librarians, Assistant Librarians in Colleges and Universities fulfilling the UGC prescribed qualifications, be given the pay scales of teachers of respective levels.

b) Librarians, Deputy Librarians who are already enjoying the UGC pay scales should be given the pay scales of teachers of respective levels, though some of them might not be fulfilling required qualifications.

c) There should suitable pay scales for other professional staff working in the Colleges and Universities.

d. In all future appointment, prescribed qualifications should be strictly insisted on.

C **Status of College and University Librarians**

At the time of amendments of University Acts and change of college Statutes, provisions may kindly be made to include University and College Librarians in different policy making academic bodies (Senate/Academic Council at the University level; Teachers Council at the College level). This is needed for proper interaction of Library activities and academic decisions.

2 **System of professor-in-charge of Libraries** be abolished. This system arrests the initia-

tive of professionally trained Librarians in discharging their normal duties and decision making.

3. In case of College libraries a Library Committee be constituted with the Head of the Institution as Chairman and the Librarian as Secretary. Representatives of the Teachers and Students be included as members

4 System of realising security deposits/bonds or in the form of fidelity bond from librarians in some libraries should immediately be discontinued.

D Staff pattern

We have already submitted our memorandum regarding the staff pattern for college libraries, as circulated by the State Govt. It is not based on any sound principle. We like to draw your kind attention to following glaring demerits.

i) We are astonished to find that the State Govt has recommended that the libraries having book strength upto 5000 can be managed by an Assistant Librarian and there is no need of Librarian in this case. It is strange recommendation and unheard of in the history of library service. No library, small or big, can be managed without a professionally qualified librarian. This provision should immediately be withdrawn.

ii) Qualifications for Assistant Librarian and library Assistants should be clearly specified.

We hope you would kindly give due consideration to these problems.

With regards.

Yours sincerely,
P. Roychandhury
Secretary

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলিকাতা-৭০০ ০১৪

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের উত্তরবাহিনীতে জেলা শাখাগুলির উত্তোগে নিয়ে উল্লিখিত জেলা লব্ধে আগামী জুন মাসে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অহুতিত হবে। সংশ্লিষ্ট জেলায় বসবাসকারী পরিষদের সকল সভ্য এবং গ্রন্থাগার দায়িত্ব দায়িত্বের উক্ত সম্মেলনে যোগদান করতে অহুৰোধ জানান হহুে।

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে পরিষদের জেলা শাখা পুনর্গঠিত হবে। জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন বিষয়ে আগ্রহী বহুদের স্ব-স্ব জেলা শাখার সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অহুৰোধ করা বাহুে।

| জেলা | সম্মেলনের তারিখ | শাখা ও সম্পাদকের নাম/ঠিকানা |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। মালদহ | ২৫ জুন, ১৯৭৯ | শ্রীমশীমহুয়ার ভৌমিক মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ। |
| ২। পশ্চিম দিনাজপুর | ১০ই জুন, ১৯৭৯ | শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী পোঃ মেধীনগর, পশ্চিম দিনাজপুর। |
| ৩। জলপাইগুড়ি | ১১ই জুন, ১৯৭৯ | শ্রীঅমিতেশ ভট্টাচার্য জলপেশ মহীকান্ত গ্রন্থাগার পোঃ জলপেশ মহিকর, জলপাইগুড়ি। |
| ৪। কোচবিহার | ১৩ই জুন, ১৯৭৯ | শ্রীবিমল ব্যানার্জী পি. ভরু. ডি. কোর্ট'স ম্যাপাভিন রোড |
| ৫। দার্জিলিং | ১৫ই জুন, ১৯৭৯ | পোঃ এবং জেলা কোচবিহার শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সার-ভিত্তিনাল গ্রন্থাগার, পোঃ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং। |

সম্পাদক

সম্পাদক

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৯

**Government of West Bengal
Education Department
Budget Branch**

No 253 (4)—Edn (B)

1M—9/79

Dated Calcutta, the 7th April, 1979

From : Shri L. K. Chatterji,

Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

**To : The (1) Director of Public Instruction, West Bengal
(2) Director of Technical Education, West Bengal
(3) Director of Secondary Education, West Bengal
(d) Director of Primary Education, West Bengal.**

Subject ; Grant of interim Additional Pay/Additional Dearness Allowance to the teaching and non-teaching employees of non-Government Aided/Sponsored Educational Institutions including Libraries excluding District School Board below the College level with effect from 1st April, 1979.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to sanction, subject to the existing terms and conditions, in addition to the existing dearness allowance and interim dearness allowance, payment of interim Additional Pay/Additional Dearness Allowance in absolute amounts to all wholetime teaching and non-teaching employees of Aided/Sponsored Educational Institutions as detailed in the enclosed statement at the following rates with effect from 1st April, 1970 and until further orders :

| Employees drawing basic pay per month | Rates of Interim Addl. Pay/Addl. Dearness Allowance p.m. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Upto Rs. 235/- per month | Rs. 20/- interim Addl. Pay + Rs. 22/- Addl. Dearness Allowance. |
| Rs. 236-300 | Rs. 10/- interim Addl. Pay + Rs. 32/- Addl. D.A. |
| Rs. 301-400 | Rs. 50/- Addl. Dearness Allowance |
| Rs. 401-450 | Rs. 55/- Addl. D.A. |
| Rs. 451-500 | Rs. 72/- " " |
| Rs. 501-550 | Rs. 91/- " " |
| Rs. 551-600 | Rs. 112/- " " |
| Rs. 601-650 | Rs. 133/- " " |
| Rs. 651-700 | Rs. 148/- " " |
| Rs. 701-750 | Rs. 166/- " " |

Ra. 751-800
Ra. 801-850
Above Ra. 850

Rs 184/- " "
Rs. 104/- " "
Rs. 208/- " "

The Governor has further been pleased to direct that the Interim Additional Pay/ Additional Dearness Allowance at the rates mentioned above are sanctioned subject to the following conditions.

i) Basic pay means grade pay only and will not include any other pay if any, irrespective of its nomenclature save and except grade pay ;

ii) In no case the pay, whatever may be the nomenclature together with dearness allowance, interim Dearness Allowance Additional Dearness Allowance sanctioned now will exceed Rs. 2400/- p.m.

iii) In no case of employees on new/intermediate selection grade, if any, the rates of additional Dearness Allowance shall not exceed the amounts admissible according to above rates on the maximum of their corresponding basic grade scales.

iv) Interim Additional Pay wherever admissible as per this order will be treated as a separate entity and no other benefit whatsoever on percentage basis or otherwise will accrue there on.

3. The change involved will be debited to the respective appropriate head in the current year's "277-Education (Excluding Sports and Youth welfare) budget which may be augmented by re-appropriation or otherwise in due course.

4. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. 151J(B) dated 5th April, 1979.

5. The Accountant General, West Bengal and the Pay and Accounts Officer, Calcutta, are informed.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত বাংলা ভাষার অভিধান

৪০ বছর পরে

সাহিত্য সংসদ কর্তৃক
আবার প্রকাশিত হচ্ছে

বাংলা ভাষার সৃষ্ট চর্চায় অভিধানের ভূমিকা অপরিণীত—তাই আমাদের নিয়ম প্রচেষ্টা যথাসম্ভব অভিধানের মান উন্নত করা এবং নব নব ক্ষেত্রে অভিধান সম্বলন করা—সংসদ বাংলা চরিত্তাভিধান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংসদ ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা ইংরেজী অভিধান ও সংসদ বাংলা অভিধান আজ বহু সমাদৃত এবং অভিধান সম্বলন ও প্রকাশন ক্ষেত্রে 'সংসদ' নামটা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত 'বাংলা ভাষার অভিধান' বাংলা অভিধান-জগতে অনন্ত সৃষ্টি। কিন্তু চল্লিশ বৎসর আগে (১৯৩৮)এর শেষ সংস্করণ (দ্বিতীয়) প্রকাশিত হয়েছিল। বইটার অভাব বহুদিন ধরে অনুভূত তাই আমরা এই অভিধান প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি।

:: বৈশিষ্ট্য ::

- দুই খণ্ডে এক লক্ষ পনের হাজারের বেশি শব্দ ও শব্দাবলী।
 - প্রামাণ্য উচ্চারণ-সংকেত, ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় ও বানান-নির্দেশ।
 - তত্ত্ব শব্দের সহিত কথা, দেশজ ও বিদেশী ভাষা ইহাতে আদৃত শব্দের প্রতি সমবিচার।
 - বিজ্ঞানসে অর্থের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সংকেত-দান এবং প্রয়োগের উদাহরণ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে শব্দের অর্থ স্পষ্টীকৃত।
 - পনেরটি মূল্যবান পরিশিষ্ট।
 - পণ্ডিত প্রবর ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর ভূমিকা সন্নিবিষ্ট।
 - দুই খণ্ডে প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা, মজবুত বোর্ড ও কাপড়ে বাঁধাই।
- সাধারণ মূল্য : টা. ১০০.০০ গ্রাহক মূল্য : টা. ৮০.০০

কাগজের হস্তাশ্রয়তার জন্য সীমিত সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। নগদে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে এখনি গ্রাহক হোন। প্রথম খণ্ড নেবার সময় টা. ৩৫.০০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড নেবার সময় টা. ২৫.০০ দেয়। ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র। আগষ্ট ১৯৫৮ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।

:: গ্রাহক হবার ঠিকানা ::

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০২, কোন : ৩৫-৭৬৬২

এক

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬, কোন : ৩৪-৭৩৯৮

। গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন কিস ।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন কেবল আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাহারসীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন

বিজ্ঞাপনের তার

| কোন পৃষ্ঠায় কতট। | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ২ | ১২৫ | ১০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | ১০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ২ | ১০০ | ১৫০ |
| ১ পৃষ্ঠা : ২ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

চাপা অংশের সাইজ ১০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১০৪, সি. আই. টি. কৌম ৫০

কলিকাতা—৭০০১৪

ফোন : ৪৫-৬৫৬৬

। পরিষদ প্রকাশিত ক্রয়কলি ঘাই ।

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য—২০'০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য

সম্বলিত একমাত্র গ্রন্থাগার গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২'০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৫'০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

মুক্ত প্রচেষ্টার আয়োজিত আলোচনা

সংক্রমণ বিষয়ণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫'০০

আড়াই হাজারের বেশি হ্রনির্বাচিত বাংলা

বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য—৫'০০

ডঃ আদিত্য গুহদেদার—গ্রন্থবিভা।

মূল্য—৫'০০

বাণী বন্দু (সংস্কৃত)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭'০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ৫,৫০০

গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের মুকুর্ষ জরুরী সংখ্যা ১৩৮১।

মূল্য—৫'০০ [বিধানো ৮'০০]

খ্যাতমান বুদ্ধিব্রুণলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক

শ্রীমতী বচনায় সম্বন্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১০৪ সি. আই. টি. কৌম—৫০

কলিকাতা—৭০০১৪

বার্ষিক টিকা—১৫.০০

বার্ষিক মূল্য—১৫.০০

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Rs. 1.50

- Licensed to post without per-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL-2
Postal Regd NO. WB/CC-145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 42

March—April, 1979

GRANTHAGAR

*(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the
advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication
should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library
Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi 1st.
26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray

Editor : Anisabha Das

